INDEX

DATE PAGE

THURSDAY, THE 30TH MAY, 1986

FRIDAY, THE 31ST MAY, 1986

MONDAY, THE 3RD JUNE, 1986

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Tripura Legislative Assembly met in the Assembly House at Agartala on Thursday, the 30th May, 1985 at 11 A.M.

PRESENT

The Hon'ble Speaker, Sri Amarendra Sharma, in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, 8 (Eight) Ministers, the Deputy Speaker and 35 members.

প্রশ্ন-উত্তর

মি: স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্ন-গুলির সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে, তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় তার উত্তর দিবেন। শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস : কোয়েশ্চান নাম্বার ২২।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : —স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২২,

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল পথ সম্প্রসারণের কাজে রেল কর্তৃপক্ষ এখন পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেছেন কিনা, এরূপ কোন তথ্য রাজ্য সরকারের কাছে আছে কিনা ?

২। যদি বরাদ্দ না করে থাকেন, তবে এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার ঐ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কিনা ; এবং

৩। যোগাযোগ করে থাকলে তার ফলাফল কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, অর্থ বরাদ্দ করেছেন।

২। রেল সম্প্রসারণের কাজে রেল কর্তৃপক্ষ মোট ৩০ কোটি টাকার মধ্যে ১৬ কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত টাকা এই প্রকল্পে ব্যয়িত হইয়াছে। বাকী কাজ শেষ করতে আনুমানিক আরও ১৭ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে।

৩। ইদানিং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় রেল সম্প্রসারণের কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করবার জন্য যোজনা কমিশনকে লিখিয়াছেন। তার উত্তরে যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান, তাঁর ১১-৯-৮৫ ইং তারিখের চিঠিতে ১৯৮৫—৮৬ সনের কাজের জন্য মোট ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগরতলা পর্যান্ত রেল পথ সম্প্রসারণের কাজ শুরু করতে করে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকার কি আশ্বাস পেয়েছেন। এবং ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্যান্ত লাইন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নবীনছড়া ট্রাইবেল কলোনী এবং রামনগর, এই দুইটি বিস্তীর্ণ জনবহুল অঞ্চলে যাতে দুইটি রেল-ষ্টেশন হতে পারে, সেজন্য স্থানীয় এলাকা থেকে এবং পি, ডি, সি, থেকে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রের কাছে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, এজন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করেছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—আগরতলা পর্যান্ত রেলপথ সম্প্রসারণের ব্যাপারে বার বার কেন্দ্রিয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং করছেন, এই হাউসও বার বার প্রস্তাব গ্রহণ করে কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছে এবং এবারের সেসানেও একটা প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। ওরা এখন এজন্য ৭ম পরিকল্পনায় টাকা বরাদ্দ করছেন, যদিও ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার যুবক এবং নরনারী এজন্য নানা ধরনের আন্দোলন করেছেন এমন কি আইন অমান্যও করেছেন যে তাদের এই দাবী মানতে হবে। ইতি মধ্যে অবশ্য এম, ই, সির টাকায় এর সার্ভে ওয়ার্ক প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আর রেল ষ্টেশন করার ব্যাপারে রেল দপ্তরই ঠিক করেন কোথায় কোথায় রেল-ষ্টেশন হবে। এই দাবী সম্পর্কে রেল দপ্তরের কাছে লেখা হয়েছে যদিও তারা এখন পর্যান্ত কোন সিদ্ধান্ত জানান নি যে ঐ স্থানগুলিতে রেল-ষ্টেশন হবে কিনা।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কুমার ঘাটথেকে আগরতলা পর্যান্ত রেল

সম্প্রসারিত হলে, সেটা হালাহালি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাবে কিনা জানতে পারি কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—আগে একবার ভারত সরকার থেকেই প্রস্তাব করা হয়েছিল এলাইনমেণ্ট চেঞ্জ করা হবে কিনা, তখন আমরা রাজ্য সরকার থেকে বিভিন্ন মহকুমা শহরগুলির কাছ দিয়ে যেমন, খোয়াই শহরের কাছ দিয়ে রেল লাইন আনার জন্য রাজ্য সরকারের সম্মতি জানিয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার বললেন যে, না ওটা হবে না, কারণ প্রতিরক্ষা দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনে ঐখান দিয়ে রেল লাইন করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ আগের যে এলাইনমেণ্ট আসাম-আগরতলা রোড বরাবর রেল লাইন আসবে। এখন পর্য্যন্ত এটাই ঠিক রয়েছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—এই রেল লাইন বসানোর ক্ষেত্রে ধর্মনগর বিভাগীয় কিছু দুর্নীতি-বাজ কন্ট্রাক্টার তুলা গাছ কেটে ফাইল করে রেল লাইন বসানোর কাজে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, এই সম্পর্কে রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি ? এছাড়া রেল লাইন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে, তাতে চাকুরীর ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের যে কোটা আছে, সেই কোটা অনুসারে ত্রিপুরা থেকে কোন লোক নিয়োগ করা হচ্ছে না। এই সম্পর্কে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করেছেন কিনা এবং করে থাকলে রেল দপ্তর এই সম্পর্কে কি ভূমিকা পালন করেছেন, আমাদের জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—এতে রাজ্য সরকারের নিজস্ব কোন ভূমিকা নাই, যা করার তার সবই কেন্দ্রীয় রেল দপ্তরই করছে। তবে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার তার যে দাবী, লোকাল লোকদের নিয়োগ করার, সেই সম্পর্কে সব সময়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে আসছে।

শ্রীবিমল সিন্হা :—স্যার, এখানে পূর্ত্ত মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে প্রতিরক্ষার কারণে কেন্দ্রীয় রেল দপ্তর মাণিক ভাণ্ডার এবং অন্যান্য এলাকার উপর রেল লাইন সম্প্রসারণ করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমি জানি যে, ধর্মনগর থেকে শুরু করে করিমগঞ্জ পর্য্যন্ত যে রেল লাইন করা হয়েছে, তা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বর্ডার থেকে এক বা দেড় মাইলের মধ্যে রয়েছে, এমন কি রেল স্টেশনগুলিও। কাজেই ঐখানে প্রতিরক্ষার কোন বিঘ্ন ঘটল না, শুধু ত্রিপুরায় রেল সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যে সব এলাকার উপর দিয়ে রেল লাইন আনার দাবী জানাচ্ছে, সেখানে

প্রতিরক্ষার বিঘ্ন ঘটল, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের বুঝিয়ে বলবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এটা শুধু যে প্রতিরক্ষা দপ্তরের আপত্তিতে পরিবর্ত্তন করা যাচ্ছে না, তা নয়। ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক ডেভেলাপমেন্টের কথা বিবেচনা করে, বিশেষ করে যে সব এলাকা এখনও অ-উন্নত রয়েছে সেগুলিও যাতে সমানভাবে উন্নত হতে পারে বিবেচনা করেই আমরা কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক এলাইনমেণ্টকে মেনে নিয়েছি। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ভবিষ্যৎ স্বার্থের কথা চিন্তা করেই করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতিলাল সাহা।

শ্রীমতিলাল সাহা :—স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—প্রশ্ন নং ৩৮

প্রশ্ন

১। বিগত ১৯৮৪ সনের বন্যায় বিশালগড় ব্লকের কতজন ক্ষতিগ্রস্ত মৎসচাষীর মধ্যে বিনামূল্যে মাছের চারা বিলি করা হয়েছে (গাঁওসভা-ভিত্তিক হিসাব) ?

২। উক্ত এলাকায় ৩০, ৪, ৮৫ইং পর্যন্ত মাছের পোনা পায় নাই এইরূপ মৎস্যচাষীর সংখ্যা কত (গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব) ?

৩। যাহারা এখনও মাছের চারা পান নাই তাদের না পাওয়ার কারণ ?

৪। কবে পর্যন্ত তাহাদিগকে মাছের পোনা দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। বিশালগড় ব্লকের যত সংখ্যায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎসচাষীকে মাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে আর গাঁও-পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

গাঁও-পঞ্চায়েতের নাম	ক্ষতিগ্রস্ত মৎসচাষীর সংখ্যা
চন্দ্রনগর	২৫
পাণ্ডবপুর	২০
যোগেন্দ্রনগর	৩
বিশালগড়	২৮

ডুকলী	৩০
প্রতাপগড়	৫০
মধুপুর	৮
কৈয়াডেপা	১৭
কে. কে. নগর	৯৩
কাঁঠালতলা	৭৭
পোবাথল রাজনগর	২০
লক্ষ্মীচিল	১০
নবিনগর	১৪
লালসিংমুড়া	৪৩
গোলাঘাটি	৪
লাটিয়াছড়ি	৮
প্রমোদনগর	৫
দয়ারামপাড়া	৫
বাঁশতলী	৬
ঈশানচন্দ্রনগর	৫
কণ্ঠমালা	৪
রাধারঘাট	২১
রামনগর	৮
আমতলী	২৫
পদ্মনগর	৪
বড়জলা	৩১
গলিবাড়ীবাড়ী	৩
পাথালিয়াঘাট	২৪
যোগলকিশোরনগর	৩
মোট :	৬০৬

২। ১৯৮৪ ইং সনের বন্যায় মৎস্যচাষী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং এদের সবাইকে

বিনামূল্যে মাছের পোনা বিতরণ করা সম্ভব হয়নি। তাই যাদের দেওয়া হয়নি তাদের সম্পর্কে গাঁও পঞ্চায়েত ভিত্তিক পূর্ণ তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়।

৩। চারা পোনার অপ্রতুলতার জন্য সব ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষীকে চারা পোনা দেওয়া যায়নি।

৪। বর্তমান বছরে বন্যাত্রাণ হিসাবে বিনামূল্যে মাছের চারা পোনা দেবার কোন সংস্থান নেই। তাই আর দেওয়া যাবে বলে আশা করা যায় না।

শ্রীমতিলাল সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন ঐ সব ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষী-দের বিনামূল্যে মাছের চারাপোনা দেবার, কোন সংস্থান নাই। কিন্তু দুর্গানগর, বিশালগড়, ইত্যাদি এলাকায় মৎস্য চাষীদের বিনামূল্যে মাছের চারাপোনা দেওয়া হবে বলে তারিখ দিয়ে সারাদিন তাদের বসিয়ে রাখা হয়েছিল এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কি না?

শ্রী বাদল চৌধুরী :—স্যার এই তথ্য আমার জানা নাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য জওহর সাহা

শ্রীজওহর সাহা :—কোয়েশ্চান নং ১১৭

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ১১৭

প্রশ্ন

১। রাজ্যের যেসব মহকুমায় নোটিফায়েড এরিয়ার জন্য ২য় পর্যায়ের মনোনীত কমিটি গঠন করা হয়েছে তাহার মেয়াদ কবে নাগাদ শেষ হয়েছে বা হবে (নোটিফায়েড এরিয়া ভিত্তিক পৃথক হিসাব)?

২। এর মধ্যে যে সব নোটিফায়েড এরিয়ার কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে সেখানে নির্ব্বাচিত কমিটি গঠনের কাজ বিলম্ব হওয়ার কারণ কি?

৩। বর্তমানে উক্ত এলাকায় কমিটি নির্বাচনের কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে?

৪। কবে নাগাদ রাজ্যের নোটিফায়ড এলাকাগুলিতে কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। ধর্মনগর, কৈলাসহর, উদয়পুর ও বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি-

গুলির ২য় পর্য্যায়ের কার্য্যকালের মেয়াদ ১৯৮৪ সালের ২৮শে অক্টোবর তারিখে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বাকী ৫টি নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির ২য় পর্য্যায়ের কার্য্যকালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ এইরূপ :—

সোনামুড়া, সাব্রুম ও কমলপুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি— ৭ই জুলাই ১৯৮৫ ইং তারিখ।

খোয়াই ও অমরপুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি— ১৯শে জুলাই, ১৯৮৫ইং তারিখ।

২। প্রচলিত আইনের বিধান অনুসারে সরকার মনোনীত সদস্য দ্বারা বর্তমান নোটিফায়েড এরিয়া কমিটিগুলি গঠন করা হইয়াছে। নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত কমিটিগুলি গঠন করিতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা সরকারের নাই। তথাপি নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার প্রচলিত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়াছেন যাহা বিভিন্ন কারনে এখনও বলবৎ করা সম্ভব হয় নাই। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচনী এলাকা নির্দ্ধারণ, ভোটার লিস্ট প্রণয়ন ও যথাযথ নির্বাচন বিধি প্রণয়নের প্রয়োজন রহিয়াছে। উক্ত বিষয় সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর নোটিফায়েড এরিয়াতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

৩। প্রশ্ন উঠে না

৪। নোটিফায়েড এরিয়া এলাকাগুলিতে নির্বাচিত কমিটি গঠনে কোন সিদ্ধান্ত বা সময় সূচী এখনও নির্দ্ধারণ করা হয় নাই।

শ্রীজহর সাহা : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে, রাজ্যের নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কতগুলি বিশেষ কারনে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হচ্ছে না— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি সেই বিশেষ কারণগুলি কি কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : স্যার, আমি বলেছি যে বর্তমান আইনের কতগুলি ধারা পর্যালোচনা করে আমরা সেগুলি সংশোধন করেছি এবং আমরা নির্বাচন অনুষ্ঠানের

জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছি। আর এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, আমাদের রাজ্যে যে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এক্ট চালু আছে এবং যেটি আমাদের নোটিফায়েড এরিয়ার জন্য এডপ্ট করা হয়েছে সেই ওয়েস্ট বেঙ্গলেও কিন্তু নোটিফায়েড এরিয়াতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় না।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাদয় জানিয়েছেন যে নোটিফায়েড এরিয়ার ডিমার্কেশান ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের জন্য নির্বাচনের কাজ বিলম্বিত হচ্ছে এইগুলি হয়ে গেলেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে—গত দুই বছর যাবতই এই ধরনের প্রতিশ্রুতি শুনে আসছি নির্বাচন হচ্ছে কিন্তু আর হচ্ছে না। যার ফলে সেই নোটিফায়েড এরিয়ার জনসাধারণের উন্নয়নমূলক কাজ কর্ম ব্যাহত হচ্ছে এবং সেই সব কাজ খেয়াল খুশী মত হচ্ছে, জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে না। এই কথা বিবেচনা করে বর্তমান আর্থিক বছরে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হবে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এই রকম কোন নির্দিষ্ট এস্যুরেন্স দেওয়া সম্ভব নয় তবে নোটিফায়েড এরিয়ার কাজের কোন রকম ত্রুটির জন্য যদি কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ মাননীয় সদস্যের থাকে তাহলে তিনি সেটা জানালে আমরা সেটা তদন্ত করে দেখব। নোটিফায়েড এরিয়াগুলির নির্বাচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি। তবে আমি এটাও উল্লেখ করতে চাই যে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনেও গত ২৫ বছর বন্ধ ছিল বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরই দুইবার নির্বাচন হয়।

শ্রীসমীর দেব সরকার :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, নোটিফায়েড এরিয়া ছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি—যেমন খোয়াই তেলিয়ামুড়া এই সকল এলাকাগুলিতে নোটিফায়েড এরিয়া ঘোষণা করার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করবেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, গুরুত্ব অনুসারে এরিয়া বাড়াবার পরিকল্পনা আমাদের আছে। আর ইতিমধ্যে এই রকম ৪টি সংস্থান ঠিক করেছি কুমারঘাট, তেলিয়ামুড়া, মনুবাজার এই রকম ৪টি জায়গা আমরা ঠিক করেছি।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই যে নোটিফায়েড এরিয়াগুলিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হচ্ছে না তার কারণ কি এই যে সেই

সব এলাকাতে যে সব টাকা খরচা করা হচ্ছে সেই সব কাজের দুর্নীতিগুলি যাতে চেপে রাখা যায় তার জন্যই কি এই প্রচেষ্টা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—এটা ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীহরিচরণ সরকার।

শ্রীহরিচরণ সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১০৮ ফিসারী ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১০৮।

প্রশ্ন

১। গান্ধীগ্রাম পলট্রি ফার্মের পার্শ্ববর্তী স্থানে জলাশয় তৈরী করিবার জন্য সর্বমোট সরকারের কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ?

২। উক্ত জলাশয়ের জলের এরিয়া কত ?

৩। উক্ত জলাশয়টি 'লিজ' পাওয়ার জন্য কোন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি আবেদন করিয়াছিল কি না ?

উত্তর

১। ৪,৫৫,৪২৩,০০ টাকা।

২। ২০ হেক্টার।

৩। এরূপ দরখাস্ত পাওয়া যায় নাই।

শ্রীহরিচরণ সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্য দিয়েছেন যে উক্ত জলাশয়টি তৈরী করার জন্য ৪,৫৫,৪২৩টাকা খরচ হয়েছে। এত টাকা খরচ করে সামান্য ওয়াটার এরিয়া তৈরী করা গেল না এটা কি সরকারী অর্থের অপচয় কি না, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, জলাশয়টি খনন করার পর সাময়িক

কর্তৃপক্ষ অ্যাকুইজিশন করে, তার ফলে এটার একটা বিরাট অংশ অ্যাকুইজিশানে পড়ে যায়। তার জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়া গেছে পাঁচ লক্ষ ২৩ হাজার টাকার মত।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেনটারী স্যার, এই জলাশয়টি খনন করতে দেখা যায় ৪ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। আগে কতটুকু অংশে জল ছিল ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীফৈজুর রহমান।

শ্রীফৈজুর রহমান :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১২০ রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীখগেন দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১২০।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ধর্মনগর মহকুমায় বিষ্ণুপুর মৌজার ইছাইটুলা গাঁও এর মুসলমানদের কবর খলার জায়গা অবৈধভাবে কিছু লোককে বন্টন করে দেওয়া হয়েছে।

২। ইহাও কি সত্য যে উক্ত কবর খলার জায়গায় অবৈধভাবে যে অ্যালটমেণ্ট দেওয়া হয়েছে তাহা বাতিল করার জন্য উক্ত এলাকার গ্রামবাসীগণ স্থানীয় হক্কা ক্যাম্পে ডেপুটেশন দিয়াছিলেন ?

৩। সত্য হলে উক্ত ব্যাপারে সরকার তদন্ত করেছেন কি ?

৪। তদন্ত করা হলে তাহার ফলাফল কি ?

উত্তর

১। এরূপ অভিযোগ সরকারের গোচরে এসেছে।

২। হ্যাঁ।

৩। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

৪। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১০২, ট্র্যান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : - মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১০২।

প্রশ্ন

১। টি, আর, টি, সিতে মোট কতটা বাস ও ট্রাক আছে?

ক] তার মধ্যে কতটা বাস ও ট্রাক চালু অবস্থায় আছে?

খ] দুর্নীতির অভিযোগে এ পর্যান্ত কতজন কর্মচারীকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে?

গ] কত জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত চলিতেছে?

ঘ] আগরতলা থেকে সোনামুড়া পর্যান্ত টি, আর, টি, সি বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

উত্তর

১। ক] বাস— টি, আর, টি, সিতে মোট ১৬০টি বাস আছে। তন্মধ্যে ৪৫টি বাস কনডেমড্ করা হয়েছে। আর বাকী ১১৫টি চালু বাসের মধ্যে ৬ টি বাস গড়ে সক্রিয়ভাবে রাস্তায় চলাচল করে এবং বাকী ৫০টি বাস মেরামতির জন্য বিভিন্ন কারখানায় আছে। ট্রাক—ট্রাক হচ্ছে ৪৬টি। এই ৪৬টি ট্রাকের মধ্যে ৩টি কনডেমড্ করা হইয়াছে এবং অপর ২টি কনডেমড্ করার প্রস্তাবাধীন আছে। সক্রিয় এবং চালু ট্রাক বর্তমানে আছে ৪১টি। এই ৪১টি ট্রাকের মধ্যে ২২টি ট্রাক সক্রিয় চালু আছে এবং বাকী ১৯টি ট্রাকের মধ্যে ৮টি ট্রাক মেজর মেরামতি ও ১১টি স্বল্প মেরামতির জন্য বড়জলা কারখানায় আছে।

খ] দুর্নীতির অভিযোগে এ পর্যান্ত ১০ (দশ) জন কর্মচারীকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে।

গ] ৪৭ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ হেতু ইনকোয়ারী অথরিটির অফিসে তদন্ত চলিতেছে।

ঘ] আগরতলা হইতে সোনামুড়া পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সি বাস সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে ট্রাক এবং বাস যেগুলি দীর্ঘদিন যাবত অচল হয়ে বডজ্যা পড়ে আছে সেগুলি মেরামত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যেগুলি কমডেমড্ করেছি সেগুলি মেরামত করার জন্য টেণ্ডার করা হয়েছে এবং রিসিভ্ও করা হয়েছে। আর যে ভায়েব্ল নয় সেগুলি বিক্রী করে দেওয়া হবে। এরপর আমরা ১০টি বাস ও ট্রাক কিনব যাতে আমরা ভালভাবে সার্ভিসটা দিতে পারি, সেইজন্য চেষ্টা করছি। মেরামতের কাজ পর্যায়ক্রমে চলছে।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমরা অনেক সময় দেখি একটা নির্দিষ্ট সময়ে বাস ছাড়ার কথা, লোকজনও বাসে উঠে বসে কিন্তু দেখা যায় বাস সময় মত ছাড়ে না, তখন যাত্রীদের ভীষণ অসুবিধা হয়, আবার কোন কোন যাত্রীদেরকে বলে দেওয়া হয় যে সার্ভিস চলবে না। জেনেশুনে এই অসুবিধার সৃষ্টি করা হচ্ছে। আবার দেখছি রাস্তার মধ্যে গাড়ী নষ্ট হয়ে যায়। জনসাধারণ বলে যে নিম্নমানের পার্টস দিয়ে গাড়ী মেরামত করা হয় বলেই এমনটা হচ্ছে। এই ব্যাপারটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এটা ঠিক যে গাড়ীগুলি বিভিন্ন ষ্টেশন থেকে ছাড়বার সময় ঠিক সময়ে ছাড়া হয় না। এতে যাত্রীদের খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ঠিক সময়েই ছাড়া হয়। এটা আমাদের নজরে আছে। আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু অনেক সমস্যা রয়েছে। এছাড়া মাননীয় সদস্য যা বললেন, নিম্নমানের যন্ত্রপাতি দিয়ে গাড়ী ঠিক করান হয় বলে মাঝ রাস্তায় নষ্ট হয়ে যায় এটা ঠিক নয়। যদি এ ধরণের কোন অভিযোগ করা হয়, তাহলে এন্কোয়ারী করে দেখা হবে। যান্ত্রিক যন্ত্রপাতি বলে অনেক সময় গাড়ী রাস্তা-ঘাটে নষ্ট হয়ে যায়।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে দুর্নীতির কথা বলেছেন। আমি জানতে চাচ্ছি, কি কি ধরণের দুর্নীতি হয়ে থাকে, এবং এই দুর্নীতি দূর করার জন্য কি কি ব্যবস্থা সরকার থেকে করে থাকেন? এছাড়া ঠিক সময়ে গাড়ী ছাড়া হয় না বলে, যাত্রীদেরকে অসুবিধায় পড়তে হয়। এই ব্যাপারে সরকার নজর দেবেন কি? তৃতীয়তঃ, যাত্রীর সংখ্যা খুবই বেড়ে গেছে। কিন্তু সেই তুলনায় গাড়ীর সংখ্যা বাড়ে নি। টি,আর,টি,সি, কিংবা পাবলিক বাস সরকার থেকে বাড়ানোর জন্য কোন চেষ্টা করছেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এটা ঠিক যথেষ্ট সংখ্যক টি,আর,টি,সি, বাস আমাদের নেই। এছাড়া, আরো অনেক রাস্তা আছে যেখানে আরো গাড়ীর দরকার। এটা আমাদের নজরে আছে। তবে টোটাল সার্ভে এখনও করতে পারি নি। এটা করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। যদি সার্ভে শেষ হয়ে যায়, তাহলে আমরা বুঝতে পারব, কোন রুটে কত বাসের দরকার। সাধারণভাবে বলা যায়, বাস বাড়ানোর দরকার আছে। আমরা টি.আর.টি.সি. ছাড়াও আরো প্রাইভেট বাস নামানোর জন্য পারমিট দেওয়ার কথা ভাবছি। আর নেচার অব অফেন্স বলতে বুঝায়, আন-অথরাইজড্ পেসেঞ্জার নেওয়া, টাকা নিয়ে রিসিট না দেওয়া, মিস-বিহেভিয়ার ও থেফ্ট কেস্।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—ত্রিপুরায় যেহেতু রেল লাইন নেই, সেজন্য বাস পরিবহনের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, সার্ভে করা হবে। কিন্তু এটা কি ঠিক নয়, কমলপুর এবং খোয়াই সাবডিভিশানে বাসের উপর ৫০ থেকে ১০০ জন যাত্রী সব সময়ই থাকে। কাজেই এই জন্য অতিরিক্ত বাসের প্রয়োজন আছে এছাড়া কোন সময়ই গাড়ীগুলি সময় মত ছাড়া হয় না। যাত্রীদের ষ্টেশনে বলতে শুনা যায়, সাড়ে ছয়টার বাস কখন ছাড়বে? বাস থাকলে কণ্ডাক্টর থাকেনা, কিংবা কণ্ডাক্টর থাকলে ড্রাইভার থাকে না। তাছাড়া বাস আন-ফিট হয়ে থাকে এ সব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমি বলেছি, টি, আর, টি, সি, পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা রয়েছে। যাত্রী ভীড় কমলপুর এবং অন্যান্য জায়গায় রয়েছে। তবে উত্তর ত্রিপুরা ন্যাশনালাইজড্ রোড। টি, আর, টি, সি, সাইডেও ন্যাশনালাইজড্ রোড করার কথা চিন্তা করেছিল। কিন্তু এই অসুবিধা দেখে তা চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছে। এখন আমরা নর্থেও প্রাইভেট বাস দিচ্ছি। যাত্রীদের সুবিধার

অন্তে প্রয়োজন হলে আরো আরো বেশী প্রাইভেট বাস দেব।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে, সোনামুড়াতে টি, আর, টি, সি, বাস দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নাই। সোনামুড়া-মেলাঘর থেকে আগরতলার যাত্রীদের যে ত্রাশ হয় তা নিশ্চয়ই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে? কাজেই সেখানে নতুন গাড়ীর পারমিট দেওয়ার কথা সরকার চিন্তা করছেন কিনা? এছাড়া সোনামুড়া-বক্সনগর-আগরতলা রোডেও গাড়ীর প্রয়োজন রয়েছে। বক্সনগর থেকে সোনামুড়ায় এসে কোর্টে যাত্রীরা এসে হাজিরা দিতে পারছেন না এ তথ্য কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এই সব তথ্য নেই। তবে আমার যতটুকু মনে আছে, বক্সনগর-সোনামুড়া ভায়া বিশালগড় এটা খুবই জরুরী রাস্তা। আমার যতটুকু জানা আছে, সব গাড়ী থামে না। পরীক্ষা করে দেখব দেওয়া যায় কিনা। বিশ্রামগঞ্জ দিয়ে সোনামুড়ায় যায় এবং সে গাড়ীগুলি খুবই রেগুলার আসা যাওয়া করে। সোনামুড়াতে টি, আর, টি, সি, বাস দেওয়া হয়েছিল। কেস্ কারে তুলে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

(অনুপস্থিত)

মিঃ স্পীকার :— শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৩।

মিঃ স্পীকার :—ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৩।

শ্রীঅনিল সরকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৩।

প্রশ্ন

১। আগরতলা বেতার কেন্দ্রের ট্রান্সমিটার যন্ত্রটি এতই দুর্বল যে ত্রিপুরার দূরবর্তী প্রান্ত সমূহ থেকে বেতার প্রচার শুনা যায় না তাহা রাজ্য সরকারের জানা আছে কি না?

২। জানা থাকিলে এই অসুবিধা দূর করার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন ট্রান্সমিটার এই কেন্দ্রে বসানোর জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে এনেছেন কিনা, এবং

৩। এনে থাকলে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এ ব্যাপারে এখন পর্য্যন্ত কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাহা রাজ্য সরকার অবগত আছেন কিনা?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। হ্যাঁ।

বিগত ১৯৮৩ ইংরাজী সনে তথ্য ও বেতার মন্ত্রীদের বৈঠকে উক্ত বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার পরবর্তী সময়ে রাজ্য সরকারের ঐ দাবী নীতিগত ভাবে অনুমোদনও করেছেন। এবং কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার বসাবেন বলে রাজ্য সরকারের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছেন। এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বাসস্থান নির্মাণের জন্য উপযুক্ত ভূমির ব্যবস্থার জন্যও অনুরোধ করেছেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগরতলা বেতার কেন্দ্রের প্রচারে খুবই বিঘ্ন হয়। অনেক সময় নিকটবর্তী স্থান থেকেও শুনা যায় না। এই বিষয়টি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি? তাছাড়া, আগরতলা কেন্দ্র থেকে যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়, তার প্রনানসেশানে এত ত্রুটি থাকে যে বলার কথা নয়। কাজেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার থেকে গ্রহণ করা হবে কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, রেডিও ষ্টেশনের প্রচারের দুর্বলতার কথা, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটারের অভাব সবই আমাদের জানা আছে। আমি এখানে আমার বিবৃতিতে এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা জানিয়েছি। এছাড়া, মাননীয় সদস্য সংবাদ প্রচারে প্রনানসেশানের যে ত্রুটির কথা বলেছেন সে ব্যাপারে

আমাদের বলার কিছুই নেই।

শ্রীবিমল সিনহা :—পার্লামেন্টারী স্যার, এমন কি যান্ত্রিক ক্রুটী আছে সেখানে, যে ক্রুটির জন্য বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলের খবর সেখানে প্রচার করা হয় না, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, ট্রান্সমিশনের কথা বলা হয়েছে, দুর্বল ট্রান্সমিশনকে আরও পাওয়ারফুল করা দরকার এবং তার জন্য আরও এক্সপানশান দরকার। জায়গা চাইলে জায়গা আমরা দেব, এটা বলার পর সে ব্যাপারে তাদের দিক থেকে অগ্রগতি নেই।

[illegible] সরকার :: পার্লামেন্টারী স্যার, আগরতলা বেতার কেন্দ্র থেকে স্থানীয় সংবাদের জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট আছে। স্থানীয় সংবাদের নাম করে চার ভাগের সাড়ে তিন ভাগই সর্ব ভারতীয় সংবাদ সেখানে পাঠ করা হয়, আর যেটুকু সময় থাকে তাতে বেতার কেন্দ্রের পরিচালকরা তাদের নিজেদের খুশী মত সংবাদ প্রচার করেন যে কারনে রাজ্যের বন্যা বিধ্বস্ত ঘটনার মত সংবাদ সেখানে স্থান পায় না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট থেকে আমি জানতে চাই স্থানীয় সংবাদ পাঠের সময় সীমাটা বাড়াবার ব্যবস্থা আছে কিনা, দুপুরবেলা বা সকালের দিকে ব্যবস্থা করা যায় কিনা। দ্বিতীয়ত: স্থানীয় সংবাদে ত্রিপুরা রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি সম্পর্কে সরকারের পলিসীগুলি স্থান পাবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার : মাননীয় সদস্যের বক্তব্য আমরা কেন্দ্রীয় বেতার মন্ত্রীকে গোচরীভূত করার চেষ্টা করব।

শ্রীনকুল দাস :— পার্লামেন্টারী স্যার, আকাশবাণী আগরতলা পাওয়ারফুল ট্রান্সমিশন থেকে আরও পাওয়ারফুল জিনিষ এর ভিতরে আছে। বিধান সভা চলাকালীন সময়ে বিধান সভা সম্পর্কে আকাশবাণী আগরতলা কিছু সমীক্ষা করে। সেখানে আমরা দেখেছি আমাদের দলের যারা বক্তব্য রাখেন তাদের নামটা শুধু উল্লেখ করে, আর অন্যান্য দলের যারা বক্তব্য রাখেন তাদের সমস্ত বক্তব্য প্রচার করার চেষ্টা করে। এমন কি বিচ্ছিন্নতাবাদের পক্ষে যারা কথা বলছেন সেগুলিও কৌশলে তারা প্রচার করছে।

আকাশবাণী আগরতলা বিচ্ছিন্নতাবাদী দলের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করছে, এটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটা সাপ্লিমেন্টারী হিসাবে আসে না। এটা মাননীয় সদস্যদের মনে যে ক্ষোভ আছে তার প্রকাশ।

সৈয়দ বসিত্ত আলী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চল থেকে উত্তর ত্রিপুরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অনগ্রসর। কাজেই জনসাধারণের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে সেখানে একটা বেতার কেন্দ্র স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅখিল সরকার :—স্যার, উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় সাবষ্টেশন করার কথা ছিল। কখন তারা কাজ শুরু করবেন বলতে পারছি না। এটা মন্ত্রীদের মিটিং-এ উনারা বলেছিলেন এই তথ্যই আমার কাছে আছে।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আগরতলা রেডিও সেন্টারের ট্র্যান্সমিটারকে আরও বেশী শক্তিশালী করার জন্য রেডিও সেন্টারের বাসস্থান ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করার জন্য মন্ত্রীদের মিটিং এ আলোচনা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি রেডিও সেন্টারের বাসস্থান এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা, যদি না করা হয়ে থাকে তার জন্যই আগরতলা রেডিও সেন্টারকে শক্তিশালী করা যাচ্ছে না।

শ্রীঅখিল সরকার :—স্যার, উনারা কবে প্রসিড করবেন, কোথায় করবেন, জায়গা কতটুকু দরকার কিছুই জানান নি। জায়গা আমরা দিতে পারবনা তা নয়। টি, ভি. সেন্টারের জন্যও আমরা জায়গা দিয়েছি, আর রেডিও সেন্টারের জন্য জায়গা দিতে পারব না তা নয়, জায়গা আমরা দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—কোয়েশ্চান নং ১৯৩ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ১৯৩ স্যার।

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে আগরতলা সিমনা রুটে কত মিনিট অন্তর অন্তর বাস চলিতেছে,

২। আগরতলা-সিমনা রুটে যাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর বাস ছাড়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

৩। উক্ত রুটে নতুন বাসের পারমিট পাওয়ার জন্যে কোন আবেদন পত্র জমা পড়েছে কিনা, এবং

৪। পড়ে থাকলে তাহার সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। বর্তমান আগরতলা-সিমনা রুটে দেড়ঘণ্টা অন্তর বাস চলিতেছে।

২। উক্ত রুটে সিমনা বাস সিণ্ডিকেটের যে বাস সংখ্যা আছে তাতে ১৫ মিঃ অন্তর বাস সার্ভিস দেওয়া সম্ভব নহে।

তদুপরি এই প্রকার ১৫ মিঃ অন্তর সার্ভিস দিলে উপযুক্ত যাত্রী পাওয়া যাইবে কিনা এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। এখানে উল্লেখ যে আপটু মোহনপুর আধা ঘণ্টা অন্তর বাস যায়।

৩। উক্ত রুটে নতুন বাসের পারমিটের জন্য কোনও দরখাস্ত এখন পর্যন্ত এস. টি. এ. কর্তৃক আহ্বান করা হয় নাই। তবে পাবলিক হইতে এই রুটে বাসের জন্যে দরখাস্ত আছে।

৪। মোট ৮ টি দরখাস্ত পড়িয়াছে। যথা :—

ক) ৩ মিনি বাসের জন্য ২টি (আগরতলা-সিমনা রুট)।

খ) মিনি বাসের জন্য ২টি (আগরতলা-সিমনা রুট)।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সিমনা বাস সিণ্ডিকেটের যে পুরোনো গাড়ীগুলি ১৯৭৭ইং সাল থেকে ৮০ইং সাল পর্যন্ত আগে সেগুলিকে রিপ্লেস করার জন্য কোন দরখাস্ত জমা পড়েছে কিনা, এবং কতগুলি রিপ্লেস দরখাস্ত জমা পড়েছে এবং গাড়ীগুলি রিপ্লেস করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, রিপ্লেসমেন্টের কোন প্রশ্ন এখানে ছিল না। রিপ্লেসমেন্টের কোন তথ্য আমার কাছে নাই। সিণ্ডিকেটের নামে যে গাড়ীগুলিকে পারমিশান দেওয়া হয়েছিল সেগুলি যদি রিপ্লেসমেন্টের কোন দিন চেষ্টা এস. টি. এ. দিবেন না

করবেন।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সিমনার জনসাধারণকে সদরে এসে কাজ করতে হয় এবং সদর এলাকা থেকে এই অঞ্চলে কর্মচারীরা কাজের জন্য যাতায়াত করে। সুতরাং যাত্রীদের চলাফেরার প্রয়োজনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যাতিরেকে সিমনা বাস সিণ্ডিকেটের অধীনে নূতন গাড়ী পারমিশান দেওয়া হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :- স্যার, কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা জনসাধারণের কাজ করি না, আমরা সবাইকে সমানভাবে দেখি। দ্বিতীয়তঃ নূতন গাড়ীর পারমিশান সিমনা বাস সিণ্ডিকেট পাবে কিনা আমি বলতে পারছি না সেটা এস, টি, এ, বিবেচনা করবে। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই, টি,আর,টি,সি, ৭নং রুটটি আমরা আপটু মোহনপুর এক্সপাণ্ড করেছিলাম, কারণ মোহনপুরে যাত্রী ভীড় বেশী হয়। কিন্তু ওরা কেস করে দেওয়ার ফলে এই সার্ভিসটি আমাদের তুলে নিতে হয়। কেস শেষ হলে পরে আমরা চেষ্টা করব আপটু সিমনা টাউন সার্ভিসের মধ্যে নিয়ে আসা যায় কিনা।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই টি.আর টি.সি, বাস আমাদের মোহনপুর ব্লকে পরিচালনা করার জন্য সেখানে দুই কানি জায়গা দেওয়া হয়েছে প্রায় ১৫ বছর আগে। ১৯৭৭ সালের আগে এই রোডে টি.আর টি সি. বাস চলাচল করতো কিন্তু ১৯৭৭ সালের পর থেকে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, টি,আর,টি.সির, কোন জায়গা দান করে দেওয়া হয়েছে এই রকম তথ্য নেই. মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন সেটা তদন্ত করে দেখবো।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সৈয়দ বসিত আলি।

সৈয়দ বসিত আলি :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৫।

শ্রীখগেন দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৫।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস্ এক্ট অনুসারে যাহাদের সিলিং-এর উপর জমি আছে এইরূপ জমির পরিমাণ কত, (৩১-৩-৮৫ ইং পর্যন্ত)।

খ] উক্ত সিলিং-এর উপরে যে জমি আছে (এক্সেস্ ল্যাণ্ড) তাহা হইতে মোট কত জমি হস্তগত করিয়া ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি বন্টন করিয়াছেন ।

গ] বিলি বন্টন না করিয়া থাকিলে তাহার কারণ.

উত্তর

১। ২,০১০ একর ।

খ] ১,৯১০ একর সিলিং বহির্ভূত ভূমি সরকারে হস্তগত হয়েছে এবং তার থেকে ১,৫০১ একর ভূমি বিলি করা হয়েছে ।

গ] বাকী ৪০৯ একর ভূমির মধ্যে প্রায় ২০০ একর ভূমি আর্মি ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে পড়েছে এবং ৩৫ একর ভূমি সরকারের প্রয়োজনে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে । বাকী ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে ।

সৈয়দ বসিত আলী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন যে. ত্রিপুরায় কৃষক সংখ্যা যা আছে এবং সেই অনুপাতে আমাদের ত্রিপরায় উৎপাদিত জমির পরিমান অত্যন্ত কম। ল্যাণ্ড রিফর্মস্ এ্যাক্ট্ অনুসারে যে উচ্চ সীমা ধার্য্য করা হয়েছে সেই সীমা আরও নিম্ন স্তরে এনে উর্ধ্বতম জমি সরকারের হস্তগত করে আরও যারা ভূমিহীন আছেন তাদের মধ্যে বিলি বণ্টন করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা. যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীখগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার. এমনি সিলিং বহির্ভূত জমি অর্থাৎ বড় বড় জোতদার ত্রিপুরা রাজ্যে কম আছে। আর আমাদের এখানে সিলিং যা আছে সেটা একেবারে বেশী বলা যায় না। তিনটা শ্রেণী আছে কোনটা ১ স্ট্যাণ্ডার্ড হেক্টর, কোনটা ৪ ষ্ট্যাণ্ডার্ড হেক্টার, কোনটা ৪+ ৩৬ হেক্টার। তবে এটা বলা যেতে পারে যে, আমরা যেহেতু রিভিশন সার্ভের কাজ শুরু করেছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তখন আমাদের সরকারের যে সমস্ত খাস জমিগুলি আছে রিভিশন সার্ভে শেষ হয়ে যাবার পর খাস জমিগুলি যেগুলি পাওয়া যাবে যেমন পাওয়া যাবে ঠিক তেমনি ভাবে ভূমি-হীন আছে তাদের মধ্যে এলোটমেন্ট-এর কাজ আমরা শুরু করে দিয়েছি এবং এই কাজটা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে হচ্ছে এবং আজকে ত্রিপুরা রাজ্যেও এই কাজটা প্রস্ফুটিত হয়েছে ।

সৈয়দ বসিত আলী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিনা যে, একই পরিবারের ৫ জন সদস্য আছেন তাদের প্রত্যেকের নামে ১৫/১৬ কানি জমি আছে সর্বমোট কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় ৭০/৮০ কানি জায়গা আছে একই পরিবারের নামে, সেই ক্ষেত্রে সরকার তদন্ত করে সরকার আইনগত দিক দিয়ে হস্তগত করে প্রথা অনুসারে বণ্টন করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীখগেন দাস : —মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যদি নির্দিষ্টভাবে দেন তাহলে জমি উদ্ধার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, গত কয়েক বছর যাবত রিভিশন রেকর্ড যা করেছে তাতে ফেমেলি হোলডিং-এর সিদ্ধান্ত করার কথা, ফেমেলি হোলডিং শেষ করার মধ্য দিয়ে সারা রাজ্যে সমগ্র জায়গায় কোথায় কোথায় সিলিং-এর কত জমি আছে এইগুলি ফাইনাল করা হয়েছে কিনা এবং ২ নাম্বার হচ্ছে চা বাগানগুলিতে যে সিলিং নির্দিষ্ট রাখা হয়েছিল তার যে সমস্ত রেকর্ডগুলি সংশোধন করে তা ঠিক করে দেখানোর কথা ছিল সেই সব জায়গা চা-বাগানের নাম করে জমি রাখা হয়েছে, কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে চা-বাগান নেই, নানা ভাবে সেই জায়গাগুলি রাখা হয়েছে, সেই জায়গা-গুলি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথম উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো গত বিধান সভায়ও এই প্রশ্নটা এসেছিল। কিছু কিছু চা-বাগান আছে যেখানে অতিরিক্ত জমি তাদের আছে, সরকার থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সেই অতিরিক্ত জমি তাদেরকে দেওয়া হবে দুই বছরের জন্য, দুই বছরের মধ্যে যদি প্ল্যানটেশ্যান করে তাহলে তাদেরকে এই জায়গা দেওয়া হবে এবং তার জন্য নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম সরকারকে দিতে হবে। দুই বছরের মধ্যে যদি তারা প্ল্যানটেশ্যান না করে তাহলে সেই জমিটা উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি বণ্টন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সরকারের আছে।

শ্রীজওহর সাহা : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সিলিং উদ্ধৃত যে জায়গা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন ২ হাজার একরের উপর হবে, এই যে, জমিটা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, কোন্ কোন্ সাব ডিভিশনে সেই সিলিং উদ্ধৃত জমি আছে এবং পরিমান কত। তাছাড়া অমরপুরের বীরগঞ্জ গাঁও সভার মধ্যে সিলিং-এর বহির্ভূত

অন্ততঃ পক্ষে ৪৫টি ভূমিহীন পরিবার দীর্ঘ তিন বৎসর যাবৎ বসবাস করছে এবং আজ পর্য্যন্ত সেই জায়গাগুলি উদ্ধার করে গরীব যারা ভূমিহীন আছে তাদের বিলির ব্যবস্থা করা হচ্ছে না এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কিনা, থাকলে এই ব্যাপারে হাউসে জানাবেন কিনা ?

শ্রীখগেন দাস :- মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো কোন সাব-ডিভিশনে কত সিলিং বহির্ভূত জায়গা আছে সেই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। কত জনের মধ্যে বন্টন হয়েছে সেটা দিতে পারি এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো মাননীয় সদস্য অমরপুরের কথা যেটা বলেছেন কয়টা পরিবার সেখানে সিলিং বহির্ভূত জায়গার মধ্যে বসে আছে সেটা নির্দিষ্টভাবে সরকারকে জানালে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা নিশ্চয়ই চিন্তা ভাবনা করবেন।

মিঃ স্পীকার :—যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES "A" & "B")

অধ্যক্ষ মহাশয় :—আজ একটি নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"গত ২৫শে এপ্রিল (১৯৮৫) মলেশ্বর (দক্ষিণ ইন্দ্রনগর) বাঁধের কাছে কতিপয় সমাজবিরোধী দুষ্কৃতকারী কর্তৃক ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক তথা আই.এন.টি.ইউ.সির রাজ্য শাখার অন্যতম সাধারণ সম্পাদক শ্রীদীপক কুমার রায়কে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২৫.৪.৮৫ ইং তাং সকাল অনুমান ৯-৩০ মিঃ সময় ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতির সম্পাদক শ্রীদীপক রায় পূর্ব আগরতলা থানাধীন ইন্দ্রনগর বাড়ী হইতে আগরতলা মোটর ষ্ট্যাণ্ড মোটর কর্মী সমিতির অফিসে আসার জন্য রিক্সা করিয়া রওনা হইয়া ইন্দ্রনগর কাঠের ব্রীজের নিকট পৌঁছলে ঐ সাকিনেরই শ্রীগৌরাঙ্গ ভৌমিক এর পুত্র (১) শ্রীদিলীপ ভৌমিক (২) শ্রীদীনবন্ধু মজুমদারের পুত্র নারায়ণ ওরফে বিশ্বজিৎ মজুমদার ও আরও কয়েকজন মিলিতভাবে শ্রীদীপক রায়ের রিক্সা থামাইয়া তাহাকে কিল ঘুষি মারিয়া সামান্য জখম করে। উপরোক্ত

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব আগরতলা থানাধীন খলেশ্বর সাকিনের মৃত গঙ্গাচরণ দাসের পুত্র শ্রীবরদা চরণ দাস, সহ-সভাপতি ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতি-এর লিখিত অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৩২৩ ধারা মতে পূর্ব আগরতলা থানার ৪৫)৪)৮৫ইং মোকদ্দমা গত ২৫।৪।৮৫ইং তাং বেলা ১২-২০ মিঃ নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করেন। তদন্তকালে ২৬।৪।৮৫ইং তারিখ পুলিশ শ্রীদীপক রায়কে চিকিৎসার জন্য আগরতলা ভি, এম, হাসপাতালে নিয়া গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সংগে সংগে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আসামীদের গ্রেপ্তার করার জন্য ক্রমাগত পুলিশী তল্লাশীর ফলে গত ৭।৫।৮৫ইং তাং এজ, আই, আর এ উল্লেখিত আসামী (১) শ্রীদিলীপ ভৌমিক (২) নারায়ণ ওরফে শ্রীবিশ্বরঞ্জন মজুমদার ও (৩) নীলু ওরফে শ্রীনিরঞ্জন মজুমদার মাননীয় সি, জি, এম, সদর আদালতে আত্মসমর্পণ করে এবং ঐদিনই উক্ত আদালত হইতে জামিনে মুক্তি পায়। দীপক রায় আই, এন টি, ইউ, সি, কং-ই সমর্থক। কিন্তু আদালতে আত্মসমর্পনকারী তিনজন আসামীদের কোনও রাজনৈতিক দলের সংগে জড়িত আছে কিনা জানা যায় নাই।

উক্ত মোকদ্দমার তদন্তকার্য শেষ হইয়াছে। ডাক্তারী রিপোর্ট পাওয়া গেলেই উপরোক্ত আসামীদের বিরুদ্ধে মাননীয় আদালতে অভিযোগপত্র (চার্জশীট) দাখিল করা হইবে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে নারায়ণ মজুমদার এবং দিলীপ ভৌমিক, এরা সেই অঞ্চলের সমস্ত মানুষের ত্রাসের ব্যাপার এবং ওরা বিভিন্ন সমাজবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত, এদের বিরুদ্ধে উক্ত থানায় বহু কেইস আছে এবং বহু রিপোর্টও আছে। এই সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নাই। তবে আদালতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হল, তাতে আমার মনে হয় আদালতও এই সম্পর্কে অবহিত হয়নি।

শ্রীমানিক সরকার :- মিঃ ডেপুটি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এইটা জানা আছে কি যে গত ২৫ তারিখে দীপক রায় এর উপর যে আক্রমণ সংগঠিত হল নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। কিন্তু তার আগে এবং পরে কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে। আগের দিন রাতে ৮টা ৩০ মিঃ থেকে ৯টার সময় দীপক রায়-এর একটি জীপ গাড়ী আছে সেই গাড়ী যে রাস্তাটা দিয়ে যায় সেটা খুব নেরো। সেই রাস্তাটা দিয়ে সেই সময় দ্রুতবেগে গাড়ীটি

যাচ্ছিল। রাস্তার পাশে নদীর ধারে কয়েকটি ছেলে হাওয়া খাচ্ছিল। জীপ গাড়ীটির পেছন দিকে একটি বড় রড বেরিয়েছিল। সেই রডটি দ্রুতবেগে ধাবমান গাড়ীটি সেই রডটির আঘাতে ২টি ছেলে আহত হয় এবং সেই ছেলেদের পক্ষ থেকে চীৎকার করে ড্রাইভারকে ডাকে গাড়ীটি থামাবার জন্য। যে ছেলেটি আহত হয়েছে তাকে হাসপাতালে পাঠানোর জন্য। কিন্তু গাড়ীটি থামায়নি। কেন গাড়ীটি এত দ্রুতবেগে এই নেরো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল ? ছেলেরা যেহেতু জানে যে এই গাড়ীটির মালিক এই এলাকার, তারা জানতে গেল যে কেন গাড়ী এত দ্রুতবেগে চালাচ্ছিল এবং থামাতে বলা সত্ত্বেও থামলনা। যে জানতে গেল বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এসে সদলবলে তাকে আক্রমণ করল এবং বলা হয় জানে মেরে দিতাম, পাড়ার ছেলে রক্ষা পেলি। পরের দিন যখন দীপক রায় বাড়ী থেকে অফিসের দিকে যাচ্ছিলেন তখন ছেলেরা তার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, আপনি পাড়ার লোক, বয়স্ক লোক, দায়িত্বশীল কাজ করেন, আমরা যখন জানাতে গেলাম তখন আপনার ভাইয়েরা মারল, আপনি শাসালেন কি ব্যাপার? তখন তাদেরকে আরও হুমকি দেওয়া হয় "তোরা কাকে কি বলছিস বুঝতে পারিসনি। তোরা যে এখনও বেঁচে আছিস এইটাই বেশী।" এই কথা বলে চলে যান। পরের দিন অফিস থেকে একটা বাস বোঝাই করে রাম দা বড় বাঁশ নিয়ে প্রায় ৩০ জনের মত একটা দল দলবদ্ধ হয়ে পাড়া চড়াও করে এবং কিছু বাড়ী ভাঙচুর করে এবং দীপক রায়ের সংগে যখন এই ছেলেদের বচসা হচ্ছিল যেজন্য দীপক রায় আহত হন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে তথ্য দিলেন, আমরাও তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছিলাম। পরবর্ত্তী সময়ে জলঘোলা করার চেষ্টা হয়েছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। জানবার চেষ্টা করেছিলাম। যদিও দীপক রায় বেশী আহত হননি আমি চাই এই ধরণের আক্রমণ ঠিক হয়নি। নিঃসন্দেহে এইটা দুঃখজনক। এই ব্যাপারে যে ছেলেটি মধ্যস্থতা করতে গিয়েছিল তার দেহ রক্তাক্ত হয়েছিল। এই ধরণের ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : এইসব তথ্য আমার কাছে নেই। সমগ্র বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। এটা ঠিক যে এইটাকে উপলক্ষ করে সমস্ত শহরের উপর সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা হয়েছে। সেগুলি খুবই উস্কানীমূলক আমি আশা করি হাউসের সদস্যরা এই ধরণের ঘটনাকে সমর্থন করবেন না।

শ্রীজওহর সাহা :—পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, দীপক রায় কেজন 'গ্রুপ' রাতে

ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক। উনি আই, এন, টি, ইউ, সির সংগঠন করেছেন। এই সংগঠন শ্রমিক শ্রেণীর গণচেতনাসম্পন্ন সংগঠন। একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শ্রীদীপক রায়কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। কারণ দীর্ঘদিন যাবৎ ইন্দ্রনগর (ধলেশ্বর) দীপক রায়ের বাড়ীর আশে পাশে কিছু সমাজ-বিরোধী লোক অসামাজিক কার্যকলাপ করছিল, যার ফলস্বরূপ এলাকাবাসীর তরফ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, এস, পি, ওয়েস্ট,আই,জিপি কাছে লেখেন যারা অসামাজিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, হত্যার উদ্দেশ্যে তাকে আক্রমণ করা হয়েছে এইরকম কোন তথ্য নেই। আদালত সংগে সংগে জামিন দিয়েছে সেইসব দেখে বোঝা যাচ্ছে এইটা ঠিক না। দ্বিতীয়ত: রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আক্রমণ করা হয়েছে পুলিশের কাছে এই রকম কোন তথ্য নাই। এলাকাবাসীর কোন দরখাস্ত আমার কাছে এখনও আসেনি।

শ্রীজওহর সাহা :—স্যার, এখানে যে জীপ গাড়ীর সঙ্গে রডের কথা বলা হয়েছে, তা দীপক কুমার রায়ের একটা জীপ গাড়ী ছিল সত্যি, কিন্তু সেটা অনেক দিন আগেই বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে, ওনার কোন জীপ গাড়ী নাই। কাজেই এখানে যে জীপ গাড়ীর ঘটনাটির কথা বলা হয়েছে সেটা আদৌ সত্য নয়। এখানে তাকে পরিকল্পনা করে আক্রমণ করা হয়েছিল এবং এখানে যে গাড়ীর ঘটনাটি বলা হয়েছে সেটা একটা সাজানো ঘটনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে তদন্ত করে জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি বলেছি যে জীপ গাড়ীর ঘটনার কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—গত ২৮, ৫, ৮৫ইং তারিখ-এ মাননীয় সদস্য শ্রীমকুল দাস মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর তাঁর বিবৃতি দেবার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—

"ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে রাজ্যের বিলোনীয়া মহকুমার বিলোনীয়া শহর সংলগ্ন অপর পাড়ে বাংলাদেশ-কর্তৃক উস্কানিমূলক বাঁধ নির্মাণ ও রাজ্যের অন্যান্য স্থানে সীমান্ত সমস্যার সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিলোনীয়া শহর সংলগ্ন মুহুরী

নদীর অপর পারে বাংলাদেশ সরকার এক বিরাট রিভেটমেন্ট লানচিং এপ্রনের ব্যবস্থাও থাকবে। তা ছাড়াও বাংলাদেশ রিভেটমেন্টের প্রান্তে সুখা মরশুমে জলরেখা যেখানে দাঁড়ায় সেখানে একটি প্রতি প্রান্তিক বাঁধও নির্মাণ করছে। এই রিভেটমেন্টটি পেছনের বাঁধের ভূদেশ থেকে ৭৫ ফুটের অনেক বেশী হবে। এই কাজ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশকে সরাসরি ভাবে লংঘন করেছে। অধিকন্তু বাংলাদেশ আমাদের চর জমির উল্টোদিকে তথাকথিত সংরক্ষণের নামে শক্তহাঁনা বিস্তৃত করার কাজে হাত দিয়েছে। এই শক্ত হানাগুলির কাজ শেষ হলে আমাদের চরের জমির অবক্ষয় হবে।

এ ব্যাপারে অনেক পীড়াপীড়ির পরে বাংলাদেশ এই এলাকায় মুখ্যবাস্তুকার পর্যায়ে যৌথ পর্যবেক্ষণে রাজী হয়। এই পর্যবেক্ষণ ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫ইং তারিখে সংগঠিত হয়। আমাদের মুখ্য বাস্তুকার ৭৫ ফুটের অধিক লম্বা রিভেটমেন্ট করার জন্য আপত্তি জানান। কিন্তু বাংলাদেশ মুখ্যবাস্তুকার রিভেটমেন্টের ৭৫ ফুটের সীমাবদ্ধতা মানতে রাজী হয়নি। এই ব্যাপারে মুখ্য বাস্তুকার পর্যায়-এ ৩রা এপ্রিল, ১৯৮৫ইং তারিখে আর একটি বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকে কোন সুরাহা হয়নি। অবশেষে সমস্যাটি সুরাহার জন্য যৌথ নদী কমিশনের স্ট্যান্ডিং কমিটির পর্যায় ৩০শে এপ্রিল, ১৯৮৫ইং তারিখে আরেকটি বৈঠক হয়। এই বৈঠকও ফলপ্রসূ হয়নি। আমাদের পুনঃ পুনঃ আপত্তি সত্বেও বাংলাদেশ এদের বিভিন্ন নির্মাণ কাজ অত্যান্ত ক্ষীপ্রতার সহিত চালিয়ে যায়। তাদের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হবার পথে।

বাংলাদেশে-এ এই বিরাট নির্মাণ কাজের ফলে আমাদের বিলোনীয়া শহরের বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বন্যার কবল থেকে আমাদের বিলোনীয়া শহর রক্ষার জন্য এবং চরের জমির অবক্ষয় প্রতিরোধের জন্য আমরা প্রতিরক্ষা-মূলক নির্মাণ-কার্যে হাত দিয়েছি। আশু ব্যবস্থা হিসাবে ৩ (তিন) কিলোমিটার লম্বা আমাদের বাঁধটি উঁচু করা হচ্ছে। রিভেটমেন্ট ও লানচিং এপ্রনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

কৈলাশহর বাঁধ সম্পর্কে যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি ১৯৭৯ সালে সুপারিশ করেছিল যে ভারত মনু নদীর দক্ষিণ পারে কৈলাশহর-এ একটি বাঁধ নির্মাণ করবে এবং এই বাঁধ বাংলাদেশের বাঁধের সাথে যুক্ত করা হবে। যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির এই সুপারিশ সত্বেও বাংলাদেশ সরকার আমাদের বাঁধটি বাংলাদেশের বাঁধের সাথে যুক্ত করতে দিচ্ছেন না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের মুখ্য বাস্তুকার বাংলাদেশের মুখ্য বাস্তুকারকে বৈঠকে

বসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। কৈলাশহর বাঁধটিকে বাংলাদেশের বাঁধের সাথে যুক্ত করা ছাড়াও আরেকটি সমস্যা দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে রাঙ্গুটিয়া ও গোপীনাথপুরের বাঁধের এক অংশ বাংলাদেশীরা কেটে দিয়েছে। এই বাঁধের কাটা অংশ ভরাট করবার জন্য আমাদের মুখ্যবাস্তুকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আগরতলা শহরের জল নিষ্কাশনের উন্নতি বিধানকল্পে প্রধান প্রধান খাল নদী যেমন কাটাখাল, কালাপানিয়াখাল, আখাউরাখাল ও হাওড়া নদীর জরীপের প্রয়োজন। এ সম্পর্কে স্থির হয়েছিল যে উভয়দেশে এই সব খাল ও নদীর নিজ নিজ দেশে প্রচলিত বি, এম এর পরিপ্রেক্ষিতে জরীপের কাজ সমাধা করবে এবং উভয়দেশে উভয় দেশের সঙ্গে তথ্য বিনিময় করবে ও পরীক্ষা করবে। পরে আলাপ আলোচনা করেছে কিন্তু বাংলাদেশ জরীপের কাজ সম্পন্ন করেনি। শেষ বৈঠকে বাংলাদেশ অভিমত প্রকাশ করেছে যে, পরবর্তী কাজের মরশুমে জরীপের কাজ শেষ করবে।

এই সমস্ত সমস্যা যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকে তোলা হবে। এই বৈঠক ১লা জুন, ১৯৮৫ ইং তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

শ্রীনকুল দাস :— স্যার, এইটা কি ঠিক যে এই বিলোনীয়ার সীমান্তে বাঁধ নির্মাণ ও অন্যান্য উস্কানীমূলক কাজ কর্মের ক্ষেত্রে এইটাতো পাকিস্তান-এর সময় থেকে এখন পর্যান্ত এরা সব সময় চালিয়ে যাচ্ছে এবং এইটা সম্পর্কে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বার বার প্রতিবাদ করা সত্বেও আমরা দেখি যে এখন আবার নতুন করে বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে এবং মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যেটা বলেছেন যে, আমাদের পক্ষের যে বাঁধ তৈরী করা হচ্ছে তাতে আমাদের শ্রমিকরা যখন নীচে যায় বালু আনতে তখন বাংলাদেশের বি, ডি, আর্রা বলে যে, না তোমরা বালু পাবেনা। গত ১৮।১৯ তারিখ এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছে তখন আমি সেখানে ছিলাম, আমাদের নদী থেকে বালু এনে যে আমাদের কাজ করবে তাতেও তারা বাধা দিচ্ছে এবং বাংলাদেশের যে বাঁধ সেখানে তৈরী হচ্ছে তাতে বিদেশের সমস্ত সিমেন্ট ছিল, আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখেছি ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক তাদের প্রচুর টাকা দিয়েছে। কাজেই এর পেছনে সরাসরি চট্টগ্রাম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘাটি গড়ার চেষ্টা করছে এবং এই সমস্ত কাজে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি মদত আছে। আমরা যখন এই প্রশ্নটা তুলি তখন কেন্দ্রীয় সরকার অনেক সময় বলবার চেষ্টা করেন যে এইটা ছোট ভাই বড় ভাইয়ের সম্পর্ক।

আসলে কি এইটা ছোটভাই বড় ভাইয়ের সম্পর্ক, না কি এর পেছনে আরও বড় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সব সময় এখানে সক্রিয় হয়ে রয়েছে এবং এই কাজটা করছে উস্কানীমূলক ভাবে। এই সব তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি এবং সেগুলি খতিয়ে দেখা হবে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ভারত সরকার ও আমরা রাজ্য সরকাররা মনে করি যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা দরকার এবং সেই জন্য আলোচনার মধ্য দিয়ে এই সব সীমান্ত সমস্যা মিমাংসা করার আমরা পক্ষপাতি।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা এই সীমান্ত নদী সমস্যার ব্যাপারে কেন্দ্রিয় সরকারকে বলেছি কেন্দ্রীয় সরকার ইন্দো-বাংলাদেশ রিভার কমিশনের মাধ্যমে ব্যাপারটির আলাপ আলোচনা করছেন। আর আমরা আমাদের দিক দিয়ে নদীর চরের জমি যাতে নষ্ট না হতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা নেবার জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের সঙ্গে সহযোগীতা করছি।

শ্রীনকুল দাস :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে, বিলোনিয়া শহরের সঙ্গে আমজাদ নগরে যেখানে বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে সেখানে বাংলাদেশীরা বাঁধা দেবার ফলে বাঁধের কাজ অর্দ্ধেক সমাপ্ত হয়ে রয়েছে। এই বাঁধের কাজ আবার করে ধরা হবে এবং সেটা সম্পন্ন হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি কিছু দিন আগে আমজাদ নগরে গিয়েছিলাম। সেখানে বি. এস. এফ,—এর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তারা বলেছেন যে বাঁধের কাজ যাতে বাংলাদেশ থেকে কোন বাঁধার কারণ না হতে পারে তা তারা দেখবেন এবং বাঁধের কাজ সম্পন্ন যাতে হয় তার জন্য তারা সাহায্য করবেন। আর আমরাও চেষ্টা করছি এই বাঁধের কাজ যাতে অতি সত্বর সম্পন্ন করা যায়।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এই বাঁধের কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কত টাকা দিয়েছেন ? দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশ পরশুরাম মহকুমার কালিকাপুর গ্রামে যে বাঁধ নির্মাণ করছে যার ফলে বিলোনিয়া শহরকে প্রতি বৎসর বন্যা কবলিত হতে হবে। এই বন্যার হাত থেকে বিলোনীয়া শহরকে বাচাবার জন্য সরকার ভারতীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ করছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, এই

বাঁধের ফলে নদীর অপর পারে বল্লামুড়া, খাইবোয়া থেকে আগরতলার দিকে যে রাস্তা এসেছে সেই রাস্তার ক্ষতি হয়েছে এবং সেই রাস্তার প্রায় অনেকাংশে প্রায় ১ ফুট পরিমাণ পাশ মাটি সরে গেছে এছাড়া এই সকল গ্রামে বন্যার ফলে চাষের জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই গ্রামগুলির প্রায় ৫ হাজার লোকের ঘরবাড়ি নষ্ট হয়েছে এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই গ্রামগুলিকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথম প্রশ্নের উত্তর এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, এই সমস্যা খুবই জটিল এবং এটা সত্যি যে, এই অঞ্চলের লোকেরা প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এই সমস্যার সমাধান আমরা কতটুকু করতে পারব তা জানিনা। তবে আমরা কেন্দ্রিয় সরকারের নির্দ্দেশ এবং নদী কমিশনের রিকমেণ্ডেসন অনুসারে বাঁধ দেবার ব্যবস্থা করছি।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :—পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেসান স্যার, এই মুহুরী নদী এবং মনু নদীর অপর পারে বাংলাদেশ বাঁধ নির্মানের ফলে যে বিপদের সৃষ্টি হয়েছে ঠিক তেমনি উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার জুরী নদীর অপর পারে বাংলাদেশ বাঁধ নির্মাণের ফলে ধর্মনগরের বিষ্ণুপুর, ব্রজেন্দ্রনগর, মহেশ প্রভৃতি গ্রামে শত শত পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর আমাদের ভারতীয় এলাকায় বিরজা নগরে যে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে সেই বাঁধ যাতে ভেঙ্গে যায় তার জন্য বাংলাদেশ নদীর অপর প্যারে দ্বিগুণ শক্তিশালী বাঁধ নির্মাণ করছে। যারফলে শত শত পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং শত সহস্র কৃষি জমি নষ্ট হচ্ছে এই গ্রামগুলিকে রক্ষা করবার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার সে দেশের সরকারের নিশ্চয়ই আছে। এবং তারজন্য সে দেশের সরকার শত শত কোটি টাকা খরচ করছেন। এ সম্পর্কে আমাদের বলার কিছুই নেই. কারণ সে দেশের সরকার তার দেশের হাজার হাজার জনসাধারণের স্বার্থেই সেটা করছেন। আর আমাদের দেখতে হবে যে, এই বাঁধ নির্মাণের ফলে দুই দেশের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাচ্ছে কি না। দ্বিতীয়তঃ তাদের বাঁধ নির্মাণের ফলে আমরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি তার পাল্টা ব্যবস্থা আমরা কি নিতে পারি তার অনুসন্ধান করা। আমরা আমাদের পি. ডব্লিউ ডিপার্টমেন্টকে বলেছি যে, এই বাঁধ নির্মাণের ফলে আমাদের যে সকল এলাকা

ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সে সমস্ত এলাকাগুলিকে যাতে রক্ষা করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা নিতে। শুধু তাই নয়, এই কয়েকদিন আগেও আমরা দেখেছি যে, বাংলাদেশের বাঁধ নির্মাণের ফলে কমলপুর মহকুমায় প্রচণ্ডভাবে বন্যা দেখা দিয়েছে এবং আরো আতংকজনক যে যে কোন আমাদের এলাকায় যে বাঁধ রয়েছে সে বাঁধ ভেঙ্গে যেতে পারে। আমরা পি, ডবলিউ, ডি, কে বলেছি যে, তারা যেন-যে কোন মূল্যে সে বাঁধ রক্ষা করেন। আর জুরী নদীর অপর পারে বাংলাদেশ বাঁধ নির্মাণের ফলে আমাদের এলাকায় বাঁধ যাতে ভেঙ্গে পড়তে না পার তার জন্য ব্যবস্থা নেবার জন্য বলেছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, বিশালগড় থানায় যে কয়টি জীপ ব্যবহার করা হয়েছে সে সম্পর্কে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে বিবৃতি হাউসে দিয়েছিলেন সে বিবৃতি একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। এই সম্পর্কে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাতে সঠিক তথ্য হাউসকে দেন সেজন্য আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি খুবই দুঃখিত যে মাননীয় সদস্য শ্রী সাহার একটা প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলাম যে বিশালগড় থানায় ৫টি বেসরকারী জীপ থানা কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করছেন। এটা আংশিক সত্য। ৫টি জীপ এক সংগে কোন সময়েই সেখানে ছিল না। মোট ৫টি জীপ কাজ করেছে। কিন্তু কোন সময়েই দুটির বেশী জীপ এক সংগে কাজ করে নি। কাজেই আমি যে তথ্য দিয়েছি সেটাও ঠিক। তবে আমার জবাবটা একটু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। আমি সেই জীপের নাম্বারগুলি দিতে পারি কোন তারিখ থেকে কোন নাম্বারের জীপটি কাজ করেছে।

টি,আর,টি, ২৫২—সেটা ব্যবহার করা হয়েছে ১-২-৮৪ থেকে ১২-২-৮৫ পর্যান্ত।

টি,আর,টি, ৩৩৮—সেটা ব্যবহার হয়েছে ১-৪-৮৪ থেকে ২৯-৪-৮৪ পর্যান্ত।

টি,আর,টি, ৬৫৭—সেটা ব্যবহার হয়েছে ১৮-৯-৮৪ থেকে ১২-২-৮৫ পর্যান্ত।

টি,আর,টি, ৩১৭—সেটা ব্যবহার হয়েছে ১২-২-৮৫ থেকে ১৮-৩-৮৫ পর্য্যন্ত।

টি,আর,টি, ২৫৪—সেটা ব্যবহার হয়েছে ১৮-৩-৮৫ থেকে ৩১-৩-৮৫ পর্য্যন্ত।

সেগুলি ভাড়া করা হয়েছে এই জন্য যে পুলিশের হাতে খুব ভাল জীপ না থাকলে যে উদ্দেশ্যে জীপ দরকার সেই উদ্দেশ্য সফল হয় না। আমি দুঃখিত যে আমার জবাবটা একটু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল।

দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব নোটিশ

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথের নিকট থেকে একটি আজ দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

"গত ২৬শে মে সিধাই থানার অন্তর্গত কলাগাছিয়া গ্রামে ডাকাতের হামলায় ক্ষীরমোহন সরকারের মৃত্যু সম্পর্কে"। মাননীয় সদস্য ধীরেন দেবনাথ সভায় উপস্থিত আছেন। সুতরাং আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটিতে সম্মতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দিতে। যদি তিনি আজ নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমাকে একটি তারিখ দেবেন যেদিন তিনি নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর আগামী ৩রা জুন একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাবটার উপর আগামী ৩রা জুন একটি বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার :—আজ আমি আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্যের নিকট থেকে। প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হলো—

"গত ২৬শে মে ১৯৮৫ ইং সদর পশ্চিম কোতয়ালী থানাধীন নতুননগর এলাকার মধ্যভুবনবন গ্রামে কং (ই) দুর্বৃত্ত কর্তৃক শ্রীমতী কনিকা রায়কে অপহরণ ও শ্লীলতাহানি সম্পর্কে"। মাননীয়া সদস্যা গৌরী ভট্টাচার্য্য সভায় উপস্থিত আছেন। সুতরাং আমি প্রস্তাবটিতে সম্মতি দিলাম।

এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অনুরোধ করব নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দিতে। যদি তিনি আজ নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমাকে আর একটি তারিখ দেবেন যেদিন তিনি নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি আগামী ৩রা জুন নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আগামী ৩রা জুন নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দিতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর একটি বিবৃতি দিতে রাজী হয়েছিলেন। প্রস্তাবটির নোটিশ দিয়েছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

"গত ২৬শে এপ্রিল, (১৩ই বৈশাখ) রোজ শুক্রবার শিলাছড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত সুমতি চাকমাকে বর্বরোচিত আক্রমণ সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার, গত ২৬।৪।৮৫ইং রাত্রি অনুমান সাড়ে নয়টার পর শিলাছড়ি নিবাসী শ্রী সুমতি চাকমা জনৈকা শ্রীমতী আশা মগ সহ তাহারই গ্রামের শ্রীনিত্যহরি দাষের বাড়ীতে মদ্য পানের উদ্দেশ্যে যান। ঐ বাড়ীতে পৌঁছে তিনি দেখেন শিলাছড়ি সরকারী গুদামের ষ্টোর কীপার শ্রীসুদীপ রঞ্জন গোস্বামী, ঐ গুদামের গার্ড শ্রীরুহিনী দাস, আইলমুড়া ল্যাম্পসের শ্রীসুকুমার সাহা এবং শুকনাছড়ি জুনিয়ার বেসিক স্কুলের শিক্ষক শ্রীতপন বৈদ্য মদ্যপান করিতেছেন। শ্রী চাকমাও তাহাদের সাথে একত্রিত হয়ে মদ্যপান আরম্ভ করেন। মদ্যপানরত অবস্থায় রাত্রি প্রায় ১১-৩০ মিঃ/১২টার সময় শ্রী চাকমা দেখিতে পান যে স্টোর কিপার, স্টোর গার্ড শ্রীসুকুমার সাহা এবং শ্রীতপন বৈদ্য ঐ স্থানে উপস্থিত শ্রীমতী আশা মগের শ্লীলতা হানির চেষ্টা করিতেছে। শ্রীসুমতি চাকমা এইরূপ কুকার্যে বাধা প্রদান করিলে উক্ত ৪ জন দা ও ডেগার দিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া মারাত্মক ভাবে জখম করে (ঐ দুষ্কৃতিকারীগণ) পলাইয়া যায়। শ্রীসুমতি চাকমাকে গুরুতর আহত অবস্থায় ঐ তারিখেই শিলাছড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠান হয় এবং অবস্থা গুরুতর বিধায় ২৭/৪/৮৫ইং তাহাকে জি. বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। শ্রীচাকমা গত ৬/৫/৮৫ইং তারিখ জি.বি. হাসপাতাল হইতে ছাড়া পান।

শ্রীমতী চাকমার অভিযোগক্রমে সাব্রুম থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬/৩৫৪/৩০৭/৩৪ ধারায় ১১ (৪) ৮৫ নং কেস নথীভুক্ত করা হয়।

পুলিশ অভিযুক্ত এই ৪ জনকে গত ১৬/৫/৮৫ইং তারিখ গ্রেপ্তার করিয়া সাথে সাথে আদালতে প্রেরণ করেন। আসামীগণ এখনো জেল হাজতে আছে।

ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। ১৬/৫/৮৫ তারিখে ওদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনাটা ঘটেছিল ২৬শে এপ্রিল। এদের গ্রেপ্তার করতে এতো দেরী হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— হয়ত গ্রেপ্তার এড়িয়ে গেছেন। এছাড়া আমি তো কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে ঐ এলাকায় কংগ্রেসী বিধায়ক অজু মগের বাড়ীতে দীর্ঘদিন আসামীরা অবস্থান করছিল ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—আমার এখানে এই তথ্য নেই।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—সুমতি চাকমাকে যে আঘাত করেছিল, তার গায়ে কতটা আঘাত ছিল ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়ে জি, বি, হাসপাতালে আসেন। কয়টা আঘাত লেগেছিল সে তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :- ১৩টি আঘাত লেগেছিল। এবং বর্তমানে সুমতি চাকমার মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। এই তথ্য আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- স্যার, এই তথ্য আমার কাছে এখন নেই।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী : আক্রমণের ফলে সুমতি চাকমার মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। ফলে তার উপর নির্ভরশীল তার পরিবারের লোকদের অবস্থা কি হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—আমরা এসব ক্ষেত্রে যেসব সাহায্য করে থাকি তিনিও সেসব সাহায্য পাবেন।

শ্রীজওহর সাহা :- শিলাছড়ির এই ঘটনাটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। কিন্তু শুধু শিলাছড়ি এলাকাতেই নয় আরও অনেক এলাকাতে এরকম অসামাজিক ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। সেখানে একটা পুলিশ ফাঁড়ি থাকার কথা থাকলেও কোন অস্ত্র সেখানে নেই। সেগুলি জমা দেওয়ার জন্য পার্শ্ববর্তী থানায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে মুষ্টিমেয় যে কয়জন পুলিশ আছে তাদের শুধু একটা লাঠি নিয়ে বিভিন্ন অসামাজিক কাজের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে পুলিশকে সেখানে নিষ্ক্রিয় রাখার ফলেই ঐ এলাকাতে জাতি উপজাতি উভয় পক্ষের লোক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকে এবং বেশ কিছু সমাজদ্রোহী সেখানে সক্রিয় আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- স্যার, সেখানে শক্তিশালী একটা বি,এস,এফ, ক্যাম্প রয়েছে

এবং তারা সেখানে কাজ করছে এবং প্রয়োজনবোধে আমরা সেটাকে আরও শক্তিশালী করব।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বি,এস.এফ, আছে ঠিকই, কিন্তু আপনি নিজেই বলেছেন যে বি,এস,এফ, হচ্ছে সীমান্ত অঞ্চলে পাহারা দেওয়ার জন্য বা সীমান্ত রক্ষা করার জন্য, সীমান্ত থেকে ভিতরের অসামাজিক কাজ কর্মের বিরুদ্ধে তারা হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন শিলাছড়িতে গিয়েছিলেন, তখন সেখানকার লোকেরা এই সম্পর্কে নিশ্চয় অভিযোগ করেছিলেন যার প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন যে অভ্যন্তরে বি,এস,এফের কার্যকলাপ খুব একটা সুবিধার নয়, তারা সীমান্ত রক্ষার কাজ করবে, আমরা পুলিশ ক্যাম্পকে আরও শক্তিশালী করব যাতে এই সমস্ত অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করা যায়। এখানে প্রশ্নটা হল পুলিশ ক্যাম্পকে শক্তিশালী করবেন খুব ভাল কথা, কিন্তু তাদের যদি এই সমস্ত অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধ রাখতে নিস্ক্রিয় করে রাখা হয়, তাদের হাত থেকে অস্ত্রশস্ত্রগুলি নিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে তারা দুষ্কৃতিকারীদের শায়েস্তা করতে পারবেন না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে সঠিক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি এই হাউসে এর আগেও বারবার বলেছি যে আমাদের হাতে যথেষ্ট পরিমান সশস্ত্র বাহিনী নাই যাতে যেখানে সেখানে কোন ঘটনা ঘটলেই, তাদেরকে পাঠানো যায় তাছাড়া ত্রিপুরাতে এমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নি যে যেখানে সেখানে পুলিশ পাঠানোর দরকার। কাজেই আমি সেই রকম কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না, তবে শিলাছড়ির পুলিশ ফাঁড়িটাকে যাতে শক্তিশালী করা যায়, সেটা আমি দেখব।

শ্রীসুনীল চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ধরণের আক্রমণের ফলে সুমতি চাকমার মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে, এই অবস্থায় তার চিকিৎসার ব্যবস্থাটা সরকার থেকে করা হবে কিনা, আমি জানতে চাইছি, কারণ সেখানে যারা তার উপর আক্রমণ করেছিল, তারা সবাই অ-উপজাতি, কেউ উপজাতি নয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এই রকম কোন রিপোর্ট আমার কাছে নাই যে কারা সেখানে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। তবে তার চিকিৎসার ব্যাপারে আমরা সব রকম

সুযোগ সুবিধা দেব।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ঐ সুমতি চাকমা এতই অসুস্থ যে সে নিজে সরকারের কাছে এসে, সাহায্য প্রার্থনা করা সম্ভব নয়। কাজেই এই মত অবস্থায় সরকার নিজে থেকে যাতে তার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা, আমরা তা জানতে চাই ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, তার চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডাক্তারেরা তাকে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিতে চান, আমরা তাই দেবো, কারণ আমরা তো আর চিকিৎসা করব না। ডাক্তারেরাই চিকিৎসা করবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় স্বীকৃত হয়েছিলেন। কাজেই আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

'গত ২১-৫-৮৫ ইং রাত্রে উদয়পুর মহকুমার বগাবাসা গ্রামের শ্রীসতীশ দেবনাথ ও শ্রীযতীন্দ্র পালের বাড়ীতে ডাকাতি ও আগুন লাগিয়ে পরিবারের লোকজনদের পুড়িয়ে মারার প্রচেষ্টা সম্পর্কে'।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ২১-৫-৮৫ইং রাত ৮-৪৫ মিঃ এর সময় বগাবাসা গ্রামের শ্রীনেপাল পাল ও তাহার ভাই শ্রীগোপাল পাল এবং পরিবারের অন্যান্যরা যখন ভাত খাইতেছিলেন, তখন অনুমান ২০/২৫ জনের একটি উপজাতি ডাকাত দল দা, লাঠি, ইত্যাদি নিয়া তাঁহাদের বাড়ী চড়াও করে শ্রীগোপাল পালকে লাঠি দ্বারা, শ্রীমতি অবলা সুন্দরী পালকে দা দ্বারা আঘাত করিয়া আহত করে। সংগে সংগে ডাকাত দলের মধ্যে তিনজন শ্রীযতীন্দ্র পালের গৃহে প্রবেশ করে এবং তাহার ঘর হইতে নগদ ২০০০ টাকা ও শ্রীমতি কাজল পালের শরীর হইতে এক জোড়া কানের দুল এবং গলা হইতে সোনার হার ছিনাইয়া নেয়। একই সংগে ডাকাত দলটি পার্শ্ববর্তী শ্রীসতীশ দেবনাথ ও শ্রীদ্বীজেন্দ্র দেবনাথ-এর বাড়ীতে চড়াও হয়। ডাকাত দল শ্রীসতীশ দেবনাথের বাড়ী হইতে অনুমান ৫ ভরি ওজনের সোনার গহনাদি কাপড় চোপড়, বাসন-পত্র ও নগদ ৯০০ টাকা এবং শ্রীদ্বীজেন্দ্র দেবনাথের বাড়ী হইতে

একটি হাত ঘড়ি ও নগদ ৪০০ টাকা লুঠ করিয়া নিয়া যায়। লুণ্ঠন কার্য্য শেষ করিয়া ডাকাত দলটি শ্রীযতীন্দ্র পালের বসত ঘর ও রান্না ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয় এবং লুণ্ঠিত মালামাল নিয়া রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। আগুনে শ্রীযতীন্দ্রপালের ঘরটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয় আগুনে তাহার ও শ্রীগোপাল পালের শরীরের অনেক জায়গায় পুড়িয়া যায়। তাহাদিগকে চিকিৎসার জন্য আগরতলায় জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় এবং এখনও তাহারা সেখানে চিকিৎসাধীন আছেন। আহত শ্রীমতি অবলা সুন্দরী পাল উদয়পুর হাসপাতালে এখনও চিকিৎসাধীন আছেন। শ্রীমতি কাজল পালের আঘাত গুরুতর নয় বলিয়া চিকিৎসার প্রয়োজন হয় নাই। শ্রীযতীন্দ্র পালের ঘর পুড়িয়া যাওয়ায় অনুমানিক ২০০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এই ঘটনাটি বগাবাসা গ্রামের শ্রীবঙ্ক পালের পুত্র শ্রীনেপাল পালের অভিযোগ মূলে উদয়পুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫/৩৯৭/৪৩৬ ধারায় মকদ্দমা নং ১৬ (৫) ৮৫ নথিভূক্ত করা হয় এবং তদন্ত কার্য্য গ্রহণ করা হয়। তদন্তকালে পুলিশ নিম্নে উক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে এবং পুলিশ হেপাজতে রাখিয়া ঘটনা সম্পর্কে এখনো জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে :—

	ধৃত ব্যক্তিদের নাম	গ্রেপ্তারের তারিখ
১।	শ্রীকৃষ্ণসাধন জমাতিয়া, পিতা রতনমনি সাং তোতাবাড়ী।	২২—৫—৮৫ইং
২।	শ্রীপবিত্র মোহন জমাতিয়া, ওরফে— মহানন্দ পিতা জগত মানিক, সাং দরিয়া বাগমা।	২৩—৫—৮৫ইং
৩।	শ্রীবীর বাহু জমাতিয়া, পিতা রামাপদ, সাং দরিয়া বাগমা।	২৫—৫—৮৫ইং
৪।	শ্রীকালাসনা জমাতিয়া, পিতা রামাপদ, সাং দরিয়া বাগমা।	২৫—৫—৮৫ইং

এখন পর্য্যন্ত কোন লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

LAYING OF REPLIES TO THE POSTPONED QUESTIONS
(ANNEXURE—"C")

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—লেয়িং অফ রিপ্লাইস টু দি পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চান। গত বিধানসভার অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়ের স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬১ মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয়ের পোস্টপণ্ড আন-স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩ শ্রীজওহর সাহা মহোদয় পোস্টপণ্ড আন-স্টর্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৫ এবং শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়ের পোষ্টপণ্ড আন-ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬২ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি।

আমি, এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত পোস্টপণ্ড স্টার্ড এবং আন-স্টার্ড কোয়েশ্চানগুলির উত্তর-পত্র সভায় পেশ করার জন্য।

Sh i Khagen Das :--Mr. Speaker, Sir, I beg to lay before the House, the replies of the following Postponed Starred & Unstarred questions relating to the Revenue Department :— Starred 361, Unstarred 23, 55 and 62.

মিঃ স্পীকার : সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো— লেয়িং অব রিপ্লাইস টু দি পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চান। গত বিধান সভা অধিবেশনের মাননীয় সদস্য সৈয়দ বসিত আলী মহোদয়ের ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২, শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয়ের স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩১, সৈয়দ বসিত আলী মহোদয়ের আন স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫ এবং শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়ের আন-স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২-এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি।

আমি, এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড এবং আন-ষ্টার্ড কোয়েশ্চানগুলি উত্তর-পত্র সভায় পেশ করার জন্য।

Shri Baidyanath Majumder :--Mr. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table of the House the replies of the following postponed Starred and Uustarred questions relating to the Deparments Public works, Local Self Govt. and Transport etc. :—Starred 42 and 231 and Unstarred 15 and 42.

DISCUSSION ON THE DEMAND FOR GRANTS FOR 1985-86

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আজকে যে সকল পোস্ট পণ্ড কোয়েশ্চানগুলির উত্তর-পত্র সভায় পেশ করা হয়েছে, সেগুলির প্রতিলিপি তারা যেন নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেন।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো— ১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক সনের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সভায় সামনে উত্থাপন, আলোচনা ও ইহাদের উপর ভোট গ্রহণ। আজকের কার্য্য-সূচীতে মোট বারটি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন দাবীগুলির উপর আলোচনা করা হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ করা হবে।

মাননীয় সদস্যগণ, আজকের কার্যসূচী আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলিও পেয়েছেন। আজকের কার্য্য-সূচীর অন্তর্গত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির ছাঁটাই প্রস্তাব আছে, সেগুলির সবই একত্রে সভায় উত্থাপীত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে, অবশ্য অনুপোস্থিত সদস্য যারা আছেন, তাদেরগুলি ব্যতিরেকে। এখনই ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি এবং সেই সঙ্গে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির উপর আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর, আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার আগে আমি প্রত্যেক দলের চীপ হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব, আজকের এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন, তাদের একটি নামের তালিকা যেন আমাকে দেন। আমি, এখন মাননীয় সদস্য, শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা মহোদয়কে আলোচনা শুরু করার অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিংহ

শ্রীতরণী মোহন সিংহ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি আনা হয়েছে সেগুলির সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাটমোশানগুলি আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার আলোচনা শুরু করছি।

আলোচনায় প্রথমে আমি বলতে চাই যে ডিমাণ্ড নং ১৪ মেজর হেড ২৫৯—পি, ডাবলিও, ডি, র জন্য যে ২৩ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে এই টাকাটা অত্যন্ত জরুরী। স্যার, আগে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে রাস্তাঘাট ছিল খুবই কম সেজন্য রাস্তাঘাটের মেরামত বা ঐ সব রাস্তাঘাটের উপর যে সব পুল ছিল সেগুলির মেরামত করারও প্রয়োজন খুবই সীমিত ছিল। সেজন্য টাকার বরাদ্দ কম থাকলেও চলত। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাস্তা ঘাটের দিকে ত্রিপুরার আমূল পরিবর্তন এনে দিল। আগে যে সব জায়গায় মানুষ কোন দিন কল্পনা করতনা যে সেই সব জায়গায় রাস্তা হবে গাড়ী চলাচল করবে আজকে সেই সব জায়গায় পি, ডাবলিও, ডি, র চেষ্টায় রাস্তা হয়েছে, সেই সব রাস্তা দিয়ে গাড়ী চলাচল করছে। আগে যে সব জায়গায় রাস্তা ঘাটের অভাবে রেশন সপে মাল আনা নেওয়া করা সম্ভব হত না রাস্তাঘাটের অভাবে মানুষ মাথায় করে মাল আনা নেওয়া করত আজকে সেই সব জায়গায় রাস্তা হয়েছে এবং সেই জায়গায় গাড়ী করে রেশন সপের মাল সরবরাহ হচ্ছে। সেজন্য আজকে পি, ডাবলিও, ডি, খাতে ব্যয়ের পরিমাণ দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে এবং আমি মনে করি এই যে ২৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটা আমার মনে হয় প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। আর অন্য দিকে দেখা যাচ্ছে বিরোধী পক্ষ মনে করেছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তা ঘাটের কোন প্রয়োজন নাই, এই সব রাস্তার উপর ব্রীজের কোন দরকার নাই সেজন্য তাঁরা এখানে হাউসের মধ্যে কাটমোশান এনেছেন। আগে ত্রিপুরার যে, সব দুর্গম অঞ্চলে ঐ ছামনু, থেকে মানিকপুর প্রভৃতি অঞ্চল সেই সব জায়গার মানুষ কখনও ভাবত না যে, সেই সব জায়গায় কখনও রাস্তা হবে—আর আজকে বামফ্রন্ট আসার পর দেখা যাচ্ছে সেই সব জায়গায় গাড়ী চলাচল করছে। আগে কমলপুর থেকে থালছড়া পর্যন্ত ৩০ কিলোমিটার জায়গা কোন রাস্তা ছিল না, রেশন সপের মাল পরিবহনের কোন ব্যবস্থা ছিল না, শুনলে হাসি পায় মানুষ মাথায় করে রেশনের জিনিষপত্র নিয়ে যেত আর আজকে বামফ্রন্ট তাঁর সীমিত ক্ষমতায় সেই সব রাস্তা ঘাট করে রেশন সপের মাল পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অথচ সেখানে আমাদের মাননীয় বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে আমাদের রাস্তার দরকার নাই, ব্রীজের দরকার নাই, এই সব বলে তাঁরা কাটমোশান আনছেন। আমি জানতাম স্যার আগে কংগ্রেস আমলে এই সময়ে -বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ত্রিপুরার মানুষ খাদ্যের অভাবে অনাহারে মারা যেত--ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য রেশন সপগুলিতে খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ

ছিল অত্যন্ত কম. অপর দিকে কৃষকেরা যে সামান্য ধান উৎপাদন করত সেগুলিও লেভীর আওতায় চলে যেত এই ছিল সেদিনকার অবস্থা এর ফলে ত্রিপুরায় ছিল অনাহার মৃত্যুর মিছিল। পেটের জ্বালায় মানুষ নিজের সন্তান পর্য্যন্ত বিক্রী করত, এই অবস্থায় বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে ত্রিপুরা থেকে অনাহার মৃত্যুর ঘটনা ঘুচিয়ে দিয়েছে। আর অন্যদিকে বিরোধী পক্ষ থেকে কাটমোশান আনা হচ্ছে বলা হচ্ছে রাস্তাঘাটের দরকার নাই, ব্রীজের দরকার নাই, ব্রীজ পুড়িয়ে দিচ্ছে। কিছু দিন আগে আমি শুনেছিলাম যে উগ্রপন্থীরা নাকি ব্রীজ থেকে কাঠ নিয়ে যায়—কেন না সেই কাঠ দিয়ে তারা অস্ত্র তৈরী করে সেজন্য এখানে যে ব্যয় বরাদ্দগুলি আনা হয়েছে সেগুলির সমর্থন জানিয়ে ত্রিপুরার রাস্তা ঘাটের উন্নতি করে যাতে ত্রিপুরায় সার্বিক উন্নতি করা সম্ভব হয় এই দাবি রেখে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে সব কাটমোশান আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি—ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—এই সভা বেলা দুই ঘটিকা পর্যান্ত মুলতুবী থাকবে।

AFTER RECESS AT 2 P.M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এখানে যে সমস্ত ডিমাণ্ড এসেছে সেগুলির সংগে যে যে দপ্তর জড়িত যেমন শিক্ষা, লেবার, এমপ্লয়মেন্ট, পিডব্লিউ, ইরিগেশন ইত্যাদি এগুলির বিরোধিতা করছি এবং এখানে বিরোধীদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাটমোশন এসেছে আমি সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য সুরু করছি। এই সকল দপ্তরগুলিতে অপশাসন, দলবাজী এবং দুর্নীতির ঢিপু হয়েছে। যার ফলে এই দপ্তরগুলি থেকে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ কোন লাভ পাচ্ছে না, বরং তাদের কাছে এগুলি বোঝা হয়ে আছে। আমি শিক্ষা সম্পর্কে বলছি, এখানে একটা অব্যবস্থা চলেছে। যেমন নন্-গভার্ণমেন্ট স্কুলগুলিকে শিক্ষক দেওয়া হচ্ছে না, নূতন পোষ্ট ক্রিয়েট করা হচ্ছে না, সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা অচল হয়ে আছে। অনেক স্কুল ঘরের চাল নেই, ফার্ণিচার নেই, শিক্ষক নেই এমন কি কোন কোন স্কুলে প্রধান শিক্ষক পর্যান্ত নেই। শিক্ষা দপ্তরের কাছে দাবী করে কোন ফল হচ্ছে না। পল্লীমঙ্গল হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক নেই। সেখানে স্কুলের প্রশাসনটাকে ধরে রাখার মত সহকারী শিক্ষক পর্য্যন্ত নেই। এরকম বহু স্কুল আমরা

দেখছি। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, এখানে নিউট্রেশনের জন্য টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছিল সেটা ব্যর্থ হয়েছে। সব টাকা নিজেদের দলের লোকদেরকে পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। বহু দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে কিন্তু একটা কেজের ব্যাপারেও তদন্ত হয় নি। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আনএমপ্লয়মেন্টের হিসাব দিয়েছেন এক লক্ষ বেকার। ওরা কারা? ওদের দলের লোক না হলে কেউ চাকুরী পায় না। লাল ঝাণ্ডা না ধরতে পারলে, খুন, ডাকাতি সন্ত্রাস সৃষ্টি না করতে পারলে চাকুরী হয় না। খুনের সংগে জড়িত এমন বহু লোককে ওরা চাকুরী দিয়েছেন। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, অনেক দুঃখের সংগে আমরা লক্ষ্য করছি, প্রাচ্য ভারতী স্কুলের হেডমাষ্টারকে বিনা কারণে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে। কারণ কি? ওদের একজন প্রাক্তন মন্ত্রী বেকার হয়েছেন তাকে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক করতে হবে। ওদের কাজের মূল লক্ষ্য হল দলের লোককে পাইয়ে দিতে হবে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, এখানে একটা দপ্তর আছে পি. ডবলিউ. ডি। এই দপ্তর সম্বন্ধে বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। ওরা ফ্লাড কন্ট্রোল করার কথা বলে মাঠে ময়দানে লম্বা বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রের কাছে দাবী করেন আরও টাকা দাও ফ্লাড কন্ট্রোল করতে হবে। কিন্তু গত সাত বছরে ওরা ফ্লাড কন্ট্রোলের জন্য কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করছে? না। সেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপর প্রায়রিটি দেওয়া বিশেষ দরকার। গত বিশ বছরের ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে কিভাবে ত্রিপুরার মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু তারা এটা চায় না যে ত্রিপুরার মানুষের আর্থিক সংগতি বাড়ুক, স্বাবলম্বি হউক। তারা চায় মানুষ আরও গরীব হউক, ক্যাম্পে আসুক, ওদের পেছনে পেছনে ঘুরুক এটা হল তাদের উদ্দেশ্য। সেইজন্য তারা ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক কোন কাজ করছে না। সেই উদ্দেশ্যে ত্রিপুরার উন্নতির জন্য কিছুই করা হচ্ছে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা কমিউনিকেশানের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাব, বিগত সাড়ে সাত বছরে বামফ্রন্টের শাসনে ত্রিপুরায় ওঁরা কত কিলোমিটার রাস্তা করেছেন তা আজ পর্য্যন্ত বলতে পারেন নি। নূতন রাস্তা কিছু হয় নি। হতে পারে শহরের আশে পাশে রাস্তার কিছু ইম্প্রুভমেন্ট করা হচ্ছে। আমরা দেখছি, আগরতলা এবং তার আশে পাশে রাস্তাগুলিতে ব্রিকসের পর ব্রিকস্ দেওয়া হচ্ছে এবং তার উপর মাটির সোলিং করা হচ্ছে। কিন্তু বর্ডার রোড বা দূর দূরান্তের রাস্তাগুলির কি অবস্থা চলেছে? বক্সনগর-সোনামুড়া-বিশালগড় যে রাস্তা তার কোন সংস্কারই নেই। নূতন

কোন রাস্তা তৈরী করার কোন পরিকল্পনা নেই। কাজে কাজেই আজকে এখানে এই খাতে যে অর্থ ধরা হয়েছে, আমি মনে করি, তা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের কোন উপকারে আসবে না। তা ইতিহাসই বলে। ইতিহাস বলে বঞ্চনার কথা, ইতিহাস বলে শোষণের কথা। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি একটি স্পেসিফিক উদাহরণ দিচ্ছি, শিক্ষার ক্ষেত্রে। জনৈক শিক্ষক - পুরাতন আগরতলায়, তার ছেলে সুবোধ অধিকারীর বয়স সীমা অতিক্রান্ত হতে আর ৬ মাস সময় আছে। চিরাচরিত প্রথা আছে কেহ রিটায়ার্ড করলে একজনকে চাকুরী দেওয়া হবে। এই পরিবারটি আজকে অতীব দুর্দশার মধ্যে পড়েছে। আমার বক্তব্যের আমি চ্যালেঞ্জ দিতে পারি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে। উনি প্রমাণ করুন, আমি মিথ্যা বলছি। ঐ রেবতী মোহন বাবুর ৪টি ছেলে আজ বেকার অবস্থায় পড়ে আছে। আমার নিজের কনস্টিটিউয়েন্সীতে। তাদের বাড়ী বুদ্ধনগর। চাকুরী নেই। কেন? কারণ, তারা লাল ঝাণ্ডা হাতে নেয় না, সি, পি, এম করে না। সুতরাং চাকুরীও পাবে না। তাই আজকে ১ লক্ষ বেকার এসে ত্রিপুরা রাজ্যে দাঁড়িয়েছে। বয়স সীমা পার হয়ে যাচ্ছে। চাকরী দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কাদের দেওয়া হচ্ছে? তাঁদের দলের লোক হলে আজকে পাশ করলেই কালই চাকুরী পাবে। কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছেন, প্রতিটি পরিবারের একজনকে চাকুরী দেওয়ার জন্য। এই জন্য কোটি কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই টাকা কি এসব করার জন্য দেওয়া হচ্ছে? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কাজেই আমি এই ব্যয় বরাদ্দের বিরোধীতা করে এবং কাট মোশানগুলির সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ ॥

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার একটি পয়েন্ট আছে। সেটি আমি আগে বলছি। আজকে এখানে ডিমাণ্ডগুলির উপর আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু মন্ত্রীদের চেয়ারগুলি খালি। এ ব্যাপারে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—ডেপুটি চীফ মিনিষ্টার লীড করছেন। উনিই সব দায় দায়িত্ব নিয়েছেন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—তাহলে তো, অন্য কোন মিনিষ্টার থাকার দরকারই ছিল না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—চীফ মিনিষ্টার এবং অন্যান্য মিনিষ্টারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি

চীফ মিনিষ্টার সব দপ্তরই দেখবেন। কাজেই এতে কোন অসুবিধা হবে না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— এটা বেস্ত রেকর্ড। জনগণ তাদের এই সব করার জন্য নির্বাচিত করেন নি। তাহলে, মন্ত্রীত্বে থাকার দরকার কি? ঠিক আছে, আমি এখন আমার বক্তব্য শুরু করছি। আজকে এখানে যে সব ডিমাণ্ডগুলির উপর মাননীয় সদস্যরা কাটমোশান এনেছেন সেগুলির সমর্থন করে এবং ডিমাণ্ডগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার একটি মাত্রই কাট মোশান। ডিমাণ্ড ১০৪১-মেজর হেড ২৮৭। মিউনিসিপ্যালিটি সারা ত্রিপুরায় একটি মাত্রই আছে। লোক সংখ্যা ১৯৭১ সালে ১ লক্ষের কম ছিল। এখন তা বাড়তে বাড়তে ২ লক্ষ হয়ে গেছে। কাজেই ডেভলাপমেন্টের প্রয়োজন আছে। কাজে কাজেই তার আর্থিক সহায়তার প্রশ্ন আছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, দিন দিন টাকার অংক কমানো হচ্ছে। এ ভাবে চলতে থাকলে জনস্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হবেনা। ১৯৮৪-৮৫ সালে যেখানে এসিসটেন্স ছিল, ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা সেখানে আজকে ১৯৮৫-৮৬ সালে এসে দাঁড়িয়েছে, ১ কোটি ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। তার মানে কি এই, আগরতলার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে? আর ডেভলাপমেন্টের প্রয়োজন নেই? কিন্তু আমরা দেখি, জল নিষ্কাশনের ব্যাপারে মিউনিসিপ্যালিটি ব্যর্থ হয়েছে, ওয়াটার সাপ্লাই দিতে ব্যর্থ হয়েছে, সামান্য বৃষ্টি হলে, আখাউড়া-শকুন্তলা রোড দিয়ে আসা যাওয়া করা যায় না। আগরতলা ত্রিপুরা নয় বা ত্রিপুরা আগরতলা নয়। তবু আগরতলার জন জীবনের চিত্র ত্রিপুরার বাইরে কিংবা ত্রিপুরাবাসীর কাছে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলার দরকার আছে। রাজধানী আগরতলার সাজ শয্যা করতে অক্ষম বলেই কি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে? তারপরে এই যে একটা মজার ব্যাপার হলো হাউসিংয়ের জন্য গত বছরও ১০ লক্ষ টাকা এবছরও ১০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। গত বছরও ছিল। কিন্তু কোথায় হাউসিং করা হচ্ছে বুঝতে পারছি না। বড় বড় শহরে এই হাউসের সমস্যা রয়েছে। টাউন ডেভলাপমেন্টের জন্য এবার ৭০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। গত বছর ছিল ৪০ লক্ষ। এবার বাড়ান হয়েছে। ৭০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। এটাও খুব সামান্য। এ সব কেন হচ্ছে? এটা কি মিউনিসি-প্যালিটির ব্যর্থতা না বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা? মেজর হেড ৪৮৮-সোস্যাল সিকিউরিটি অ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার-এ যে টাকা চাওয়া হয়েছে তাতে আমি বলতে পারি, এটা সামাজিক সিকিউরিটি নয়, এটা হচ্ছে, বামফ্রন্ট কতিপয় লোককে কিছু পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এই জন্যই টাকা রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার, সোস্যাল

সিকিউরিটির জন্য যে টাকা দিয়েছেন বামফ্রন্ট সেই অর্থে টাকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই অপব্যয়ের কোন অর্থ নেই, এটা বন্ধ করে দেওয়া উচিৎ। এটা জনস্বার্থে ব্যবহার হবে না। স্যার, ডিমাণ্ড নং ২১, মেজর হেড ২৭৭, এডুকেশান, এটার উপর অনেক কাটমোশান আছে। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে গ্রামের স্কুলগুলিতে শিক্ষক নেই। সমস্ত শিক্ষকরা শহরের স্কুলগুলিতে ভীর করে আছে। এ নিয়ে ৫/৭ বৎসর ধরে আমরা চীৎকার করে আসছি, কিন্তু কোন পরিবর্তন নেই। আপনারা বরাবরই বলে আসছেন যে শিক্ষকরা প্রত্যান্তাঞ্চল সমুহে যেতে ভয় পান। আমি স্বীকার করি তাদের নিরাপত্তার প্রশ্ন সেখানে জড়িত। কিন্তু আগরতলার কাছাকাছি যে সমস্ত স্কুল আছে। জিরানীয়া, চম্পকনগরের কাছাকাছি যে সমস্ত ট্রাইবেল স্কুল আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে শিক্ষক নেই। অথচ আগরতলার ৮টি স্কুলে দুই জন করে হেডমাষ্টার আছে। জিরানীযার পরে যে সমস্ত স্কুলে আছে সেগুলিতে কোন হেড-মাষ্টার নাই। আজকে স্কুলগুলিতে আপগ্রেড করা হচ্ছে, এমন কি স্কুল সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সেই স্কুলগুলিতে যে সমস্ত মেটেরিয়েলস বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থাকার কথা সেগুলি দেওয়া হচ্ছে না। শুধু কাগজে পত্রেই বিপ্লব আনা সম্ভব হয়েছে। উনারা বলছেন ১৯৯০ সালের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ করবেন। কিন্তু তা বাস্তবায়িত করতে হলে আ ও বাস্তব দৃষ্টিভংগী নেওয়া দরকার। শিক্ষাকে রাজনীতির মধ্যে টেনে আনা উচিৎ নয় কোন দলের পক্ষেই। সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তারা এ ব্যাপারগুলি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি আমাদের দিতে পারবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা আমাদের কাটমোশান-গুলিকে সমর্থন করে যাব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রীনকুল দাস :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিভিন্ন ব্যায়বরাদ্দের উপর যে ডিমাণ্ড এখানে পেশ করা হয়েছে আমি সেগুলিকে সমর্থন করছি এবং যে সমস্ত কাটমোশান এখানে আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। শিক্ষা সম্পর্কে মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যদের বক্তব্য হচ্ছে শিক্ষা সম্প্রসারিত হচ্ছে, কিন্তু তার কোয়ালিটি বাড়ছে না। এটাই তারা দেখতে চেয়েছেন বিভিন্ন ভাবে।

কিন্তু আসল জিনিষটা কি ? ভারতবর্ষের সংবিধানে লেখা আছে ১০ বছরের মধ্যে ১৪ বছর বয়স্ক শিশুদেরকে বাধ্যতামূলক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা হবে। স্বাধীনতার পরে আজকে কত বছর হলো ? ভারতবর্ষের কত অংশের মানুষকে শিক্ষার সুযোগ দিতে পেরেছেন ? সারা ভারতবর্ষের শিক্ষিতের হার হচ্ছে ৩০ পার্সেণ্ট। সে তুলনায় আমাদের রাজ্য গত ৫।৭ বছরের মধ্যে পুরুষ শিক্ষিতের হার হল—৫১.৭০ পার্সেণ্ট এবং মহিলা শিক্ষিতে হার—৩১.৯৯ পার্সেণ্ট। সুতরাং এ রাজ্যে শিক্ষিতের হার যেভাবে বেড়েছে এটা সর্বভারতীয় একটা রেকর্ড। আমাদের রাজ্যে আজকে প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা হলো ১২০০, এনরোলমেণ্ট হচ্ছে ৫৭,২০৯ জন। প্রাইমারী এবং জে, বি, স্কুলের সংখ্যা ১৭৯১টি, টিচার হচ্ছেন ৫,৭৪১ জন, ষ্টুডেণ্ট হচ্ছে ৩ লক্ষ ২০ হাজার ৫০৪ জন। এস, বি, স্কুলের সংখ্যা ২৯০টি, টিচারের সংখ্যা ৩,২০০ জন, ছাত্র সংখ্যা ৭০,০১০ জন। হাই এবং হায়ার-সেকেণ্ডারী স্কুলের সংখ্যা ২১২টি, টিচার সংখ্যা ৫,৫৫০ জন, ছাত্র সংখ্যা ৪০ হাজার ৯৬৪ জন। কলেজ ১৬টি প্রফেশানাল, এবং ২টি জেনারেল। এই যে এক্সপানশান এটা কোনদিন আমরা আশা করতে পেরেছিলাম। আজকে এখানে প্রশ্ন আসছে শিক্ষক নেই, ঘর নেই। হাঁা, কিছু কিছু সমস্যা আমাদের আছে। আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা বলি—প্রথমে আমাকে পড়াশুনা শুরু করতে হয় গরুর ঘরে, সেখান থেকে গাছতলায়, তারপর ক্লাস সেভেনে উঠে অমরপুরে এসে দেখলাম স্কুলে টেবিল চেয়ার আছে। এই জিনিষটা আমি প্রথম দেখি। তাহলে বিগত ৩৭ বছরে শিক্ষার কি চেহারা ছিল ? সেখানে শিক্ষার প্রসার নয়, শিক্ষা সংকোচন। ভদ্রলোকেরা এটাই বলার চেষ্টা করতেন—ভালো মানুষের জন্য ভাল স্কুল, আর গরীব মানুষের জন্য খারাপ স্কুল। এই শিক্ষার মাধ্যমে এমন একটা শ্রেণীকে তৈরী করে তুলতে হবে যে শ্রেণী আগামী দিনে এ দেশকে শাসন করবে, আর লক্ষ লক্ষ মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকবে। এই যে নীতি, এই নীতির দ্বারা বামফ্রণ্ট সরকার পরিচালিত হয় না। বামফ্রণ্ট সরকারের শিক্ষা নীতি হচ্ছে ব্যাপক অংশের মানুষকে শিক্ষার আলোতে নিয়ে আসা। কারণ শিক্ষা মানুষকে চেতনা দেয়, চেতনা বিপ্লব আনে, বিপ্লব মানুষের সমস্যার সমাধান করে, নূতন পৃথিবী গড়ে তুলে। আজকে সারা পৃথিবী জুড়ে ধনতন্ত্রের অবক্ষয় চলছে, যেখান থেকে ধনতান্ত্রিক দুনিয়া বেড়িয়ে আসতে পারছে না। সারা পৃথিবীকে আরেকটা বিশ্বযুদ্ধের মুখে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। রেগন সাহেবকে দেখা যায় ষ্টালিনের কবরে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানাতে। শিক্ষার ব্যাপক প্রসারই হচ্ছে বামফ্রণ্ট সরকারের অন্যতম লক্ষ্য, তার মধ্যে বামফ্রণ্ট সরকার কাজ

করছেন। বামফ্রন্ট সরকার গ্রামে নিরক্ষর বয়স্কদের জন্য নাইট স্কুল চালু করেছেন। এটা আপনারা কোন দিন কল্পনা করতে পেরেছেন? সেখানে হয়তো কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে। এই বয়স্ক শিক্ষার কাজটা ১।২ জন শিক্ষকের দ্বারা সম্ভব নয়। তার জন্য আমাদের পঞ্চায়েতগুলিকে দায়িত্ব নিতে হবে। জনসাধারণকে দায়িত্ব নিতে হবে। দলমত নির্বিশেষে সবাইর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশের ৭০ ভাগ নিরক্ষর মানুষকে শিক্ষার আলোতে নিয়ে আসতে হবে। আমরা আগে স্কুলে টিফিনের দাবী করতাম, তা শুনে মাষ্টার মশাইরা চমকে উঠতেন, ছাত্ররা বেতন না দিলে মাষ্টার মশাইরা বেতন পেতেন না। আজকে ছাত্রদেরকে স্কুলে বেতন দিতে হয় না, শিক্ষক মশাইরাও ঠিকমত বেতন পাচ্ছেন। আজকে মিড-ডে-মিলের মাধ্যমে হাজার হাজার শিশুকে আমরা স্কুলে টেনে আনতে পেরেছি। এটাইতো আমাদের বড় কাজ। আই.সি.ডি এ প্রকল্পের মাধ্যমে শুধু বাচ্চাকে নয় সেই বাচ্চার যিনি জননী তাকেও চিকিৎসা সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে, তাদের ভিটামিনের জন্য নিউট্রেশানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতারাং মা ও শিশুদের নার্সিং-এর মাধ্যমে রাজ্যকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, শিক্ষা সম্প্রসারিত হচ্ছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য এখানে কাটামোশান এনেছেন বলছেন শিক্ষাকে আরও সম্প্রসারিত করতে হবে, স্কুলের সংখ্যা বাড়াতে হবে, স্কুল মেরামত করাতে হবে। নিশ্চয়ই স্কুলগুলি রিপেয়ার হওয়া দরকার, আরও নূতন স্কুল হওয়া দরকার। কিন্তু একষ্টেনশানের পক্ষে কথা বলতে তাদের বাধা কোথায়? অর্থাৎ দুটো কাজ আমাদের করতে হবে, খাওয়াতে হবে কিন্তু গলাতে হাত দেওয়া যাবে না। আসলে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা ঠিক করে নিয়েছেন সমস্ত ব্যাপারেই তাঁরা বিরোধীতা করবেন কারন দেখা যাচ্ছে কোন ডিমাণ্ডের জন্য যখন টাকা বরাদ্দ করা হয় তখন তার জন্য তাঁরা কাট মোশান আনেন, এটা তাদের আনতে হবে তাই আনছেন। যে কোন কাজ করবার প্রশ্নেই তাদের কাজ হচ্ছে বিরোধীতা করা। পি, ডবলিউ, ডি সম্পর্কে অনেক রকম প্রশ্ন উঠেছে, আমাদের রাজ্যে অনেক রকম সমস্যা আছে। আজকে দেখা যাচ্ছে পঞ্চায়েত ইলেকশনের সময়ও ট্যাক্সি চালিয়ে ইলেকশনের কাজ করতে যাওয়া যায়, কারণ অনেক নূতন রাস্তা হয়েছে। সেই রাস্তাগুলি যদি করতে হয় তাহলে পি, ডবলিউ, ডির হাতে ছেড়ে দিতে হয় এবং সেই রাস্তাগুলি গড়া এবং মেরামতির কাজ পি, ডবলিউ, ডিকে বহন করতে হয়, তাছাড়া পি, ডবলিউ ডিপার্টমেণ্টে অনেক সময় প্রয়োজনীয় অভারসিয়ার, ইঞ্জিনীয়ার অভাব থাকে, সেই কারণে অনেক সময় অসুবিধার সৃষ্টি হয় বিশেষ করে কনস্ট্রাকশনের কাজের সময়, সেই রকম বিভিন্ন কারন

আছে। যে কারণগুলি আগেও আলোচনা হয়েছে, যেমন সিমেণ্ট আসে না, রড আসে না এবং তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে জিনিষ-পত্রের দাম দিনের পর দিন বাড়িয়ে তুলেছেন তার জন্য অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে তাই সেই সঙ্কট পি. ডবলিউ ডিপার্টমেণ্ট কাটিয়ে উঠবার জন্য চেস্টা করছেন।

(রেড লাইট)

স্যার, আমাকে আর এক মিনিট সময় দিন। সে জন্যই বলছি পি. ডবলিউ ডি অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন যেমন বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর রাস্তা হয়েছে যা কংগ্রেস আমলে কোন দিনই হয় নি এবং অনেক রাস্তা রিপেয়ার করা হয়েছে। এমন অনেক গ্রামাঞ্চল ছিল পূর্বে যেখানে মানুষ পায়ে হেটেও যেতে পারতেন না সেই সব জায়গায় এখন কেবল পায়ে হাটার রাস্তা নয় গাড়ীও যাতায়ত করতে পারে সে জন্যই বলছি, পি. ডবলিউ. ডি খাতে যে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটাকে সমর্থন করছি এবং কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা। মাননীয় সদস্য, আপনারা দুজনে (নয়) মিনিট সময় পাবেন।

শ্রীজওহর সাহা : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে ডিমাণ্ডের উপর যে সমস্ত কাট মোশানগুলি এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য আরম্ভ করছি। পৃথিবীতে এককালে যেমন নাসীবাদ ফ্যাসীবাদ ছিল তেমনি ঠিক আমরা আশা করবো যে বিগত ৮ বছরে বামফ্রন্ট সরকার দুর্নীতির কোন তদন্ত করেন নি, কারণ আজকে আমরা দেখছি যে ডিমাণ্ডগুলির মধ্যে যে টাকার অঙ্ক ধরা হয়েছে বাস্তবের সঙ্গে তার কোন মিল নেই বলেই আমি ছাটাই প্রস্তাব এনেছি জনসাধারণের স্বার্থে, জনসাধারণের কল্যাণার্থে। আমি যে ছাটাই প্রস্তাবগুলি এনেছি সেগুলির মধ্যে একটা হচ্ছে শিক্ষা, সেই শিক্ষা আজকে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে ? অস্বীকার করতে পারবেন যে স্কুলে বেঞ্চ নেই, মাটার মেই এবং স্কুলের পাখাগুলি মাষ্টাররা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে ? অমরপুরের গালর্স স্কুল থেকে একজন সি, পি, এম সমর্থিত মাষ্টার মশাই পাখা চুরি করে নিয়ে গেছেন এবং তাকে ধরে থানায় দেওয়া হলো তখন সি, পি এম. নেতারা তাকে থানা থেকে নিয়ে এলেন এবং যিনি চোরকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজানো হচ্ছে। এমনি করে এই স্কুল থেকে অনেকগুলি পাখা চুরি হয়েছে।

ডিমাণ্ড ধরে টাকা নেওয়া হচ্ছে কিন্তু সেই এলাকার উন্নতি সাধন করা হচ্ছে না, কাজেই শিক্ষা নিয়ে আজকে আর বেশী আলোচনা করার দরকার নেই। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এ্যমপ্লয়মেণ্ট পলিসিতে চমৎকার কারবার। এই সি. পি. এম নেতাদের সেক্রেটারীদের তাদের শালার চাকুরী হবে, শালীর চাকুরী হবে। আগে তো আপনারা বলতেন কালা, ধলা চাকুরী দেয়, এখন আপনাদের সেক্রেটারীর শালা, শালীর চাকুরী হচ্ছে। স্যার, কিছু দিন আগের কথা বলছি, একটা ছেলে টুয়েলভ পাশ করেছে ৪ বৎসর হয়েছে সে রিক্সা চালায়, কয়দিন আগে তাকে নিয়ে ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম। একটা শিক্ষিত বেকার ছেলে তার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে একটা রিক্সা করা যায় কিনা সে জন্য, কারন সে ভাড়া করা রিক্সা চালায়। সেই ইউ, বি, আই ব্যাঙ্ক থেকে বললেন তুমি রিক্সার ঋণ, শোধ করবে কি করে, তখন ছেলেটি বলল আমি তো চুরি করে খাচ্ছি না, চাকুরীর কোন সুবিধা করতে পারছি না বলেই রিক্সা চালিয়ে খাচ্ছি, আমার মা, বাবা শ্রমিকের কাজ করেন, আমি এই সরকারের কাছে মাথা নত করবো না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই অমরপুরের প্রাক্তন এম, এল, এ, উনার ভাইকে চাকরীর ব্যবস্থা করেছেন। এর আগে যারা পাশ করেছে তাদের চাকরী হয়নি। রেবতীমোহন সাহা সদরের মধ্যে ঐ কর্মীর নাম্বারের মধ্যে আছে। উনিও এইরকম করেছেন। আজকে ঘরে ঘরে বেকারের সংখ্যা এত বেশী হয়েছে কেন? বামফ্রণ্ট সরকারের যে নীতি সেই নিয়মনীতি তারা পালন করছেনা। কোন জায়গায় কি সিনিয়রিটি বা নিডি এইসব মানা হচ্ছে? এখনও অনেক লোক আছে যাদের বয়স পার হয়ে গেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় পূর্তমন্ত্রীকে বলতে চাই, উনি ত্রিপুরার মন্ত্রী, উনি শুধু কৈলাশহরের মন্ত্রী নন। কেবল কৈলাশহর এবং পার্শ্ববর্তী ধর্মনগরের কাজ করলেই চলবেনা। আমি মাননীয় পূর্তমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, ত্রিপুরার অন্যান্য সদর-ডিভিশানের জন্য কত টাকা বাজেটে ধরেছেন। অমরপুরের রাস্তা বর্তমানে জরুরী। কিন্তু সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে না। কারণ সেখানে হচ্ছে বিরোধী শিবির সেখানে বিরোধীরা দলবদ্ধ ভাবে শক্তিশালী। আমি মাননীয় পূর্তমন্ত্রীকে অনুরোধ করব, অমরপুরের পূর্বপার্শ্বে বীরগঞ্জ গাঁওসভা। উপজাতিদের বিস্তীর্ণ এলাকা। ২০-২৫ মাইল হবে। গোমতী নদীর পাড়ে ব্রীজ করা দরকার। সেই ব্রীজ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা করা দরকার। তারপর অম্পির রাস্তা দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ হয়ে আছে। আগরতলা থেকে রাঙ্গামাটি যে টি. আর, টি, সি. সারভিস চালু ছিল সেটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমি অনুরোধ

করব এই ধরণের কাজগুলিকে বন্ধ না করার জন্য। এই ধরণের কাজগুলিকে জনসাধারণের কল্যাণমুখী করে বা রূপায়িত করুন। মাননীয় পূর্তমন্ত্রীকে বলব, আপনি কৈলাশহরের হতে পারেন কিন্তু আপনি শুধু কৈলাশহরের মন্ত্রী না। আপনি সমস্ত ত্রিপুরার মন্ত্রী। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার আমি বলছি এইখানে আমাদের যেগুলি আছে যেমন পি, ডব্লিউ, ডি সার্ভের ব্যাপারে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য কনক্লুড করুন।

শ্রীজওহর সাহা :—তাই আমি অনুরোধ করব আপনার জনগণের কল্যাণমুখী যে কাজ সেই কাজগুলি বাস্তবে রূপায়িত করুন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে আমার ডিমাণ্ড নং ২০, ডিমাণ্ড নং ১৭, এবং ডিমাণ্ড নং ১৮ ও ১৯ এই কয়েকটি ডিপার্টমেন্টে আমার যে কাটমোশান সেগুলি সমর্থন করে এবং আজকে যারা আমাদের মাননীয় সদস্যরা কাটমোশান এনেছেন তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখব। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে, আমরা আশা করেছিলাম বা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ আশা করেছিলেন সেই বামফ্রন্ট সরকারের নিকট থেকে অনেক কিছু পাবে, কিন্তু তার বিনিময়ে আজকে সত্যি দুঃখের সংগে বলতে হয় যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী এই ২ জনের যে দপ্তর অত্যন্ত গুরুত্বপর্ন। সেই দুটো দপ্তরের উপরে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ছিল। কিন্তু স্বরাষ্ট্র দপ্তর আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রীর শিক্ষা দপ্তরটা কোথায় পৌঁছেছে। এই দুটো দপ্তর আজকে, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, বলতে হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এমন একটা জায়গাতে পৌঁছেছে আমার মনে হয় ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ তাদের যে আশা আকাংখা সেই আশা-আকাংখা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আজকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলতে পারেন যে, আজকে মানুষের মান শিক্ষার মান ৭৭ নির্বাচনের আগে বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে কোথায় ছিল এবং আজকে কোথায় পৌঁছেছে পত্রিকায় দেখলে বা বিধানসভায় আমরা আসার পরে জানতে পারি শিক্ষা দপ্তর আনেক ধ্বংস করে ফেলেছে, শিক্ষার অনেক বিস্তার করেছে কিন্তু কিরকম বিস্তার

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কি বলব যে মানুষের মান অর্থাৎ মানুষের যে মুল্য, সেই ছাত্র যে ছাত্রজীবন, সেই ছাত্রদেরকে দিয়ে আজকে পলিটিক্স করানো হচ্ছে। তা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কল্যাণে। আজকে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে, আজকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এই হাউসে উপস্থিত আছেন, উনি বলবেন কি কয়টি হাইস্কুলের হেডমাস্টার নেই। আমাদের মোহনপুরের হেডমাষ্টারকে কয় বৎসর যাবৎ আগরতলা অ্যাডুকেশান অফিসে বেতন দেওয়া হচ্ছে। তার কারণটা কি মোহনপুরসেখানেও কি উগ্রপন্থীর হাত আছে? জানিনা। আজকে দুঃখের সংগে বলতে হয়, শিক্ষা দপ্তরে শিক্ষকরা শিক্ষা দেওয়ার জন্য সেখানে পুলিশকে নিয়ে যেতে হয়। তাই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বলছি এই সরকারের পদত্যাগ করা উচিত। আজকে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী বলতে পাবেন সিপাহীজলা হাইস্কুল কতদিন যাবৎ ধর্মঘট চলছে। এইটা শিক্ষা দপ্তর শিক্ষা দপ্তর এই নিয়ে বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক মুনাফা লুটার চেষ্টা করবনে। ত্রিপুরা রাজ্যে আর শালু কাপড় নাই। ত্রিপুরার কোন দোকানে আর শালু কাপড় নাই। সমন্বয়ের লোকরা এই শালু কাপড় নিচ্ছে। সেটা কি শিক্ষার মান? নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এই ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা করুন। আজকে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বলতে হচ্ছে শিক্ষামন্ত্রী মোহনপুর ব্লকে গিয়েছিলেন। সেখানে এ্যাডুকেশান অফিসে গিয়ে কতজন মাষ্টারমশাইকে পেয়েছেন উনি? তারা কি করছেন? তাদের বলা হয়েছে পার্টির কাজ করতে হবে, শিক্ষার কোন দরকার নাই। কারণ মন্ত্রী মহোদয়ের ছেলে মেয়েদের আগরতলায় রেখে পড়াশুনা করানো যাবে। গরীবের যারা দিনমজুর, শ্রমিক তাদের ছেলেমেয়েরা গ্রামে শিক্ষা লাভ করছেন সুতরাং সেখানে শিক্ষার দরকার নাই। সুতরাং সেখানে শিক্ষা প্রসারের কোন দরকার নাই। আমাদের পার্টিকে আমরা যদি জিইয়ে রাখতে পারি তাহলেইতো আমাদের শিক্ষার প্রসার হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে অনেকগুলি শুধুমাত্র নামের স্কুল আছে। যেমন আজকে এইযে ককবরকের শিক্ষক নিয়োগ করেছেন তা তাদের এই সার্টিফিকেটগুলি কোথা থেকে আসল? আমার মনে হয় সেটা পার্টি অফিস থেকে দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে যাও তোমাদেরকে শিক্ষকের চাকুরী দেওয়া হয়েছে, তার মানে তাদেরকে দিয়ে এবার পার্টির কাজ ভালভাবে করানো হবে। এই দুইটা ডিপার্টমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট, এরা আজকে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ লোকের জীবন ও স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, এরা একদিকে যেমন খুন সন্ত্রাস, ডাকাতি ও নারী নির্যাতন করছে,

অন্যদিকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রীর দুইটা দপ্তর আজকে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের সমস্ত আশা ও আকাঙ্খাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাই আমি এখানে বলতে পারি যে, আমি নিজে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম মোহনপুর ব্লকের সেই অঞ্চলের ছেলেদের পরীক্ষার সুবিধার্থে যাতে সেখানে অন্তত মেট্রিক পরীক্ষাটা দিতে পারে ছেলেরা তার জন্য একটা ব্যবস্থা করার জন্য। তিনি তা করেন নি, কোথায় তিনি করেছেন ঐ কাঞ্চনমালাতে সেখানকার এম,এল.এ. হচ্ছে সি, পি,এম, এর. মোহনপুরের এম,এল এ, যেহেতু কংগ্রেসের সেহেতু সেখানে করা হবে না। এইটা কি ওদের বৈশম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নয়? এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য এই সরকারের পদত্যাগ করা উচিৎ। আজকে ভারতবর্ষের যে শিক্ষার মান তার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে ত্রিপুরার শিক্ষার মান আজকে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। আমি কড়ালবাড়ী গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে দেখি মাষ্টারবাবু গাছের নিচে বসে আছেন, ছাত্র নাই। আমি গিয়েছিলাম তুলা বাগান সেখানকার দঃ পাড়ার প্রাইমারী স্কুলে গিয়ে দেখি সেখানকার মাষ্টার বাবু মাঠের মধ্যে বসে আছেন, কোন ঘর নাই।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—স্যার, আমাকে দুই মিনিট আর সময় দিন। তারপর বামফ্রন্ট সরকার এসে পঞ্চায়েতের হাতে অনেক ক্ষমতা দিয়েছেন, কোন পঞ্চায়েতের হাতে? ঐ সি. পি, এম. পঞ্চায়েত সেখানে বা সি. পি, এম, এর, প্রধান আছে যেখানে সেখানে। তার প্রমাণ হিসাবে আমি দেখেছি যে যেখানে সি. পি, এম. প্রধান বা পঞ্চায়েত আছে সেখানে বালোয়াবী স্কুলে খিচুরী বিতরণ করা হয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। আর যেখানে তা নাই সেখানে একটা কমিটি করে সেই কমিটির মাধ্যমে তা বিতরণ করা হয়। তার মানে হচ্ছে রাজনীতি শিক্ষা দপ্তরে এসে ঢুকেছে। কিছু দিন আগে আমি পত্রিকায় মোহনপুরের একটা ঘটনা, বালোয়াবী স্কুলে খিচুরীর জন্য যে চাল ডাল এসেছিল সেটা পাচার হয়ে যাচ্ছে এবং তাকে হাতেনাতে ধরার পরেও তার বিচার হচ্ছে না, আমরা কোথায় যাব মন্ত্রীর কাছে গেলে তিনি বলেন সব ঠিক আছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কাজ করার ফলে শিক্ষার মেরুদণ্ড আজ ভেঙ্গে গেছে। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের পর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শিক্ষার মান নীচে নেমে গেছে, মাষ্টারদের আজকে পুলিশ দিয়ে স্কুলে পাঠাতে হয় এবং এর কারণটা কি? এইটাতো ছাত্রদের শিক্ষা, এখানে কি সি, পি,

এম পার্টির ছাত্র আর কংগ্রেস পার্টির ছাত্রদের বাছাই করে শিক্ষা দেওয়া হবে যে, শিক্ষককে পুলিশ দিয়ে স্কুলে নিতে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার দুই মিনিট সময় অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—কাজেই আজকে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে যে কাটমোশানগুলি এনেছেন সেইগুলিকে সমর্থন করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা এখানে বিরোধী দলে আছি বলে যে সব কিছুর বিরোধীতা করব তা কোন কথা নয়, ডেভলাপমেন্ট কিছু হয়েছে ঠিকই এখানে আমার যে কাটমোশানটা এনেছি ডিমাণ্ড নাম্বার-১৯, মেজর হেড-৫০৬, এখানে টিউব-ওয়েলের ব্যাপারে বরাদ্দ করা হয়েছে, অথচ গ্রামেগঞ্জে আমরা দেখেছি যে টিউব-ওয়েল আছে ঠিকই কিন্তু সেগুলি কেউ ব্যবহার করে না, কারণ এমন জায়গায় সেটা করা হয়েছে এবং স্ক্রু বলটুর অভাবে বা মেরামতের অভাবে সেগুলি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে আছে। তা ছাড়াও দেখেছি যে, যে সমস্ত উপজাতিরা পাহাড় অঞ্চলে বাস করে তাদের সেখানে টিউব ওয়েলে অবশ্যই দরকার হয়, কিন্তু তারা তা পায় না। কাজেই এই ৪৭ হাজার টাকা কোন খাতে যাবে বুঝতে পারছি না। যে পানীয় জল মানুষের জীবন রক্ষা করে, মানে জলের অপর নামই হচ্ছে জীবন, সেই জীবনকে নিয়ে এখানে যে খেলা চলছে সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক। কাজেই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারি না। তারপর মাননীয় বিরোধী সদস্য শ্রীদিনেশচন্দ্র ঘাংখলের একটা কাট মোশান আছে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৫ সেখানে এডুকেশন এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৪৮ কোটি টাকার কাছাকাছি। পাহাড় অঞ্চলে আমরা অনেক স্কুল দেখেছি সত্যি কথা এবং তার কোয়ানটিটি বেড়েছে ঠিকই কিন্তু তার কোয়ালিটি কোথায়? যেমন স্কুল আছে এবং তার সাইন বোর্ড আছে, কিন্তু তাতে মাষ্টার নাই, বেঞ্চ নাই। এই সম্পর্কে গত ২৮-৫-৮৫ইং তারিখে আমি একটা প্রশ্ন করেছি এবং মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী তার উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নটি হচ্ছে ইহা কি সত্য যে বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত গোলাঘাটি গাঁও সভার দক্ষিণ-গোলাঘাটি জুনিয়র বেসিক স্কুল

গৃহটি গত ঝড়ে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে, সত্য হইলে উক্ত স্কুল গৃহটি অতি সত্বর মেরামতের জন্য সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কি না, উক্ত স্কুল গৃহটি পুড়িয়া যাওয়ার পর থেকে উক্ত স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের ক্লাশ কোথায় নেওয়া হইতেছে। ঐ দঃ গোলাঘাটি স্কুলের সামনে খোলা জায়গা, মানে আকাশের নীচে ক্লাশ করা হচ্ছে, আর আকাশই হচ্ছে তাদের স্কুল ঘর। খনিয়ামারা জে. বি, স্কুলের স্কুল গৃহ নেই। আমি এখানে মাননীয় এডুকেশান মিনিষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, এই স্কুলের ঘর না থাকার ফলে ছাত্রদের খুবই কষ্টে ক্লাস করতে হয়। সেখানকার বড় বড় বট গাছের নীচে বসে তাদের ক্লাস করতে হয়। আর যদি বড় বড় গাছের নিচে জায়গা না থাকে তবে সে স্কুল বন্ধ থাকে। আজকে সিপাহীজলা দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলে ছাত্র ধর্ম-ঘট চলছে। সে স্কুলে ছাত্র সংখ্যা হলো ১২০০। কিন্তু সে স্কুলে ঘর নেই, সায়েন্স এর মাস্টার নেই, ছাত্রাবাস একটা আছে কিন্তু তার ছানি নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। রিংওয়েল আছে একটা কিন্তু সেটাও বহুদিন হলো নষ্ট হয়ে গেছে। তাছাড়া জিরানিয়া ব্লকে কঠিন পাড়া জে, বি স্কুলের স্কুল গৃহ নেই, ছাত্রদের বসার বেঞ্চ নেই, তার পর ভুইপাই জে, বি স্কুলে হেডমাস্টার আমাদের বললেন যে, আপনারা তো জন প্রতিনিধি, আপনারা একটু চেষ্টা করে দেখুন এই স্কুলের জন্য, কোন ব্যবস্থা করতে পারেন কি না।'' এই স্কুলের ঘর নেই। সুতরাং সমগ্র ত্রিপুরায় যে চিত্র আমাদের চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে স্কুল আছে কিন্তু মাষ্টার নেই, স্কুল গৃহ নেই। সেই জন্য মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বিরোধী দলের সদস্যরা যে সকল কাট মোশান এনেছেন আমি সে সমস্ত কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করছি এবং এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ডিমাণ্ড এনেছেন তার বিরোধীতা করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

কক বরক

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বামফ্রন্ট আশা করছি, চিনি ত্রিপুরানি উন্নয়নি বাগাই, শকানি উন্নতিনি বাগাই, খাম্বুনি উন্নতিনি বাগাই, বরকনি উন্নতিনি বাগাই অনেক কিছু বাজেট খলাইখা। তাইব ধীরে ধীরে যেটা কংগ্রেসনি আমল আংয়া আব ভাবুক অংঘা। তাই একটা কক অ কক অংঘা যেমন ত্রিপুরা রাজ্যনি তিনদিকে বাংলাদেশ, একদিকে আসাম। আবনি বাগাই চিনি সিকু-রিটি ফৌজনি দরকার। সিকুরিটি ফৌজনি বাগাই রাঙ নায়জাকখা। ঠিক অগ্রণী

আনি ত্রিপুরান শিক্ষায় দিক্ষায়, স্বাস্থ ও বিবিধ যদি উন্নতি খীরাইনা থাঙথাকাই প্রথম দরকার যে, বন্যা নিরোধ ঘীলাইনা নাঙনাই। বন্যা প্রতিবিসিন' আংগ। বন্যা আংমা ফলে চিনি বরকনি অনেক নগ, অনেক বরক নগ ছাভা আংগাই থাঙগ। বাকসাবা নগ করতই তাংগই তঙগ। বাকসাবা থাইঅ, বাকসাবা মুসুক মিসিব কচগই থাঙগ। ঠিক তাবর অ অবস্থা আংগ। কিন্তু বেশীর ভাগ বরক তাম তাংগই বন্যানি কবল কীলাই। বেআইনী ভাবে নগ তাংমা ফলে বরক বন্যানি বিসিঙগ কীলাইঅ। কারণ এমনিতেম পাহাড়নি সংখ্যা বেশী স্কুলনি সংখ্যা কম। স্কুলনি সংখ্যা সেখানে কম, যেখানে আনি খাদ্যনি সমস্যা, চানানি সমস্যা, সবচেয়ে বেশী সমস্যা অজাগাঅ ব নগ তাঙ্খা হিনকাকাই। খাদ্য সমস্যা কোনদিন সমাধান আংগিলাগ। কাজেই সেইদিক দিয়া যারা বেআইনীভাবে নগ তাঙনাই, খেতরগনি বরকন উচ্ছেদ খীরাই. যেখানে আইনি জাগা সেখানে আনি ফসল ফলিও তায় যাতে আও আনি ত্রিপুরান ফসলনি দিক দিয়া বেশীবকয় ভাবে তেইব ফসল ফলিবিমান আবস্থাই অবস্থাঅ থিকীলাইমা নাঙনাই। কাজেই বন্যানি বাগাই, সিকিনি বাগাই, রাঙ নানীকন্তাই, ষষ্ঠ তপশীলনি বাগাই তাই বরনি ঘাগাইব নাবীকনা নাঙনাই। কাজেই সেইদিক দিয়া ব কোন বন্যা আংয়া ফান কোন কোন জাগাঅ এমন একটা অবস্থা থাঙ তঙগইঅ যেমন নন ডিষ্ট্রিকনি ডিপার্টমেন্ট বন্যা আংয়া ফান (P W.D) পি-ডাবলু-ডি ডিপার্টমেন্টনি "রোড প্লেন দেন এডেপ্টি" হিনয় নাই কাইসা বুমঙ তঙগ। অ বমুঙ তুইটা তঙগ। কিন্তু বিনি লাখা বীসীক অবাঙই আংন বীসীক জবাতাই আংবা আবরব ব মাইফা। নাযয়ানি ফলে তাবুক অমিবিসাই বিতা জাগা বিনাই বিতা, বাকসা জাগা বিয়া বরব তঙগ। কোন কোন পাবলিকনি থানি চুঙ অনুরোধ খীলাই লামানি বাগাই জাগা চান।

সেখানে বামফ্রন্ট সরকার রাঙ মাতা জমিনি ক্ষতিপুরণ সহ আব লামা খীলাইকাকনা বাগাই কিন্তু অা জাগাঅ জমিনি ক্ষতিপূরণ ত দূরের কথ লামা আজ পর্যন্ত একুয়াঙ আংয়া। ঠিক তদ্রুপ সেখানে বিসি বিসি সরকার যে, প্রোগ্রাম নাঅ যেমন, খোয়াইনি পহরমুড়াঅ থাংনাই বিসি পুল তাংনাই। অথচ বন্যা আংয়া কাম কোভনি কিলাই বরক থাই থাপবাইমা। ঠিক অন্যান্য জাগাঅর ক্ষতিপুরণ রিঅই লামা খালাইনানি জাগা তঙগ। কিন্তু পুল তাংয়ানি ফলে চেরায়রগ কীলাগাই থাই থাঙমা। ঠিক এই অবস্থা সারা ত্রিপুরান কিছু কিছু জাগাঅ তঙগ। তবে সবচেয়ে বেশী চিনি

খোয়াইনি পহরমুড়া যে, পুল তঙমানি অ জাগাঅ। সেমনব সাইকেল সহ কোং ডুবি কয়েকজনা বরক থাইকা। ঠিক তদ্রুপ চিনি আয়াঙনি করমবিছড়া যে, বি, এস, এফ, ক্যাম্প অ লামনি পুলব। লাখাব এক্ষয়াড অ'য়া যারফলে পুলে অ'য়া খলাই জাকয়ানি ফলে চেরাই কাইসা কীলায়অ থীইঅয় থাংখা। সারিপসে থাংগই খবর খানইঅ। ঠিক আবওাই খাতে অ'য়ানি বাগ'ই বমাঅ যাতে থাইয়া অ'নানি বাগাই, বন্যা হইতে রক্ষা মানানানি বাগাই, চিনি চেরাই—বগমি বাগাই কংগ্রেসনি আমলনি সিপি আঙ সাঅয় ফাইখানি। তিনি বে আঠাহ্মুড়া, লংতরাই, বড়মুড়া যে দিকে তীই তঙগ. চিনি তীইসা, তীইমা তঙগ অ তাইমারগণ যদি থেকা হিনগেই, একটায়া, দুইগয়া, তিনটায়া অ'ব যতম কাম নাঙগ। চিনি মেত খলাইন'নি কোম অসুবিধা তীভগিলাক। উয়াতীই ফাই ফান বন্যা অ'ংফান অ তাই যে, ফাইসিঙ লামা রইব আহাং ফাইসিঙ তীই থামাই। কাজেই সেদিক দিয়া বন্যা যেরকমভাবে চুদ আক্রমণ খলাই ম'ন আর একদিক দিয়া চং সে, রাঙ লক্ষ লক্ষ সিবি অই সেদিন চৌসিন পাইঅয় বিভিন্ন ভাবে খরচ খলাইতা আবস'ক খ চ খলাইনা নাংগিলাক। কাজেই সেই দিক দিয়ান অ অবস্থা'নি ফ'ইসিঙ থা কাইন। একদিকে বন্যা নিরোধ অংনাই। ফসল খলাইনানি বাগাইব ব্যবস্থা খীগাই ম'ননাই। কাজেই আনি একমাত্র অনুরোধ সিপি সিপি চং যে, পরিকল্পনা বাজেট নাঅ অবাজেটন চুং নাইতা। সরকার কিন্তু কর্মকর্তা কর্ম দপ্তর বহন বানা অ লামা বগ একদিন ফান মুরি নাইখাদে সন্দেহ তঙগ। ত্রিপুরা রাজনি যে, সমস্ত লামা, সমস্ত পুল কর্মদপ্তর বহনবগ থাঙগই নইয়া। কাজেইন সেই দিক দিয়া বামফ্রন্ট সরকারণ দোষ খবাই ম'নয়া। দপ্তরনি কিছু সংখ্যক বরক আবহাওয়া তঙগ। বরগ চিলা কাচাম অ'ংগই সিনেমা একটিন খলাইমা বাগাই তৈয়ার আব তাং কিছু সংখ্যক বরক তঙগ বিনি চেহারা অন্যরকম কাজেইন কিছু কিছু দুর্নীতি তঙনা অ'গাইয়াকাই বিনি চেহারা আ'তীই তীংগই মানয়া। আহাইখেই ঠিক অবস্থায় থাঙগ তাবুকজরা হলে ত্রিপিটি আগরতলা মুংগনা সিমিন ই লাচা মুড়াঅ একবার থাঙখা ফাইখা।

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বামফ্রন্ট আশা করছি আমাদের ত্রিপুরার উন্নতির জন্য, শিক্ষার উন্নতির জন্য, স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, সমস্ত মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য বাজেট তৈরী করা হয়েছে। ছাড়া ও কংগ্রেস (আই) সরকার থাকাকালীন যে সমস্ত

করা হয়নি' বামফ্রন্ট সরকার ধীরে ধীরে করছে। আর একটা কথা এ কথা হচ্ছে, ত্রিপুরার তিনদিকে বাংলাদেশ আর একদিকে আসাম। সেজন্য আমাদের সিকুরিটি ফোর্সের দরকার। এরজন্য কেন্দ্রের কাছে টাকা চাওয়া হইয়াছে। আমার ত্রিপুরাকে শিক্ষায়, দীক্ষায়, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য দিয়া দিক অগ্রসর করার জন্য প্রথম দরকার বন্যারোধ করা। বন্যা প্রতি বৎসর হইয়া থাকে এর ফলে অনেক ঘরবাড়ী নষ্ট হয়। মানুষ গৃহহারা হয়ে যায়। অনেক মানুষ, গরু বাছুর পশু পক্ষী প্রাণ হারায়। ত্রিপুরার এই একথ অবস্থা। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষ বন্যার কবলে পড়ে কেন? এরা বে-আইনীভাবে ঘরবাড়ী করার ক্রমে বন্যার কবলে পড়াতে বাধা হয়। কারণ এমনিতেই ত্রিপুরা রাজ্যে পাহাড়ের সংখ্যা বেশী, স্থলের সংখ্যা কম। সেই কারণেই খাদ্যের সমস্যা এখানে সবচেয়ে বেশী। এছাড়া বে-আইনীভাবে ফসলের জমির উপর ঘরবাড়ী করার ফলে এখানের খাদ্য সমস্যা কোন দিনই সমাধান হবেনা। কাজেই বেআইনীভাবে যারা ঘরবাড়ী করেছে এদেরকে উচ্ছেদ করা দরকার।

সেখানে আমাদের আইনের জায়গা সে সব জায়গায় ফসল উৎপাদন করে যাতে ত্রিপুরাকে ফসলের দিক দিয়ে উন্নত করা যায় সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। কাজেই বন্যার জন্য, সিকুরিটির জন্য, যেভাবে টাকা রাখা হইয়া থাকে এভাবেই ষষ্ঠ তপশীলের জন্য টাকা রাখার দরকার আছে। কাজেই সেই দিক দিয়া চিন্তা করেই কোন কোন জায়গায় বন্যা না হলেও এমন একটা অবস্থা পৌঁছায় যেমন: নন ডিসটারবাল ডিপার্টমেন্ট বন্যা না হলেও P. W. ডিপার্টমেন্ট "রোড এলাকার দেন এজেন্টি বলে আর একটি নাম আছে। এই নাম দুইটি। এর কাজ হচ্ছে, কতটুকু পর্যন্ত রাস্তা হবে, কতটুকু পর্যন্ত হবে না, এর তদন্ত করা। কিন্তু তদন্ত না করার ফলে অনেক মানুষ জায়গা জমি দিতে সম্মত না। যার ফলে ঐ সব পাবলিকদের রাস্তার জায়গা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। বামফ্রন্ট সরকার রাস্তা করার জন্য টাকা মঞ্জুর করেন। অথচ রাস্তার ক্ষতি পূরণ দেওয়া তো দূরের কথা রাস্তা পর্যন্ত হচ্ছে না। প্রতি বৎসর পরিকল্পনা করা হয়। যেমন খোয়াই এর পহর মুড়াতে পুল দেওয়ার কথা। পুল না থাকায় অনেক মানুষ নৌকা ডুবে মারা যায়। ত্রিপুরারপ্রায় অনেক জায়গায় এরকম অবস্থা। তবে সবচেয়ে বেশী আমাদের খোয়াই এর পহরমুড়াতে। যেখানে পুল হওয়ার কথা ছিল। গত বৎসর ঐ জায়গায় নৌকা ডুবে সাইকেল সহ অনেক লোক মারা যায়। ঠিক তেমনি অবস্থা আমাদের এখানের কয়মবিছড়া B, S, F ক্যাম্প সংলগ্ন পুলটি। ঐ রাস্তা এক্যাত্ত হয় না, যারফলে

পুলটিও হচ্ছে না। পুলটি দীর্ঘদীন যাবৎ না করার ফলে একটা শিশু জলে পড়ে মারা যায়। সেটা আমি বিকালবেলা গিয়েই খবর পাই। সে রকম দুর্ঘটনা যাতে না হয়, এছাড়া বন্যা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য, আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য কংগ্রেস সরকার থাকাকালীন থেকেই বলে আসছি। এখানে আঠারমুড়া, লংথরাই, বড়মুড়া যে সব জায়গায় জল আসছে ঐ সব ছড়া, নদীর উপর বাঁধ দেওয়া যায় তবে আমাদের যথেষ্ট উপকার সাধন হয়। ছড়া, নদীর সংখ্যা তো একেবারে কম নয়। যদি বাঁধ দেওয়া হত তবে কৃষি কাজের যথেষ্ট উপকার হত। বৃষ্টির ফ.ল যদি বন্যা হত তবে যেদিকে জল নিস্কাশনের পথ থাকত ঐ দিকেই বন্যার জল যেত। বন্যা আমাদের অনেক রকম ভাবে আক্রমণ করতে পারে। সেটা একদিক দিয়া আমরা যে, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মেসিনপত্র ক্রয় করে থাকি ঠিক ততটুকু খরচ করার দরকার পড়ে না। কাজেই সেই দিক দিয়া চিন্তা করে যদি ছড়া, নদীর উপর বাঁধ দেওয়া যায় তবে বন্যা নিরোধ করা যেতে পারে। এছাড়া ফসল ফলানোর কাজেও সাহায্য হবে। সে জন্যই আমার একমাত্র অনুরোধ বৎসর বৎসর যে, পরিকল্পনা বাজেট তৈরী করা হইয়া থাকে সেটাকে আমরা চাই। কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিরা ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত রাস্তা পুল হচ্ছে ঐ সমস্ত রাস্তা, পুল একবার গিয়ে দেখেন কিনা সন্দেহ আছে। কাজেই সে দিক দিয়া বামফ্রন্ট সরকারকে দোষ দেওয়া যায়না। এই সব দপ্তরে কিছু সংখ্যক লোক আছে, এবং ভাল মানুষ সেজে সিনেমা এক্টিং করার জন্য একেবারে তৈয়ারী। এ রকম কিছু সংখ্যক মানুষ আছে এদের চেহারাটাই অন্য রকম। কাজেই বুঝা যায় এদের মধ্যে একটা দুর্নীতি আছে। নতুবা এদের চেহারাটা এরকম হতে পারেনা। এখন পর্যন্ত এই রকম অবস্থায় চলেছে। তার ইলেকট্রিসিটিও আগরতলা পর্যন্ত মরছে, শুধু লংকামুড়াতে একবার যাচ্ছে আর একবার আসছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য কাশীরাম রিয়াং।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং ঃ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বর্তমান আর্থিক বৎসরে বাজেটের বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা যেসব কাটমোশন এনেছেন এবং আমি যে কাটমোশান এনেছি সেগুলির সমর্থনে এবং ডিমাণ্ডগুলির বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য আমার কাটমোশনের উপরই সীমবদ্ধ রাখব। আমার কাটমোশন হলো ডিমাণ্ড নাম্বার ২৬, মেজর হেড ৩০৯-এর উপর। স্পেশাল নিউট্রেশান প্রোগ্রামের উপর।

আমরা জানি যে সাধারণত গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন বালোয়ারী কেন্দ্রে যে সমস্ত গরীব ছেলেমেয়েরা পড়ে এবং ম্যাল-নিউট্রেশানে ভুগছে তাদের জন্য সেটা বরাদ্ধ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে সেই টাকাগুলো কিভাবে অপচয় হচ্ছে তারই প্রমাণ আমি তুলে ধরছি। যে সমস্ত ক্ষেত্রে নিউট্রিশনের জন্য জিনিষ দেওয়া হচ্ছে সেখানে আমরা দেখি যে যাদের উপর জিনিষগুলি বন্টনের ভার দেওয়া হয়েছে তারা হয়ত বস্তাগুলি মেন্ রোডের কাছে ফেলে রাখে এবং কিছুদিন সেগুলি থেকে মোরগ শুকরে খেয়ে নিয়ে অর্ধেক করে দিল। তারপর কয়েকজন লোক এসে যার যার বাড়ীতে সেগুলিকে ভাগ করে নিয়ে গেল। আমরা এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কিন্তু কোন প্রতিকার হয় নি। কাজেই ম্যাল-নিউট্রিশনের জন্য যে সমস্ত টাকা ধরা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ অপচয় হচ্ছে বলে আমি মনে করি। যে সব ছেলেমেয়েদের সেগুলি পাওয়ার কথা তারা কিছুই পায় না। তারপর কয়েক মাসের মধ্যে দেখা গেল যে এটা একেবারে বন্ধই হয়ে গেছে। তার কারণ আমি জানি না। যেখানে গভর্ণমেণ্টের প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিভিন্ন ট্রাইবেল এলাকাতে জিনিষ পৌঁছার কথা সেখানে প্রপার ডিট্রিবিউশন তো হচ্ছেই না, বরং বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই আমি এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করতে পারি না। সেটাকে বিরোধিতা করে এবং বিভিন্ন বিরোধী সদস্যদের কাটমোশানকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই।

শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ডের স্বপক্ষে এবং বিরোধীদলের কাটমোশান বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে এম, এল,এ হয়ে আসার পরে আমি বিরোধীদলের সদস্যদের অনেক বক্তৃতা শুনেছি। প্রায় আড়াই বছর হয়ে গেল। এরমধ্যে দেখেছি যে বিরোধী পক্ষ থেকে বাস্তব জিনিষটাকে কোনদিনই স্বীকার করে না। তারা সব সময়েই বাস্তবের বিরোধিতা করে। শিক্ষক যদি বাড়ে সেটাও অস্বীকার করেন, ডাক্তার যদি বাড়ে সেটাও অস্বীকার করেন, স্কুল যদি বাড়ে সেটাও অস্বীকার করেন, বামফ্রন্টের কর্মসূচী যদি বাড়ে সেটাও অস্বীকার করেন। তাদের কাছে লজ্জা সরম বলতে কোন জিনিষ আছে কিনা জানি না। কারণ, ৩০ বছরের শাসনে আমরা দেখেছি, বিশেষ করে আমি আমার এলাকার কথাই বলতে চাই। সেই ৩০

বছরের কংগ্রেস শাসন আমরা দেখেছি, সেই শাসনের কথা যদি আমরা আলোচনা করি, তাহলে আমাকে বলতে হয় যে কংগ্রেসের ঐ ৩০ বছরের শাসন ছিল, শোষণের শাসন। সেই কংগ্রেস আমলে মাত্র ৪ হাজার বেকার ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সময়ে ঐ বেকার ছেলেগুলির চাকুরী হয় নি। আর এখন বামফ্রন্ট সরকারের ৭ বছরের রাজত্বে আমরা দেখছি যে হাজার হাজার বেকারের চাকুরী হয়েছে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা দেখছি যে শিক্ষকেরা তাদের বেতন নেওয়ার জন্য ইন্সপেক্টার অব স্কুলের অফিসে আসছে, সেখানে ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল শিক্ষকেরাও আছে। এটা আজকে নিশ্চয় তারা অস্বীকার করতে পারবে না, আর এটাই হচ্ছে বাস্তব। তবুও আমাদের বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এখানে যে সব কথা বলছেন, তা শুনে আমার মনে হচ্ছে তাদের লজ্জা বলে কোন কিছু নাই। কিন্তু তাদের কংগ্রেসী আমলে বেকারেরা যে শুধু শিক্ষকের চাকুরী পাওয়ার সুযোগ থেকেই বঞ্চিত হয়েছে, তা নয়, সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষ যারা, তারাও নানা ভাবে সেই সব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। সাধারণ গরীব মানুষগুলিও সেদিন তাদের শোষণ থেকে মুক্তি পায় নি, অনেক সময় তাদের নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রগুলিও মহাজনদের কাছে বন্ধক দিতে বাধ্য হয়েছিল, এমন কি তাদের শেষ সম্বল যে গয়না বা অলংকার তাও মহাজনদের কাছে বন্ধক রাখতে হয়েছে, এতে যে সাধারণ মানুষগুলির কত সর্বনাশ হয়েছে, তা এখানে বলে শেষ করা যাবে না। স্যার, শুধু এখানে নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে গরীব মানুষগুলি তাদের ছেলেমেয়ে পর্যান্ত বাজার দরে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে। আর এই সবই কংগ্রেস আমলের কথা। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের ঐ কংগ্রেসের কাছে বন্ধক রেখে তাদের সংগে বন্ধুত্ব করছে, এটা বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এটা বড়ই দুঃখের ব্যাপার যে আমার কাঞ্চনপুর এলাকায় একটা হাই স্কুলও ছিল না, এখন আমরা এই বামফ্রন্টের আমলে দেখছি, কাঞ্চনপুরে একটা হাই স্কুল হয়েছে, আনন্দবাজার এলাকায় একটা হাই স্কুল হয়েছে, এই সমস্ত এলাকায় যে কোন দিন হাই স্কুল হবে, এটা সেখানকার লোকেরা ধারণাই করতে পারে নি। কিন্তু এখন সেই সব এলাকায়ও হাইস্কুল হয়েছে। স্যার, আমি কয়েক দিন আগে লালছড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম, সেই এলাকায় যে সব স্কুলগুলি আছে, সেগুলিতে এখন তাদের মাতৃভাষায় ছেলে-মেয়েদের লেখা পড়া হচ্ছে, এই যে মাতৃ ভাষায় লেখা পড়া হচ্ছে, এটা আমাদের বামফ্রন্ট সরকারই

বাস্তবায়িত করেছে। সেখানে যে সব স্কুল আছে, সেই সব স্কুলের অনেক শিক্ষকেরাই ট্রাইবেলদের মাতৃভাষা জানে না। তাই এখন শিক্ষকদেরই লজ্জাবোধ হচ্ছে, তারাই এখন ছেলেদের বলছে, তোমরা আমাদের তোমাদের মাতৃভাষাটা শিখাও। এমন এক দিন গেছে যে দিন স্কুলের ছোট ছেলে শিক্ষক মশাইর সংগে তার মাতৃভাষায় কথা বলার অপরাধে তাকে স্কুল থেকে বের করে দিয়েছে। আর এখন সেটা সম্ভব নয়, কারণ সরকার সেই সব ছেলে মেয়েদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কাজেই সেখানে এখন শুধু ট্রাইবেলরাই তাদের মাতৃভাষায় কথা বলছে না, শিক্ষকেরাও তাদের সংগে তাদেরই মাতৃভষায় কথা বলছে, আলাপ-আলোচনা করছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করার সুযোগ করে দিয়েছে, এটা বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এখনও কিছুতেই স্বীকার করতে চাইবেন না। তাই আমি বলছি যে আমাদের বিরোধী দলের সদস্যদের লজ্জাবোধ নাই। তারা বলছে যে স্কুলগুলিতে লেখা পড়া হচ্ছে না, মাষ্টার মশাইরা বাজারে বসে বেতন গুণছে। কিন্তু আমি বলতে চাই, যে বাজারগুলি সৃষ্টি করছে কে? শ্যামাচরণ অবশ্য স্বীকার করেছেন। এখানে বলা হচ্ছে, ত্রিপুরাতে উগ্রপন্থী আছে, কিন্তু সেই উগ্রপন্থী কারা? কারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাঁদা তুলছে, ভয় ভীতি দেখাচ্ছে, সে কি আমাদের অজানা? আমাদের জানা আছে যে উপজাতি যুব সমিতির কিছু লোক ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে এসব অপকর্মগুলি করে চলেছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তো আর তাদের হাতের পুতুল হয়ে বসে থাকতে পারে না, তাদের নিজ নিজ জীবন তো রক্ষা করতে হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এখন পি, ডবলিউ, ডি সম্পর্কে বলছি, কারণ আমার কঞ্চনপুর এলাকার কথা এখানে না বলে পারছি না। কাঞ্চনপুর এলাকায় পি, ডবলিউ, ডির যে সমস্ত ব্রীজগুলি আছে, সেগুলি গত রবিবার দিন ভেঙ্গে গিয়েছে, এখন সেখানে তারই পাশে একটা পাকা ব্রীজ হচ্ছে বটে, কিন্তু সেটার কাজ কখন শেষ হবে আমি বলতে পারছিনা। কাজেই আমার অনুরোধ যে, সরকার এই দিকে দৃষ্টি দেবেন, যাতে ঐ ব্রীজটার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়। কারণ পেচারথল থেকে কাঞ্চনপুর যাওয়ার যে একটি রাস্তা ছিল, সেটা খুবই খারাপ, ৫/৬ বছরের বেশী হয় নি, সেটা চালু হয়েছে। যদিও আজকে কাঞ্চনপুর থেকে দামছড়া যেতে আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না অথবা কাঞ্চনপুর থেকে আনন্দবাজার যেতেও আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না, সেখানে কি রাত্রে, কি দিনে যখন খুশী জীপে করে

যাওয়া আসা করা যায়। কাজেই বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যে কথা বলছেন রাস্তা নেই, এটা ঠিক নয়, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে অনেক রাস্তা করেছে, কংগ্রেস আমলে যেগুলির জন্য কোন প্লেনই ছিল না। কাজেই আমি এই বাজেটের বিভিন্ন ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধী দলের আনীত বিভিন্ন ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধীতা করে, আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে বিরোধী দলের বিভিন্ন সদস্য কর্তৃক আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি এবং সেই সংগে আমারও যে ছাঁটাই প্রস্তাব রয়েছে, সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ১৬ মেজর হেড ৫৩৭, এটা ঠিক যে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের সাথে কি আর্থিক, কি সামাজিক, কি সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে যোগাযোগ রক্ষার জন্য নতুন রাস্তার একান্ত প্রয়োজন। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি বলতে পারি, আমার বিলোনীয়া থেকে চোগাঙি হয়ে অমরপুর তিন ঘণ্টায় হেঁটে যাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে কোন রাস্তা নেই এমন কি ভবিষ্যতে রাস্তা হওয়ার মতো কোন এলাইনমেন্ট নেই। কথা হচ্ছে, এগুলির দরকার এবং এগুলি করার জন্য দৃষ্টিভঙ্গিরও দরকার। স্যার, আমি কেন এই কথা বলছি? এই কারনে যে আমরা দেখছি কংগ্রেস আমলে ৪ হাজার মাইলের উপর রাস্তা ছিল, সেই রাস্তাটা রক্ষা করতেও বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ, প্রতি নিয়ত সেই সব রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল করছে, বর্ষা বলে কোন কথা নয়, বর্ষা ছাড়াও আমরা দেখছি ঐ রাস্তাগুলিতে গাড়ীতে চড়ে যাওয়া খুবই বিপদজনক, যাত্রি কেউ তার নিজের জীবনকে নিজের হাতে নিয়ে চলাতে হয়, ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, এ যেন একটা মরণ যন্ত্রণা। কাজেই এখানে নতুন রাস্তার কথা বলে কোন লাভ হবে না, বরং অপচো রোধনই হবে। আর ডিমাণ্ড নম্বার ১৫, মেজর হেড ৪৭৭ শিক্ষার ব্যবস্থা এটার সম্পর্কে বলতে গেলে, আপনার সামনে যে লাল বাতি আছে, স্যার, সেটা অমনি টুপ করে জ্বলে উঠবে। এখনের কথা নয়, স্যার গত কয়েক বছর আগে থেকেই স্কুল ঘরগুলির যে অবস্থা চলে আসছে, তাতে এই সরকার পক্ষ থেকে শিক্ষার যে এক্সপানশনের কথা বলেছেন, তা সত্যিই শিক্ষার এক্সপানশান না ডেসট্রাক্শান তা ত্রিপুরা রাজ্যে বিদগ্ধ সমাজের লোকেরাই চিন্তা করবেন। ১০ম শ্রেণীর অংক বই আজকে যে মাস চলে যাচ্ছে, স্কুলের ছেলে মেয়েরা পাচ্ছে না। কারণ এখানে যে সব পাবলিশার্স আছে, যে সব বই লেখক আছে তাদের কিছু পাইয়ে

দেওয়ার জন্যই এই সব করা হচ্ছে। আর এমপ্লয়মেন্টের কথা যদি বলতে হয় তাহলে এই কথাই আমাকে বলতে হবে যে সেখানেও দলবাজী চলছে। এবং সেই দলবাজীরও একটা সীমা থাকা উচিত। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ছেলে দুই তুইটা অফার পাচ্ছে আর অন্য দিকে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেকারবা তাদের চাকুরীর বয়সের সীমা পার হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য একথা ঠিক যে ত্রিপুবার যে আর্থিক সংগতি তাতে ত্রিপুরার সব বেকারদের সরকার থেকে চাকরী দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তাদের জন্য যে বিকল্প কর্ম-সংস্থানের কথা চিন্তা করতে হবে। কিন্তু সেই সব বেকারদের বিকল্প কর্ম-সংস্থানের কথা আমাদের চিন্তা করে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। শিল্পের ক্ষেত্রে মাত্র আড়াই কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এই টাকা দিয়ে বেকারদের স্বনির্ভর কর্ম-সংস্থান-এর জন্য তাদের উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে গড়ে তুলতে গেলে এই টাকা দিয়ে সেটা সম্ভব নয় কাজেই এটাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। কারণ এইভাবে ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে না। এইতো গেল ত্রিপুরার শিক্ষিত বেকারদের কথা, তারপর আসছে ত্রিপুরার অর্ধ শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকারদের কথা, তাদের কথা আমরা কেউ ভাবছি না তারা বন কেটে যে তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করবে সেই ব্যবস্থাও আজকে আর নাই। তারা কোথায় যাবে সেই ব্যাপারে আপনাদের আজকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই যে বেকার সমস্যা তাদের কর্মসংস্থানের জন্য ব্যবস্থা করতে যে টাকা দরকার সেই কথা চিন্তা করে এখানে টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে কি না সেটা আপনিই বিবেচনা করুন। কাজেই আমি এই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন জানাতে পারছি না এবং এখানে যে কাটমোশানগুলি আনা হয়েছে সেগুলি সমর্থন করার জন্য সকলের কাছে আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া : মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা বিগত বাজেটে কি দেখলাম? আমরা ছাটাই প্রস্তাব আনতাম না, যদি বামফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট সঠিকভাবে ঠিক ঠিক ভাবে সুনির্দিষ্টভাবে পন্থা অবলম্বন করতে, কিন্তু দেখা গিয়াছে বিগত দিনে প্রশাসনের অবস্থা কি শিক্ষায়, কি শিল্পে, এবং বিভিন্ন দপ্তরে যে অবস্থা চলছে সেদিকে লক্ষ্য রেখে বাধ্য হয়ে আমাদের ছাঁটাই প্রস্তাব আনতে হয়েছে। এখানে বিরোধী পক্ষ থেকে যে

সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে সেগুলোকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই উদয়পুর থেকে জম্পুইজলা টাকারজলা যে রাস্তায় কংগ্রেস আমলে গাড়ী চলাচল করত। সেই রাস্তাটি শুধু মেরামতের অভাবে গত দুই বছর যাবৎ আর গাড়ী চলাচল করতে পারছে না— কারণ সেই রাস্তাটি আর মেরামত করা হচ্ছে না। সেই রাস্তাটি মেরামত করার জন্য সেই এলাকার উপজাতি জনসাধারণের কাছ থেকে বার বার মাননীয় পূর্তমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আবেদন জানান হয়েছিল. কিন্তু তিনি তাদের সেই আবেদনের কোন গুরুত্ব দেননি। কাজেই সেজন্য আমাকে বলতে হচ্ছে যে যেহেতু সেই এলাকাটি শাসক দলের নয়, যেহেতু সেই এলাকাটি বিরোধীদলের সেজন্যই এলাকাটি অবহেলিত অবস্থায় আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আর একটি কথা আমাকে বলতে হয় স্কুলগুলিতে বিশেষ করে হাই স্কুলগুলি সম্পর্কে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, স্কুলগুলি দেখুন শিলছাটি হাই স্কুল দুই বৎসর হল স্কুলের দরজা নাই, জানালা নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের বসবার জায়গা নেই স্কুলে হেড মাষ্টার নিযুক্ত করা হয় না। আর এই স্কুলের ৬/৭ জন ছাত্রছাত্রী বাড়ীতে বসে, বসবার জায়গা নেই। বাড়ীতে বসে পড়াশুনা করে মাধ্যমিক পাশ করেছে। এভাবে একটা হাই স্কুল চলতে পারে? এটাকে কি বলব শিক্ষার প্রসার? নোয়াবাড়ী হাই স্কুল— বিগত দুটি বৎসর ধরে স্কুলে শিক্ষার কোন পরিবেশ নাই। ছাত্রদের বসার কোন ব্যবস্থা নাই, ১০ বাই ১০ ফুটের মাত্র রুম কিন্তু ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে ৮০। সেখানে হেডমাষ্টার নাই এমন কি অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাষ্টারও নাই। স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে যে সেখানে মাধ্যমিক পাশ প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক ক্লাশ চালাতে হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার বলছে যে তারা না কি উপজাতি এলাকাতে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছে। আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি যে ঠেলাকুর সিনিয়র বেসিক স্কুল—সেখানে মাত্র চার জন শিক্ষক। অথচ উদয়পুর টাউনের কাছে একটি জে, বি স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা ১৭ জন। তখন সিনিয়র বেসিক স্কুলে ৪ জন মাষ্টার। বলা যায় যে বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছে? আরেকটা হচ্ছে ঠাণ্ডাছড়া জুনিয়র বেসিক স্কুল। সেখানে একজন শিক্ষক। ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে দেড়শো। সেখানে একজন শিক্ষক দিয়ে স্কুলের পড়াশুনা চলতে পারে? আসলে দেখা যায় সেখানে সমন্বয় কমিটি হৈহল্লা করছে সেখানে স্কুলগুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা বেশী। আরেকটা স্কুল হচ্ছে তেইপুইতাং জে, বি, স্কুল।

সেখানে তুইজন মাত্র শিক্ষক। সেখানে ককবরক পড়াতে হয় এবং বাংলায় যে সমস্ত পাঠ্য বই আছে সেগুলিও পড়াতে হয়। ক্লাশ ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যান্ত ছাত্রদেরকে ককবরক বই দিতে হয়। এই তুই জন মাত্র শিক্ষক দিয়ে চলে? মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্মা স্বীকার করেছেন যে আমরা অনেক কিছু করেছি। কিন্তু উর্ধ্বতম কর্মচারীরা সব আটকে দিচ্ছে। আমরা কাজ করতে পারছি না। কিন্তু আমরা জানি সমন্বয় কমিটির কথা মত এই বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসন চলছে। কাজেই মন্ত্রীরা যে বলছে তারা ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছে এটা ঠিক নয়। শিক্ষা ব্যবস্থা কংকালসার হয়েছে, বুকে শ্বাস প্রবাহিত না হলে দেহ কি ঠিক থাকে? গ্রামাঞ্চলের মানুষ ভোট দিয়ে ওদেরকে ক্ষমতায় বসিয়েছে সে কথা ওরা ভুলে গেছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশন এখানে এনেছে আমি সেগুলি সমর্থন করছি এবং এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি আনা হয়েছে আমি সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরসিকলাল রায়

শ্রীরসিকলাল রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমার তুইটি ছাঁটাই প্রস্তাব আছে, একটা হল ডিমাণ্ড নাম্বার ১২, মেজর হেড ২৪১, আরেকটা ডিমাণ্ড নং ১৪, মেজর হেড ২৫৯। বিরোধী বেঞ্চের সদস্যরা যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য সুরু করছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছুক্ষণ আগে ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য মালসাই বলেছেন যে আমরা নাকি বাস্তবকে স্বীকার করে নিতে পারছি না। বাস্তবে আমরা দেখছি যেমন ভেহিক্ল টেক্স যে টেক্স আদায় করার জন্য আমাদের এই ডিমাণ্ড নং ১২ মেজর হেড ২৪১ এর রাখা হয়েছে ৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। টাকার দরকার আছে। ভেহিকল টেক্স আদায়ের নামে ওরা দলের কাজ করানো হচ্ছে। বাস্তবে আমরা দেখছি কিছু লোক নিজেদের গরজে ভেহিকল অফিসে গিয়ে টেক্স দিচ্ছেন। আরেক দিকে দেখছি টেক্স দিচ্ছে না, পার্মিট ছাড়াই গাড়ী চালাচ্ছে। যারা টেক্স দিচ্ছে তাদেরকে পুলিশ দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। এটা কোন আইনে পড়ে? অবশ্য বামফ্রন্ট সরকার তাদেরকে বলে দিয়েছেন যে, তোমাদের টেক্স দিতে হবে না। দলের কাজ করলেই হবে।

গত বৎসর কিছু টেমপো গাড়ীর টেক্স জমে গিয়েছিল। কিন্তু এই সরকার তাদের কাছ থেকে টেক্স আদায় করতে না পেরে শেষ পর্যান্ত মুকুব করে দিল। এই হল এই অপদার্থ সরকারের কাজ। ত্রিপুরা রাজ্যে গদিতে বসেছে। আমি ওদেরকে বলছি এখানে কিছু পেট্রোল চালিত টেমপো আছে। ওদেরকে উস্কানী দিয়ে আন্দোলনে নামিয়ে তাদের টেক্সটা কেন মুকুব করলেন। নিজেরাই বিধান তৈরী করছেন। এই ধরণের একটা অপদার্থ সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। অথচ গাড়ী চালাচ্ছেন। বাধাতো দিচ্ছেন না। তবে আইনকে একটু পরিষ্কার করুন না কেন ? নিজেরা বিধান সৃষ্টি করবেন, কিন্তু তা পালন করবেন না এই ধরনের একটা সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত। ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ জনগণের দুর্ভাগ্য মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের একটা অপদার্থ সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে এখনও প্রতিষ্ঠিত। তবে বাস্তবকে অস্বীকার করছি না। এই প্রসঙ্গে আমাকে আর একটু এগিয়ে যেতে হয়। কংগ্রেস আমলে রাবার প্ল্যান্টেশন করার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, এবং রাবার প্ল্যান্টেশন স্টার্ট করেছিলেন সেই রাবার বাগানগুলির বিরোধীতা করেছিলেন কারা ? এই বামফ্রন্টের মুখ্য মন্ত্রী বা মন্ত্রীরা ? রাবার বাগান যাতে না হয়, তার জন্য গরীব মানুষকে খেপিয়ে নিজেরা লীড করে কাটিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে যে, এটা করলে ত্রিপুরার উন্নতি হবে না। আজকে আপনারা কংগ্রেস আমলের সেই বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়েছেন। আপনারা তা অস্বীকার করবেন ? আন্দোলনের একটা সীমা আছে। মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা করে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষকে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। আজকে আপনারা রাবার বাগান করেছেন, কিন্তু সেই বাগানের বিরোধীতা বিরোধী কংগ্রেস বেঞ্চ থেকে করা হচ্ছে না। আপনারা অর্থ এনেছেন, এখন সেই অর্থ খরচ করবার প্রয়োজন আছে। ওদের রাবার জন্য আমাদের আপত্তি নেই। ওদের ডাণ্ডাবাজি করাতেই আমাদের আপত্তি। আমরা শুনেছি এক কন্ট্রাক্টার বাবু প্ল্যান্টেশান করার জন্য কিছু দিন মজুর রেখেছেন। আর সি, পি, এম, এর কর্মী এবং ক্যাডাররা গিয়ে কন্ট্রাক্টার বাবুকে প্রেসার ক্রিয়েট করছে, বলছে আমাদের কর্মীদের রাখতে হবে। কাজ না করলেও পয়সা দিতে হবে। এই ধরনের আন্দোলন করেন নি ? মন্ত্রী মহাশয় কি তা জানেন না ? কিন্তু কোন প্রতিকার করলেন না। অথচ দেখা যাচ্ছে —

[এট দিস্ ষ্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট]

মিঃ স্পীকার স্যার আমাকে কিছু সময় দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—উপায় নেই। আপনাদের আর সময় নেই।

শ্রীরসিকলাল রায় :—যেহেতু আমার সময় খুব বেশী নেই, কাজেই আমি সর্ট কাটে সেরে দিচ্ছি। আমি আর এক জায়গায় চলে যাচ্ছি। মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীবাবু একটি কাটমোশান এনেছেন ডিমাণ্ড নং ২৬, মেজর হেড ৩০৯। এর মধ্যে আমি আমার একটি পয়েন্ট জুগিয়ে দিতে চাই। ঘ্রাণগুলি গাঁওসভার সোনামুড়া বিভাগের গরুরবান্ধ গ্রামে একটি স্পেশাল নিউট্রিশান প্রোগ্রাম করেছেন। ঐ খিচুরীর কারখানা। গরীব মানুষের ছেলে পিলেরা খাবে। খুব ভাল কথা। আমি এইটুকু শুধু বলতে চাই, ঐ কারখানার মধ্যে যে পরিমাণ চাল, ডাল যাচ্ছে তার হিসাব কে রাখে? উনাদের লোকেরা মিলিতভাবে একটি কমিটি করেছেন। তবে পদটা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে জানি না। নৃপেন বাবু দশরথ বাবু হয়ত জানেন। আমি জানি না, কিভাবে গোপনে গোপনে সিলেকশান করেন। যেমন, নোটিফাইড কমিটি। স্যার, কোন হিসাব নেই। তবে সুবিধাবাদী আইন। ঐ গ্রামের একটি মেয়েকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হল। মেয়েটি সৎ। সৎ এই কারণে, এন. সি, আই, স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়ের মেয়ে। যিনি মারা গেছেন। খুবই সৎ মেয়ে। সরকার থেকে পয়সা পায়। কিন্তু সে নাকি একটি প্রতিবাদ করে। মেয়েটিকে লাঠি পেটা করা হয়।

(হাস্য রোল ট্রেজারী বেঞ্চ হইতে)

হাসবেন না। হাসতে আপনাদের লজ্জা করছে না? লজ্জা না করলে হাসুন। এই খিঁচুড়ীর কারখানার মধ্যে প্রতিদিন ৬।৭টি ছেলেকে ডেকে এনে খাওয়ান হয়। তবে ৩৭ জনকে খাওয়ান হয়েছে বলে লেখা হয়। এই ধরণের খরচ দেখিয়ে বামফ্রন্ট সরকার নিজেদের লোককে পয়সা বানিয়ে দিচ্ছে ইনক্লাব করার জন্য। বলছেন, তোমাদের কাজ করতে হবে না, আমাদের শুধু ক্ষমতায় এনে দাও, আমরা তোমাদের পয়সা বানিয়ে দেব। এইভাবেই একটি অপদার্থ সরকার এখানে চলছে। আমি দেখেছি, আমার প্রশ্ন পর্য্যন্ত তুলতে দেওয়া হচ্ছে না, এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। কমিউনিকেশানের উন্নতির কথা বললে বলা হয় টাকা নেই। প্রচুর টাকা আছে। কিন্তু পি, ডব্লিউ, ডি, দপ্তর কাজ করতে পারছে না। টাকা খরচ না করার জন্য প্রেশার ক্রিয়েট করা হচ্ছে, অফিসার কর্মচারীদের মধ্যে। কারণ, পাবলিককে বুঝতে হবে, টাকা নেই। অতএব, আমি আজকে এখানে বিরোধী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যদের দ্বারা উৎথাপিত সমস্ত ছাটাই প্রস্তাব সমর্থন করে এবং ডিমাণ্ডগুলির বিরোধীতা করেও এই সরকারের অপদার্থতার

জন্য সমস্ত কিছুর বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—আমি এখানে একটি কথা বলে দিতে চাই। যে সব সদস্য উপস্থিত ছিলেন তাদের ছাটাই প্রস্তাব ভোটিংয়ে দেওয়া হবে। আর যারা অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁদের ছাটাই প্রস্তাব মুভ হয়েছে বলে গণ্য হবে না এবং ভোটিংয়েও দেওয়া হবে না। সদস্যগণ হলেন, শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল, শ্রীনারায়ণ দাস, শ্রীকাশীরাম রিয়াং, শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ও শ্রীরসিকলাল রায়। আমি ওদের জানিয়ে দিলাম, ফর ইনফরমেশান। মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার।

শ্রীহরিচরণ সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসের সামনে মাননীয় মন্ত্রীগণ দ্বারা উৎথাপিত ব্যয় বরাদ্দের উপর মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা যে সমস্ত কাট-মোশান এনেছেন তার বিরোধীতা করে এবং ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। প্রথমেই বলতে হয়, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষার উপর ব্যয় বরাদ্দের চেয়েও পশ্চিমবাংলা এবং ত্রিপুরায় শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ অনেক বেশী। শিক্ষা যদি না থাকে, মানুষ যদি শিক্ষিত না হয়, তাহলে রাজ্যের বা দেশের উন্নতি হতে পারে না। এই লক্ষ্য নিয়েই কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা সংকোচনের নীতি গ্রহণ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসাবে এই ব্যয় বরাদ্দের দাবী করেছেন। আমরা দেখেছি, সমগ্র ভারতবর্ষে আজকে শতকরা ৩০ ভাগ লোক মাত্র শিক্ষিত। স্বাধীনতার পর থেকে মাত্র কয়েকটি বৎসর বাদ দিলে একটানা কংগ্রেসই রাজত্ব করে চলেছে। সেখানে তারা মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ লোককে শিক্ষার আলো দিতে পেরেছে। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের সাড়ে সাত বছরের রাজত্বকালে শিক্ষিতের হার অনেক বেড়েছে। পুরুষদের মধ্যে শিক্ষিতের হার হল ৫১.৭০ পার্সেন্ট এবং মহিলা শিক্ষিতের হার ৩১.৯৯ পার্সেন্ট। কংগ্রেস তো দীর্ঘদিন ত্রিপুরা রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু কই তাদের আমলেতো শিক্ষার হার এভাবে বাড়েনি। ত্রিপুরা রাজ্যের বেশীর ভাগ মানুষই গরীব। তাদের ছেলেমেয়েদের জামাপেন্ট কিনে স্কুলে পাঠানো তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবুও বামফ্রন্ট সরকার স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিল চালু করার পরে স্কুলগুলিতে শিশুদের উপস্থিতির হার বেড়েছে, তাদের মধ্যে পড়াশুনার একটা উৎসাহ জেগেছে। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে কোথাও

হাইস্কুল তৈরী হয় নি, মিড-ডে মিল দেওয়া হয় না, কোথাও উন্নয়নমূলক কাজ হয় নি। রাস্তাঘাটে যখন আপনারা হাটেন তখন চতুর্দিকে তাকালেই তো দেখতে পাবেন বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়নমূলক কাজগুলি। কক বরক শিক্ষা নিয়ে উনারা আলোচনা করেছেন। উনারা বলেছেন যে পার্টি অফিস থেকে তাদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, সেই সার্টিফিকেট নিয়েই নাকি তারা কক বরক শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি হন। কক-বরক শিক্ষার প্রতি তাদের উৎসাহ দেওয়া উচিৎ। হয়তো ২/১ জন করাপশান করেছে, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, ককবরক ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আমাদের যে প্রচেস্টা তার জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে তাদের অভিনন্দন জানানো উচিৎ। ট্রাইবেলরা যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়াশুনা করার সুযোগ পায়, তার সুযোগ বামফ্রন্ট সরকার করেছেন। আমি বুঝতে পারছি না কি ধরণের মনোভাব থাকলে পড়ে উনারা ককবরক ভাষার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে পারেন। তারপর উনারা বলেছেন স্কুলগুলিতে ঘর নাই, বেঞ্চ নাই। তাদের প্রতি আমার বিশেষ আবেদন যে আপনারা কতগুলি স্কুল ঘর পুড়িয়েছেন, লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারের ক্ষতি করেছেন। বড়কাঠালের স্কুল ঘরটি যেখানে বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রী কক-বরক ভাষায় শিক্ষা লাভ করত সেই স্কুলটিকে আপনারা কতবার পুড়িয়ে দিয়েছেন। জুনিয়রবেসিক থেকে স্কুলটিকে সিনিয়ার বেসিক স্কুলে আপগ্রেড করা হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসী দালালরা সেই স্কুল ঘরটিকে পুড়িয়ে দিয়েছে। আপনারা কি চান না, ত্রিপুরার মানুষগুলি শিক্ষিত হোক? আপনাদের দৃষ্টি ভঙ্গীটা একটু পাল্টিয়ে ত্রিপুরাবাসীর কল্যাণের চিন্তা করুন। স্যার, পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আমি বলছি যে ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর প্রচুর রাস্তাঘাট হয়েছে। আজকে কোন গন্তব্য স্থলে আমাদের যেতে হলে যদি রাস্তাটা চিনা থাকে তাহলে পৌছেতে কিছু দেরী হবে। কারন সামনে রাস্তা, পেছনে রাস্তা, ডাইনে রাস্তা, বাঁয়ে রাস্তা, যে দিকে চাই শুধু রাস্তা আর রাস্তা চোখে ধাঁ ধাঁ লেগে যায়। মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ এই ডিপার্টমেন্টের ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে বিরোধীতা করে বক্তব্য রেখেছেন। আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, উনার ঘরের সামনের যে রাস্তাটি এখন আছে, সেটা কংগ্রেস আমলে ছিল উতলা। আজকে উনার ঘরের সামনের রাস্তা দিয়ে মনোরম গাড়ী চলে। এটাকি উনি অস্বীকার করতে পারেন? স্যার, আজকে যে ব্যয় বরাদ্দগুলি হাউসে এসেছে সেগুলির প্রতি সমর্থন জানিয়ে এবং কাট মোশানগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—এখন মাননীয় মন্ত্রীদের জবাবী ভাষণ। আজকে তিনজন মাননীয় মন্ত্রী জবাবী ভাষণ দেবেন। প্রত্যেকেই ১৫ মিনিট করে সময় পাবেন। যদি আমাদের সময় না কুলায় তাহলে পরে টাইম এ্যাকস্টেনশান করে দেব। আমি এখন শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীবীরেন দত্ত মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবীরেন দত্ত :—স্যার, আমি তিন মিনিটের মধ্যে আমার বক্তব্য শেষ করব। শ্রম দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দের উপর যে সমস্ত কাটমোশানগুলি আনা হয়েছে সেগুলি মুক্ত হয়ে গেছে। আমি আশা করেছিলাম সুধীর বাবুরা জেনেশুনেই কাটমোশানগুলি আনবেন কাটমোশানগুলির লক্ষ্য হচ্ছে, ডিপার্টমেন্টে কাটমোশানগুলি পাঠিয়ে দেওয়া, তার উপর আলোচনাগুলি পাঠিয়ে দেওয়া। প্রকৃতই এগুলির প্রয়োজনীয়তা থাকলে ডিপার্টমেন্ট এগুলি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করবে। লেবার ডিপার্টমেন্টে একটা আনফোরসীন কষ্ট ২ হাজার টাকা, আমরা জানি লেবার ডিপার্টমেন্টের পক্ষে এই দুই হাজার টাকা কিছুই না। কখন কোথায় যে ডিস্পুট লাগবে, এবং লাগলে পরে সেটা মিটিয়ে ফেলা, শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এটা রাখতে হয়। প্ল্যানিং কমিশনের কাছে আমাদের যে সেট আপ, আগামী বারে আমাদের এত টাকা লাগবে, এগুলি মিটিং করে আমরা ঠিক করি। আমি উনাদেরকে অনুরোধ করব ঠিক ঠিক জায়গা, যেখানে দিলে এগুলি কাজ হবে সেখানে দেবেন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কাট মোশানগুলির পারটিকুলার লক্ষ্য আছে। আপনাদের কথাগুলি যেগুলির মূল্য আছে, সেগুলি ডিপার্টমেন্ট নেবে। কিন্তু আপনাদের কাটমোশনগুলি একাকার, এবং বক্তব্যগুলিও একাকার। এগুলি কোথায় পাঠাব ? কার কাছে পাঠাব ? আমায় দীর্ঘদিনের পার্লামেন্টের অভিজ্ঞতায় এটা আমি দেখিনি। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি যে পারপাসে কাটমোশনগুলি নিয়ে আলোচনা হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সেগুলি দেবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পিকার :—আমি এখন পূর্ত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি সর্ব প্রথমে সম্পূর্ণ বাজেটকে সমর্থন করছি। আজকে এখানে যে সমস্ত ডিমাণ্ড উপস্থিত করা হয়েছে তার মধ্যে আমার বিভাগে ৮টি ডিমাণ্ড রয়েছে। আমি এখন এই ডিমাণ্ডগুলির পক্ষে এবং যতগুলি

কাটমোশান এসেছে তার বিরুদ্ধে আমার মত প্রকাশ করছি। আমার এই ৮টি ডিমাণ্ডে সর্বমোট ৯৫ কোটি ৫১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকার দাবী উপস্থিত করেছি। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কল্যাণার্থে অনেক লড়াই করে কাজ করে যাচ্ছেন। আমার দপ্তরের যে সমস্ত কাজ রাস্তাঘাট তৈরী করা, চাষের কাজের জন্য জলের ব্যবস্থা করা, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া, কারণ গ্রামের মানুষেরা কেরোসিন পান না, তাদেরকে অন্ধকারে থাকতে হয়, বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানোর জন্য নুতন প্রজেক্ট তৈরী করা, ইরিগেশানের, ছাড়া আমাদের যে ছোট ছোট স্কীম রয়েছে মাইনর ইরিগেশান, মিডিয়াম ইরিগেশান এগুলিকে বাড়ানো যেতে পারে তার চেষ্টা চালানো। তারপর মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়ার মধ্যে নাগরিকদের সুযোগ সুবিধাগুলিকে আরও বৃদ্ধি করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা. শুধু এখানে নয় মফস্বল শহরগুলিতেও সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত করা।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— আমরা রাস্তাঘাট যখন তৈরী করি তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নজর থাকে যে হাজার হাজার বছর ধরে বিচ্ছিন্ন যে মানুষ দুর্গম এলাকায় আছে তাদের কি করে আমরা শহরের বাজার বন্দরের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি। শুধু রাস্তা করলে যুক্ত হয় না তার সঙ্গে তার যোগাযোগ ব্যবস্থা, যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতি করতে হয় সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা এই যে ট্রান্সপোর্ট বা যানবাহনের উন্নতি সাধন করার জন্য রিমোট এরিয়াগুলিতেও যখন রাস্তাঘাট করি, তেমনি যানবাহনের ব্যবস্থা করি, এই লক্ষ সামনে রেখে আমরা কাজকর্ম করি। আমার ডিমাণ্ড এই সমস্ত কাজের জন্য টাকা-পয়সা ৯৫ কোটি, ৫১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। স্যার, আমরা ১৯৭৮ ইংরেজীতে আসার পর আমরা এটা অনুভব করলাম যে আজকে কিছু রাস্তাঘাট শুধু অল্প শহর এবং তার আসপাশে যেগুলি রয়েছে, গ্রামের লোকেরা যারা রিমোট এরিয়াতে রয়েছে সেই নন ট্রাইবেল গ্রামের হোক, ট্রাইবেল গ্রামের হোক, একটা রাস্তা নেই। আমার মনে আছে ৭৮ ইংরাজীতে জানুয়ারী মাসে আমরা যখন এলাম তখন তিন মাস আমাদের আর্থিক বছরের সময় ছিল তখন আমাদের হাতে ৭৫ লক্ষ টাকা হাতে ছিল। রাস্তার জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মিটিং করলেন, মিটিং করে সিদ্ধান্ত দিলেন আমাদেরকে এবং মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত করলেন যে এই ৭৫ লক্ষ টাকা আমরা গ্রামের রাস্তার জন্য নিয়ে যাব, গ্রামকে আমরা সংযুক্ত করবো শহরের সঙ্গে, বন্দরের সঙ্গে এবং প্রথম আমরা যে অভিযান শুরু করেছিলাম সেই

অভিযান এখনও অব্যাহত আছে। আজকে নেহাতই অন্ধ ছাড়া অন্য কেউ বলতে পারবে না যে ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তাঘাট হয় নি। আমি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে বলতে পারি যে ত্রিপুরা রাজ্যের কয়েকটি দুর্গম অঞ্চল ছাড়া আমরা কাঁচা রাস্তা হলেও যোগাযোগ স্থাপন করেছি। একটা জীপ নিয়ে যাওয়া যায় অন্তত: বেশীর ভাগ জায়গাতে. এই সময়ের মধ্যে আমরা এই কাজ করেছি। এইবার ১৯৮৫-৮৬ সালের যে ডিমাণ্ড সেই ডিমাণ্ডের মধ্যে টাকা রেখেছি আমরা আরও বেশী টাকা চেয়েছিলাম ১১ কোটির উপরে বলেছিলাম কিন্তু ৯ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা পেয়েছি। তার মধ্যে আমরা নূতন করে রাস্তা করবো ভেবেছি ১৮০ কিলোমিটার, এই বৎসরে ইমপ্রুভমেন্ট করবো ২৭০ কিলোমিটার, আর নূতন কতগুলি ব্রীজ ইত্যাদি করবো, অন গোয়িং স্কীম যেগুলি আছে সেগুলি কমপ্লিট করবো। আমরা সাড়ে ৭ বছরের মধ্যে ৫৫০টি নূতন স্কীম করেছি, নূতন রাস্তা করেছি, ১,০০০ কিলোমিটার রাস্তার ইমপ্রুভমেন্ট করেছি, ব্রীক সলিং ইত্যাদি করেছি এবং ৪০০ কিলোমিটার রাস্তা আমরা ব্রড করেছি, পীচ ঢেলেছি. সে জন্যই বলতে পারি আমরা যখন বাজেট উপস্থিত করি পারফরমেন্সের সঙ্গে তাল রেখে বাজেট উপস্থিত করি, শুধু কলেবরের জন্য নয়। আমরা বরাবর বলে আসছি যে আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা টাকা পাই না। এ রাজ্যের মধ্যে নির্মাণ সামগ্রী অত্যন্ত সমস্যা. যদি কোথাও একটা ব্রীজ তৈরী করতে হয় মেঘালয় থেকে আমাদের কয়লা আনতে হয়, যে কোন নির্মাণ সামগ্রী বাহির থেকে আনতে হয় এমন একটা সমস্যার মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয়। যদি ব্লাকটপ করতে হয়, ব্যারেল করতে হয় তাহলে পাথর আনতে হয় আমাদের এখানে যা আছে তা কুলায় না. আসাম থেকে আনতে হয় প্রচুর খরচ দিয়ে. এই সমস্ত সমস্যার মধ্যে আমরা কাজ করছি। এখানে আমার দাবীর মধ্যে রয়েছে জল সেচের জন্য যে টাকা পেয়েছি তার মধ্যে আমরা মাইনর ইরিগেশন করবো, নূতন নূতন স্কীম আরও চালু করবো এবং মিডিয়াম ইরিগেশনের মধ্যে থেকে আমরা মাইনর ইরিগেশন করবো। নূতন নূতন স্কীম আরও চালু করবো এবং মিডিয়াম ইরিগেশনের মধ্যে গামতি প্রজেকটের কাজ চলছে। আমরা খোয়াইতে কাজ শুরু করেছি। আমরা আশা করছি এই বছরের শেষের দিকে এখানে মনুর কাজ শুরু করতে পারবো। স্যার, আমরা এখন যেটা আণ্ডার কনস্ট্রাকশ্যান আছে ৭৪টা লিফট ইরিগেশন স্কীম, ডাইভারশন ৩টা আছে এবং ডিপ টিউব-ওয়েল যেটা প্ল্যান করা হয়েছে এই রকম চালু করার অপেক্ষায় আছে ৫০টি

যেগুলি আমরা আশা করছি এই বছরের মধ্যে এই রাজ্যে যা চেয়েছি তার ভিতর দিয়ে আমরা করতে পারবো। নূতন করে আরও ৩০টি লিফট্ ইরিগেশন এবং ৩০টি ডিপ টিউব-ওয়েল ইরিগেশনের কাজ আমরা হাতে নেব। এইগুলি আমরা সার্ভে করেছি, এসেসমেন্ট করেছি এবং এটা যখন আমরা উপস্থিত করি, উপস্থিত করার সময় আমার নজর থাকে যে, এই বছরের আমাদের টারগেট কি কি ধরি। এই বছরের টারগেট ঠিক করেছি টোট্যাল যে ইরিগেশন এরিয়া বেটা সেটা বাড়ানো হচ্ছে, ১,৫৫০ কিলোমিটার জমি নূতন করে আমরা আওতায় আনবো। মিডিয়াম ইরিগেশন ছাড়া আমি একটা কমপারেটিভ ষ্টেটমেণ্ট দিচ্ছি স্যার, ১৯৭৮ সালের আগে মাত্র ১০৩টি ছিল আর আজকে লিফ্ট ইরিগেশন এবং ডিপ টিউব-ওয়েল সেই জায়গায় আমরা আপগ্রেড করে ৩৪০টার জায়গায় আমরা তুলেছি এবং এটাকে আরও দ্রুত করার চেষ্টা করছি যার জন্য এই টাকাটা আমি ডিমাণ্ড করেছি। স্যার, এম.আই.এফ.সিতে আমি যে ডিমাণ্ড রেখেছি তার মধ্যে পাবলিক হেল্থ রয়েছে, এই সময়ের মধ্যে আমি যেটা ভাবছি এবং যেটা পরিকল্পনার মধ্যে রেখেছি তার মধ্যে বলতে পারি, আমরা আরবান এরিয়া যদি ধরি তাহলে আগরতলাতে নূতন করে কতগুলি কাজ হাতে নেব। রিজারভার আণ্ডার গ্রাউণ্ড এবং ওভার রিজারভার আমরা তৈরী করবো। আমরা আগরতলার মধ্যে ২১ কিলোমিটার পাইপ লাইন রিমডেলিং করবো। আমরা নূতন করে ১৫ কিলোমিটার লাইন করবো, আমরা নূতন ডিপ টিউব-ওয়েল করবো, এই আরবান এরিয়ার মধ্যে আমরা আরও ৫টি ওভার রিজারভার করবো। আমরা এই বছরের মধ্যে এই আগরতলা শহরের মধ্যে যা কাজ করেছি তার একটা সংক্ষিপ্ত হিসাব আমি দিচ্ছি। আমরা আসার পর প্রথম যে জল শহরের জন্য পেতাম সেটা ছিল ৪'৬ লাখস্ গ্যালন, আজকে সেটা আপগ্রেড করে ৭ লাখস্ গ্যালন তুলেছি. আণ্ডার গ্রাউণ্ড যে রিজারভার ছিল ৩'৫ লাখস্ সেটাকে ৬'৫ লাখস্ গ্যালনস্ পর্য্যন্ত তুলেছি। ডিষ্ট্রিবিউশ্যান লাইন যেখানে ১৮০ কিলোমিটার ছিল আমরা ২৮০ কিলোমিটারে নিয়েছি, কমবিং হাইড্রেল জল ৩০০ কিলোমিটার ছিল সেটা ৫০০ কিলোমিটার করেছি, ওয়াটার সাপ্লাই টোট্যাল যে সাপ্লাই হতো ডেলি ১৮ লক্ষ গ্যালনস্ সেটা ৫৪ লক্ষ গ্যালনস্ আপগ্রেড করেছি।

ওয়াটার সাপ্লাই টোট্যাল ১৮ লক্ষ গ্যালনে পপুলেশান কাভার ৬৫ হাজার ছিল, এখন ১ লক্ষ ২৫ হাজার লোককে জল দিচ্ছি। এবং গ্রামাঞ্চলেও জল সরবরাহ করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। পাইপ দিয়ে জল দেবার জন্য বিভিন্ন দুর্গম এলাকাতে

দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। তার সংগে কো-অপারেশান মেশিন নিয়ে, মেটেরিয়েল প্রকিউর করে আমরা মানুষকে পানীয় জল দিতে চেষ্টা করব। স্যার, আমরা দেখি যে আমরা আসার আগে ১ লক্ষ কয়েক হাজার মানুষ গ্রামাঞ্চলে পাইপের ওয়াটারের সুযোগ পেত। সেই জায়গায় সাড়ে তিন লক্ষ মানুষকে কাভার করেছি। এই বৎসরে ২৫০টি গ্রামের মধ্যে আমরা কাভার করতে পারব। এই রকম পরিকল্পনা নিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। স্যার, আমার ডিমাণ্ডগুলির মধ্যে আছে ইলেক্ট্রিফিকেশানের প্রশ্ন। আমরা এই সময়ের মধ্যে যেটা আমরা ঠিক করেছি গ্যাস থারমেল পাওয়ার, এই বৎসরের মধ্যে আশা করছি এই বৎসরের মধ্যে একটা কমিশন করতে পারব। আমাদের যে সম্পূর্ণভাবে প্রায় ২ ভাগের ৩ ভাগ পাওয়ার আমাদের বাইরে থেকে আনতে হয়। এর দ্বারা সাময়িকভাবে তার কিছুটা সুরাহা করতে পারব। আমরা মহারানীতে মাইক্রোহাইডেলের কাজ এইবার চালু করতে পারব। সেখানে মেশিনারী ডিরেকশানের কাজ চলছে, এই বৎসরের মধ্যে চালু করব। ৮৮ কিলোমিটার অ্যাক্সটেণ্ড করব পাওয়ার চ্যানেল করার জন্য। স্যার, সাবষ্টেশন ২টা করব। ইলেক্ট্রিফিকেশান ১০০টা ভিলেজ করব। আমাদের ইচ্ছা ছিল ২০০টা করার। আর, ই, সি, থেকে টাকা পরিমান মত পাওয়া যায়নি। তবে সেটা বাড়ানো যায় কিনা তার জন্য চেষ্টা করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে উল্লেখ আছে যে আরও ৫৫টি পাম্প বিদ্যুতের সাহায্যে চালানো হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। স্যার, এইখানে আপনাদের একটা ফিগার দিচ্ছি। সেই ফিগার ১টা মাত্র পয়েন্টে দিতে চাই। ১৯৭৮ ইংরেজীর আগে মাত্র ৩৬৭টি ভিলেজ ইলেকট্রিফিকেশান ছিল, তার মধ্যে ১১টি ভিলেজ ছিল ট্রাইবেল অধ্যুষিত। আমরা ৫ত কম সময়ের মধ্যে এবং সীমিত ক্ষমতার মধ্যে ১৮৬৫টা ভিলেজ ইলেকট্রিফিকেশান করেছি তার মধ্যে ট্রাইবেল ভিলেজ ৬১৮। আমি উপজাতি যুবসমিতির বন্ধুদের যারা এখানে আছে যারা খোয়াব দেখছেন, যারা গত ৩০ বৎসরে কংগ্রেস আমলে খোয়াব দেখেছেন তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, শুধু জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, আজকে মানুষের ন্যূনতম যে চাহিদা প্রয়োজন ছিল সেটা কংগ্রেসের আমলে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল। আজকে শুধু এইটুকু উল্লেখ করলাম। রেভেনউ পারপাসে ৯।৫ লাক্ষ ছিল কালেকশান, এখন ২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে। যদি আমি বলি কত পাওয়ার কনজাম্পশন হয় তখন ছিল ১৯.৪০ মিলিয়ন ইউনিট এখন ৫৪.৬ মিলিয়ন ইউনিট। তবুও আমরা সন্তুষ্ট না। আমরা মনে করি, আরও অনেক বেশী সম্প্রসারণ করা দরকার। ত্রিপুরা

রাজ্যের গ্রামে গ্রামে সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে। তা না হলে ইরিগেশানের ফ্যাসিলিটি পাওয়া যাবে না। স্যার, আমার ডিমাণ্ড-এর মধ্যে অন্য যেগুলি আছে মাননীয় বিধায়ক শ্যামাচরণ বাবু উল্লেখ করেছেন এইখানে মিউন্যাসিপ্যালিটির সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে। আজকে মিউন্যাসিপ্যালিটিতে ইলেকশান করে দায়িত্ব দেওয়ার পর তারা কিছু কাজ করছেন। মার্কেটগুলি ডেভালাপমেন্টের চেষ্টা করছে, রাস্তাঘাট মেরামত নতুন ড্রেইন ইত্যাদি থেকে শুরু করে আজকে জনসাধারণের একটা ফাংশান করতে গেলে হলের দরকার, এই সব থেকে শুরু করে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জন্য টাকা তুলে রাখা হয়েছে, মামলা মোকদ্দমার জন্য আরম্ভ করা যায়নি তারপর বাজারগুলিকে কিভাবে উন্নত করা যায়, তারপর অনিঅ্যামপ্লয়েড যারা বেকার আছে তার কাজের কর্ম-সংস্থানের জন্য সেখানে ষ্টল তৈরী করে দিয়ে সেখানে যাতে কাজের ব্যবস্থা করতে পারে আজকে সেই ব্যবস্থা হচ্ছে। এই সব ব্যাপারে তারা ৩ কোটি টাকা দিয়েছিল। আমরা সেখানে খুব কম দিতে পেরেছি। শহরটাকে আরও সুন্দর করা যেত যদি আর টাকা আমরা দিতে পারতাম। আমরা যখন আগরতলায় আগে আসতাম তখন একটা লাইট পোস্ট এর আলো এবং আর একটা লাইটপোস্টের আলো টিম টিম করে জ্বলত। চোখ নষ্ট হয়ে যাবার যোগাড়। কিন্তু আজকে আমরা এই আলো আরও বেশী জায়গায় ছড়িয়ে দিতে পারি কিনা তার জন্য চেষ্টা করছি। আমরা এই মিউনিসিপ্যাল এরিয়াতে ১৭১টা নতুন ষ্টল করে বিভিন্ন বেকার যুবকদের এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দিয়ে চালাচ্ছি। বাজারগুলি উন্নত করা হয়েছে। মহারাজগঞ্জ বাজার, বটতলা বাজার, জি. বি. বাজার, লেইকচৌমুহনী বাজার। এবং বাজার রাস্তাঘাট, সুপার মার্কেট করার জন্য মিউন্যাসিপ্যালিটি হাতে নিয়েছে। আমরা এইখানে টি, আর, টি, সি, নতুন আরও ২০টা ট্রাক চালু করব। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে দামছড়া, গণ্ডাছড়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গা, শিলাছড়ি থেকে শুরু করে এইসমস্ত জায়গা-গুলি কানেকট করেছি। মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া বলেছেন যে জম্পুইজলা হয়ে উদয়পুরের রাস্তা নেই। সেই রাস্তাটা আগে কি ছিল? আমরা সরকারে আসার পরে সেখানে বাস সার্ভিস চালু করেছি। স্যার, ওরা ত্রিপুরার কোন জায়গা ঘুরে দেখেন কিনা সন্দেহ আছে। মাননীয় সদস্য সুধীর মজুমদার বলেছেন, আগের আমলে যে কটা রাস্তা ছিল সেই কটা রাস্তাই। স্যার, আমার সন্দেহ আছে উনি সারা ত্রিপুরা ঘুরেছেন কিনা। আমরা ত সারাজীবন রাজনীতি করেছি। আগেও ঘুরেছি এখনও ঘুরছি। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে বর্ত্তমানে কি হয়েছে সারা ত্রিপুরা না ঘুরলে কিছুই বুঝা যাবেনা। স্যার, মাননীয় সদস্য জওহর সাহা বলেছেন

বীরগঞ্জে একটা পোল চাই, আমরা তো একটা পোল করেছিলাম, ছিল কি কংগ্রেস আমলে? আমরাতো তেলিয়ামুড়া টু রাঙ্গামাটির রাস্তাকে ইমপ্রুভ করেছি, আমাদেরতো সময় লাগে, টাকা লাগে, আমরা কেন্দ্রের কাছে যে টাকা ফাইভ ইয়ারস প্লেনের জন্য চেয়েছিলাম, যে টাকা আমরা এই বছরের জন্য চেয়েছি তার সবটা আমরা পাইনি। যা পাই প্রতিটি টাকা খরচ করি। এর আগে আমরা দেখেছি যে, টাকা খরচ হতো না প্রতি বছর টাকা ফেরত যেত। কাজেই আমাদের এই বাজেট অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত আমরা বলতে পারি। আমাদের লেম প্রসাদ মালসই বলেছেন, দাবী করেছেন কাঞ্চনপুরের ব্রীজের জন্য। আমরা আশা করছি, আগামী সেশানে আমরা সেই ব্রীজ চালু করে নিতে পারব। তিনি ঠিকই বলেছেন পেচারথল থেকে কাঞ্চনবাড়ী। রাস্তাটার দিকে নজর দেওয়া দরকার। সব চাইতে মজা করেছেন, মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায় ওনার কাটমোশানটা কি উনি তা জানেনই না? ওনার কাটমোশানের উনি আগাও জানেন না গোরাও জানেন না। এই ডিমাণ্ডে যা রাখা হয়েছে তাতে আছে সরকারী গাড়ীর জেনারেলী কোন ইন-স্যুরেন্স থাকে না, প্রাইভেট গাড়ীতে থাকে, কাজেই একসিডেন্ট করলে যে কেউ করলেই তাকে একটা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। সেখানে প্রাইভেট গাড়ীর ক্ষেত্রে ইনস্যুরেন্স কোম্পানী তা দেয়, আর সরকার গাড়ীর ক্ষেত্রে কে দেবে? এই জন্যই সরকার সিদ্ধান্ত করেছে যে প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে কিছু টাকা রাখতে হবে, সরকারী গাড়ী যদি কোথায়ও একসিডেন্ট করে তাহলে সেই তহবিল থেকে তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আর কাটমোশানে তিনি কি রেখেছেন আর বললেনইবা কি? তিনি বলেছেন টেকসের কথা, টেক্স ছাড়াতো কোথায়ও গাড়ী চলে না। কাজেই বক্তব্য যখন রাখবেন তখন তার সঙ্গে নিশ্চয়ই সংগতি রক্ষা করা দরকার। এখানে যারা গরীব অংশের মানুষ যারা রিক্সা-ওয়ালা দীনমজুর তাদেরকে কম পয়সায় বাড়ী তৈরী করে আমরা দিতে পারি কিনা তার জন্য চেষ্টা করছি। গরীব অংশের কর্মচারীদের জন্য আমরা হাউস কমপ্লেক্স করে সেখানে কম পয়সায় বাড়ী করে কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা নিয়ে সেটা দিতে পারি কি না বা সে পাবলিকও হতে পারে, যদি নিজে ইচ্ছুক থাকে তাহলে পরে কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা নিয়ে বাড়ী তৈরী করে দেওয়ার চেষ্টা আমরা করছি। কাজেই এই সমস্ত জিনিষগুলিকে সামনে রেখে আজকে পি, ডাবলিও, ডি, থেকে শুরু করে অন্যান্য দপ্তরে যে সমস্ত বরাদ্দ আমি রেখেছি আমি আশা করি হাউস এইটাকে সমর্থন করবেন এবং বিরুদ্ধ সদস্য যারা কাটমোশানগুলি এনেছেন

তার কমপ্লেক্সগুলি ওনারা দেখুন। আজকে এখানে মাননীয় সদস্য জওহর সাহা আন-এমপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে বলেছেন, মাননীয় সদস্য শ্রীমজুমদারও বলেছেন, কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? সারা ভারতবর্ষে কোটি কোটি বেকার মানুষ যারা যাদের জন্য ওনারা জবাব দিতে বাধ্য হন যে আড়াই কোটি শিক্ষিত বেকার আছে, গ্রামে আছে দশ থেকে পনের কোটি বেকার, এর পরেও আবার কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে শ্রীমতি গান্ধী থাকতে ছয় মাস তার পর আরও নয় মাস মোট মিলিয়ে হলো পনের মাস ধরে সমস্ত কেন্দ্রীয় সংস্থানে নিয়োগ বন্ধ। এখন তারা হিসাব করছেন আরও যে আরও লিমিটেড পিরিয়ডের জন্য নিয়োগ বন্ধ করে দেওয়ার। কাজেই এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সেখানে যে, পরিকল্পনা হচ্ছে তাতে প্রতিটি মানুষের কাজের কোন সংস্থান বা ব্যবস্থা নাই। সেখানে কি এই সমস্যার সমাধান করবে এই বামফ্রন্ট সরকার? তাদের কথা শুনলে মনে হয় যে, তারা সারা ভারতবর্ষকে দেখে না, গোটা দুনিয়াটাকে দেখে না। কাজেই আমি আমার ডিমাণ্ডের পক্ষে বক্তব্য রেখে এবং তাদের এই কাটমোশানের কোন সারবত্তা নাই বলে আমার ডিমাণ্ডের পক্ষে এবং গোটা বাজেটের পক্ষে সমর্থন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে ডিমাণ্ডের আলোচনায় যে সব ডিমাণ্ড সরকারের পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয়েছে আমি সেইগুলি সমর্থন করি এবং বাম বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সব ছাটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে তার বিরোধীতা করছি। এবং যে সব বিরোধী সদস্য বা সরকারী পক্ষের সদস্যরা বিশেষ করে আমার দপ্তরের বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করে যেভাবে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তার জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং নিশ্চয়ই যদি কিছু করার থাকে সেইগুলি আমরা খতিয়ে দেখব ও করার চেষ্টা করব। আমি সর্ব প্রথমে যেটা বলছি সেটা হলো, দৈনিক সংবাদে যেভাবে এসেম্বলির প্রসিডিংসটাকে বিকৃত করা হয়েছিল সেটা আমি উল্লেখ করতে চাই। যদিও আমি তাকে প্রিভিলেইজ মোশান হিসাবে রাখছি না, গত ২৮, ৫, ৮৫ ইং তারিখ একটা প্রশ্ন ছিল শ্রীমতিলাল সাহা ও গীতা চৌধুরীর সেটা হচ্ছে, ইহা কি সত্য যে জাঙ্গালিয়া দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে অন্য একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে বদলী করা হয়েছে? আমার উত্তর ছিল, না প্রধান শিক্ষককে অন্য কোন স্কুলে বদলী করা হয়নি, প্রধান শিক্ষক

৩১-৩-৮৫ তারিখ পদত্যাগ করেছেন। এখানে দৈনিক সংবাদ কি লিখেছেন "শ্রী দেব জানান যে উক্ত প্রধান শিক্ষককে অন্য একটি স্কুলে নিয়োগ করা হয়নি, তিনি গত ৩১শে মার্চ পদত্যাগ করেছেন।" কোথায় বদলী শব্দ আর কোথায় নিয়োগ শব্দ, কি রকম বিকৃত কাজ করেন, তাদের নিশ্চয়ই কোন একটা বদ মতলব আছে, না হলে বদলী আর নিয়োগ কি করে এক হয়। প্রশ্ন হয়েছে বদলী করা হয়েছে কি না, আমি বলেছি বদলী করা হয়নি, আর তারা বলছেন নিয়োগ করা হয়নি। আর একটা পরিষ্কার করতে চাই হালাম ও কুকী ভাষাকে উন্নত করার জন্য একটা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং তাতে হালাম কুকী ও লুসাইসহ সব অংশের প্রতিনিধিরাই আছেন এবং তারা একটা সুপারিশ করেছিলেন যে হালাম ও কুকী এবং লুসাই এই তিনটা ভাষা থেকে কমন শব্দ সংগ্রহ করে সবাইর বোধগম্য হয় এমন একটা টেক্সট্ বুক পাঠ্য করা যায় কিনা এবং তার জন্য একটা রিসার্চ কমিটি করার প্রস্তাব ওরা দিয়েছিল এবং এই রিসার্চ ওয়ার্কটা সম্পূর্ণ হওয়ার আগে পরীক্ষা-মূলকভাবে লুসাই ভাষার মাধ্যমে হালাম কুকীর ছেলেদের পড়ানোর প্রস্তাব দিয়ে ছিল সরকারের কাছে, কিন্তু শিক্ষা দপ্তর সেই প্রস্তাবকে গ্রহণ করেনি, লিখিতভাবে আমি সেই কমিটিকে জানিয়ে দিয়েছি যে এইটা লুসাইভাষী ছেলে মেয়েদের জন্য পরীক্ষা করে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু অন্যান্য ভাষাভাষী হালাম ও কুকী যারা আছে তাদের উপর এইটা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। টেক্সট্ বই তৈরী হলে এই অংশের ভাষাভাষীর লোকেরা যদি মনে করেন যে এই ভাষার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা হবে তাহলে তখনই সরকার এইটা চালু করবেন, কারণ সরকার জোর করে কারও উপর কারও ভাষা চাপিয়ে দেয় না। এই জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল-এর অনেক বক্তব্য ও বিবৃতি দেখেছি দৈনিক সংবাদে, এইটা একটা বিভ্রান্তিকর প্রচার, হয়তোবা তারা জানেন না যে বিষয়টা কি? আমি বলেছি যে, শিক্ষা দপ্তরের প্রচুর টাকার প্রয়োজন আছে, শিক্ষাকে যদি ইউনিভারসিয়েল করে তুলতে হয় তাহলে তার জন্য আমরা ডিমাণ্ডে দেখেছি ৪৭ কোটি ২৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, এই টাকাটা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম, কাজেই এই টাকা আমাদের দরকার। আপনারা দেখেছেন যে, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে। এমন কি কংগ্রেস সরকারের ৮০ পারসেন্ট প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত, এই ৮০ পারসেন্ট প্রোগ্রামকে চালু করতে গেলে, ত্রিপুরায় যে টাকা বাজেট করা হয়েছে তা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত সংগ্রাম করা যাবে না। তবে সেই কাজ আমরা ইতিমধ্যেই শুরু করেছি। অনেকগুলি বালোয়ারী কেন্দ্র অঙ্গনাদি

কেন্দ্র বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত করা হয়েছে। নন-ফরম্যাল এডুকেশান চালু করা হয়েছে, আর যারা দিনের বেলা পড়াশুনা করতে পারেন না তাদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এই সবের জন্য প্রচুর টাকার দরকার। এই ব্যাপারে আমরা বলতে পারি যে, বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষার সম্প্রসারণ করবার জন্য এবং শিক্ষার মানকে বাড়াবার জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়েছেন। কংগ্রেস আমলে আমরা দেখেছি শিক্ষার সুযোগ কেবলমাত্র আরবান অঞ্চলে ছিল, গ্রামাঞ্চলে ছিলনা। এবং কংগ্রেসের শিক্ষা নীতি ছিল ফর দ্যা প্রিভিলিজ ক্লাস অনলি। তারপরও কিছুটা ছিটেফোটা হয়তো গ্রামে যেত। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিক্ষানীতি চালু করেছেন যাতে শিক্ষার সুযোগ সমানভাবে সকলেই পায়। বামফ্রন্ট সরকার শুধু গ্রামাঞ্চলেই বিদ্যালয় স্থাপন করেননি, ত্রিপুরার যে সকল চা বাগান রয়েছে, যেখানে আগে কংগ্রেসের আমলে কোনদিন সেখানকার লোকেরা বিদ্যালয়ের কল্পনা করতে পারেনি, বামফ্রন্ট সরকার সেই চা বাগানেও বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। বামফ্রন্ট সরকারের যে শিক্ষা-নীতি সেটা শুধু মুখের কথায় নয় কার্য্যেও বামফ্রন্ট সরকার পরিণত করেছেন। ১৯৭১ সালের সেনসাসের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় ত্রিপুরায় শিক্ষিতের হার নিম্নরূপ।

১৯৭১ সেনসাস

সিডিউলড ট্রাইব-	১৫·০৭ পারসেন্ট।
সিডিউলড্ কাষ্ট-	২০·৫১ ,,
আদারস্	৩০·৯২ ,,

১৯৮১ সেনসাস

সিডিউলড্ ট্রাইব-	২৩·৭ পারসেন্ট,
সিডিউলড্ কাষ্ট	৩০·৮৯ ,,
আদারস্	৪২·১২ ,,

আর এই ১৯৮৫ সালের মধ্যে আশা করি কোন অবস্থায়ই সেটা বৃদ্ধির হার ৮ পারসেন্টের কম হবে না। শিক্ষার ইমপ্রোভমেন্টের জন্য আমরা টিচারস্দের ট্রেইনিং-এর

ব্যবস্থা করছি পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ। আর ককবরক টিচারদেরও ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছি। বেছে বেছে তারা ট্রেইনিং নিচ্ছেন। এরমধ্যে দুটি বেচ-এর ট্রেইনিং প্রায় শেষ হয়ে গেছে, আরেকটি বেচের ট্রেনিং-এর জন্য প্রস্তুতি চলছে। এছাড়া কেন্দ্রিয় সরকারের ২০ পয়েন্ট প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমরা তিনটি জেলায় তিনটি ইংলিস স্কুল স্থাপন করার প্রস্তাব নিয়েছি এবং আশা করি চলতি বছরেই এই স্কুলগুলি শুরু করে দিতে পারব।

এছাড়া যে সব মাদ্রাসা রয়েছে সেগুলিকে গ্রান্টস্ ইন-এডের মধ্যে এনে সরকার সাহায্য করছেন। আর এই গ্রান্টস্ ইন-এডের রুলস্-এর আওতায় যে সব মাদ্রাসা আসেনি সে সব মাদ্রাসাগুলিকেও যাতে সরকারী সাহায্য দেওয়া যায় তার জন্য আমরা কেবিনেট মিটিং-এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর যে সব শিক্ষকের প্রয়োজনীয় কোয়ালি-ফিকেসান নেই তারা যাতে ছাটাই না হতে পারেন তার জন্য আমরা তাদের বলেছি যে তারা যেন তিন বৎসরের মধ্যে এই কোয়ালিফিকেসান একুযার করেন।

এইখানে প্রশ্ন উঠেছে যে, বিভিন্ন স্কুলে স্কুল ঘর নেই,। প্রতি বছরই আমরা ৫০ লক্ষ টাকার উপরে খরচ করি এই স্কুলঘর মেরামত এবং নতুন স্কুলঘর তৈরী করবার জন্যে। তবে এটা ঠিক যে, সবগুলির জন্যে একই সময়ে পাকা বিল্ডিং করা সম্ভব নয়। তবে পাকা বিল্ডিংও করা হচ্ছে। এবং এই কাজ সম্পূর্ণ করতে আমাদের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। সেটা একদিনের ব্যাপার নয়। প্রতি বছর প্রচুর স্কুল ঘর আমরা মেরা-মত করছি। এখন প্রশ্ন হলো প্রায় জায়গাতে স্কুলঘর পুড়ে যায়। এই হাউসে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীযুক্ত দেববর্মা সেটা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে, তোফানে ঘরগুলি নাকি ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু তা ঠিক নয়, ঘরগুলি আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। তিনি আবার বলেছেন যে, ঘরগুলি আগুনে পুড়েনি সেগুলি ভাঙ্গা ছিল এবং গ্রামবাসীরা সে ভাঙ্গা বেড়াগুলিকে নিয়ে রান্নার কাজে ব্যবহার করেছেন। তাহলে স্কুলঘরকে লাকড়ি হিসাবে ব্যবহার করবার নিয়মও কি সমাজে প্রচলিত আছে? তাই আমি মাননীয় সদস্যকে বলব তারা যেন গ্রামের লোকজনদের শিক্ষিত করে তুলেন যে, এভাবে স্কুলঘর এর বেড়া ইত্যাদি এনে রান্নার কাজে ব্যবহার করা ঠিক নয়। আর মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব যে, তারাও যেন একটু লক্ষ্য রাখেন যে, এ ধরনের কোন ঘটনা না ঘটে। কারন এভাবে যদি চলে তবে আমরা বাজেট তৈরী করি সেটা আপসেট হয়ে যাবে। আমরা যে সকল স্কুলঘর মেরামতির জন্য এবং নতুন স্কুলঘর তৈরীর জন্য বাজেট করি দেখা যায় যে, প্রতি বছর তার তুলনায় অনেক বেশী স্কুলঘর আমাদের মেরামত করতে হয় ফলে আমাদের নতুন আর স্কুলঘর করা সম্ভব হয়ে উঠে

না।

মিড-ডে মিলের ব্যাপারে আমরা একটা প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দিয়েছিলাম সেটা হলো যে, প্রতিটি ছাত্রকে পারহেড ১ টাকা পার ডে খরচ করা হবে এবং তার জন্য ২.৬৫ লক্ষ ছাত্রকে প্রতি বছর ২০০ দিনের জন্য খাবার দিতে পারব। ক্লাশ ১ থেকে ক্লাশ ৫ পর্য্যন্ত ছাত্রদের খাবার দিতে লাগবে ২ কোটি ১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। এবং ক্লাশ ৬ থেকে ক্লাশ ৮ পর্য্যন্ত ছাত্রদের খাবার দিতে লাগবে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। তার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ৩ কোটি ৭১ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা চেয়েছিলাম। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের উপদেশ দিলেন যে, আমরা যেন এক টাকার পরিবর্তে ৭৫ পয়সা করে ছাত্রদের খাবার ব্যবস্থা করি এবং প্লেনিং কমিশন সেই তিন কোটি একাত্তর লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা কেটে সেটা করলেন ২ কোটি ৭১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু দেবার বেলায় কত দিল? ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টকা। তার মানে তাঁরা আমাদের যেখানে রেসট্রিকট করার কথা বলেছিলেন, তার চাইতে ১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা কম। কাজেই আমরা বাধ্য হয়ে আরবান অঞ্চলে মিড ডে মিল আপাতত: চালু করতে পারছি না। ক্লাশ সিক্স থেকে এইট পর্যান্ত গ্রামাঞ্চলে মিড-ডে-মিল দেবার যে প্রস্তাব আমরা করেছিলাম সেই প্রস্তাব কার্যকরী করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। গ্রামাঞ্চলগুলিতে ক্লাশ ফাইভ পর্যান্ত মিড-ডে মিল দেওয়ার জন্য ২ কোটি ১৯ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকার প্রয়োজন বর্ধিতহারে। এই টাকা আমাদের যেভাবেই হোক সংগ্রহ করতে হবে। কারণ আমরা তো ডিসক্রিমিনেট করতে পারব না। এক গ্রামে দেব আর এক গ্রামে দেব না, এটা হতে পারে না। কাজেই এই সব আছে। ফিনানসিয়াল ডিফিকালটি থাকা সত্ত্বেও আমরা চালু করব।

নন্-গভর্ণমেন্ট এডেড স্কুলগুলিতে সাবজেকট টীচারের কিছু অভাব আছে এবং এই অভাবটা সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন কারণে। প্রথমত: এই সব সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল-গুলি প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী হানড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার মেন্টেন করে নি। সিডিউলড কাষ্ট সিডিউলড ট্রাইবদের কোটা থাকা সত্ত্বেও রিজার্ভ কোটায় অন্যদের নিয়োগ করা হয়েছে। কোন গভর্ণমেন্ট স্কুলও বলতে পারবেন না যে, রোষ্টার মেনটেন করা হয়েছে। তারা করেন নি। এখন দেখা যাচ্ছে টীচার্স এবং ষ্টুডেন্টস রেশিও অনুযায়ী যে সব পোষ্ট তাদের পাওয়ার কথা সেটা সরকারী স্কুলের ক্ষেত্রে শর্টেজ আছে। কিন্তু সেই অনুযায়ী পোস্ট যদি আমরা দিয়েও দিই তাহলেও ৭০ টু ৮০

পারসেন্ট পোষ্ট রিজার্ভ কোটায় চলে যাবে। কিন্তু অনার্স গ্র্যাজুয়েট বা এম, এ প্রার্থী রিজার্ভ পোষ্টের জন্য পাওয়া কঠিন। ফলে এইসব স্কুলগুলিতে কিছু অসুবিধা হয়েছে। আমাদের গভর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত আগেও ছিল, এখনও আছে এবং আবারও সিদ্ধান্ত নেব যাতে ফিফটি পারসেন্ট পোষ্ট ডি-রিজার্ভ করা যায়। তাতে ৭০টা ভ্যাকেনসী আছে। ৩৫টা আমরা এখন ছেড়ে দিতে পারব। তারপর যদি দেখা যায় যে পার্টিকুলার কোন স্কুলে সাবজেকট টীচার না থাকার জন্য পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবে এবং যেখানে ১টা মাত্র পোষ্ট রিজার্ভ আছে সেটা আমরা ডি-রিজার্ভ করে দেব। কারণ শিক্ষা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তবে এখন থেকে সেই স্কুলগুলি হান্ড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার যেন মেনটেন করেন এবং সেটা স্ক্রুটিনি করার দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষা দপ্তরের। এর জন্য আমরা সার্কুলার দিয়েছি। ইন্টারভিউ বোর্ড সিলেকট করবেন। কিন্তু চাকরী দেবার ক্ষমতা তাদের নেই। অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবেন সরকার। যেখানে সিনিয়রিটি কাম মেরিট ইত্যাদি ক্লজ আছে, সেগুলি তারা মানছেন কিনা এইগুলি আমরা দেখতে চাই। কারণ, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ক্ষেত্রেও পাবলিক সেক্টার বা প্রাইভেট সেক্টারে সব ক্ষেত্রেই হানড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার চালু আছে। যেখানে সেন্ট পারসেন্ট টাকা সরকার দিচ্ছে কাজেই সিডিউলড কাষ্ট, সিডিউল্ড কাষ্টের কোটা মেনটেন করছে কিনা, সেটা এবার থেকে সরকার পরীক্ষা করবে।

তারপর একটি রিজার্ভেশান ট্রেণ্ড একটা গ্রো করছে। গুজরাটে আপনারা দেখেছেন। আমাদের এখানেও এটা ডেভেলাপ করছে কোন কোন ক্ষেত্রে। ক্লাস ফোর পোষ্টের ব্যাপারে পর্যন্ত জেনারেল থেকে নেওয়ার জন্য আন্দোলন চলছে। হেডমাষ্টার ঘেরাও হয়, ডিরেক্টার ঘেরাও হয়। এটা আমি আবেদন করব যে ক্লাস ফোর ষ্টাফের পোষ্ট ডি-রিজার্ভ করে দেওয়া যাবে না। এটা খুব অন্যায়। এটা সংবিধান বিরোধী আন্দোলন। সিডিউল্ড কাষ্ট সিডিউল্ড ট্রাইবদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এটা আমার পলিসি নয়, এটা সংবিধানের পলিসি যে কংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষে রাজত্ব করছে, তারাই এই আইন তৈরী করেছেন। কাজেই এটা দশরথের ব্যাপার নয়।

অনেকগুলি স্কুল আছে যেখানে হেডমাষ্টার নেই। তার সংখ্যা মোটামুটি খারাপ নয়। তার জন্য কতগুলি অসুবিধা আছে, লিগেলিটিজের, মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদির। আমরা রিক্রুটমেন্ট রুলস্ করেছি, পাকাপোক্ত করেছি। কিন্তু তবুও যে কোন লোক যে কোন সময়ে কোর্টে যেতে পারে। এর ফলে বেশ কিছু সংখ্যক প্রাইমারী স্কুলে আমরা

হেডমাষ্টার নিযুক্ত করতে পেরেছি। সিডিউল্ড কাষ্ট, সিডিউল্ড ট্রাইব আমরা করেছি। জেনারেল আমরা করতে পারব। মোটামুটি ফাইন্যাল হয়ে গেছে।

শিক্ষকদের ক্ষেত্রে একটা দাবী আছে। ১৫ বছর ধরে কন্টিনিউয়াসলী যারা একটা স্কেলে একটা গ্রেডে চাকরী করবে তাদের একটা ইনক্রিমেণ্ট দেওয়ার কথা চালু ছিল। কিন্তু মাঝখানে একটা অসুবিধা হয়ে গেছে। ১৫ বৎসর কন্টিনিউয়াস সার্ভিস নেই। হয়ত আগে কেরানী ছিল, টিচার হয়ে গেল। ১৫ বছর থাকলো না। এজন্য মাঝখানে এটা বন্ধ হয়ে যায় এবং টাকা ফেরত দেবার জন্য সার্কুলার যায়। আমরা এটা ওয়েভ করে দেবার জন্য চিন্তা করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আজকের সময় তো শেষ হয়ে গেছে। হাউস কি আরও এক্সটেনশান চান?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—আরও কিছু সময় দিলে ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার :—তাহলে ভোটিং শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত হাউস চলবে।

শ্রীদশরথ দেব :—কন্টিনিউয়েশান ছিল না, এটা টিচার না করে যদি কেউ স্কুলে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটা ইনক্রিমেণ্ট দেওয়ার কথা সরকার ভাবছেন।

স্পোর্টস সম্পর্কে আমরা বেশ অ্যাডভান্স করেছি এবং সম্ভবত এই বৎসরের মধ্যেই স্পোর্টস অ্যাণ্ড গেমসের জন্য ডিরেক্টরেট তৈরী করতে পারব এবং খেলার গ্রাউণ্ড পঞ্চায়েত লেভেলে পর্যন্ত করেছি, আরও করব। সুয়িমিং পুলগুলি যাতে ডেভেলাপ করা যায় তার জন্য আমরা টাকার জন্য আবেদন করেছিলাম। টাকা দিতে রাজী হয়েছেন। সেটা আমরা করব। আগরতলা শহরে একটা ইয়ুথ হোষ্টেল হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার রাজী হয়েছেন এবং ৪১ লক্ষ টাকা খরচ করে একটা ইউথ হোষ্টেল তৈরী হবে। কিছুদিন আগে গোহাটিতে স্পোর্টস মিনিষ্টারদের যে কনফারেন্স হয়ে গেল, তাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কাজটার দায়িত্ব পি, ডবলিউ, ডি, কে দেওয়া হয়েছে এবং এই কাজের জন্য ইতিমধ্যে ৬ লক্ষ টাকা প্লেস করা হয়েছে। আমরা জায়গা দিয়েই কেন্দ্রকে বলব যাতে কাজটা তাড়াতাড়ি শুরু করে দেয়। এতে আগরতলায় ইউথদের খেলাধুলায় অংশ গ্রহণের যে অসুবিধা ছিল, তা দূর হয়ে যাবে

এবং এও আশা করছি যে ভবিষ্যতে যখন বাইরে থেকে খেলা ধূলার জন্য ইউথেরা আগরতলায় আসবে, তখন তাদের খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ একটা সুবিধা হবে। আর স্টেডিয়াম কনস্ট্রাকশনের জন্য আমরা এবারের বাজেটে ১২ লক্ষ টাকার প্রভিশন রেখেছি এবং কেন্দ্রীয় সরকার গোহাটির স্পোর্টস মিটিং-এ বলেছেন যে তারাও আমাদের ২০ লক্ষ টাকা দেবে। আর তাহলে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে আমরা আগরতলাতে আন্তর্জাতিক মানের একটা স্টেডিয়াম করতে পারব। এখন আমাদের এই কাজটা করার জন্য স্পীড আপ করতে হবে। এই হল আমার শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কে মোটামোটি বক্তব্য। এছাড়া ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার সম্পর্কে যে কাজ, তার বেশীর ভাগ কাজই স্বশাসিত জেলা পরিষদের হাতে চলে গিয়েছে বা আরও যাবে। আর ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্টের যে রেসিডিয়াল ওয়ার্ক রয়েছে, সেটা দপ্তর নিজেই করবে, এর জন্য টাকা ধরা হয়েছে। তাছাড়া এ, ডি, সি. এরিয়ার বাইরে যে কাজগুলি, তার একটা অংশ যেমন জুমিয়া পুনর্বাসনের কাজ, সেটা ত্রবার প্লেন্টেশান করপোরেশান যেটা আছে, তার দায়িত্বে আছে, আমরা ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে সেটার তদারকী করছি। অন্যান্য বিষয়ের জন্য এ. ডি, সির বাজেটে টাকা ধরা আছে, আমরা সেসব কাজ করার জন্য তাদের টাকা দিয়ে দেব। এখানে মাননীয় সদস্য সুধীর বাবু একটা কথা বলেছেন, আমি সেটার জবাব না দিয়ে পারছি না। উনি বলেছেন, আমরা নাকি নিউট্রিশান প্রগামে পুষ্টি খাদ্য দেই না। কেন্দ্র এই প্রগ্রামের জন্য আমাদের মাথা পিছু ৩০ পয়সা করে দেয়, এখন আপনারা বলুন ৩০ পয়সা দিয়ে আজকার জিনিষপত্রের দাম, কিছু পাওয়া যায় কি? তাহলে আমরা দেব কোথায় থেকে? তবে আমাদের যে হিসাব মাথাপিছু ৭৫ পয়সা করে দেওয়ার সেটা আমরা দেব এবং এই ক্ষেত্রে কুকড ফুড দেওয়া যায় কিনা, সেটা চেষ্টা করে দেখব, কারণ কুকড দেওয়ারই নিয়ম। মাননীয় সদস্য সুধীর বাবু এখানে তার একটা কথা বলেছেন, সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের নাকি এটা নীতি যে প্রতি ঘরে একজন চাকুরী দেওয়ার এবং কেন্দ্র নাকি সেজন্য কোটি কোটি টাকা বামফ্রন্ট সরকারকে দিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধরণের কোন নীতি আছে কিনা, আমি জানিনা এবং কারো কাছ থেকে এই ধরণের কথা শুনেছি বলেও মনে পড়ে না। তবে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের একটা সিদ্ধান্ত আছে এবং বার বার আমরা এটা এই হাউসেও বলেছি যে আমাদের আট-মোস্ট এটেমটা হবে প্রতি ঘরে একজনকে চাকুরী দেওয়া। তাও আমরা দিতে পারছি না, কারণ বেশী চাকুরী দেওয়ার মত আমাদের ক্ষমতা নেই। আমাদের রাজ্যে ইতিমধ্যে বেকার সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক

বেড়ে গিয়েছে। আমরা জানি যে কেন্দ্রীয় সরকার যে পলিসি নিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে এ্যামপ্লয়মেণ্ট এ্যাকচেঞ্জকে মরিবানড্ করে রাখা হয়েছে। কাজেই সুধীরবাবু কাকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। হোল ওয়ার্ল্ড যেটা জানে, হোল ভারতবর্ষ যেটা জানে এবং সারা ভারতের পত্র-পত্রিকা জানে যে কেন্দ্রীয় সরকার এ্যামপ্লয়মেণ্ট এ্যাকচেঞ্জগুলিতে মরিবানড করে রেখেছে, সেগুলির মাধ্যমে কাউকে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই উনার যে বক্তব্য, এটা একটা আশ্চর্য কথা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। সুধীর বাবু আরও বলেছেন যে, রানীরবাজারে দুইজন বেকার আছে, তাদের চাকুরী দেওয়ার প্রয়োজন। রানীর বাজার কেন, ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্রই চাকুরী পাওয়ার জন্য অনেক বেকার আছে, এবং সেই বেকারের সংখ্যা এক লক্ষতে দাঁড়িয়েছে। তাদের সবারই চাকুরীর প্রয়োজন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার। স্যার, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় রানীর বাজার সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তা ঠিক নয়। আমি যেটা বলেছি, সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্রই এক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটা কোন পয়েন্ট অব অর্ডারই হতে পারে না।

শ্রীদশরথ দেব— স্যার, মনে হচ্ছে, তিনি যে বক্তব্য আগে রেখেছেন, সেটাকে এ্যাক্সক্লুড করতে চাইছেন। বাট দিয়ার ইজ নো স্কোপ ফর হিম টু এ্যাক্সক্লুড ইট ফর দি প্রসিডিংস অব দি হাউস। স্যার, আমরা তো বলছি, দাবী করছি যে ভারতীয় সংবিধানে কাজের অধিকারকে লিপিবদ্ধ করা হউক এবং তার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় টাকা দেওয়া হউক। যেহেতু কেন্দ্র আমাদের দেয় না, সেহেতু আমরা কিছু করতে পারছি না। ফলে আমাদের এওর্ডিং টু নীড বাছাই করতে হচ্ছে, কারণ আমাদের তো অন্য উপায় নাই। সবাইকে চাকুরী দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই এ কথাটা নিশ্চয় আমাদের সবার মনে রাখার দরকার। তারপর শ্যামাচরণ বাবু যে কথা বলেছেন যে, সোস্যাল সিকিউরিটির বাজেট টা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হউক, কারণ এই খাতে যে টাকাটা ধরা হয়, সেটা নাকি বাম ফ্রন্টের ক্যাডার পোষণের জন্য বেশ ভাল কথা, বৃদ্ধরা যে পেনশান পান, তা পারেন না, দুঃস্থ সিডিউল্ড কাস্ট এবং ট্রাইবসের লোকেরা সরকার থেকে যে সাহায্য পান, সেটা পাবেন না, কারো দুরারোগ্য গ্রস্থ হয়েছে, বাইরে চিকিৎসার জন্য যাওয়া উচিত, সে কোন সরকারী সাহায্য পাবে

না। টাকা দেওয়া সব দিক থেকে বন্ধ করে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকুন, কোন কাজ করতে হবে না। কিন্তু আমি বলতে চাই, শ্যামাচরণ বাবুর এই অস্বাভাবিক প্রস্তাব আমরা কোন মতেই গ্রহণ করতে পারি না। স্যার, আর একজন বলেছেন এক স্কুলে দুইজন হেড-মাষ্টার আছে, শ্যামাচরণ বাবু বা অন্য কেউ, আমি মনে করতে পারছি না, যা হউক যে কোন এক জন বলেছেন। হ্যাঁ, আছে, এই আগরতলা শহরের কাছাকাছিই আছে। আমরা একজনকে ট্রেন্সফার করেছিলাম, তিনি কোর্টে গিয়ে এই ট্রেন্সফারের বিরুদ্ধে ইনজেংশান জারী করেছেন। কোর্ট বলে দিয়েছেন, এই হেড-মাষ্টার মহোদয়ের ট্রেন্সফার অর্ডার যেন এ্যাক্সিকিউট না করা হয়। কাজেই আমরা তো কোর্টের অর্ডারকে রদ করতে পারি না। কাজেই এই ধরনের একটা কেইস আছে যে এক স্কুলে দুইজন হেড-মাষ্টার আছেন, অন্য আর কোন কেইস আছে কিনা, আমি জানি না। তারপর ধীরেন্দ্র দেবনাথ বলেছেন যে, বামফ্রন্ট সরকারের মতো একটা অপদার্থ সরকার এখনও কেন আছে, তাদের রিজাইন করা উচিত। আমি বলি, ধীরেন বাবুর কথায় তো আর আমরা রিজাইন করব না, আমাদের রিজাইন করতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের কথায়। কাজেই এই সমস্ত অবান্তর কথা বলে কোন লাভ নাই। উনার কথায় যেমন আমরা রিজাইন করব না, তেমনি আমাদের কথায় রাজীব গান্ধীও রিজাইন করবে না। দেশের জনগণ চাইলে রাজীব গান্ধীকেও রিজাইন করতে হবে। তারপরে, উনি বলেছেন মন্ত্রীদের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, কোন মন্ত্রীর ছেলে-মেয়ের জন্য এত সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, তা তিনি অবশ্য কিছু বলেন নি। যদি বলেন যে শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়ের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা করার জন্য অনেক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, তা হলে আমি বলব, তিনি ভুল করেছেন। কারণ শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়ের ছেলে-মেয়েরা, তাঁর মন্ত্রী হওয়ার অনেক আগেই স্কুল ষ্টেজ, হায়ার সেকেণ্ডারী ষ্টেজ পার হয়ে গেছে, তাদের কেউ এখন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী নয়। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে স্কুলের মানটা নাকি নেমে গেছে, পড়াশুনা হচ্ছে না। ১৯৭৭ সালের শিক্ষার কি উন্নতি ছিল, আর ১৯৭৭ সালের পর শিক্ষার কি অবনতি হয়েছে, এই সব তিনি প্রায় ৫ মিনিটের মতো বেস্‌টলিং করেছেন। স্যার, ওনার এসব কথায় আমার একটা গল্পের কথা মনে পড়ে গেল, সেটা হল, দুটো ব্যাঙের নাকি শহর দেখার খুবই সখ হয়েছিল, কারণ শহরটা দেখতে নাকি খুবই সুন্দর, লাইট আছে, বড় বড় দালান কোঠা আছে, আরও কত কি। কাজেই দুই জনই শহরের দিকে চললো, আধা পথ আসার পর তারা সামনেই একটা সুন্দর কচু বন দেখতে পেল, আর অমনি একটা ব্যাঙ লাফ দিয়ে সে কচু বনের মধ্যে ঢুকে গেল, তার হয়তো মনে হল শহর

হয়তো অনেক দূর, তার চাইতে এটাই দেখে যাই। কাজেই সেই ব্যাণ্ড এর ধীরেন বাবু কিছু বলতে চাইছেন কিনা, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। বোধ করি, তিনি হয়তো ঐ কংগ্রেস আমলের সেই কচু বনটাই দেখতে পেয়েছেন। এখানে কেউ একজন সিপাহীজলার কথা বলেছেন, সেখানে স্কুল ঘরের একটা সমস্যা আছে, আর সেই সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। সিপাহীজলার সেই স্কুল বিল্ডিং করার জন্য আমরা এষ্টিমেট করেছি, আমাদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অর্ডারও হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু টাকার অভাবে সেই স্কুলটা আমরা করতে পারি নি। কাজেই আমাদের যে সব স্কুল বিল্ডিং করার প্রায়রিটি লিষ্ট আছে, তার মধ্যে সিপাহীজলাও আছে। আমাদের কাছে ১০/১২টা ট্রাইবেল বোর্ডিং হাউস করার প্রস্তাব আছে, এবং সেই হিসাবের মধ্যে সিপাহীজলার ট্রাইবেল বোর্ডিংটাও অন্তর্ভুক্ত আছে। কাজেই টাকার সংস্থান হলেই, আমরা এই সমস্ত কাজগুলিতে হাত দিতে পারব। এবং ছাত্ররা ধর্মঘট করছে, তারা যেন ধর্মঘট করা থেকে বিরত থাকে। হ্যাঁ ছাত্রদের গ্রীভেন্স থাকতে পারে, কিন্তু তারা যদি আলোচনার জন্য আসতে চায় তাহলে আমার দরজা তাদের জন্য সবসময় খোলা আছে। তাদের ব্যাপারে আমাদের আন্তরিকতার কোন অভাব হবে না। আর একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি—আমি অনেক সময় নিয়েছি, সেটা হল—আমাদের মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় বলেছেন যে, ট্রাইবেল এলাকার স্কুলগুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা কম। ট্রাইবেল এলাকার একটা স্কুল ৩ জন শিক্ষক আছেন, আর শহর এলাকার একটা স্কুলে ৩০ জন শিক্ষক আছেন। এই যে ম্যাল ডিষ্ট্রিবিউশান এটা কেন? এর অনেকগুলি কারণ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল উপজাতি যুব সমিতি তথা টি, এন, ভি,র বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতি। তাদের যে এন্টি বেংগলী মানসিকতা তার জন্যই এটা হচ্ছে। আর উরা যেভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতি আরম্ভ করছেন তার জন্য আজকে ট্রাইবেল মাষ্টাররাও থাকতে পারছে না। ট্রাইবেল মাষ্টারদেরও আজকে ট্যাক্স দিয়ে থাকতে হবে, তাদের ট্যাক্স দিয়ে জমি চাষ করতে হবে। তাদের ট্যাক্স দিয়ে জুম চাষ করতে হবে। এই রাজনীতির জন্য আজকে ট্রাইবেলরাই সবচেয়ে বেশী সাফার করছে। কাজেই আমি ত্রিপুরার সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে অনুরোধ রাখব, ত্রিপুরায় যাতে জাতি উপজাতির মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয় এবং উগ্রপন্থীরা যাতে সারেণ্ডার করতে পারে তার জন্য শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করুন, আসুন আমরা সবাই মিলে সেই চেষ্টা করি। তাহলেই ট্রাইবেল এলাকায় মাষ্টার পাওয়া যাবে। নইলে

শুধু মাষ্টার নাই মাষ্টার নাই বলে এখানে চীৎকার করলে কোন কাজ হবে না। আর এখানে মাননীয় সদস্য রসিক বাবু বলেছিলেন যে, কংগ্রেসের আমলে রাবার বাগান করা হয়েছিল আর সেইসব রাবার বাগান মুখ্যমন্ত্রী আর উপ মুখ্যমন্ত্রী সামনে দাঁড়িয়ে থেকে রাবার বাগান কেটেছিলেন। কিন্তু তিনি সেই ঘটনার কোন প্রমাণ দিতে পারেন নি। হ্যাঁ, রাবার বাগানের বিরুদ্ধে আন্দোলন কেন হয়েছিল? যখন রাবার বাগান করে ট্রাইবেলদের উচ্ছেদ করে তাদের উঠানে রাবার গাছ লাগানো হয়েছিল তখন তার বিরুদ্ধে ট্রাইবেলরা প্রতিবাদ জানিয়েছে— সেই সব দুর্গতদের পাশে মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী দাঁড়াবেনই। আর বামফ্রন্ট সরকার-এর রাবার বাগান ট্রাইবেলদের উচ্ছেদের জন্য নয়, বামফ্রন্টের রাবার বাগান ট্রাইবেলদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য—বামফ্রন্টের এ ফরেস্টেশান জংগল বাড়াবার জন্য। কিন্তু তার আগে এসেস করা হয় সেই এলাকায় কোন মানুষ বসবাস করে কি না। কোথাও কোন প্রজেক্ট করতে হলে ইরেসপেকটিভ অব ট্রাইবেল এণ্ড নন-ট্রাইবেল মানুষ উচ্ছেদ হয় কি না সেটা আগে দেখাতে হবে। কোথায় আছে সেই নীতি? কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রজেক্ট করেছেন ঐ হিমাচল প্রদেশে, ভাকরানাংগাল প্রজেক্ট করা হয়েছে— লাখ লাখ মানুষ উচ্ছেদ হয়েছিল। বলা হয় যে তাদের টাকা দেওয়া হয়। হ্যাঁ, টাকা দেওয়া হয়, কিন্তু সেই টাকা তারা কোথায় খরচ করবে। এখানে ডম্বুর প্রজেক্ট করা হয়েছিল। কয়েক হাজার মানুষ উচ্ছেদ হয়েছিল তাদের ৫ হাজার ১০ হাজার করে টাকা দেওয়া হয়েছিল সেই টাকা তাদের কোন কাজে লাগবে? তাই বামফ্রন্ট সরকার যখন কোন প্রজেক্ট গ্রহণ করেন তার প্রথমেই ব্যবস্থা নেওয়া হয় যারা যারা এর জন্য উচ্ছেদ হবে তাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা আগে করতে হবে এটা মাস্ট, সেটা করে তারপর আসল কাজ সুরু হবে। কাজেই মাননীয় সদস্য সুধীর বাবু যে ভাবে তামাশা করেন, ব্যাপারটা তা নয়। বামফ্রন্টের কাজ মানুষের উচ্ছেদের জন্য নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার দপ্তরের এবং অন্যান্য দপ্তরের যে সব দাবি পেশ করা হয়েছে সেই দাবীগুলি সমর্থন জানিয়ে এবং যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :- আজকের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক সনের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির ও ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির (কাটমোশান) উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি ভোটে

দিব। প্রথমে আমি ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি (কাটমোশান) ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটি একটি করে ভোটে দেব। ডিমাণ্ড নং ২০। ডিমাণ্ড নং ২০র উপর ২টা কাটমোশান আছে প্রথমে আমি কাটমোশানগুলি ভোটে দিচ্ছি।

Now the question before the House that Shri Jawhar Saha raised a cut Motion on Demand No 120-Major Head -277 "that the amount of the Demand be reduced to Re 1/- to repre sent disapproval of the policy viz, - Disapproval of Govt, Policy on Text Books of primary Schools",

(It was put to voice vote and lost,)

Now the question before the House that Shri Dhirendra Debnath raised a Cut Motion on Demand No, 20. Major Head-277 "that the amount of the demand be reduced by Rs.100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz, - Failure to control and eliminate wasteful expenditure in other Charges".

(It was put to voice vote and lost.)

Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 39,75,98,000% inclusive of the sum specified in column-3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1984), be qranted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 20 under the following Major Heads :—

265-Other Administration Services	Rs. 1,00,000/-
277—Education	Rs. 37, 44,92,000/-

299—Special & Backward Areas	Rs.	11,40,000/-
309—Food & Nutrition	Rs.	2, 19,56,000/-
Total :—	Rs	39, 75,98,000/-

(It was put to voice vote and passed.)

Demand No. 21— there is no cut motion on this Demand. Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 5, 90, 58, 000/- (inclusive of the sum specified in column-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 21 under the following Major Heads :—

277—Education	Rs.	2,90,50,000/-
278—Art & Culture	Rs.	37,74. 000/-
288—Social Security & Welfare	Rs.	2, 62,34, 000/-
Total :—	Rs.	5, 90, 58,000/-

(It was put to voice vote and passed.)

Demand No. 26— there is no cut motion on this Demand. Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 13, 88, 57, 000/- (inclusive of the sum specified in column-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be grantad to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 26 under the following Major Heads :—

276—Secretariate Social and Community Services	Rs.	4, 23, 000/-
288—Social Security & Welfare	Rs.	11, 17, 52, 000/-
309—Food & Nutrition	Rs.	1, 40, 82, 000/-
363—Compensation and Assignments to Local Bodies and Panchayat Raj Institutions	Rs.	1, 26, 00,000/-
Total :—	Rs.	13, 88, 57, 000/-

(It was pnt voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Demand No 43, There is one cut motion moved by Shri Sudhir Ranjan Majumder on the Demand No. 43, major Head-287 "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz – Failure to control and eliminate wastcful expenditure in other charges"

(Then the cut motion was put to voice vote and lost)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 54,34,000/-(inclusive of the sum specified in column-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 43 under the following Major Heads :—

283—Housing	Rs.	2,00,000/-
287—Labour and Employment	Rs.	49,34,000/-
683—Loans for Housing	Rs.	3,00,000/-
Total :—	Rs.	54,34,000/-

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Demand No. 12. There is no cut motion on the demand. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 87,32,000/- (inclusive of the sum specified in column-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 12 under the following major Heads :—

241—Taxes on Vehicles	Rs.	5,32,000/-
338—Road and Water Transport Service	Rs.	1,00,000/-
344—Other Transport and Communication	Rs.	2,00,000/-
538—Capital Outlay on Roads and Transport Services	Rs	79,00,000/-
Total:—	Rs.	87,32,000/-

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr Speaker :—Demand No. 14 There is one cut motion moved by Shri Ratimohan Jamatia, demand No. 14, major Head—337 "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that need to construct roads from Taidu to Batapara, Ompi to Dhanlekha, in Amarpur Sub-division and Pitra Bazar to Dwan Bazar and Udaipur to Nagrai under Udaipur Sub-division."

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Sperker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 27, 47, 31 000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 3, 51, 000/- (inclusive of the sum specified

in column-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 14 under the following Major Heads :—

259—Public Works	Rs.	23,20,49,000/-
277—Education	Rs.	8,17,000/-
278—Art and Culture	Rs.	1,99,000/-
280—Medical	Rs.	5,18,000/-
283—Housing (Govt. Residential Building	Rs.	75,80,000/-
288 –Social Security an Welfare	Rs.	1,000/-
310—Animal Husbandry	Rs.	1,94,000/-
321—Village and Small Industries	Rs.	73,000/-
337—Roads and Bridges	Rs.	3,33,00,000/-
al :—	Rs	27,47,31,000/-

(Then the demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :—Demand No. 15. There is one cut motion moved by Shri Ratimohan Jamatia, demand No. 15, major Head—477 "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that need to construct the school houses of the following Secondary schools :- a). Shilghati High School, b) Noabari High School, c) Jalama High School."

(Then the cut motion was put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 3,48,80,000/-(inclusive of the sum speci-

fied in column-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 15 under the following major Heads :--

459—Capital outlay on Public works	Rs. 96, 50, 000/-
477—Capital outlay on Education	Rs. 1, 59, 30, 000/-
480—Capital outlay on Medical	Rs. 49, 00, 000/-
481—Capital outlay on Family Welfare	Rs. 4, 00, 000/-
488—Capital outlay an Social Security and Welfare	Rs. 3, 80, 000/-
499—Capital outlay on Special and Backward Areass	Rs. 8, 50, 000/-
510—Capital outlay on Animal husbandry	Rs. 15. 00, 000/-
511—Capital outlay on Dairy Development	Rs. 2, 00, 000/-
521—Capital outlay on Village and Small Industries	Rs. 11, 50, 000/-
Total :—	Rs. 3, 48, 80, 000/-

(Then the demand was put voice vote and passed)

Mr. Sperker :—The demand No. 16. There is on cut motion. Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs 20,85,96, 000/- (inclusive of the sum specified in column-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1985) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1986 in respect of Demand No. 16 under the following major Heads :—

483—Capital outlay on Housing	Rs 3, 56, 11, 000/-
499—Capital outlay on Special and Backward Areas	Rs. 5, 20, 00, 000/-
537—Capital outlay on Roads and Bridges	Rs. 11, 19, 85, 000/-
683—Loans for Housing	Rs. 90, 00, 000/-
Total :—	Rs 20, 85, 96, 000/-

(Then the Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :—Demand No. 17. There is one cut motion moved by Shri Dhirendra Deb Nath, demand No 17, major head-334" that the amount of the demand be reduced by Rs, 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz failure to control and eliminate wasteful expenditure in office expenses "

Then the cut motion was put to voice vote and lost

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs 19, 26, 09, 000/- (inclusive of the sum specified in column-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1985 in respect of Demand No. 17 uuder the following major heads :—

245-Other Taxes and Duties on Commodities and Services	Rs. 4,09, 000/-
334-Power Project	Rs. 5, 32, 00, 000/-
534-Capital Outlay on Power Projects	Rs. 13, 90, 00, 000/-
Total :—	Rs. 19, 26, 09, 000/-

(Then the demand was put to voice vote and passed,)

Mr. Speaker :- There are two cut Motions, The Cut Motion of Shri Dhirendra Deb Nath on Demand No. 18 Major Head—306 "that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz — Failure to control and eliminate wasteful expenditure in othe charges."

(It was then put and lost by voice vote .)

Mr. Speaker :- The Cut Motion of Shri Dhirendra Deb Nath on Demand No. 18, Major Head 282 "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz - Failure to control and eliminate wasteful expenditure in other charges".

(It was then put and lost by voice vote.)

Mr. Speaker :— Now the question before the house that a sum not exceeding Rs. 4,02,99,000/-(inclusive of the sum specified in column-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No 18, under the following Major Head - -

282—Public Health, Sanitation and Water Supply.	Rs. 1,06,56,000
289—Relief on Account of Natural Calamities	Rs. 69,00,000/-
306—Minor Irrigation	Rs. 1,71,14,000/-

333—Irrigation, Navigation Drainage and Flood Control Project.	Rs.	59,29,000/-
Total :—	Rs.	4,02,99,000/-

(The Demand was put and passed by voice vote.)

Mr Speaker :—There are five Cut Motions, The Cut Motion of Shri Budha Deb Barma on Demand No. 19, Major Head 5.6 "that the amount of the demand be reduced by Rs 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz —Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Tube-wells"

(It was then put and lost by voice vote).

Mr. Speaker :—The Cut Motion of Shri Jawhar Saha, on Demand No. 19, Major Head—506 "that the amount of the demand be reduced by Rs 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz - Failure to control and eliminate wastefule expenditure on Lift Irrigation Schemes".

(It was then put and lost by voice vote).

Mr. Speaker :—The Cut Motion of Shri Dhirendra Deb Nath on Demand No 19. Major Head—533 "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—Failure to control and eliminate wastéful expenditure in other charges".

(It was then put and lost by voice vote)-

Mr. Speaker : -The Cut Motion of Shri Dhirendra Deb Nrth

on Demand No. 19, Major Head—482 "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—Failure to control and eliminate wasteful in other charges".

(It was then put and lost by voice vote).

Mr Speaker :—The Cut Motion of Shri Jawhar Saha on Demand No. 19. Major Head—533 "that the amount of the demand be reduced by Re. 1/- to represent disapproval of the policy viz.—Disapproval of Govt. policy on works (Survey and investigation)."

(It was then put and lost by voice vote.)

Mr. Sperker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 16,45,85,000/- (inclusive of the sum specified in column-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 19 under the following Major Head :—

402—Capital Outlay on Public Health. Sanitation and Water Supply	Rs. 7,70 05,000/-
506—Capital Outlay on Minor Irrigation	Rs. 3,00,00,000/-
533—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control Project.	Rs. 5,75,00,000/-
Total :—Rs	16,45,85,000/-

(The Demand was put and passed by voice vote).

Mr. Speaker :—The Cut Motion of Shri Shyama Charan Tripura on Demand No. 41, Major Head—284 "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz —Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Assistance to Municipalities".

(It was then put and lost by voice vote).

Mr Speaker :—Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 3,07,62,000/- (inclusive of the sum specified in column-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 41 under the following Major Head :—

259—Public Works	Rs. 76,000/-
284—Urban Development	Rs. 1,99,36,000/-
482—Capital Outlay on Public Health, Sanitation and Water Supply	Rs. 1,07,50,000/-
Total :—	Rs. 3,07,62,000/-

(The Demand was put and passed by voice vote.)

মিঃ স্পীকার :—এই সভা আগামী ৩১শে মে, শুক্রবার, ১৯৮৫ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 4

Name of Member :—Shri Subodh ch Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Depart-ment be pleased to state—

১। ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন ব্লকে কতটি "মিনিব্যারেজ" নির্মিত হয়েছে; এবং

২। উক্ত ব্যারেজগুলির মধ্যে পানিসাগর ব্লক ও কাঞ্চনপুর ব্লকের কোন গাঁও সভায় কতটি নির্মিত হয়েছে ?

ANSWER

১। ১৯৮৪-৮৫ইং সনে ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্লকে নির্মিত মিনি ব্যারেজের সংখ্যা এইরূপ :—

	ব্লকের নাম	সংখ্যা
(১)	কাঞ্চনপুর	৫
(২)	পানিসাগর	৪৭
(৩)	কুমারঘাট	৪৯
(৪)	ছামনু	১৬২
(৫)	সালেমা	৬১
(৬)	খোয়াই	১১
(৭)	তেলিয়ামুড়া	৬৯
(৮)	মোহনপুর	৩৫
(৯)	জিরানীয়া	২২
(১০)	বিশালগড়	১০
(১১)	টাকারজলা	১১
(১২)	মেলাঘর	৪১
(১৩)	মাতাবাড়ী	৭৪
(১৪)	বগাফা	৫১

(১৫)	রাজনগর	২৭
(১৬)	সাতচান্দ	৪০
(১৭)	অমরপুর	২৬
(১৮)	ডম্বুরনগর	২৩
	মোট :—	৭৫০

৩। পানিসাগর ও কাঞ্চনপুর ব্লকে নির্মিত মিনি ব্যাংকের গাঁওসভা ভিত্তিক সংখ্যা এরূপ :—

ব্লকের নাম	গাঁওসভার নাম	মিনিব্যারেজের সংখ্যা
পানিসাগর	হাফলং	৫
	বালিছড়া— —	৪
	গঙ্গানগর— —	৬
	শনিছড়া— —	২
	জলেবাসা— —	৫
	দক্ষিণ ও উত্তর পদ্মবিল—	৬
	রানীবাড়ী— —	২
	পানিসাগর— —	৬
	জৈথাং — —	৫
	রাজনগর — —	৪
	তিলথৈ — —	৩
	মোট :—	৪৭
কাঞ্চনপুর	পিপলাছড়া — —	১
	ভাংমুন — —	১
	ছাবুয়াল — —	২
	পশ্চিম মুনপুই —	১
	মোট :—	৫

Admitted Starred Question No. 12

Name of M. L. A. :—Sri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Transport Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর হতে কাঞ্চনপুর ভায়া জলাবাসা ও জয়শ্রীবাজার সরকারী অথবা বে-সরকারী উদ্যোগে বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কবে পর্যন্ত চালু হবে আর না থাকিলে কারণ কি ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহনমন্ত্রী,

১। আপাততঃ নাই। ধর্মনগর হইতে কাঞ্চনপুর ভায়া জলাবাসা ও জয়শ্রীবাজার রাস্তা বাস চলাচলের উপযোগী নহে। রাস্তার আরও উন্নতি করা হইলে পর বিষয়টি বিবেচনা করা হইবে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Name of the Member : Sri Jawhar Saha. M. L. A.

Admitted Star Question No. 43

Will the hon'ble Minister In-Charge of the Information, Cultural affairs & Tourism Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। বাকো টি, ভি কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনাটি বর্তমানে কি পর্যায়ে আছে এবং এই কেন্দ্রটি স্থাপনে এত বিলম্বের কারণ কি, রাজ্য সরকার তা অবগত আছেন কি না,

২। ঐ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কোন স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা, সরকার তা ও অবগত আছেন কিনা ?

উত্তর

১। ঐ পরিকল্পনাটি রাজ্য সংস্কার এর প্রক্রিয়ার ভুক্ত না হওয়ায় রাজ্য সরকারের

কাছে এ বিষয়ে কোন তথ্য নেই।

প্রশ্ন উঠে না।

২। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 56

Name of the Member :—Shrimati Gita Choudhury, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ সালের ৩১শে জানুয়ারীতে ত্রিপুরায় লাইসেন্স প্রাপ্ত সিনেমা হলের সংখ্যা কত ছিল ;

২। ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ২৬-৩-৮৫ইং পর্য্যন্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত ঐ সিনেমা হলের সংখ্যা কত ;

৩। সিনেমা হল বাবং সরকারের বাৎসরিক রাজস্ব কত ; এবং

৪। উক্ত সিনেমা হল মালিকদের কত পার্সেন্ট প্রমোদ কর রাজ্য সরকারকে দিতে হয় ?

উত্তর

১। মোট সংখ্যা ১৪

২। মোট সংখ্যা ৩৯

৩। ১৯৮৪-৮৫ সালে মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমান টাকা ১৯,১৫,৪৯২,৬৬ পঃ (উনিশ লক্ষ পনের হাজার চারশত বিরানব্বই টাকা ছেশট্টী পয়সা)

৪। নিম্নলিখিত হারে প্রমোদকর আদায় করা হয় :

ট্যাক্স ব্যতীত প্রবেশ মূল্য—

ক) ০.২০ পয়সা হইতে ০.৫০ পয়সা পর্য্যন্ত শতকরা ২৫ ভাগ (৫ পয়সা গুণিতকে)

খ) ০.৫০ পয়সা উর্দ্ধে ১.০০ টাকা পর্যন্ত শতকরা ৫০ ভাগ (৫ পয়সা গুণিতকে)।

গ) ১.০০ টাকার উর্দ্ধে ১.২৫ পয়সা পর্য্যন্ত শতকরা ১০০ ভাগ (৫ পয়সা গুণিতকে)।

২.২৫ পয়সার উর্দ্ধে শতকরা ১২৫ ভাগ (৫ পয়সা গুণিতকে)।

Admitted Starred Question No. 106

Name of Member -- Shri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister in charge of the Fisheries Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীনে মৎস্য সমবায় সমিতিগুলি ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বৎসরে কতটাকার মাছ বিক্রয় করিয়াছে;

২। ডেবুর জলাশয় ও রুদ্রসাগর সমবায় সমিতিতে উপরোক্ত সময়ে মোট কত টাকার মাছ বিক্রয় হইয়াছে।

৩। ১৯৮৪-৮৫ সালে রুদ্রসাগর ও ডুম্বুর মৎসজীবি সমবায় সমিতিকে রাজ্য সরকার কত টাকা ঋণ দিয়াছেন; এবং

৪। উক্ত ঋণ কি কি বাবদে খরচ করা হইয়াছে ?

ANSWER

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 126.

Name of M.L.A. : -Sri Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department pleased to state—

প্রশ্ন

১। টি, আর, টি, সি, বাসগুলি প্রতিদিন ত্রিপুরায় বিভিন্ন রাস্তায় চলাচলের সময় নিয়মের অতিরিক্ত যাত্রী ও মালপত্র বহন (Ovarload) করে যে ভাড়া আদায় করা হয় তাহা টি, আর, টি, সি, অফিসে তহবিলে জমা হয় কি না।

২। যদি জমা হয়ে থাকে তাহলে বৎসরে এই আয়ের পরিমাণ কত?

৩। টি, আর, টি, সি, বাসগুলি চলার সময় যে কোন কারণে রাস্তায় বিকল হয়ে পড়লে যাত্রীদের ভাড়া ফেরত দেওয়ার নিয়ম আছে কি?

৪। যদি থাকে তাহলে এই নিয়ম নীতিগুলি কি কি

৫। যদি না থাকে তাহলে তাহার কারণ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী : - পরিবহন মন্ত্রী

১। অতিরিক্ত যাত্রী বা মাল বহনের জন্য রাস্তায় প্রযোজনীয় রসিদের মাধ্যমে যে অর্থ Conductor/Enforcement staff দ্বারা আদায় হয় তার সবটাই Corporation-এর কোষাগার দৈনিক আয়ের সঙ্গে জমা হয়, তবে রসিদ ব্যতিত অতিরিক্ত যাত্রী বা মাল বহনের জন্য Roadside Collection সবটাই যে Corporation'র কোষাগারে জমা পড়ে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।
এই অতিরিক্ত আদায়কৃত অর্থের কোনরূপ আলাদা হিসাব রাখা হয় না, তাহা Corporation'র দৈনিক আয়ের সঙ্গে কোষাগারে জমা হয়।

২। অতিরিক্ত যাত্রী বহনের দরুণ যে অর্থ সংগৃহিত হয়, তাহা কর্পোরেশনের কোষাগারে দৈনিক আয়ের সঙ্গে জমা হয়। সেই জন্য কোন আলাদা হিসাব রাখা হয় না।

৩। হাঁা, গাড়ী রাস্তায় বিকল হইলে সাধারণতঃ বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া যাত্রী সাধারণকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করার অসুবিধা হইলে কখনও কখনও যাত্রী ভাড়া ফেরত দেওয়া হয়।

৪। } প্রশ্ন উঠে না, যেহেতু এই বিষয়ের উত্তর
৫। } ৩নং প্রশ্নে দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 144

Name of M.L.A :—Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister in charge of the Transport Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর শহরে টাউনবাস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। থাকিলে কবে নাগাদ উহা কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :—পরিবহনমন্ত্রী,

১। ধর্মনগর শহরে টাউনবাস চালু করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ সরকারের নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 160

Name M.L.A : - Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department pleased to state—

প্রশ্ন

১। অম্পি হইতে অমরপুর রাস্তায় টি, আর, টি, সি বাস সার্ভিস বন্ধ হওয়ার কারণ কি; এবং

২। উক্ত রাস্তায় পুনরায় টি, আর, টি, সি বাস সার্ভিস চালু করার কোন ব্যবস্থা সরকার নিবেন কি?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :—পরিবহন মন্ত্রী

১। বিগত ১৯৮১ইং সনের পূর্বে এই রাস্তায় TRTC-এর বাস অল্প সময়ের জন্য চালু ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রাস্তা/ব্রীজ খারাপ হেতু এবং অন্যান্য কারণ থাকায় বিশেষতঃ TRTC বাসের স্বল্পতার জন্য TRTC বাস চালু করা যায় নাই। তবে ভবিষ্যতে TRTC বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে এবং রাস্তার উন্নত হইলে TRTC বাস অম্পি—অমরপুর রাস্তায় চালু হইবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২। উক্ত রাস্তায় উপযুক্ত সময়ে TRTC বাস সার্ভিস চালু করার কথা বিবেচনা করা হইবে।

Admitted Starred Question No. 178

Name of M. L. A. :—Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। অমরপুরে টি, আর, টি, সি বাস ষ্ট্যাণ্ড তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। থাকিলে উক্ত বাস স্ট্যাণ্ড তৈরীর জন্য সরকার কোন ভূমি অধিগ্রহণ করেছেন কি না ?

৩। করে থাকলে কবে এবং কোথায় তাহা করা হয়েছে এবং

৪। কবে থেকে উক্ত বাস ষ্ট্যাণ্ডের কাজ আরম্ভ করা হবে, বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহন মন্ত্রী

১। হ্যাঁ, অমরপুরে বাস ষ্ট্যাণ্ড তৈরী করার পরিকল্পনা আছে।

২। বাস ষ্টাণ্ড করিবার জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে।

৩। ১৯৭৯ইং সনে অমরপুর proper এ TRTC বাস ষ্টাণ্ড করার জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে।

৪। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বাস ষ্টাণ্ড তৈরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। এখনই নির্দিষ্ট সময় দেওয়া সম্ভব নহে।

Admitted Starred Question No 196

Name of the Member :—Shri Syed Basit Ali,

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Deparment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মুসলমানদের পরিত্যক্ত মসজিদ মাদ্রাসা ওয়াকফ সম্পত্তির পরিমাণ কত ?

২। এইগুলি সংরক্ষণের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

৩। থাকিলে পরিকল্পনাগুলি কি কি ?

উত্তর

১। এ পর্য্যন্ত সদর ছাড়া ৯টি মহকুমায় ওয়াকফ সম্পত্তির জরীপ কার্য্য করা হয়েছে এবং মসজিদ মাদ্রাসাসহ মোট ২৫৯.১৮৫ একর ওয়াকফ সম্পত্তি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। পরিত্যক্তের আলাদা হিসাব রাখা হয় না।

২। ওয়াকফ সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য ওয়াকফ আইন চালু আছে।

৩। উক্ত আইন অনুযায়ী ওয়াকফ বোর্ড গঠন করা হইয়াছে। এই বোর্ড আইন অনুযায়ী ওয়াকফ সম্পত্তি সংরক্ষণ করে থাকেন।

ANNEXURE—"B"

Admitted Un-Starred Question No. 2

Name of M L.A. :—Shri Subodh Chandra Das,

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর শহর নোটিফায়েড এরিয়ার উন্নয়নে সরকার ১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক বছরে কি কি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন ; এবং

২। উক্ত সময়ে ত্রিপুরার অন্যান্য নোটিফায়েড এরিয়াগুলির উন্নয়নে কি কি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে ধর্মনগর নোটিফায়েড এরিয়ার উন্নয়নে নোটিফায়েড এরিয়া কর্ত্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন :

১] শহরের রাস্তাঘাট এবং নর্দমা নির্ম্মাণ ও সংস্কার।

২] সুপার মার্কেট নির্মাণ।

৩] বাজারের শেড নির্মাণ—৮টি।

৪] চর্মকারদের জন্য শেড নির্মাণ—৫টি।

৫] তন্তুবায়দের জন্য তাঁত ঘর নির্মাণ।

৬] শহরের খাটা পায়খানাকে সেনিটারী পায়খানায় রূপান্তর

৭] নূতন বাজার নির্মাণ।

৮] শিশু উদ্যানের চতুর্দিকে বাউণ্ডারী ওয়াল নির্মাণ।

৯] তপশিলী জাতি এবং অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভূমিহীন লোকের জন্য হাউসিং কলোনী নির্মাণ।

২। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে বিভিন্ন নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি (ধর্মনগর ব্যতীত) কি কি উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন তাহা আলাদা আলাদাভাবে নিম্নে দেওয়া হইল : —

আর্থিক বছর ১৯৮৫-৮৬ (১)	নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির নাম (২)	প্রকল্পের নাম (৩)
১। ১৯৮৫-৮৬	সাব্রুম	১। ভাড়ার জনা ষ্টল নির্মাণ -- ২টি।
		২। বেকার ব্যক্তিগণের ব্যবসায়ের জন্য ষ্টল নির্মাণ -- ৩টি
		৩। শহরে রাস্তা নির্মাণ —
		৪। শহরের রাস্তার পার্শ্বে নর্দমা নির্মাণ
		৫। পানীয় জল সরবরাহের জন্য পাকা কুয়া এবং নলকূপ বসান
		৬। অনুন্নত সম্প্রদায়ের জনসাধারণের জন্য জলাশয় নির্মাণ ১টি
		৭। তপশীলি জাতি/উপজাতি ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস এবং রান্নাঘর নির্মাণ।
২। ১৯৮৫-৮৬	কমলপুর	১। শহরের রাস্তাঘাট এবং নর্দমা নির্মাণ
		২। পানীয় জল সরবরাহের জন্য নলকূপ বসান।
		৩। হকারদের জন্য ষ্টল নির্মাণ
		৪ রাস্তা বৈদ্যুতিকরণ
		৫। টাউন হলের চারিদিকে বেড়া নির্মাণ
		৬। সরকারী বিদ্যালয়ে খেলার মাঠে নির্মাণ।
৩। ৮৫ ৮৬	কৈলাশহর	১। শহরের রাস্তা এবং নর্দমা নির্মাণ ও সংস্কার
		২। শহরের রাস্তা বৈদ্যুতিকরণ
		৩। শৌচাগার নির্মাণ
		৪। পানীয় জল সরবরাহের জন্য নলকূপ বসান।
		৫। টাউন হল এবং মুক্ত প্রাঙ্গন মঞ্চ নির্মাণ
		৬। চর্মকার, ধোবি, ক্ষৌরকার এবং বিকলাঙ্গদের জন্য শেড নির্মাণ
		৭। বেকার যুবকদের জন্য ষ্টল নির্মাণ

(১)	(২)	(৩)
		৮। বাজার সংস্কার
		৯। যাত্রী নিবাস এবং রিক্সা ষ্টাণ্ড নির্মাণ
		১০। পানীয় জল সরবরাহের জন্য গভীর নলকূপ বসান (২টি)
		১১। জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞান সম্মত শৌচাগার নির্মাণ (৪টি)
		১২। বিশ্রামাগার নির্মাণ (১টি)
৪। ৮৫-৮৬	উদয়পুর	১। শহরের কেন্দ্রস্থলে সুপার মার্কেট নির্মাণ
		২। শহরের রাস্তা এবং নর্দমা নির্মাণ
		৩। পাকা স্নানের ঘাট নির্মাণ (২টি)
		৪। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য চক বাজারে শেড নির্মাণ (২৪টি)
		৫। শিশু উদ্যান নির্মাণ
		৬। রাস্তা বৈদ্যুতিকরণ
		৭। বাস টার্মিনেল ষ্টেশন উন্নয়ন
		৮। বেকারদের জন্য শপিং কমপ্লেক্স তৈরী।
		৯। নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির অফিস ঘর নির্মাণ।
৫। ৮৫-৮৬	খোয়াই	১। শহরের রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার (রাস্তা এবং নর্দমা)
		২। টাক্সি ষ্টাণ্ড নির্মাণ।
		৩। সুভাষ পার্ক বাজারের জন্য ভূমি ক্রয়।
		৪। জ্বালানী কাঠ ও ছন বাঁশ বিক্রেতাদের জন্য শেড নির্মাণ (২টি)।
		৫। সেতু নির্মাণ (২টি)।
		৬। ডাষ্টবিন নির্মাণ (১০টি)
		৭। সুইমিং পুল নির্মাণ (১টি)
		৮। পানীয় জল সরবরাহের জন্য নলকূপ ক্রয়।
		৯। রাস্তা বৈদ্যুতিকরণ।

(১)	(২)	(৩)
৬।	৮৫-৮৬ অমরপুর	১। বেকার যুবকদের জন্য শেড নির্মাণ (১৫টি)
		২। শহরের নর্দমা নির্মাণ।
		৩। রাস্তা বৈদ্যুতিকরণ।
		৪। নোটিফায়েড এরিয়ার অফিস ভবন এবং ষ্টোর নির্মাণের জন্য জমি উন্নয়ন।
		৫। পানীয় জল সরবরাহের জন্য পাকা কূপ এবং নলকূপ নির্মাণ।
		৬। কৃষককে ভাড়া দেওয়ার নিমিত্ত হেতু পাম্প ক্রয় (৫টি)।
		৭। টাউন হলের চারপাশে বেড়া নির্মাণ ইত্যাদি
৭।	৮৫-৮৬ সোনামুড়া	১। পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত।
		২। নর্দমা নির্মাণ।
		৩। বেকার যুবকদের জন্য শেড নির্মাণ।
		৪। বিক্রী ষ্টল নির্মাণ।
		৫। Duckary Scheme এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।
		৬। রাস্তা এবং মুক্তাঙ্গন মঞ্চের বৈদ্যুতিকরণ।
		৭। রাস্তাঘাট পুল ও কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত।
		৮। খাদি (NMC) Camplex এবং wall ও gate নির্মাণ।
৮।	৮৫-৮৬ বিলোনীয়া	১। শহরের রাস্তাঘাট সংস্কার।
		২। নর্দমা নির্মাণ।
		৩। বৈদ্যুতিকরণ।
		৪। নোটিফায়েড এলাকায় নলকূপ খনন।
		৫। বনকরঘাট Fishery stall নির্মাণ।
		৬। নোটিফায়েড এলাকায় sanitary latrine এবং প্রস্রাবাগার নির্মাণ।

(১)	(২)	(৩)
		৭। ষ্ট্যাডিয়াম নির্মাণ।
		৮। বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি অফিস নির্মাণ।
		৯। বাজার উন্নয়ন।
		১০। শহর অন্তর্গত কাঁচা পায়খানাকে sanitary পায়খানায় রূপান্তর প্রভৃতি।

Admitted Un-Starred Question No. 4.

Name of the Member :—Sri Subodh Ch. Das M L.A.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন্ ব্লকে কতটি গৃহহীন পরিবারকে বাস্তভিটা বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে, এবং

২। ১৯৮৫ সালের ৩০শে মার্চ পর্যান্ত কোন ব্লকে কত বাস্তভিটাহীন পরিবার রয়েছে ?

উত্তর

১। ব্লক ভিত্তিক হিসাব রাখা হয় না। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ

মহকুমার নাম	বাস্তভিটি বন্দোবস্ত প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা	
সদর	১১৮৬	পরিবার
খোয়াই	৬৭০	,,
সোনামুড়া	১১১	,,
কৈলাশহর	১৯৮০	,,
কমলপুর	৭৮৪	,,

ধর্মনগর	২৯০	„
উদয়পুর	৩৮২	„
অমরপুর	২০৯	„
বিলোনীয়া	৭৯০	„
সাব্রুম	৫১	„

২। ব্লক ভিত্তিক হিসাব রাখা হয় না। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ

মহকুমার নাম	পরিবারের সংখ্যা	
সদর	৫, ৮৮৮	পরিবার
খোয়াই	৬, ৯১৭	„
সোনামুড়া	৩, ১২৫	„
কৈলাশহর	২১৯	„
কমলপুর	২, ৬৫২	„
ধর্মনগর	২, ৩৮৪	„
উদয়পুর	৬, ২৮১	„
অমরপুর	৬, ৭৪৮	„
বিলোনীয়া	২, ৫২৯	„
সাব্রুম	১, ৪৮৭	„

Admitted un Starred Question No. 7

Name of M L.A. :—Shri Subodh Chandra Das,

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Fisheries Depart-ment be pleased to state.

১। সারা ত্রিপুরায় মোট কয়টি মৎসচাষী সমবায় সমিতি আছে;

২। তার মধ্যে কোনটিকে কতটাকা শেয়ার কেপিটেল দেওয়া হয়েছে; এবং

৩। কোন মৎস্যচাষী সমবায় সমিতিতে কত জন সদস্য রয়েছেন ?

ANSWER

১। ১১৮টি।

২। } মৎস্যচাষী সমবায় সমিতিগুলির সদস্য সংখ্যা
৩। } এবং শেয়ার ক্যাপিটেল হিসাবে দেওয়া টাকার পরিমান নিম্নরূপ :—

সমবায় সমিতির নাম (১)	সদস্য সংখ্যা (২)	শেয়ার ক্যাপিটালের টাকার পরিমাণ (৩)
১] বিশালগড় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	১৩৪	৭,৫০০·০০
২] পঞ্চবটি " " "	৭৯	১১,০০০·০০
৩] আগরতলা " " "	১০০	৩৮,৭১০·০০
৪] পশ্চিম নারায়ণপুর " " "	১২৯	—
৫] রানীর বাজার " " "	৮৫	১৩,০০০·০০
৬] আগরতলা মৎস্যবিক্রয় " "	১০৩	—
৭] কুমারীটিলা মৎস্যজীবি " "	৬৮	২০,০০০·০০
৮] পূর্ব বড়জলা " " "	৩১	২০,০০০·০০
৯] চম্পক নগর " " "	২৩	১৭,০০০·০০
১০] কামালঘাট " " "	১৪	৫,০০০·০০
১১] গান্ধীগ্রাম " " "	১৫২	১৭,০০০·০০
১২] ছেচুরিয়া " " "	২১	৫,০০০·০০
১৩] সদর পূর্বাঞ্চল " " "	৪৩	২১,০০০·০০
১৪] রতননগর " " "	২৪	১২,০০০·০০
১৫] বিশালগড় নিউ মার্কেট " " "	৩৫	১৭,০০০·০০
১৬] বিক্রম নগর " " "	১৭	৫,০০০·০০
১৭] জন কল্যাণ " " "	৪১	৫,০০০·০০
১৮] পাণ্ডব পুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	২৪	৫,০০০·০০

	(১)	(২)	(৩)
১৯]	কমলাসাগর „ „ „	২২	৭,০০০'০০
২০]	ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড	৫০	৩,০০,০০০'০০
২১]	যোগেন্দ্রনগর ফিসারী কোঃ অঃ সোঃ লিঃ	৫৬	১৫,০০০'০০
২২]	চরিলাম „ „ „	৩০	৫,০০০'০০
২৩]	তারানগর „ „ „	২২	৮,০০০'০০
২৪]	তুলাবাগান „ „ „	১০	১৫,০০০'০০
২৫]	শান্তিনগর „ „ „	৫০	১০,০০০'০০
২৬]	সুকান্ত „ „ „	৩২	১৫,০০০'০০
২৭]	ঈশানপুর „ „ „	১৫	১২,০০০'০০
২৮]	লংকামুড়া কলোনী „ „ „	৬২	১৭,০০০'০০
২৯]	কলকলিয়া „ „ „	১৫	৭,০০০'০০
৩০]	কালাছড়া „ „ „	২৫	২,০০০'০০
৩১]	সূর্যমনিনগর „ „ „	৬১	—
৩২]	কাঞ্চন মালা „ „ „	৪২	—
৩৩]	বিবেকানন্দ „ „ „	১৫	৫,০০০'০০
৩৪]	কালাছেপা গাঁওসভা „ „ „	২৩	১০,০০০'০০
৩৫]	দরিদ্রকল্যাণ „ „ „	১৫	৫,০০০'০০
৩৬]	দক্ষিণ বাধারঘাট „ „ „	১৫	—
৩৭]	জম্পুইজলা কলোনী „ „ „	৬০	—
৩৮]	কালিকাপুর „ „ „	১৫	—
৩৯]	বামুটিয়া „ „ „	জানা নাই	—
৪০]	মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিমিঃ, কলেজটিলা।	১৪০	—

(১)	(২)	(৩)
খোয়াই মহকুমা		
৪১] খোয়াই মৎসজীবি সমবায় সমিতি	১১২	৪,০০০.০০
৪২] তেলিয়ামুড়া ,, ,, ,,	১০৬	১৯,৭৫০,০০
৪৩] সর্বমঙ্গল ,, ,, ,,	৫৫	১৫,০০০,০০
৪৪] চেবরী ,, ,, ,,	৬৭	১৫,০০০,০০
সোনামুড়া মহকুমা		
৪৫] রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু সমবায় সমিতি	১০০১	৫,০০০,০০
৪৬] সোনামুড়া ,, ,, ,,	১২০	২৪,০০০,০০
৪৭] মেলাঘর ,, ,, ,,	৫৫	২৩,০০০,০০
৪৮] জাগ্রত ,, ,, ,,	৭১	—
৪৯] গ্রামীন ,, ,, ,,	৭৪	১০,০০০,০০
উদয়পুর মহকুমা		
৫০] উদয়পুর সমাজকল্যাণ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি ,, ,, ,,	১৩৮	৫৭,৬৫০,০০
৫১] উদয়পুর ,, ,, ,,	১৫১	১০,০০০,০০
৫২] জাতীয় ,, ,, ,,	১৭০	১০,০০০,০০
৫৩] ছরীজলা ,, ,, ,,	৫২	২৪,৭২০.০০
৫৪] উত্তর মহারানী ,, ,, ,,	৪৫	৩৫,৫০১,০০
৫৫] মুড়াপাড়া ,, ,, ,,	১৫	১০,০০০,০০
৫৬] ইচাছড়া ,, ,, ,,	১১৬	১৪,৭৫০,০০
৫৭] ত্রিপুরাসুন্দরী ,, ,, ,,	৭০	১২,৬০০,০০
৫৮] পালাটানা ,, ,, ,,	১৫	—
৫৯] জামজুরী ,, ,, ,,	৩৬	—
৬০] বাগমা সমাজ কল্যাণ ,, ,,	৫৮	২০,০০০,০০
৬১] খিলপাড়া ,, ,, ,,	১৫	৯,০০০,০০

(১)				(২)	(৩)
৬২] রানী রাসমনি	,,	,,	,,	১৫	২০,০০০'০০
অমরপুর মহকুমা					
৬৩] নূতন বাজার মৎস্যজীবি সঃ সমিতি				২৮৮	২২,৭২০'০০
৬৪] অমরপুর	,,	,,	,,	১৯৫	২০,০০০'০০
৬৫] গণ্ডাছড়া	,,	,,	,,	৬০২	২৮,৭৫০'০০
৬৬] তৈদুবাড়ী ক্ষুদ্র	,,	,,	,,	৪২	১১,০০০'০০
৬৭] অমরপুর	,,	,,	,,	১১২	২০,০০০'০০
৬৮] করই ছড়া	,,	,,	,,	১৪৭	৫,০০০'০০
৬৯] অম্পিনগর	,,	,,	,,	১৭	১০,০০০'০০
৭০ তৈদু	,,	,,	,,	৪১	—
৭১] গোমতী	,,	,,	,,	১০১	১০,০০০,০০
৭২ মালবাসা ক্ষুদ্র	,,	,,	,,	৬৩	১৫,০০০,০০
৭৩] চেলাগাং	,,	,,	,,	৯১	৫,০০০,০০
বিলোনিয়া মহকুমা					
৭৪] মৎস্যজীবি	,,	,,	,,	১০৫	—
৭৫ শান্তির বাজার	,,	,,	,,	৯৫	১৯,৭৫০,০০
৭৬] দক্ষিণ শ্রীরামপুর		,,	,,	৯১	৪,০০০,০০
৭৭] রাধানগর	,,	,,	,,	৬৫	১৮,৭৫০,০০
৭৮] মৎস্যজীবি উন্নয়ন		,,	,,	১০৪	২০,০০০,০০
৭৯] কমলপুর	,,	,,	,,	৪৫	২৭,৭৫০,০০
৮০] মা গঙ্গা	,,	,,	,,	৪২	৮,০০০,০০
৮১] রাজনগর	,,	,,	,,	৬৯	২২,৭৫০,০০
৮২] উত্তর শ্রীরামপুর		,,	,,	৭১	১০,০০০,০০
৮৩] কলাবাড়ী	,,	,,	,,	১১৯	১৫,০০০,০০

(১)	(২)	(৩)
৮৪] মৎসংজীবি কল্যাণ " "	৮৪	২৫,০০০,০০
৮৫] মা অভয়া মৎসাজীবি সঃ সমিতি	১১	—
৮৬] মির্জাপুর " " "	১১	—
৮৭] রাঙ্গামুড় " " "	১১	—
সাব্রুম মহকুমা		
৮৮] ফুলছাড়ি মৎস্যজীবি সঃ সমিতি লিঃ	২৯	২১,৭৫০'০০
৮৯] দেশপল্লী " " "	৪৫	৮,০০০'০০
৯০] পর্ব্বতী " " "	১৫	৫,০০০,০০
৯১] গঙ্গাবতী " " "	১৮	৮,০০০'০০
৯২] পদ্মাবতী " " "	১৫	৬.০০০'০০
৯৩] দুর্গাপুর " " "	৩৪	—
কমলপুর মহকুমা		
৯৪] সাধক মহারানী " "	৪০২	২১,৭৫০'০০
৯৫] সালেমা " " "	৪৪	৩৪,৭৫০,০০
৯৬] কলাছাড়ি " " "	৪১	২৫,৯৫০,০০
৯৭] দেবী ছড়া ও চানকাপ " "	৩৬	৫.০০০,০০
৯৮] কচুছড়া " " "	২১	—
৯৯] গঙ্গাদেবী " " "	৩৯	১৭,৭৫০,০০
কৈলাসহর মহকুমা		
১০০] কৈলাসহর বিভাগীয় মৎস্যজীবি সঃ সমিতি	২৩৪	—

	(১)	(২)	(৩)
১০১]	পেচার ডহর প্রাইমারী " "	১০৬	৩১,৪৫০.০০
১০২]	মনুঘাট " " "	৪৭	৪০,৪৫০.০০
১০৩]	খোয়ারাবিল প্রাথমিক " " "	৯৯	২৬,৭৫০.০০
১০৪]	যুবরাজনগর প্রাথমিক " " "	৬৬	২৬,৪৫০.০০
১০৫]	ছৈলেংটা আদর্শ " "	৫০	৩৬,১০০.০০
১০৬]	মৎস্যজীবি কল্যাণ " "	৫৫	৬,৭০০.০০
১০৭]	প্রগতি " " "	২৭	২১,৪৫০.০০
১০৮]	পশ্চিম মাছলি " " "	৫২	২৪,৭৫০.০০
১০৯]	নবজাগরণ " " "	১৫	৫,০০০.০০
১১০]	সোনাইমুড়ি " " "	১৫	৫,০০০.০০
১১১]	দুধপুর	৫৮	৬,৭০০.০০
১১২]	ফিস ট্রেডিং কোং অঃ সোসাইটি	৩৬	—
১১৩]	দুলাই প্রাথমিক মৎস্যজীবি সঃ সমিতি	১৫	—
	ধর্মনগর মহকুমা		
১১৪]	ধর্মনগর মৎস্যজীবি সঃ সমিতি	১০০	২১,৪৫০.০০
১১৫]	জুবি ভেলী আদিবাসী "	৬৮	১৬,৭০০.০০
১১৬]	জনকল্যাণ " " "	৭২	১১,৭০০.০০
১১৭]	ছালিতছড়া " " "	১০০	১,৭০০.০০
১১৮]	পানিসাগর প্রাথমিক "	১০০	—

Admitted Un Starred Question No. 9

Name of the Member :—Sri Jawhar Saha.

Will the hon'ble Minister In-Charge of the Fisheries Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮২ থেকে ১০৮৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্যান্ত সরকারী পরিচালনায় রাজ্যে উৎপাদিত মাছ ও মাছের পোনার পরিমাণ কত ?

২। উক্ত সময়ে উক্ত পরিমাণ মাছ ও মাছের পোনা উৎপাদন করতে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক পৃথক হিসাব) ?

৩। উক্ত সময়ে কত টাকার মাছ ও মাছের পোনা বিক্রি করা হয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

৪। বর্তমানে রাজ্যে মাছের বার্ষিক চাহিদা কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ? এবং

৫। উক্ত সময়ে রাজ্যে চাহিদা কত শতাংশ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

ANSWER

১। সরকারী পরিচালনায় এপ্রিল, ১৯৮২ইং থেকে মার্চ, ১৯৮৫ইং পর্যান্ত মাছ ও মাছের পোনার মোট উৎপাদন নিম্নরূপ :—

ক] মাছ		১, ৯৩, ৫৮৯ কেজিঃ
খ] মাছের পোনা-ধানী পোনা		৭, ৬৭ লক্ষ
	চারা পোনা	১৫৯, ৮৫ লক্ষ
	মোট :	১৬৭·৫২ লক্ষ

২। মাছ ও মাছের পোনা তৈরী করতে এ সময়ে মোট টাকা ৬, ৭৫, ৭৬২·০ ব্যয় করা হয়েছে। তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমা	ব্যয়ের পরিমাণ (
ধর্মনগর	১০, ৯৪৭, ০০
কৈলাশহর	৬৬, ৫০০, ০০
কমলপুর	৪৪, ০৬০, ০০
খোয়াই	১৩, ৩৮৬, ০০
সদর	৬৪, ৫২০, ০০

সোনামুড়া	৩,০৯২,০০
উদয়পুর	১,৮২,৩৬০,০০
অমরপুর	১,৭৬,৪০২,০০
সাব্রুম	১৪,১৬৯,০০
মোট :	৬,৭৫,৪৭২,০

৩। উক্ত সময়ে মাছ ও মাছের পোনার মোট বিক্রয় মূল্য মহকুমা ভিত্তিক বিবরণ :—

মহকুমা	বিক্রয় মূল্য (টাকায়)
ধর্মনগর	৫১,৮৭৪,১০
কৈলাশহর	৮২,৫৬৫,০০
কমলপুর	৪০,৩৩৩,০০
খোয়াই	৩৯,৮০৭,০০
সদর	২,৩০,৯২৭ ৩৭
সোনামুড়া	২৮,০১৭,৬৭
উদয়পুর	৩ ২৬,৫২৭,৯৯
অমরপুর	১১,০৮,০৭০,২২
সাব্রুম	৩৬,০০৮,২২
মোট :	১০,৪৪,৫৬৬ '৯৮

৪। রাজ্যের বর্তমান মাছের আনুমানিক চাহিদা মহকুমা ভিত্তিক নিম্নরূপ :—

মহকুমা	মাছের চাহিদা		
ধর্মনগর	১,৩৮০	মে:	টন
কৈলাশহর	১,৫৮০	”	”
কমলপুর	১,০১০	”	”
খোয়াই	১,৬৯০	”	”
সদর	৫,২৫০	”	”
সোনামুড়া	১,১০০	”	”

উদয়পুর	১, ৪০০	”	”
অমরপুর	৯৩০	”	”
বিলোনীয়া	১, ৫০০	”	”
সাব্রুম	৬৬০	”	”
	মোট : ১৬, ৮৫০ মেঃ টন		

৫। ইহা অনুমান করা যায় যে, ১৯৮৪-৮৫ইং সনের শেষে রাজ্যে মাছের মোট চাহিদার ৫৯'৪ শতাংশ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 16

Name of the Member :—Sri Jawhar Saha M L A.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Information, Cultural Affaire & Tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে প্রকাশিত দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সংখ্যা কত (মার্চ ১৯৮৫ পর্যন্ত আলাদা হিসাব)

২। ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৫ সালের ... মার্চ পর্যন্ত ত্রিপুরার দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় যে সকল সরকারী প্রচার প্রকাশ করার জন্য দেওয়া হয়েছে তাতে ঐ বাবদ কোন পত্রিকাকে কত টাকা দিতে হয়েছে, (বছর ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

উত্তর

১। দৈনিক সংবাদপত্র — ১২টা। সাপ্তাহিক সংবাদপত্র — ২৮টা।

২। বছর ভিত্তিক হিসাব সংগে গাঁথিয়া দেওয়া গেল।

★ উপরোক্ত ২৮টী সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে ২টি পত্রিকা ত্রিপুরা সরকারের ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয়ে থাকে।

★ প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে দৈনিক সংবাদ পত্রিকাটি সরকারের নির্দিষ্ট হারে কোন প্রদর্শ বিজ্ঞাপন (ডিসপ্লে এডভেটাইজমেন্ট) ছাপায় না

ক্রমিক সংখ্যা	পত্রিকার নাম	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫
	শ্রেণী—'গ'				
১১।	জাগরণ	০,২১,২২৮,০০ টাকা	০,১৭,৫৪৪,০০, টাকা	০,২৫,১০৮,০৭ টাকা	০,২৪,৮৮৯,৫০ টাকা
১২।	জনপদ	০,২১,১৬১,৫০ "	০,১৭,০৮৭,০০ "	০,১৯,৬৮১,০০ "	০,২৩,০৭৩,০০ "
১৩।	ভাবী ভারত	০,২২,১০৬,৫০ "	০,১৬,৮০৮,০৭ "	০,২৩,৫৭৭,০০ "	০,২২,৫৩১,০০ "
১৪।	প্রবোধ বার্তা	০,১৭,৬৫৩,০০ "	০,১৫,৮০১,৩৭ "	০,১০,৮৯৭,০০ "	০,২০,৮০৮,৭৫ "
১৪।	বিবেক	০,১৯,৯২৪,০০ ,,	০,১৬,৬১৫,২৫ ,,	০,১৫,১৮৩,৯৫ ,,	০,২২,৪৭২,৪০ ,,
	সাপ্তাহিক				
১।	স্বাধীকার দর্পণ	৩,২৭৫,৫০ টাকা	১,৭৭৮,০০ টাকা	২,৭৮৬,০০ টাকা	৪,৮৪৩,০০ টাকা
২।	মন্থন	২,৯১৪,৫৯ "	১,৪৯৬,০০ "	নাই	৪,৫২৭,৫৫ "
৩।	ত্রিপুরা	৩,২৭২,৫০ "	১,৩৪০,০০ "	২,৬৪৪,০০ "	৪,৮৯৮,৩৫ "
৪।	ত্রিপুরা টাইমস্	৩,৬০৮,৫০ "	৭,০৫৩,০০ "	২,৯৭৩,৫০ "	৪,৩১৫,৯৫ "
৫।	চিনিকক্	৩,০৬৮,৫০ "	২,০০৮,০০ "	৩,০৩২,২৫ "	৪,৪৩৮,৪৪ "
৬।	বিভির্ণ	৩,১০৪,৫০ "	১,৮৪৮,০০ "	৩,০৭৯,২৫ "	৪,৭৫০,৫০ "
৭।	গণপ্রতিরোধ	২,৮১২,৫০ "	১,৯৪৮,০০ "	০,৩৬৯,৭৫ "	নাই

ক্রমিক সংখ্যা	পত্রিকার নাম	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫
২২।	আজকের ত্রিপুরা	২,৩৮০.০০ ,,	১,৮২০.০০ ,,	৩,০৫৭.৭৫ ,,	৪,৪০১.৮০ ,,
২৩।	ছাত্র সংবাদ	২,৭০৪.৫০ ,,	২,০০০.০০ ,,	২,৪৭৬.৫০ ,,	৪,২৬৪.৩৫ ,,
২৪।	বিবেচক	২,৩৪৫.০০ ,,	৮,৮০৮.০০	৩,০৯২.২৫ ,,	৪,০৪৭.২৫ ,,
২৫।	নিমন্ত্র	৩,৯০৬.০০ ,,	নাই	নাই	নাই
২৬।	আঞ্চলিক খবর	৫২০.০০ ,,	,,	,,	,,

Admitted Un Starred Question No. 17

Name of the Member : - Sri Jawhar Saha.

Will the hon'ble Minister In-Charge of the Fisheries Department be pleased to State :—

১। রাজ্যে বর্তমানে মৎস দপ্তরের অধীনে কতটি পুকুর এবং লেইক আছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব),

২। তার মধ্যে মৎসদপ্তরের নিজস্ব পরিচালনাধীনে কয়টি পুকুর ও লেইক আছে এবং সমবায় দপ্তর এবং বে-সরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে কয়টি আছে (তার মহকুমা ভিত্তিক পৃথক হিসাব);

৩। আগরতলা পৌর এলাকায় পৌরসভার অধীনে কয়টি পুকুর বা লেইক আছে; এবং

৪। সরকারী ও সমবায়ের অধীনে পুকুর ও লেইকগুলিতে মাছের বার্ষিক উৎপাদন কত (১৯৭০-৭১ থেকে ৮২ সালের মার্চ পর্যন্ত তার পৃথক পৃথক হিসাব) ?

ANSWER

১। বর্তমানে মৎসদপ্তরের অধীনে যতটি জলাশয় আছে তাহার মহকুমাভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

মহকুমার নাম	জলাশয়ের সংখ্যা
ধর্মনগর	৯
কৈলাসহর	২০
কমলপুর	৬
সদর	৩৮
খোয়াই	১৬
সোনামুড়া	২
উদয়পুর	১৮
বিলোনীয়া	১২
সাব্রুম	৬
অমরপুর	৮
মোট :	১৩৮

মৎস্যচাষ খামারে অবস্থিত ছোট বড় পুকুর ও লেইক কে একটি জলাশয় হিসাবে দেখানো হয়েছে। অমরপুর মহকুমায় গোমতী জলাধারকে ও একটি জলাশয় হিসাবে দেখানো হয়েছে।

২। সরকারী পরিচালনায় যে সব জলাশয় আছে এবং যে সব জলাশয় মৎসজীবি সমবায় সমিতি ও বে-সরকারী ব্যক্তিকে ইজারা দেওয়া হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নে প্রদর্শিত হল :—

মহকুমার নাম	জলাশয়ের সংখ্যা			
	সরকারী পরিচালনায়	মৎসজীবি সমবায়কে ইজারা দেওয়া	বে-সরকারী ব্যক্তিকে ইজারা দেওয়া	মোট —
ধর্মনগর	৪	৪	১	৯
কৈলাশহর	১	২১	—	২৪
কমলপুর	১	৫	—	৬
সদর	১২	২১	১	৩৯
খোয়াই	১৫		—	১৬
সোনামুড়া	৯	—	—	১
উদয়পুর	৪	১৪	—	১৮
বিলোনীয়া	—	১১	—	১২
সাব্রুম	১	৫	—	৬
অমরপুর	৩	৫	—	৮
মোট :	৪০	৯০	২	১৩৮

৩। আগরতলা পুর এলাকায় পুরসভার অধীনে ৩টি পুকুর ও একটি জলা আছে।

৪। বিভিন্ন সমবায় সমিতির নিকট ইজারা দেওয়া জলাশয়ের বার্ষিক মৎস্য উৎপাদনের হিসাব সংগ্রহ করা হচ্ছে।

মহকুমা	বৎসর	মাছের উৎপাদনের পরিমাণ (কিলোগ্রামে)
	১৯৮০-৮১	১,০৪৭·৬০০
	১৯৮১-৮২	১,৬৫৪·৫০০
	১৯৮২-৮৩	২,০৮৩·৮০০
	১৯৮৩-৮৪	২,৫৭৮·১৫০
	১৯৮৪-৮৫	১,৭৬৭·০০০
খোয়াই	১৯৭৮-৭৯	—
	১৯৭৯-৮০	১৬১·২৫০
	১৯৮০-৮১	৪৬·৯০০
	১৯৮১-৮২	৪·৫৫০
	১৯৮২-৮৩	—
	১৯৮৩-৮৪	১৭·০০০
	১৯৮৪-৮৫	
সোনামুড়া	১৯৭৮-৭৯	—
	১৯৭৯-৮০	৫[illegible]·০০০
	১৯৮০-৮১	৫৭·৫০০
	১৯৮১-৮২	৬২·৯০০
	১৯৮২-৮৩	৬৮·১০০
	১৯৮৩-৮৪	৭১·৫০০
	১৯৮৪-৮৫	৭১·৫১০
উদয়পুর	১৯৭৮-৭৯	২০,২৮২·৯৫০
	১৯৭৯-৮০	২২,৪১৮·৯৫০
	১৯৮০-৮১	১৭,৮৪৯·০০০
	১৯৮১-৮২	৫,৩১২·০৫০
	১৯৮২-৮৩	৭,৬৪০·৭০০
	১৯৮৩-৮৪	৭,৭২৮·২০০
	১৯৮৪-৮৫	৩,৯১৮·৬৫০

ANSWER

১। ২,৪৮৬ জন।

২। মহকুমার নাম — পুনর্বাসন সাহায্য প্রাপ্ত অ-উপজাতির সংখ্যা

মহকুমার নাম	পুনর্বাসন সাহায্য প্রাপ্ত অ-উপজাতির সংখ্যা
সদর	৪২২ জন
খোয়াই	৫৫৯ জন
সোনামুড়া	৯ জন
কৈলাসহর	১৭৫ জন
কমলপুর	১৫০ জন
ধর্মনগর	৯৯০ জন
উদয়পুর	১৪৮ জন
অমরপুর	১৬০ জন
বিলোনীয়া	১৬৮ জন
সাব্রুম	৬৫ জন

Admitted Un Starred Question No. 34

Name of Member :— Shri Diba Ch Hrangkhwal

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Sch. Castes Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কোন কোন সাম্প্রদায়কে নিয়ে Scheduled Castes হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে ও ঐ সম্প্রদায়গুলির নাম ?

উত্তর

১। ক) ত্রিপুরা রাজ্যে দি সিডিওল্ড কাস্ট এণ্ড সিডিওল্ড ট্রাইবস অর্ডার নাম্বার, ১০৮ (এ্যামেণ্ডমেন্ট) এ্যাক্ট-১৯৭৬ ইং সনের তালিকা নিম্নলিখিত ৩২টি সম্প্রদায়কে নিয়ে তপশীলি জাতি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। নিম্নে জাতি ভিত্তিক তালিকা দেওয়া হল।

খ) ১] বাগদি ২] ভূঁইমালী ৩] ভুনার ৪] চামার বা মুচি ৫] দনদাসী, ৬] ধেনুয়ার, ৭] ধোবা, ৮] ডোম, ৯] ঘাসী ১০] গৌর, ১১] গোর, ১২] জালিয়া কৈবর্ত্তা, ১৩] কাহার, ১৪] কালিন্দী, ১৫] কান ১৬] কান্দা ১৭] কানুগ, ১৮] কেয়ট ১৯] খাদিত, ২০] খাইরা, ২১] কোচ, ২২] কোয়ের, ২৩] কোল, ২৪] কোরা, ২৫] কোটাল, ২৬] মাহিষ্যদাস, ২৭] মালী, ২৮] মেথর, ২৯] মুসাহর, ৩০] নমশূদ্র, ৩১] পাটনী ও ৩২] সবর।

Admitted Un-Starred Question No 38

Name of the M. L. A :—Shri Duba Ch. Hrangkhwal

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরা আমবাসা এলাকায় নোটিফায়েড এরিয়ার জন্য সার্ভে করা হয়েছে;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে কোন কোন গাঁও পঞ্চায়েতকে নিয়ে নোটিফায়েড এরিয়া করার পরিকল্পনা হয়েছে ? (গাঁওগুলির নাম সহ)

উত্তর

১। সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No 41

Name of Member :—Shri Fayzur Rahaman, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য ধর্মনগর মহকুমার রানী বাড়ী, পিয়ারছড়া, সুনাইছড়া, সবলা, মহেশপুর চা বাগানের অন্তর্গত ধান জমি থেকে বাগানের শ্রমিকদের বাগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উচ্ছেদ করার চেষ্টা চলিতেছে;

২। সত্য হলে উক্ত বাগানগুলির ধানী জমি বাগানের শ্রমিকদের নামে রেকর্ড করার ব্যবস্থা সরকার করবেন কি না;

৩। উপরোক্ত বাগানগুলি ধানী জমি থেকে গত ৫ বৎসরে মোট কত জন শ্রমিককে উচ্ছেদ করা হয়েছে, এবং যারা উচ্ছেদ হয়েছে তারা কোথায় কিভাবে আছে ?

উত্তর

১। একমাত্র রানী বাড়ী চা বাগানে [illegible] জন শ্রমিককে উচ্ছেদের জন্য বাগান কর্তৃপক্ষ নোটিশ দিয়াছিল বিষয়টি বর্তমানে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের বিবেচনাধীন আছে। অন্য কোন বাগানে এমন কোন ঘটনা সরকারের জানা নাই।

২। যে সমস্ত শ্রমিক বাগানের ধানী জমি চাষ করে তাহাদের নাম সত্বলিপিতে অনুমতি দখলকার হিসাবে রেকর্ড করা হইয়াছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un Starred Question No. 4[illegible]

Name of the Member : – Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কোন কোন ব্লকে কত পরিমাণ কি জাতীয় মাছের (Fingerling) ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বৎসরে সরকারী প্রকল্পে তৈরী করা হয়েছে;

২। উক্ত সময়ে কত সংখ্যক মাছের পোনা রাজ্যের কোন ব্লকে কত সংখ্যক Beneficiary কে সরবরাহ করা হয়েছে; এবং

৩। বাজারে মাছের দাম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Admitted Un Starred Question No 51

Name of M L A : Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে ভূমিহীন ও বাস্তুহীনদের কলোনীর সংখ্যা কত? বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ও কলোনীর নাম

২। ঐ কলোনীবাসীদের দ্রুত পুনর্বাসনের জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন?

৩। খোয়াই বিভাগের তেলিয়ামুড়া কলোনীর চের খাস ভূমিতে কবে পর্যন্ত উক্ত বাস্তুহীনদের বাস্তুভিটা বন্দোবস্ত দেওয়ার কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

ANSWER

১। রাজ্যে ভূমিহীন ও বাস্তুহীন কলোনীর সংখ্যা ৭৩ বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

মহকুমার নাম	কলোনীর সংখ্যা
সদর	২৩
খোয়াই	১
সোনামুড়া	১
ধর্মনগর	৪
কৈলাশহর	২১
কমলপুর	৯
উদয়পুর	১১
বিলোনীয়া	১
অমরপুর	১
সাব্রুম	১

নামের তালিকাও এর সাথে দেওয়া হল

২। গৃহ নির্মাণ ও পুনর্বাসনের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন স্কীম চালু আছে। গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ৭৭০, টাকা RMNP স্কীম, তপশীলি জাতি দপ্তরে ৩০০০, টাকার স্কীম ও উপজাতি দপ্তরে ৬, ২১০ টাকার পুনর্বাসন স্কীম ইত্যাদি।

৩। তেলিয়ামুড়া দশমীঘাটের খাস ভূমিতে বর্তমানে কিছু বে-আইনী দখলকার আছে। তাদের উচ্ছেদের মামলা বর্তমানে তাপিল আদালতে বিচারাধীন আছে। উক্ত মামলা নিষ্পত্তি হলে ঐ ভূমি বাস্তুভিটির জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

মহকুমা ভিত্তিক গৃহহীন কলোনীর নাম

সদর

১। শকান্ত কলোনী
২। নজরুল কলোনী
৩। নেতাজী কলোনী
৪। বিদ্যাসাগর কলোনী
৫। রামনগর কলোনী (বড়জলা)
৬। হাপানিয়া কলোনী (ঈশানচন্দ্রনগর)
৭। আনন্দনগর/যোগেন্দ্রনগর কলোনী
৮। গন্ধলনগর/কমলাসাগর
৯। লেনিন কলোনী (আরালিয়া)/যোগেন্দ্রনগর
১০। গৌতম ভূমিহীন কলোনী
১১। দক্ষিণ চাম্পামুড়া কলোনী
১২। টেলাচরণ কলোনী
১৩। মধুবন কলোনী
১৪। প্রতাপপুর কলোনী
১৫। দক্ষিণ চড়িলাম কলোনী
১৬। খাস মধুবন কলোনী
১৭। রাজনগর পুরাথল কলোনী
১৮। তারানগর কলোনী
১৯। কলকলিয়া কলোনী

২০। মোহনপুর কলোনী

২১। লক্ষ্মণসিংহমুড়া কলোনী

২২। মানদাই কলোনী

২৩। নাগিছড়া নূতনবাড়ী কলোনী

খোয়াই

১। গনকি গৃহহীন কলোনী

সোনামুড়া

১। সোনামুড়া টাউন কলোনী

ধর্মনগর

১। দেওয়ানপাশা গৃহহীন কলোনী

২। বকুয়াকান্দি কলোনী

৩। হুরুয়া কলোনী

৪। বকুয়াকান্দি কলোনী

কৈলাসহর

১। বাংগুরবাং কলোনী

২। ইন্দিরানগর কলোনী

৩। ইরানি কলোনী

৪। যুবরাজনগর কলোনী

৫। পাখীরবাদা কলোনী

৬। বাংগুঘাটি কলোনী

৭। হীরাছড়া কলোনী

৮। খলিয়ারকান্দি কলোনী

৯। লেটাপান্ডা কলোনী

১০। কলাই কলোনী

১১। জগন্নাথনগর কলোনী

১২। কাঁটালিকুড়া কলোনী

১৩। বীরচন্দ্রনগর কলোনী

১৪। ধনবিলাশ কলোনী

১৫। ফুলতলী কলোনী

১৬। ছনতলী কলোনী

১৭। কৃষ্ণনগর কলোনী

১৮। কুমারঘাট কলোনী

১৯। পাবিয়াছড়া কলোনী

২০। কাঞ্চনবাড়ী কলোনী

২১। শ্রীকান্ত কলোনী

কমলপুর

১। কচুছড়া কলোনী

২। আমবাসা কলোনী

৩। কুইমাছড়া কলোনী

৪। হাবের খোলা কলোনী

৫। মহাবীর কলোনী

৬। অপরেশ কর কলোনী

৭। কাঞ্চনপুর কলোনী

৮। নালিয়াছড়া কলোনী

৯। মহাবীর কলোনী

বিলোনীয়া

১। দক্ষিণ ভরতচন্দ্র নগর কলোনী

অমরপুর

১। শঙ্করপল্লী গৃহহীন কলোনী

উদয়পুর

১। টাউন কলোনী
২। মরণটিলা গৃহহীন কলোনী
৩। উত্তর মহারানী গৃহহীন কলোনী
৪। গর্জাপাড়া গৃহহীন কলোনী
৫। অনুকূল স্মৃতি কলোনী
৬। পড়াছড়া, বিবেন কলোনী
৭। নারাণ কলোনী
৮। আর. কে. গৃহহীন কলোনী [১]
৯। আর. কে. গৃহহীন কলোনী [২]
১০। আর কে. গৃহহীন কলোনী [৩]
১১। ডম্বুরা মধ্য পাড়া কলোনী

১। [illegible]

পশ্চিম জলেফা কলোনী

Admitted Un Starred Question No. 56

Name of the Member : Sri Syed Basit Ali

Will the hon'ble Minister In-Charge of the Information Cultural Affairs Touriom Departmaut be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৮৪, ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরার এবং ত্রিপুরার বাইরের কোন পত্রিকা (দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক) রাজ্য সরকারের কত টাকার বিজ্ঞাপন পাইয়াছেন। এবং

২। উক্ত বিজ্ঞাপনগুলির মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন বাবত কত টাকা দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। ঐ

Admitted un Starred Question No. 64

Name of the M. L A :— Shri Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় মোট কতগুলি বে-সরকারী বাস, ট্রাক ও জীপ ও টেক্সী ইত্যাদি গাড়ী আছে;

২। এর মধ্যে কতগুলি গাড়ীর রাস্তায় চলাচল করার জন্য যথাযথ প্রমাণপত্র ও অনুমতিপত্র আছে; এবং কতগুলির নাই;

৩। যে সমস্ত গাড়ী উপযুক্ত প্রমাণ পত্র ও অনুমতি পত্র ছাড়াই রাস্তায় চলাচল করছে তাহার প্রতিকারের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন;

৪। গাড়ীর ওভারলোড বন্ধ করার জন্য সরকার কি কি নিয়ম নীতি চালু করেছেন;

৫। তাহা যথাযথভাবে কার্যকরী করা হচ্ছে কি ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বে-সরকারী গাড়ীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ক) ট্রাক—২৫৪৪টি

খ) বাস ৬১৫ „

গ) জীপ—৬২৯ „

ঘ) টেক্সী—৫৬২ „

মোট—৪১৯০টি

ট্রাক :—

১৫৪৪টি ট্রাক গাড়ীর মধ্যে ১৬৩টি অন্য রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে এবং ৭৫টি অচল

অবস্থায় আছে। মোট ১৬২৮টি গাড়ীর মধ্যে ১৩১০ টির ফিট্‌নেস ১১৭১টির টেক্স এবং ১৯৯৮টির পারমিট ঠিক আছে ৩১৮টির ফিট্‌নেস নাই, ৪৫৭টির টেক্স নাই এবং ৪৩০টির পারমিট ভেলিড নাই।

বাস :—

৬১৫টি বাস গাড়ীর মধ্যে ২৫৯টি অচল অবস্থায় আছে। মোট ৩৫৬টি গাড়ীর মধ্যে ২৭৫টির টেক্স, ফিট্‌নেস ভেলিড আছে এবং ১৯৪টির পারমিট ভেলিড আছে।

৬১৫টি বাস গাড়ীর মধ্যে ৮১টি গাড়ীর টেক্স, ফিট্‌নেস নাই এবং ১৬২টির পারমিট ভেলিড নাই।

জীপ :—

৬৬৯টি জীপ গাড়ীর মধ্যে ১২৭টি অচল অবস্থায় আছে। মোট ৫৪২টি গাড়ীর মধ্যে ৪৯০টির টেক্স, ২৪৭টির ফিট্‌নেস এবং ২১৭টির পারমিট ঠিক আছে।

৬৬৯টি জীপ গাড়ীর মধ্যে ৫২টির টেক্স নাই, ২৯৫টির ফিট্‌নেস নাই এবং ৫২৫টির পারমিট নাই।

টেকসী

৭৬১টি গাড়ীর মধ্যে ১০০টি অচল অবস্থায় আছে। মোট ২৬২টি টেকসীর মধ্যে ৪৭টির টেক্স, ৯১টির ফিট্‌নেস ও ৬৭টির পারমিট ঠিক আছে।

৭৬১টি টেক্সীর মধ্যে ১১৫টির টেক্স নাই, ১৭১টির ফিট্‌নেস নাই এবং ১১৫টির পারমিট ভেলিড নাই।

৩। উপযুক্ত প্রমাণপত্র ও অনুমতিপত্র ছাড়া যে সমস্ত মোটর যান রাস্তায় চলাচল করে তাহার প্রতিকারের জন্য পুলিশ কর্তৃক মাঝে মাঝে রাস্তায় যান বাহনের কাগজপত্র দলিল পত্র তদন্ত করিতেছেন এবং তদন্ত কালে উপযুক্ত বৈধ প্রমাণপত্র ও অনুমতিপত্র না পাওয়া গেলে পুলিশ কর্তৃক উক্ত মোটর যানের এবং চালকের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

৪। কেন্দ্রিয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মোটর যান আইন ত্রিপুরাতেও প্রচলিত আছে বিধায় ঐ আইন মোতাবেক অতিরিক্ত যাত্রী বহনকারী চালকের বিরুদ্ধে পুলিশ কর্তৃক আদালতে অভিযোগ পত্র দায়ের করা হইতেছে।

৫। হাঁ। কার্যকরী করা হচ্ছে।

ANNEXURE- "C"

Postponed (Admitted) Starred Question No. 42

Name of Member :— Sayed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in charge of the P W D. Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় পি.ডব্লিউ.ডি.র বিভিন্ন ঠিকাদারী কাজে বর্তমানে কতজন বহিরাগত ঠিকাদার কাজ করছেন ?

২। গত ১৯৭৮ সাল হইতে ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যান্ত ঐ সব বহিরাগত ঠিকাদার কত টাকার কাজ করছেন ?

৩। ত্রিপুরায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদার থাকা সত্ত্বেও বহিঃরাজ্য থেকে ত্রিপুরায় ঠিকাদার নিয়োগের কারণ কি ?

উত্তর

১। ৩৭ জন বহিরাগত ঠিকাদার কাজ করছেন।

২। গত ১৯৭৮ সাল হইতে ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যান্ত ঐ সব বহিরাগত ঠিকাদার ২৫,৪৯,৮৩,৩৩৩.০০ টাকার কাজ করেছেন।

৩। বর্তমান নীতি অনুযায়ী টেণ্ডার আহ্বান করার সময় উল্লেখ থাকে যে সি.পি.ডব্লিউ. ডি. অন্য রাজ্যের পি.ডব্লিউ ডি. রেলওয়ে সামরিক কারিগরী সংস্থার সঠিক শ্রেণীর (এনলিস্টেড কন্ট্রাক্টর ফারম) ঠিকাদারগণ দরপত্র জমা দিতে পারিবেন। তাই উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী যদি কোন বহিরাগত ঠিকাদার সংস্থা দরপত্র জমা দেয় এবং যদি সকল প্রকার সর্ত্তাদি পূরণ করেন তবে তাহাদের দরপত্র বৈধ বলিয়া গণ্য করিতে এবং কাজ দিতে কোন বাধা থাকে না।

Postponed Admitted Un Starred Question No. 231

Name of Member :— Sri Sudhir Ranjan Mujumder,

Will the Hon'ble Minister-in charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে (১-২-৮৫) পর্যন্ত শিক্ষিত বেকারদের দ্বারা গঠিত কয়টি রেজিস্ট্রিকৃত ঠিকাদারী সংস্থা আছে ?

২। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নির্মাণ, সংস্কার ইত্যাদি কার্যে উক্ত সংস্থাগুলিকে ঠিকাদারী কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় কিনা ?

৩। যদি দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে বর্তমানে আর্থিক বৎসরে (১৯৮৪-৮৫) কয়টি সংস্থাকে কত টাকার ঠিকাদারী দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ২২২৮টি রেজিস্ট্রিকৃত ঠিকাদারী সংস্থা আছে।

২। হ্যাঁ। আইনগত নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ১৫.০০০,০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের কাজের ক্ষেত্রে উক্ত সংস্থাগুলিকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়।

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৮৪-৮৫) সনে ২০১৭টি সংস্থাকে মোট ৩,২১,৮৭,৯৮৪.৭৯ টাকার কাজ দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 361 (Postponed)

Name of the Member : Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। নথীভুক্ত বর্গাদারদের মধ্যে বর্গাজমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন এমন বর্গাদার আছে কি ?

২। থাকিলে তাদের মধ্যে কোন বিভাগে কতজন ?

৩। বর্গাদার নথীভুক্তি করার জন্য কয়টি দরখাস্ত ১৯৮৫ইং সনে [illegible]শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত জমা হয়েছে অথচ নথীভুক্ত করা হয়নি তার সংখ্যা।

ANSWER

১। হাঁ।

২।	পশ্চিম ত্রিপুরার সোনামুড়া মহকুমা	৪ জন
	উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর মহকুমা	৪ জন
	কমলপুর মহকুমায়	২ জন
	ধর্মনগর মহকুমায়	২ জন
৩।	জেলার নাম	নথীভুক্ত করা হয় নাই।
	পশ্চিম ত্রিপুরা	৭৬১
	উত্তর ত্রিপুরা	৮৯
	দক্ষিণ ত্রিপুরা	৬৮

Postponed Uu starred Question No 15

Name of the Member : Sayed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. (Electricity) Deprtment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত ১৯৭৮ সাল হইতে ১৯৮৪ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত কত টাকার "ইলেকট্রিক কনসাম্পশন বিল" বকেয়া পড়ে আছে তার মহকুমা ভিত্তিক এবং বৎসর ভিত্তিক হিসাব।

২। ঐ বকেয়া টাকা আদায়ের ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব রাখা হয় না, তাই দেয়া গেল না। বিদ্যুৎ বিভাগের "ভূক্তি কার্যালয়" ভিত্তিক ও বৎসর ভিত্তিক বকেয়া হিসাব সংযোজিত বিবরণীতে দেওয়া হল।

২। বকেয়া আদায়ের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে ভোক্তাদের নামে বকেয়া পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিক (মেমোরেণ্ডাম) জারী করা হচ্ছে। যে সকল ভোক্তা বকেয়া পরিশোধ করছেন না তাদের বৈদ্যুতিক সংযোজন বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হচ্ছে।

Admitted (Postponed) Un Starred Question No. 23

Name of the Member :—Sri Sunil Kumar Choudhury, M. L. A

Will the hon'ble Minister In-Charge of the Revenue Department be pleased to State :—

১। গত এক বৎসর পূর্বে খুমুয়ার কত সংখ্যক লোককে জম্পুইগাঁওতে [illegible] এলটমেন্ট দেওয়া হয়েছে এবং তৎসঙ্গে সংক্রান্ত এস, ডি, ও অফিস থেকে উক্ত জমিতে গৃহ নির্মাণের জন্য নগদ ১০০.০০ (এক শত [illegible]) টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

২। যদি তাহাদের ভূমি এলটমেন্ট দেওয়া হইয়া থাকে তবে তাহারা ঐ ভূমিতে প্রকৃত পক্ষে গৃহ নির্মাণ করিয়াছে কিনা ?

৩। না করিয়া থাকিলে কারণ ?

উত্তর

১। প্রত্যেক পরিবারকে মং ৭১০ টাকা হারে মোট ২৯টি পরিবারকে আর, এম. এন, পি. খাতে টাকা দেওয়া হইয়াছে।

২। ১৭টি পরিবার এলটমেন্ট দেওয়া জমিতে গৃহ তৈরী করিয়াছে।

৩। এলটমেন্ট প্রাপ্ত অন্যান্য ১২টি পরিবার এলটমেন্ট দেওয়া জমি দখল নিতে পারিতেছেন না। দখল না নিতে পারার কারণ পূর্ববর্তী এলটিরা যাহারা এলটমেন্টের নিয়মনীতি ভঙ্গ করিয়াছেন তাহাদের এলটমেন্ট বাতিল করা হইয়াছে এবং তাহারাই পরবর্তী এলটিদের জমি দখলে বাধার সৃষ্টি করিতেছেন।

Admitted Postponed Unstarred Question No. 42

Name of Member :— Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in charge of the P. W. (Electricity) Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে গত ১৯৮৩ সনের এপ্রিল থেকে ১৯৮৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময় নিয়ে বর্ণিত কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কত পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যয় হয়েছে—তার হিসাব।

ক) জল সেচের জন্য।

খ) পানীয় জল সরবরাহের জন্য।

গ) হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ডিসপেনসারীর জন্য।

ঘ) ডোমেষ্টিক লাইনের জন্য।

ঙ) কমার্শিয়াল লাইনের জন্য।

চ) ইনডাষ্ট্রিয়াল লাইনের জন্য।

উত্তর

১। ১৯৮৪ সনের এপ্রিল থেকে ১৯৮৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে খরিদ বিদ্যুতের পরিমাণ দিয়ে দেখা হল।

ক্ষেত্রগুলির নাম :—	খরিদ বিদ্যুতের পরিমাণ
ক) জলসেচের জন্য	৪·৫১ মিঃ ইউনিট।
খ) পানীয় জল সরবরাহের জন্য	১·৭১ মিঃ ইউনিট।
গ) হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ডিসপেনসারীর জন্য	০·৬৪ মিঃ ইউনিট।
ঘ) ডোমেষ্টিক লাইনের জন্য	১৭·১৫ মিঃ ইউনিট।
ঙ) কমার্শিয়াল লাইনের জন্য	৫·৪৫ মিঃ ইউনিট।
চ) ইনডাষ্ট্রিয়াল লাইনের জন্য	৯·৭৫ মিঃ ইউনিট।

Admitted (Postponed) un Starred Question No. 55

Name of the M L A :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪ ইং সনের আগষ্ট মাসের বন্যায় অমরপুর মহকুমায় কোন গাঁও সভায় কত পরিবারের ঘর পূর্ণ ক্ষতি এবং কত পরিবারের ঘর আংশিক ক্ষতি হয়েছে ?

২। উক্ত মহকুমায় কত পরিবারের গবাদি পশু ক্ষতি হয়েছে ?

৩। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী গবাদি পশু ক্রয় করিবার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা ?

৪। না দেওয়া হয়ে থাকলে কারণ কি ?

৫। এবং কবে নাগাদ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

গাঁও সভার নাম :—	সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ :	আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ :
১। রাঙ্গামাটি	৩৩৫	৭৫
২। বীরগঞ্জ	১৪২	২৬১
৩। ধামপুর	২১৭	৮৯
৪। অমরপুর টাউন	৩০৮	৩৫০
৫। উত্তর ও দক্ষিণ চেলাগাং	৩৭	২৫৩
৬। ডলক	৩	১৩
৭। দেববাড়ী	৪১	১৪
৮। শুনঘাঁয়া	১	১০
৯। ঘুনাছড়া (কমলচাই)	৩১	১২
১০। উত্তর একছড়া	২	১৬
১১। কুহমা	১০	১১
১২। পাহাড়পুর	৭	—
১৩। মেলছী	৬	১৩
১৪। উত্তর চেলাগাং	৩	—
১৫। গামাইছড়া	৯	—
১৬। বৈশামনি পাড়া	১৪	৩
১৭। তৈহুডেপা	১০	৩
১৮। উত্তর তৈ[illegible]	২	৩৭

১	২	৩
১৯। ছেছুয়া	৫	—
২০। দক্ষিণ ছনগাং	১৯	৮
২১। হরিপুর	১	১৫
২২। জাম্বুরু ছড়া	৩	—
২৩। পশ্চিম চৈহলং	১১	১
২৪। ধনলেখা	৪০	১৪
২৫। দক্ষিণ তৈদু	২৪	১২
২৬। অম্পীনগর	৭৭	৩৪
২৭। পাচকুছড়া	২	—
২৮। পশ্চিম সরবং	৮	৫
২৯। মালবাসা	৩০	৫৫
৩০। বাংফাং	১৬	২৮
৩১। বাজকং	১	৬
৩২। পশ্চিম ঝুলুমা	১	—
৩৩। ঝুলুমা	২	—
	১৪৪০	১৪৭৮

২। ৪৯১টি পরিবার।

৩। সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের নাম দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ডি. আর. ডি. এ এর নিকট পাঠানো হইয়াছে এবং আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য সব পরিবারের নাম এস. বি. আই, ইউ. বি. আই, গ্রামীন ব্যাংক ও ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকে পাঠানো হইয়াছে। বন্যায় যে সমস্ত পরিবারের গবাদি পশুর ক্ষতি হইয়াছে তাহাদের ডি. আর. ডি. এ. এর সুপারিশ অনুযায়ী ব্যাংকের মাধ্যমে ভর্তুকী প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীর পর ব্যাংককে মঞ্জুরীকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য সরকার হইতে আর্থিক অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Postponed Un-Starred Question No 62
Name of Member :– Shri Matilal Sarkar M. L. A.
Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state :–

১। ত্রিপুরা সরকারের পরিচালনায় রাজ্যের ভিতরে ও বহিঃরাজ্যে কয়টি অতিথিশালা আছে এবং ঐগুলো কোথায় কোথায় অবস্থিত।

২। বর্তমানে উক্ত অতিথিশালাগুলিতে দৈনিক কত লোকের থাকা খাওয়ার সংস্থান আছে;

৩। উক্ত অতিথিশালাগুলি থেকে প্রতি বছর গড়ে কত টাকা আয় হচ্ছে? (বিগত তিন বছরের গড়)

ANSWER

১। মোট ৮৬টি অতিথিশালা আছে। তারমধ্যে বহিঃরাজ্যে আছে ২টি যথা ত্রিপুরা ভবন কলিকাতা ও ত্রিপুরা ভবন নূতন দিল্লী। রাজ্যের ভিতরে আছে ৮৪টি যথা।

১। আগরতলা সারকেট হাউজ,

২। অমরপুর ডাক বাংলো ৩। গণ্ডাছড়া ডাক বাংলো ৪। উদয়পুর ডাক বাংলো, ৫। কাকরাবন ডাক বাংলো, ৬। সাব্রুম ডাক বাংলো, ৭। শ্রীনগর ডাক বাংলো, ৮। বিলোনীয়া ডাক বাংলো, ৯। কৈলাসহর ডাক বাংলো; ১০। ধর্মনগর ডাক বাংলো, ১১। কুমারঘাট ডাক বাংলো, ১২। কমলপুর ডাক বাংলো, ১৩। কাঞ্চনপুর ডাক বাংলো, ১৪। খোয়াই ডাক বাংলো,

ইন্সপেকশান বাংলো

১৫। অম্পী, ১৬। ছেলাগাং, ১৭। নূতন বাজার, ১৮। শীলাছড়ী,

ফরেষ্ট রেষ্ট হাউস

১৯] মোহামুড়া; ২০] মতিনগর, ২১] কলমছড়া, ২২] চড়িলাম, ২৩] ধর্ম-

নগর, ২৪] ছোবাইবাড়ী, ২৫] পেঁচারথল, ২৬] কৈলাসহর, ২৭] সেলেমা, ২৮] আমবাসা, ২৯] হরিণছড়া, ৩০] খোয়াই পার; ৩১] গণ্ডাছড়া, ৩২] কুর্তী, ৩৩] যাত্রাপুর, ৩৪] প্যারাতিয়া; ৩৫] মনু বাজার, ৩৬] শ্রীকান্ত বাড়ী, ৩৭] রাজনগর, ৩৮] তেলিয়ামুড়া, ৩৯] আঠারমুড়া, ৪০] মাংগিয়াবাড়ী, ৪১] তৈদু, ৪২] অম্পী, ৪৩] রামচন্দ্র ঘাট, ৪৪] ভেস্তাড়ী বাড়ী, ৪৫] গোপালনগর, ৪৬] সিপাহীজলা, ৪৭] জুরী, ৪৮] মনু, ৪৯] নূতন বাজার, ৫০] শীলাছড়ী, ৫১] বগাফা, ৫২] ছমামুখ।

পি, ডাব্লু, ডি, ডাক বাংলা

৫৩] তেলিয়ামুড়া, ৫৪] উদয়পুর, ৫৫] শান্তির বাজার, ৫৬] কৈলাসহর, ধর্মনগর, ৫৮] পানিসাগর, ৫৯] মনু, ৬০] মাছমারা, ৬১] কুমারঘাট, ৬২] ফুলদংশী, ৬৩] কাঞ্চনপুর, ৬৪] আমবাসা।

এইগুলি ছাড়া সারা ত্রিপুরায় ২০টি ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস আছে।

২। বর্তমানে ৩টি অতিথিশালায় মোট ১৭৯ জন লোকের দৈনিক থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

৩। মোট ৪,৭২,৮২২,৫০ পঃ বিগত তিন বছরের গড় আয়।

—◆—।※।—◆—

PROCEEDINGS OF THE SESSION OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Tripura Legislative Assembly met in the Assembly House on Friday, 31st May, 1985 at 11 A. M.

PRESENT

The Hon'ble SpeaKer Shri Amarendra Sharma, in the chair, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, 8 (eight) Ministers, the Deputy Speaker and 38 Members.

প্রশ্ন ও উত্তর

মিঃ স্পীকার :- আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায় ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :- কোয়েশ্চান নং ১৯ স্যার।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :- কোয়েশ্চান নং ১৯ স্যার।

প্রশ্ন

১) কাঞ্চনপুরে দেও নদীর ব্রীজটির কাজ কবে নাগাদ শেষ করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

১) ব্রীজটির নির্মান কার্য্য শেষ করতে সর্বমোট কত টাকা ব্যয় হবে ?

উত্তর

১) কাঞ্চনপুরে দেও নদীর উপর ব্রীজটির কাজ বর্তমান আর্থিক বর্ষে শেষ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২। ব্রীজটির নির্মান কার্য্য শেষ করতে আনুমানিক ৪৫'০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।

শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কাঞ্চনপুরে দেও নদীর উপরে যে ব্রীজটি নির্মিত হচ্ছে, তার উভয় পার্শ্বে যে এ্যাপ্রোচ রোড আছে, সেই এ্যাপ্রোচ রোডের কাজ মন্থর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে, ফলে ব্রীজটির কাজ শেষ করতে দারুন অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই ব্রীজটির নির্মান কাজ তরান্বিত করার চেষ্টা করবেন কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :- স্যার, আমার দপ্তর আমাকে এ্যসুর করেছে যে

এ বছরের মধ্যেই ব্রীজটির কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং ব্রীজটি বর্তমান আর্থিক বছরের মধ্যেই চালু করা যাবে বলে আমরা আশা করছি।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দামছড়ায় লংগাই নদীর উপরে যে ব্রীজটি হওয়ার কথা, সেটার কাজ বর্তমান আর্থিক বছরে শুরু করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :- স্যার, এ প্রশ্নটা সংশ্লিষ্ট না। তবুও আমি বলছি এক সময় এটা আমাদের হাতে ছিল। মিজোরাম থেকে দাবী করা হয় এটা ওদের হাতে দিয়ে দেবার জন্য এবং আমরা দিয়ে দিয়েছি। আবার ওরা আমাদের হাতে দিতে চাইছেন।

শ্রী লেনপ্রসাদ মালসই :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কাঞ্চনপুরে দেও নদীর উপর যে ব্রীজটি নির্মান করার কথা, সেটি বিগত ৮৪ ইং সালেই শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিধান সভায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর জবাবে জানলাম যে এটা ৮৫ ইং সনে শেষ করা হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেখানে কাজকর্ম করার কোন উদ্যোগ নেই। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করছি, কতজন কন্ট্রাকটর সেখানে কাজ করছেন এবং দেও নদীর পাশে যে মাটি ফেলার কথা ছিল সেটাও প্রায় মাস খানেক যাবদ বন্ধ আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, সুপারস্ট্রাকচার-এর কাজ ওয়েষ্ট বেঙ্গল গর্ভানমেন্টের আণ্ডারটেকিং এক অর্গানাইজেশানকে দেওয়া হয়। সেখানে কাজ করার সময় ২/১ টা কুইলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। যারফলে ডিসিশান নিয়ে ওপেন ফাউণ্ডেশান করতে হয় সুপারস্ট্রাকচারের কাজও শেষ হয়েছে। প্রায় ৮০ টনের মত ষ্টীল কারখানায় ডেলিভারী দিয়েছি, ফেব্রিকেশানের কাজ আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি ৯০ পার্সেন্ট-এর উপর কমপ্লিট হয়ে গেছে। ওরা আমাকে এ্যাসুর করেছে যে এই আর্থিক বছরের মধ্যেই কাজ শুরু করবে।

শ্রীলেনপ্রসাদ মালসই :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দেও নদীর পূর্ব দিকে রাস্তার উপর তিনটা দোকান ঘর আছে, সেই তিনটি দোকানকে সরানো না হলে সেখানে রাস্তা খোলা যাবে না। এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, ব্রীজটির জন্য অনেক বেশী টাকা আমাদের খরচ হয়ে যাবে। ব্রীজটি আমরা সময় মত কমপ্লিট করব, তার জন্য কমপেনসেশান দিয়ে হলেও আমরা এটা তৈরী করব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :— কোয়শ্চান নং ১১১ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— কোয়েশ্চান নং ১১১ স্যার।

প্রশ্ন

১) বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত সিপাইজলা দ্বাদশ স্কুলের সন্নিকটে বুড়িমা নদীর উপর ফুট ব্রীজ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২) না থাকলে ইহার কারণ ?

উত্তর

১) বিশালগড ব্লকের অন্তর্গত পিপাইজলা দ্বাদশ স্কলের সন্নিকটে বুড়িমা নদীর উপর ফুট ব্রীজ করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

২) যেহেতু বর্তমানে একটি এস.পি টি. ব্রীজ ১.৫ কি.মি. দূরে রয়েছে এবং আর্থিক অপ্রতুলতার জন্য এই কাজের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া সম্ভব হয় নি। তবে এ সম্পর্কে আমি বলছি যে-এই প্রশ্নটা বারবার হাউসে এসেছে এবং ওখানে একটা স্কুল রয়েছে, ওপার থেকে অনেক ছেলেমেয়েকে আসতে হয় আমরা খবর পেয়েছি। আমরা এ বিষয়টি আবার বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টটারী স্যার, সিপাইজলা দ্বাদশ স্কুলের সন্নিকটে বুড়িমা নদী বয়ে গেছে। সেই বুড়িমা নদীর উত্তর সাইডে অনেক জনবসতি রয়েছে এবং ছাত্রছা-ীও অনেক বেশী। একটু বৃষ্টি হলেই এই নদীর উপর দিয়ে জনসাধারণের বাজারে এবং ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে আসতে খুবই অসুবিধা হয়। এই ব্রীজটি হওয়া একান্ত দরকার এবং এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করে বিচার বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমি আগেই বলেছি বিবেচনা করব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীজহর সাহা।

শ্রীজহর সাহা :— কোয়েশ্চান নং ১১৮ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুদার :— কোয়েশ্চান নং ১১৮ স্যার।

প্রশ্ন

১) অমরপুরের বীরগঞ্জ গাঁও পঞ্চায়েতের বীরগঞ্জ, মৈলাক, সরবং, নেতাজী সুভাষ-পল্লী, নজরুলইসলাম, বাঘা যতীন এবং চন্দ্রশেখর কলোনীতে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে কিনা,

২) না থাকিলে তার কারণ, এবং

৩) কবে নাগাদ উক্ত গ্রামগুলিতে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) বীরগঞ্জ গাঁওসভার "বীরগঞ্জ সমতল বাঙ্গালীপাড়া কোড্ নং-(২৭৪) ও বুর-বুরিয়া কোড নং ২৭৬ জমাতিয়া বাড়ী নামে দুটি আদমসুমারী অন্তর্ভুক্ত গ্রামকে বৈদ্যুতিকৃত করা হয়েছে। প্রশ্নে উল্লেখিত বাকী জায়গা সমূহ আদমসুমারী ভুক্ত কোন গ্রাম নহে। এলাকা বিশেষ। ঐ সব এলাকায় সম্প্রসারনের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা থাকা সত্বেও প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে বৈদ্যুতিকরন বা সম্প্রসারণের কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

২) প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব।

৩) ৭ম পরিকল্পনায় সম্প্রসারণখাতে অর্থ বরাদ্দ হলেই ঐ সকল কাজ হাতে নেয়া সম্ভব হবে।

শ্রীজহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বীরগঞ্জ গাঁওসভা অন্তর্গত বাংগালী সমতল পাড়াতে যে বৈদ্যুতিক লাইন নেওয়া হয়েছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন— গত নভেম্বর মাসে ১৯৮৪ ইং সালে, অমরপুরে বি ডি.সি মিটিং-এ বি.ডি.সির তরফ থেকে একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল-আদৌ বীরগঞ্জ গাঁওসভার অন্তর্গত বাঙ্গালী সমতল পাড়া বলে কোন পাড়া নেই এবং সেই বীরগঞ্জ গাঁওসভায় আজ পর্য্যন্ত এক মাত্র বুরবুড়িয়া ছাড়া কোন পাড়াতে বৈদ্যুতিক লাইনের ব্যবস্থা করা হয় নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা অবগত আছেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এখানে আমার হাতে যে তথ্য আছে তাতে বলা হয়েছে বীরগঞ্জ গাঁওসভার অধীন বাঙালী সমতল পাড়ার কোড নং দেওয়া আছে ১৯৭১ সালের সেনসাস অনুযায়ী সেটা হচ্ছে ২৭৪, ওখানে সম্প্রসারিত হয়েছে, আর বুরবুড়িয়া কোড নং ২৭৬ জমাতিয়া পাড়া বৈদ্যুতিকৃত করা হয়েছে। তার উপর ভিত্তি করে কোন প্রশ্ন যদি থাকে তদন্ত করে দেখব। আর ২নং হচ্ছে প্রতিটি বি, ডি. সি, থেকেই রিজলিউশান আসে, অসংখ্য নাম তার মধ্যে থাকে, বিভিন্ন গাঁওসভা থেকে, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার দরখাস্ত আসে ইলেক্ট্রিক লাইন এক্সটেনশান করার জন্য। আমাদের আর্থিক সংগতি কম থাকার জন্য সবগুলিকে এক সংগে করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে আমরা গুরুত্ব দেই যেখানে লিফট ইরিগেশান. জলসেচের জন্যই পাম্পসেট, পানীয় জলের জন্য ডিপ টিউব ওয়েল করার দরকার, তার প্রতি। তারপরতো আমরা ডোমেষ্টিক কানেকশানের জন্য চিন্তা করি।

শ্রীজহর সাহা—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি বলেছি যে বীরগঞ্জ বাঙ্গালী সমতল পাড়া বলে কোন জায়গা নেই এবং বীরগঞ্জ গাঁও সভায় একমাত্র বুরবুরিয়া ভিন্ন আর কোথাও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা নেই। নভেম্বরে গত বি.ডি.সি. মিটিং-এ এতটুকু

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে কাগজপত্রে সেটা দেখানো হয়েছে যে বীরগঞ্জ বাঙ্গালী সমতল পাড়ার মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে সেখানে সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছিল। এই দিক থেকে যে আদৌ সেটা সত্য নয়, ফলে এই ব্যাপারটা তদন্ত করে বি. ডি. সির তরফ থেকে এইটুকু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল যে যারা এই জন্য দায়ী অর্থাৎ যে সকল অফিসার কিংবা কর্ম-চারী এই বীরগঞ্জ গাঁও পঞ্চায়েতের ইলেট্রিফিকেশনের জন্য যে অনুমোদন ছিল সেটাকে অন্যত্র অন্য একটা নাম দিয়ে যেটা পাঠানো হয়েছে সেই ব্যাপারে তদন্ত করে এই কর্মচারী যারা সংশ্লিষ্ট তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :- স্যার, এটাতো ক্রিমিন্যাল অফেনস্ না, এটার তদন্তের জন্য কোন প্রশ্ন আসে না। তবে এখানে বীরগঞ্জ সমতল পাড়া এটা কিভাবে উঠেছে আমি এখন বলতে পারছি না, এমন হতে পারে সেই অঞ্চলে যে বাঙ্গালীরা আছে তার জন্য এই ভাবে একটা নাম লিখা থাকতে পারে, কিন্তু কোড নাম্বার এখানে আছে। তবে এটা যদি ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে আমি তদন্ত করে দেখবো।

শ্রীজওহর সাহা :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বীরগঞ্জ গাঁও পঞ্চায়েতকে অমরপুর শহর থেকে মাত্র সেটা বলা যেতে পারে ৪০/৫০ গজ অর্থাৎ মাঝখানে শুধু একটা নদী অর্থাৎ এই বীরগঞ্জ অমরপুর শহর থেকে অত্যন্তঃ সংলগ্ন এলাকা এবং সেখানে বাঙ্গালী এবং ট্রাইবেল উভয় সম্প্রদায়ের লোক আছে এবং সম্প্রতি সেখানে একটা লিফট ইরি-গেশন বসানো হয়েছে। ঐ গাঁও সভাতে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সেখানে কয়েকটা ইলেকট্রিকের লাইট পোষ্ট বসানো হয়েছিল শুধু মাত্র পঞ্চায়েতে ভোট নেবার জন্য, কিন্তু সেখানে আজ পর্য্যন্ত কোন বৈদ্যুতিক লাইনের ব্যবস্থা করা হয় নি, শুধুমাত্র পঞ্চায়েত ভোটে আসন পাওয়ার জন্য ওটা করা হয়েছিল, আজকে সেগুলি রাস্তার উপর পড়ে আছে ফলে যানবাহন চলাচল করা এবং মানুষের যাতায়াতের পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের অবগত আছেন কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :- স্যার, আমরা এইভাবে কাজ করি না। অতীত দিনের ইতিহাস আমাদের জানা আছে ইলেকশনের আগে কিছু ইট ফেলে ব্রীজের জন্য পাইপ ফেলে এইগুলি তুলে নেওয়া হতো। আমরা এই পদ্ধতিতে বিশ্বাস করি না। হয়তো স্কীম ওখানে নেওয়া হয়ে থাকতে পারে কারন গত বছর আমাদের এই সমস্ত মেটেরি-য়েলসের খুব অভাব গেছে, বারে বারে আমদের সমস্ত টেণ্ডারের উপর ইংজাংশন হয়েছে এবং গেল আর্থিক বছরের শেষ অংশে আমরা কিছু কনষ্ট্রাকশন পেয়েছিলাম। মাননীয় সদস্য যেকথা বলেছেন আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৪৪২৭টি সেন্সাস ভিলেজের

মধ্যে এই সমস্ত ভিলেজের মধ্যে কয়টাতে ইলেক্ট্রিসিটি আছে। তার মধ্যে আমি কালকে বলেছি ৩০০ কিছু উপরে ছিল ১৯৭৮ ইংরাজীতে আমরা সেটা ৮৫০শে তুলেছি। এই ফিনানসিয়াল ইয়ারের মধ্যে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি যে, বড় কত এক্সপানশন করা যায়। আমাদের টারগেট আছে, আমাদের ইচ্ছা আছে ১৯৯০ সালের মধ্যে আমরা ত্রিপুরা ১০০ পারসেন্ট ইলেক্ট্রিফাই করবো এবং সেটার সবটাই নির্ভর করছে আর্থিক অনুদান এবং সাহায্যের উপর। শুধু বীরগঞ্জ নয় আগরতলা শহরের উপরে মিউনিসিপ্যাল এরিয়াতেও ইলেকট্রিক নেই এমন কয়েকটা জায়গা আছে এবং বিভিন্ন নোটিফায়েড এরিয়ার মধ্যেও এই রকম আছে এবং শহর সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গার মধ্যেও ইলেকট্রিফিকেশন নেই, কাজেই এটা এই দিক থেকে বিচার করা ঠিক হবে না। আমাদের সাধ্যের মধ্যে আমরা চেষ্টা করছি, ৭৮ ইংরাজী পর্য্যন্ত আমি এখানে বলতে চাই যে, অমরপুরের হোল সাব-ডিভিশনে মাত্র ৭টি ভিলেজ ইলেট্রিফাইড ছিল সেই জায়গায় এখন প্রায় ৬৫টা আমরা তুলেছি। কাজেই আমাদের চেষ্টা আছে এইটুকু আমাদের মাননীয় সদস্যদের নজরে রাখা দরকার।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীমতি লাল সাহা।

শ্রীমতি লাল সাহা :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩১।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩১।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বিশালগড় হইতে টাকারজলা ভায়া গোলাঘাটি যে রাস্তাটি গিয়েছে তাহা মানুষ এবং যানবাহন চলাচলেরও অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে,

২। সত্য হলে বর্তমান আর্থিক বৎসরে উক্ত রাস্তাটি সংস্কারের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। বিশালগড় হইতে গোলাঘাটি এবং গোলাঘাটি হইতে টাকারজলা রাস্তা দুইটিতে শুধুমাত্র ইটের সলিং করা আছে সে জন্য যানবাহন চলাচলের ফলে রাস্তাটির কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তবে প্রয়োজনীয় মেরামতির কাজ যথারীতি করা হইতেছে। রাস্তা দুইটি যানবাহন অথবা জনসাধারনের চলাচলে অনুপযোগী নহে।

২। এই রাস্তা দুইটির উন্নতির আরও কিছু কাজ বর্তমান আর্থিক বৎসরে হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

৩। ১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমতিলাল সাহা :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত বিধানসভায়ও এই গোলাঘাটি ও টাকারজলা রাস্তার কথা বলা হয়েছিল, তখন বলা হয়েছিল খুব শীঘ্র কাজ আরম্ভ করা হবে, কিন্তু এখন অবধি সেই রাস্তার কোন কাজ আরম্ভ হয় নি, সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এইবার সামনের সিজনে ওয়ার্কিং সিজনে দুটি রাস্তাতেই আমরা কাজ আরম্ভ করবো. শেষ করতে পারবো না, কারন বিশালগড় এবং গোলাঘাটির রাস্তা ইমপ্রুভমেন্টের জন্য যে এষ্টিমেট তৈরী করা হয়েছে তার টোট্যাল এষ্টিমেট কষ্ট হচ্ছে ৩২ লক্ষ, ২১ হাজার, ৫ শত, টাকা আর গোলাঘাটি ও টাকারজলা তার জন্য এষ্টিমেট করা হয়েছে ২৪ লক্ষ, ৭ হাজার ৫শত টাকা। কাজেই আমরা কাজ দুটোতেই শুরু করবো, হয়তো এই আর্থিক বছরে শেষ করা যাবে না, কিন্তু আমরা কাজ শুরু করবো।

শ্রীমতিলাল সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা যে কত দিনের মধ্যে এই রাস্তার কাজ আরম্ভ করা হবে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমি খবর পেয়েছিলাম যে পারটিকুলারলি বিশালগড় এবং গোলাঘাটি রাস্তাটা সত্যিই অনেক জায়গায় গর্ত্ত হয়েছে। আমি ইঞ্জিনীয়ারকে বলেছি এখন অন্তত বর্ষার সময় রিপেয়ার করে দেওয়ার জন্য যাতে গাড়ী চলাচল করতে পারে। তবে বর্ষা শেষ হয়ে গেলে আমরা কাজ শুরু করবো।

শ্রীভানুলাল সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের এটা জানা আছে কিনা যে এই ইট সলিং-এর রাস্তার উপর দিয়ে বনজ সামগ্রী বহনকারী লরী-গুলি যথেচ্ছ যাতায়াতের ফলে এই রাস্তাটার এই দশা ঘটছে এবং আইন অনুযায়ী এই ধরনের লরী এই ধরনের রাস্তায় চলাচল করতে পারে না। বে-আইনী ভাবে বনজ সম্পদ বহনকারী লরীগুলি যে প্রবেশ করছে তা বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এই রকম কোন রেষ্ট্রিকশ্যান নেই। আসল ব্যাপার হচ্ছে সিঙ্গল ইটের সলিং করা রাস্তায় খুব হেভি লরী বা ট্রাক যদি যায় তাহলে খারাপ হয়ে যায়, কাজেই এই রকম বন্ধ করা যাবে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৩৫

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৩৫

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া শহরে বিগত বন্যার ভয়াবহ অবস্থা ও বর্তমান বাঁধ তৈরীর সম্যক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য তথায় জেনারেটার মেসিন বসানোর ব্যাপারে সরকার বিবেচনা করবেন কি না, এবং

২) কবে পর্য্যন্ত তা করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। সরকার বিলোনীয়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট তবে অতিরিক্ত কোন জেনারেটর বসানোর পরিকল্পনা নেই।

২। প্রথম প্রশ্নের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিগত বন্যার সময় আমরা দেখেছি, একটা লাইটও ছিল না। যার জন্য এই বন্যার সময় এই সমস্যার মোকাবিলা করতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বগাফাতে ৫টা জেনারেটার আছে। ওখান থেকে যদি একটা জেনারেটার আনা যায় তাহলে সমস্যার মোকাবিলা করা কিছুটা সম্ভব। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ থাকলেই এইটা সম্ভব হতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে সুরাহা করবার জন্য কোন ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :- স্যার, প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ডিজেল জেনারেটার দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন পার ইউনিট ১ টাকার উপরে খরচা হয় এবং আমরা বিক্রী করি ৭০ পয়সায়, রিবেট বাদ দিয়ে ৬০ পয়সায়। এত কষ্টলি ভারত সরকারও দিতে পারছেনা। আমরা অভিযোগ করছি না। তথাপি আমরা কোন কোন সাবডিভিশানে ১টা করে জেনারেটার রাখি। যদি বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হয় তাহলে অন্ততঃপক্ষে যাতে অ্যাসেনশিয়েল সারভিসগুলি চালু করা যায়। কাজেই নীতিগত দিক দিয়ে সেটা করার পক্ষে আমরা না। তাছাড়া বগাফা সাব-ডিভিশানে যেটা সেটাকে অ্যাটেণ্ড করেছি, স্ট্রেংগদেন করেছি। আমরা আশা করি, যাতে পাওয়ার সাপ্লাই মোটামুটি ষ্টেবল থাকে। আর তৃতীয়তঃ বিলোনীয়াতে জেনারেটার আছে কিনা খবর নেব। যদি ১টাও না থাকে তাহলে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব রেখেছেন আমি আলোচনা করে পরে দেখব।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— না, বিলোনীয়া শহরে একটি জেনারেটার আছে। কিন্তু একটা দিয়ে হয়না। বিভিন্ন সময়ে যখন লাইন থাকেনা তখন হাসপাতাল এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে এই জেনারেটার দিয়ে এই কাজ করা হয়। বাঙ্গা বাজার সংলগ্ন যেখানে আমরা সব সময় বন্যার অভিজ্ঞতা দেখি সেখানে দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। এই জেনারেটারটি দিয়ে লাইন কভার হয় না। স্থানীয় ভাবে

মহকুমা শাসক এবং ইলেকট্রিকেল যে বিভাগীয় কর্তা আছেন উনাদের সঙ্গে বসে আমরা আলোচনা করেছি। শান্তির বাজারে একটি জেনারেটার আছে। এখানে একটি জেনারেটার যদি সেংশান হয় সেই জায়গার জন্য তার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৬১

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৬১

প্রশ্ন

১। অম্পি-অমরপুরের রাস্তাটি মেরামতের কাজ বর্তমানে কি অবস্থায় আছে;

২। উক্ত রাস্তাটি এখনও সম্পন্ন না হওয়ার কারন কি?

উত্তর

১। অম্পি-অমরপুর রাস্তাটির সংস্কারের কাজ চলিতেছে।

২। সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় মাল সময়মত না পাওয়ার জন্য এই কাজটি শেষ করিতে বিলম্ব হইতেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে, এই গাঁওসভায় যে ২টো অংশ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি সেই বাকী অসম্পূর্ণ অংশটা ১টা হচ্ছে সেখানকার মধু কলই নামে যিনি ইট ভাটার মালিক উনার নামে বাকীটা হচ্ছে রাঙ্গামাটির সরকারের যে ইট ভাটা আছে শ্যামল সাহা নামে উনারা ২জনেই এই কাজটা অসম্পূর্ণ অবস্থায় রেখেছেন এই কথা জানেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এই রাস্তাটার টোট্যাল লেংথ অব রোড হচ্ছে ৪৫ কিলোমিটার। তার মধ্যে অম্পি পর্যন্ত ২৩ কিলোমিটার সব দিক দিয়ে কমপ্লিট হয়ে গেছে। বাকী যে অংশটা সেই অংশের মধ্যে ২৪ থেকে ২৬ কিলোমিটার মেটেলিং-এর কাজ চলছে। ২৬ থেকে ২৯.৮ কিলোমিটার অংশের মধ্যে পিচের কাজ শেষ হয়েছে। ২৯.৮ থেকে ৩২ কিলোমিটার পর্যন্ত ৬৫ ভাগ মেটেরিয়েলস, সাপ্লাই দিয়েছে চণ্ডীমাতা ব্রিক ইণ্ডাস্ট্রী। ৩২ থেকে ৩৩ সম্পূর্ণ ওরা যদি দিতে পারে তাহলে সম্পূর্ণ ওদেরকে দায়িত্ব দেব। ৩২ থেকে ৩৩ স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ২৫ ভাগ দিয়েছে আর ৩৫ থেকে এই অংশের জন্য মেটেরিয়েলস সাপ্লাই দেওয়ার দায়িত্ব তার ২৫ ভাগ সাপ্লাই দিয়েছে রামপুর কো-অপারেটিভ। বাকী অংশের জন্য অন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ৩৭ থেকে ৩৮ কিলোমিটার কাজ শেষ হয়েছে, ৩৮ থেকে ৪০ কিলোমিটার মেটেলিং-এর কাজ শেষ হয়েছে। ৪০ থেকে ৪১ কিলোমিটার মালপত্র সরবরাহ অগ্রগতির পথে। ৪১ থেকে ৪৩ জায়গাটা নীচু এবং বন্যার সময়ে

এইটা প্লাবিত হয়েছে এইবার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ৪৩ থেকে ৪৫ কিলো-মিটার মেটেরিয়েল্ সরবরাহ করার জন্য কন্ট্রাকটরকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা যে এখানে অম্পি সাব ডিভিশানে বলে একটা পি, ডব্লিউ, ডি একটা সাব ডিভিশান তেলিয়ামুড়াতেও একটা শাখা আছে। এই শাখার একমাত্র কাজ হচ্ছে অম্পি অমরপুর রাস্তাটা ৪৫ কিলোমিটার মাত্র। এই সাব ডিভিশানে গত ৭বৎসর ধরে ৪৫ কিলো-মিটার রাস্তা শেষ করতে পারেনি এর পেছনে কি কারন আছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— এই ৪৫ কিলোমিটার রাস্তা যখনই ব্রিক রোডের অন্তর্ভূক্ত করা হল তখন ওরা দেখল তার অ্যালাইনমেন্ট, তার রিপেয়ারিং ইত্যাদি সবকিছু করতে হয়েছে। এইটা একটা কারণ। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, দীঘ রাস্তা ব্ল্যাক টপিং-এর যে কাজ সেই কাজের জন্য সময়মত আমরা মেটেরিয়েলস্ পাচ্ছিনা। আর মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেখানে সেংশান থাকা সত্বেও সাব-ডিভিশানের সমস্ত কাজকর্ম সেখানে করা যাচ্ছেনা। এইটা ঠিক যে অম্পি সাব-ডিভিশানের জন্য তার কোয়ার্টার ইত্যাদি কাজ শেষ হয়েছে। আর তেলিয়ামুড়াতে যে সাবডিভিশান রয়েছে তাতে একজন মাত্র অ্যাসিস্টেন্ট ইন্জীনিয়ার। উনি সাব-ডিভিশানের কাজ দেখছেন। অম্পি সাব-ডিভিশান এবং তেলিয়ামুড়া। সুতরাং লোকের অভাব রয়েছে। অমরা যদি লোক নিয়োগ করতে পারি তাতে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে বর্তমানে যে সিডিউল অফ ওয়ার্কস যেটা এইখানে করা হয়েছে সেখানে তেলিয়া-মুড়াতে মিনিমাম নীড প্রোগ্রাম এবং আদার দ্যান নীডস প্রোগ্রাম ২টো মিলিয়ে প্রায় ৭০ কোটি টাকার বেশী বরাদ্দ আছে। আর এখানে অম্পি থেকে তৈদু পর্য্যন্ত মানে অমরপুরের অংশের জন্য মাত্র ২৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, গত বছরও তাই ছিল, আর আগের বছরও এমনই ছিল, তার মানে এই রকম ভাবে একটা সীমাহীন বঞ্চনা করা হয়েছে, এইটা কেন হল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় সদস্য যেভাবে বলেছেন হাউসকে ভায়াস করার জন্য বলেছেন। আমাদের সিডুয়েল ওয়ার্ক যেটা পি, ডাবলিও, ডির রয়েছে, তাতে কোন সদস্যরা যদি এইটাকে হিসাব করে দেখেন তাহলে দেখবেন সেংশান ওয়ার্ক-এ তার টোটেল এমাউন্ট আসে ৪ থেকে ৫ কোটি টাকা এবং একস্টেনশানও হয়, বিভিন্ন এলাকা থেকে আমাদের কাছে এত চাপ আসে যে তাতে অনেক কিছু আমাদের আরও যোগ করতে হয়। কাজেই তার জন্য প্রভিশানও আমাদের রাখতে হয়। তাতে কাজ করতে গিয়ে দেখা যায় যে, যে জায়গার জন্য ২৫ হাজার টাকা

রাখা হয়েছে সেখানে হয়তো ১ লাখ টাকা খরচ হয়ে যেতে পারে, আবার আর এক জায়গায় হয়তো বা কোন অসুবিধার জন্য বরাদ্দকৃত টাকাটাও খরচ করা যায় না। কাজেই এই যে রাস্তাটা তেলিয়ামুড়া টু রাঙ্গামাটির এইটা স্ট্রেটেজিক রোডের আওতায় আছে এবং এখানে টাকার কোন অসুবিধা হয় না, যদিও গেলবার আমরা যে টাকা খরচ করেছি তার চেয়ে অনেক টাকা কম পেয়েছি এবং খোঁজ করে যদি দেখা হয় তাহলে কাজটা এই কষ্টিং-এর মধ্যে খুব খারাপ হয়েছে বলে আমার ধারনা নাই।

শ্রীজওহর সাহা :— অম্পি অমরপুর রাস্তার উপরে অম্পি ছড়াতে যে একটা ব্রীজ, যার জন্য গাড়ী চলাচল করতে পারে না। সম্প্রতি কিছু দিন আগে যে বন্যা হয়ে গিয়েছে তাতে আমরা দেখেছি যে লোকজন দুইদিনের উপবাস থাকার পরেও যেহেতু নদীর ওপারে যেতে পারেনা, সেহেতু চাউল এবং তাদের অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় কোন জিনিষ-পত্র আনতে পারেনি। কাজেই এই দিকে লক্ষ্য রেখে এইটাকে গুরুত্ব দিয়ে সেখানে একটা ব্রীজ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না এবং এখানে যে অম্পি থেকে অমরপুরের রাস্তাটা তাতে সোলিং ও মেটেলিং-এর জন্য কত বছরের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, শুধু এইটুকু আমি বলতে পারি যে, অম্পি ছড়ার উপর ব্রীজ আমরা করেই করে দিয়েছি, কিন্তু যেহেতু এইটা স্ট্রেটিজিক রোডের অন্তর্ভূক্ত, তাই ওখানে একটা কমবাইন ব্রীজ করা যাতে করা যায় তার জন্য প্রস্তাব রাখব, তবে সবটা নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ও অর্থনৈতিক মানদণ্ডের উপর।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৮৫.

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৮৫.

প্রশ্ন

১) আমবাসা শান্তির বাজার সড়কটির নির্মান কার্য্য বর্ত্তমানে কি পর্য্যায়ে আছে এবং

২) উত্তর ত্রিপুরার সঙ্গে দক্ষিন ত্রিপুরার দ্রুত যোগাযোগ এবং দুর্গম অঞ্চলে আইন শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে নজরদারী করার স্বার্থে এই সড়কটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্মান করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১) উপরোক্ত রাস্তাটিকে নির্মান কার্য্যের সুবিধার্থে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল। ১ম ভাগ :— বগাফা (শান্তির বাজার) হইতে কাওয়ামারা ঘাট ৩৬'০০ কি. মি, রাস্তাটির এই অংশে সোলিং এবং মেটালিং-এর কাজ প্রায় ১০ বৎসর পূর্বে করা হইয়াছিল, কিন্তু কার্পেটিং না করায় আগের মেটাল সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া ১৯৮৩-৮৪ এর বিধ্বংসী বন্যায় রাস্তাটির অধিকাংশ এস.পি.টি. ব্রীজই ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সমস্ত ব্রীজ পুনরায় নির্মাণ করিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

কাওয়ামারা ঘাট হইতে প্রথম ৬ কি মি অংশে মেটেলিং এবং কার্পেটিং-এর কাজ ইতিমধ্যে হাতে নেওয়া হয়েছে। আর্থিক সংকুলান হইলে বগাফা পর্য্যন্ত বাকী অংশে মেটেলিং এবং করর্পেটিং-এর কার্জ এবং ব্রীজ পুনঃনির্মানের কাজ আগামী বৎসর হাতে নেওয়া হইবে।

২য় ভাগ :— খালছড়া হইতে ভাঙ্গাবাড়ী :— ৫৪ কি মি.

এ এন. রোডের খালছড়া হইতে ৩৬.২৫ কি.মি. পর্য্যন্ত রাস্তাটির এই অংশের ১৩.৬০ কি.মি. পর্য্যন্ত সলিং-এর কাজ পূর্বে করা হইয়াছিল। ১৩.৬০ কি.মি. হইতে ৩৩.৬০ কি মি. অর্থাৎ ২০ কি মি রাস্তার সোলি-এর এস্টিমেট মঞ্জুরী করা হইয়াছে। এই কাজ বর্তমান আর্থিক বর্ষেই শুরু করা হইবে। রাঙ্গাছড়ার উপর একটি এস,পি,টি, ব্রীজের কাজ খুব শীঘ্রই হাতে নেওয়া হইবে।

রাস্তাটির ৩৬.২৫ কি.মি. হইতে ৫৩ কি.মি অংশটি বর্ডার রোড সংস্থার নিকট হস্তান্তরিত করা হইয়াছে।

৩য় ভাগ :— আমবাসা হইতে দাঙ্গাবাড়ী ট্রাই জংশন পর্য্যন্ত রাস্তার কাজ শেষ হইয়াছে এবং নিয়মিত ভাবে যানবাহন চলাচল করিতে পারে।

২) হ্যাঁ। প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান হইলে এই রাস্তার উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করা হইবে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছে কি যে, ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় মিলেটারীদের কাজের জন্য এই রাস্তাটা নির্মান করা হয়েছিল? আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এইটা জানতে চেয়েছিলাম যে, গত দশ বছরে এইটার কোন উন্নতি হয়নি অথচ এইটা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সডক, বিশেষ করে এই রাস্তাটার যথাযোগ্য যোগাযোগের অভাবে সেখানে উগ্রপন্থীদের বিভিন্ন কার্য্যকলাপ সংগঠিত হচ্ছে, ফলে সাধারন মানুষের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। কাজেই আর্থিক সংকুলান নাই বলে যেটা বলেছিলেন সেখানে এইটাকে যাতে ব্যবহারের উপযোগী করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা

নেওয়া যায় এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে সেটা জানানো হবে কি না, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, আমি বলেছি এইটা বর্ডার রোড সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে এবং রাস্তার গুরুত্ব রয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এইটা একটা দীর্ঘ রাস্তা এবং এই রাস্তায় অনেক ব্রীজ রয়েছে যেগুলি আমরা একবার কনস্ট্রাকশান করেছিলাম সেগুলি ধ্বংশ হয়ে গেছে। কাজেই যে পরিমান টাকা আমরা পাই তা দিয়ে গোটা ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশের রাস্তা-ঘাট-এর কাজ করতে হবে, কাজেই ইচ্ছা করলেই এর বেশী টাকা আমরা দিয়ে দিতে পারব না।

শ্রীলেনপ্রসাদ মালসই :- কাঞ্চনপুরে যে এলাকা আনন্দ বাজার টু ভাণ্ডারিয়া পাড়ার যে রাস্তা সেটা হচ্ছে উপদ্রুত এলাকার রাস্তা, সেই রাস্তায় জীপ গাড়ী চালিয়ে যাওয়ার মত একটা রাস্তা কবে নাগাদ নিতে পারবেন এবং তার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :- স্যার, এইটাতো অন্য প্রশ্ন, আলাদা প্রশ্ন করতে হবে।

শ্রীজহর সাহা :- উত্তর ত্রিপুরার সঙ্গে দক্ষিন ত্রিপুরায় যে রাস্তাটা আমবাশা টু শান্তির বাজার সড়ক-এর উপর বেশ কিছু দিন আগে কয়েকটা সড়ক নির্মান করা হয়েছিল। বর্তমানে সেই সড়কগুলি খুব বিপদজনক অবস্থায় আছে। গত বন্যার সময় আমরা দেখেছি যে, বাধ্য হয়ে সেখানকার মানুষকে গরু নিয়ে নদী পার হতে হয় এবং পার হতে গিয়ে গত বন্যায় প্রায় ৬/৭টা গরু উপর থেকে নদীর নীচে পরে মারা গেছে, মানে বন্যার জলে ভেসে গেছে। এই সম্পর্কে এস ডি ওর কাছে রিপোর্ট করা হয়েছে, এমনি করে বিভিন্ন সময় শুধু গরু কেন মানুষেরও চলার পক্ষে এইটা খুবই বিপদজনক। কাজেই মানুষগুলি যাতে এপার থেকে ওপার যেতে পারে, তার জন্য এই রাস্তাগুলির যে ব্রীজগুলি আছে সেগুলিকে মেরামত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না এবং থাকলে পরে কবে নাগাদ এইটা করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :- স্যার, আমিতো বলেছি যে, আমাদের আর্থিক সংগতি অনুযায়ী আমরা সমস্ত ব্যবস্থা করব।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীতরণীমোহন সিংহ।

শ্রীতরণীমোহন সিংহ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার-১৮৬

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :- মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নং- ১৮৬।

প্রশ্ন

১। কমলপুর-কৈলাসহর ও ধুমাছড়া-কটিকরায় এই দুটি রাস্তা কবে নাগাদ বাস চলাচলের উপযোগী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ধূমাছড়া-ফটিকরায় এবং কমলপুর-কৈলাসহর এই দুটি রাস্তা ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসরে মিনিবাস চলাচলের জন্য চালু করা হইবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীতরণীমোহন সিংহ :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই কমলপুর-কৈলাসহর রাস্তার ফটিকরায় হইতে কৃষ্ণনগর পর্যান্ত নদী একেবারে রাস্তার ধারে এবং প্রায়ই বন্যার সময় নদীর পার ভেঙ্গে যাচ্ছে। ফলে যে কোন সময় কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেই রাস্তার বিকল্প রাস্তা না করলে ভবিষ্যতে ক্ষতি হতে পারে। এই সম্পর্কে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :- স্যার, আমি এটা তদন্ত করে দেখব এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।

শ্রীতরণীমোহন সিংহ :- স্যার, এই কৈলাসহর উত্তর ত্রিপুরার ডিষ্ট্রিক্ট টাউন। ফলে কৈলাসহরে কমলপুরের লোকজনদের বিভিন্ন অফিসের কাজে বা মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি কারনে যেতে হয়। কিন্তু বর্ষাকালে নদীতে বন্যা দেখা দেওয়ায় রাস্তা প্রায়ই ভেঙ্গে পড়ে, ব্রিজ নষ্ট হয়ে যায়, ফলে ঐ রাস্তা দিয়ে লোকজন চলাচল করতে পারেনা। সুতরাং কমলপুর-কৈলাসহর রাস্তাটি অতি দ্রুত গতিতে করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :- মিঃ স্পীকার স্যার, এই রাস্তার কাজ আমরা হাতে নিয়েছি। এবং এর অনেকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছি। এবং এটা অতি সত্বর যাতে শেষ করা যায় তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীতরণীমোহন সিংহ :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা কি সত্য যে, উগ্রপন্থীদের আক্রমনের ভয়ে এই রাস্তার কাজে মজুররা যেতে পারছে না এবং এই রাস্তার কাজ বন্ধ রয়েছে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ঠিক যে, বিগত দুই একটি উগ্রপন্থী হামলা যে সাইকার বাড়িতে হয়ে গেল তারজন্য শ্রমিকরা ভয়ে কাজে যেতে পারছেন না এইং এই কাজ আপাততঃ বন্ধ রয়েছে। তবে আশা করি সত্বরই শ্রমিকরা কাজে যেতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীবাসিত আলি।

সৈয়দ বাসিত আলি :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১৮৭।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১৮৭।

প্রশ্ন

১) কৈলাশহর সাব-ডিভিসন (পি, ডব্লিউ ডি,)-এর এলাকাধীন টিলাবাজার

থেকে হিরাছড়া রাস্তা ভায়া বাবুর হইতে মাগুরালী রাস্তার সংস্কার সাধনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। স্যার, এই নামে কোনও রাস্তা পূর্ত্ত বিভাগের অন্তর্গত নহে। তবে কৈলাশহর থেকে হিরাছড়া নামে একটি রাস্তা আছে যাহা হিরাছড়া গার্ডেনের নিকট পর্য্যন্ত (একটি অংশ বাদে) সলিং মেটেলিং এবং পীচের কাজ সহ ইহার কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ হইয়াছে। বাবুর বাজার হইতে মাগুরালী হইয়া ইরানী পর্য্যন্ত পূর্ত দপ্তরের অন্য একটি রাস্তা আছে এবং ইহার কাজ উন্নতির দিকে। বাবুর বাজার, কৈলাসহর হিরাছড়া রাস্তার টিলাবাজার হইতে হিরাছড়া অভিমুখে ২ কিঃমিঃ দূর অবস্থিত। রাস্তাটির শেষের দিকে জমির অভাবে মাটির কাজ বন্ধ আছে। ৫ কিঃমিঃ রাস্তার মধ্যে প্রাপ্ত জমি অনুযায়ী ৪.৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য অংশে মাটির কাজ শেষ হইয়াছে। জমির অভাবে তৈরী অংশের প্রয়োজনীয় সম্প্রসারনের কাজ সম্ভব হইতেছে না। এই কাজের মঞ্জুরী এম, এন, পি, প্রকল্পের অধীনে দেওয়া হইয়াছিল। (সিডিউল অব ওয়ার্কস ১৯৮৪-৮৫ এর পৃঃ নং ১০২ নং ৪০)। এই রাস্তার বাবুর বাজার হইতে মাগুরালী অভিমুখে ১ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্য রাস্তায় ইট বিছানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হইতেছে। অর্থের সংকুলান হইলে এই রাস্তার আরও কাজ হাতে নেওয়া যাইতে পারে। ২,১৪,২৫০.০০ টাকার মঞ্জুরীকৃত এসটিমেট মাটির কাজ, স্পান পাইপ কার্লভার্ট বসানোর কাজ এবং সলিং ইত্যাদির কাজের সংস্থান আছে।

সৈয়দ বসিত আলি : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ইরানী গাঁওসভার প্রাক্তন প্রধান এবং বর্তমান প্রধান ও আমি কৈলাসহরের পি, ডবলিউ, ডি-এর একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে দেখা করে এই রাস্তার সংস্কার করবার জন্য আলাপ আলোচনা করি। তখন তিনি আমাদের বললেন যে এলাকার জনগণ যদি পি, ডবলিউ, ডি, কে সাহায্য না করেন তবে এই রাস্তা করা সম্ভব হবে না। তখন আমরা তাকে বললাম যে এলাকার জনগণের পক্ষ থেকে পি, ডবলিউ, ডি, কে সর্ব রকমের সহযোগিতা করা হবে, কিন্তু তবু কাজটি করা হচ্ছে না, এর কারন কি তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, পি, ডবলিউ, ডি, সেখানকার জনগণের কোন সহযোগিতা পাচ্ছেন না। কারন এই রাস্তার সংস্কার করাবার জন্য যে জমির প্রয়োজন সে পরিমান জমি এলাকার কয়েকজন লোক যাদের নাম আমি বলতে চাই না, তারা দিতে চান না এবং এই রাস্তাটির সংস্কারের কাজে বাঁধা দেন ফলে রাস্তার কাজে অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে না। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব তিনি যেন এলাকার জনগণকে প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহ করে দিতে বলেন। আমিও

আমার অফিসারদের বলব যে জমি পাওয়া গেলে তারা যেন অতিসত্বর রাস্তাটির সংস্কার করেন।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১৯১।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার ১৯১।

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লকের অধীনে কলাগাছিয়া বাজারের শেড তৈরীর কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ করা হবে, বলে আশা করা যায়, এবং

৩। না থাকিলে কারন ?

উত্তর

১। আপাতত: না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। সীমিত আর্থিক বরাদ্দ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই কলাগাছিয়া বাজারে উপজাতি অউপজাতির কৃষক, জুমিয়া এবং ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আসেন। কিন্তু বাজারে কোন শেড না থাকায় বর্ষাকালে তাদের ভীষণ অসুবিধার মধ্যে বাজার করতে হয়। এই দিক দিয়ে বিবেচনা করে এই বাজারের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মি: স্পীকার স্যার, ভবিষ্যতে এই বাজার সহ আরো চারটি বাজারের উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হবে। তবে সবকিছুই আমাদের আর্থিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করছে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই বাজারে ডাকাতির ভয়ে ব্যবসায়ীরা বাজার ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে চাইছেন। সুতরাং এই দিক দিয়ে বিবেচনা করে এই বাজারটির উন্নতি করবার কোন ব্যবস্থা সরকার নেবেন কি না ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মি: স্পীকার স্যার, কোন বাজারের উন্নয়ন সে বাজারের ডাকাতির ঘটনার উপর নির্ভর করে না। তবে বাজাটির উন্নয়নের জন্য আমরা চেষ্টা করছি। শেড নির্মাণ করলে ডাকাত আসবে না এই কথা বলা কঠিন।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১১।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার-১১।

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর বিভাগের পানিসাগর পোষ্ট অফিস হইতে ধর্মনগর-দামছড়া রোড ভায়া পানিসাগর ব্লক অফিসের রাস্তাটির প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহনের জন্য পূর্তদপ্তর কবে পরিকল্পনা গ্রহন করেছিলেন, এবং

২) বর্তমানে ঐ পরিকল্পনাটি কোন পর্য্যায়ে রয়েছে ?

উত্তর

১) উপরোক্ত রাস্তাটির পরিকল্পনা ১৯৭৯ ইং সনে গ্রহন করা হয়েছিল।

২) কিছু মাটির কাজ করার পর প্রয়োজনীয় জমি না পাওয়ার দরুন কাজটি বন্ধ আছে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ১৯৭৯ইং সনে এই রাস্তাটি অধিগ্রহনের জন্য পরিকল্পনা গৃহীত হয়। তাহলে আজ পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহন করে রাস্তাটির কাজ এত বিলম্বে হওয়ার কারন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—কাজ আমরা আরম্ভ করেছিলাম। প্রথমতঃ আশে পাশের গ্রামের লোক প্রথমে জায়গা দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু এখন কমপেনসেশান ছাড়া জায়গা দেবেন না। রাস্তাটির মোট দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২২.১৩ কিলোমিটার এবং রাস্তাটির কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং ওটা এম. এন. পি এর মধ্যে ছিল। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওটা আদার ছ্যান এম, এন, পি'তে নিয়ে আমরা অ্যাকুইজিশান করব এবং নূতন করে এষ্টিমেট করব। সেই এষ্টিমেট করে এবার বাজেটে আমরা ঢুকিয়েছি এবং এই মাসেই এস, ডি, ও, ধর্মনগরের কাছে পাঠিয়েছি। আমরা এষ্টিমেট করে তারপর করব।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :— রাস্তাটি যখন পূর্ত বিভাগ গ্রহন করে তখন থেকেই পানিসাগর বি, ডি, সি এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত দাবী করেছিলেন প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহন করে রাস্তাটা পূর্ত দপ্তর গ্রহন করুন। কিন্তু তাদের খেয়াল খুশীমত এটাকে এম, এন. পিতে রেখে দেন। এইভাবে ধর্মনগর বিভাগে নর্দান ডিভিশান বিভিন্ন রাস্তা তাদের ইচ্ছামত হয় অধিগ্রহন করেন, না হয় কাজ করেন না। এইভাবে ধর্মনগর সহ বরুয়াকান্দি ভায়া আলগাকান্দি রোড এখানে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা রয়েছে। এখানে পানিসাগর থেকে দামছড়া যে রাস্তাটি গিয়েছে এটা আমাদের এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে, তারা এটা করবেন। এইভাবে ধর্মনগরের বহু রাস্তা রয়ে গেছে তাদের খেয়াল খুশীমত দুই কানি রাস্তার মাথায় কিছুটা অংশ বাদ দিয়ে তারা অধিগ্রহন করেন।

যার ফলে সমস্ত রাস্তাটা অকেজো হয়ে থাকে। সুতরাং এই সম্পূর্ণ রাস্তা অধিগ্রহনের কোন প্রস্তাব এসেছে কি না, এটা তদন্ত করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— আমাদের আর্থিক বা সংগতি তাতে সব রাস্তা অধিগ্রহন করার ক্ষমতা নাই। সিডিউল অব ওয়ার্কস যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে ফিফটি টু সিক্সটি পারসেন্ট রাস্তা আমরা এম, এন, পি, তে করি। গ্রামবাসীরা জায়গা দেয়। সেখানে আমরা করি। যেখানে জায়গা পাওয়া সম্ভব নয় সেখানে আমরা অধিগ্রহন করি। সুতরাং এইরকম ধারনা হওয়া ঠিক নয় যে সব রাস্তাই আমরা অধিগ্রহন করি এবং দপ্তর ইচ্ছা করেই এটা করছে না। তাছারা এখানে অ্যাকুইজিশনের প্রপোজাল রয়েছে। শুধু ধর্মনগরে নয়, অনেক রাস্তাই রয়েছে। সোনামুড়া প্রভৃতি জায়গায় এই কারনে কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। এগুলো প্রসেস করতে সময় লাগে। আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি, আমরা জায়গা অধিগ্রহণ করে ওটা করব। তবে এক ভদ্রলোক মামলা করে দিলেন। লেটেস্ট পজিশান যেটা, সেটা হচ্ছে আমরা আবার নূতন করে ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশনের প্রস্তাব পাঠিয়েছি। অধিগ্রহন করে সেটা করা হবে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :— আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি যে পানিসাগর পোষ্ট-অফিস থেকে দামছড়া রোড, এতটুকু অ্যাকুইজিশনের প্রপোজ্যাল পি, ডবলিউ, ডি থেকে করা হয় নি। করা হয়েছে যে জায়গাটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ— পোষ্ট অফিস থেকে ব্লক অফিস সেটা বাদ দিয়ে বিস্তীর্ণ মাঠ যেখানে সেই জায়গাটা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা, যদি তারা না করে থাকে তাহলে করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— ১১-৫-৮৫ ইং তারিখে স্টেটমেন্ট করে পাঠানো হয়েছে। তার মধ্যে কোন অংশ ধরা হয়েছে, কোন্ অংশ ধরা হয়নি সেটা আমি এখুনি বলতে পারছিনা। আমি পরে জানাতে পারব।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ন দাস, মাননীয় শ্রীমতিলাল সাহা, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান্ নাম্বার ১৬২।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬২।

প্রশ্ন

১। পূর্ত দপ্তরের অম্পি সাব-ডিভিসনের অফিসটি বর্তমান স্থান থেকে অম্পি বাজারে স্থানান্তরিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

উত্তর

১। হঁ্যা।

স্যার, আমি আগেই বলেছি যে আমাদের অফিসটি ট্র্যান্সফার করার জন্য অফিস বিল্ডিং এবং কোয়াটার যা দরকার, আমরা করে ফেলেছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— একটা সাব-ডিভিশন গত ৭ বছরের মধ্যে মাত্র ৩৫ কি. মি. রাস্তা তৈরী করেছে এবং এটা যেহেতু শাসক দলের একজন লিডার মধুসূদন কলই, আর একজন শ্যামল সাহা, তাদের উপর যেহেতু উনারা সরাসরি চাপ দিতে পারছেন না কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে যাতে চাপ দেওয়া হয়, এই জন্য এটা তারা পাঠিয়েছিল। এই ব্যাপারে তারা কি করছেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :- আমরা বলেছি সমস্ত কাজটা স্টেজে আছে। কাজ এক্সপিডাইট করার চেষ্টা আমরা করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আগে একটু ভুল হয়েছে। এটা ৭০ নয়, এটা লাখস্ হবে। প্রায় ৭০ লাখস্ হবে। একটা হচ্ছে খোয়াই এর অংশ, আর একটা হচ্ছে অম্পি অমরপুর ৪৫ কি মি.। একটা সাব-ডিভিশান, তার ফাণ্ডে মাত্র ২৫/৩০ হাজার থাকবে, এটা কি করে সম্ভব ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ফাণ্ড আরও বাড়াবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— আমি বলেছি সেম হেডে এম, এন, পি, এবং এন, ই, সি. থেকে রোডের জন্য যে টাকা আমরা পাই, এত কাজের মধ্যে যদি ২৫ হাজারও ধরা থাকে এবং যদি স্যাংশানটা বেশী থাকে তাহলে সেই রাস্তার এগেনস্টে যদি অ্যাডভে-লেবল হয় তাহলে টাকা ধরা যায়। ফাইন্যালী সেটা অ্যাডজাস্টমেন্ট পরে হয়।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্ন উত্তরের সময় শেষ। তারকা চিহ্নিত যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোয়গণ টেবিলে উপস্থিত করবেন। (ANNEXURES. "A" & "B")

মিঃ স্পীকার :- এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয়ের নিকট হইতে আজ বিশেষ উল্লেখ পর্বের একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী মাননীয় সদস্যকে বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। এখন, আমি মাননীয় সদস্য, শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয়কে তাঁর নোটিশের বিষয়বস্তুটি হাউসের সামনে পড়ে দেওয়ার অনুরোধ করছি।

শ্রীভানুলাল সাহা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিশেষ উল্লেখ পর্বের আমার নোটিশটির বিষয় বস্তু হচ্ছে— 'সম্প্রতি সিনামাহল মালিকপক্ষের হলগুলির ব্যবস্থাপনায় চরম উদাসিন্যে দর্শকবৃন্দের অসুবিধা সম্পর্কে'।

মিঃ স্পীকার:— এখন আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর

বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। যদি এক্ষুনি তিনি তাঁর বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন, তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা কবে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন, অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন।

শ্রীখগেন দাস :— স্যার, আমি আগামী ৩রা জুন তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আগামী ৩রা জুন তারিখে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখতে স্বীকৃত হয়েছেন।

গত ২৯/৫/৮৫ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় পরিবহন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী মহোদয়কে নিম্নে-উক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার অনুরোধ করছি। বিষয়বস্তু হল- "রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের বেশীর ভাগ মহকুমায় টেলিফোন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে।"

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :- মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা প্রাকৃতিক কারনেই একটি পাহাড়ী রাজ্য। ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পাহাড়ে ঘেরা, মাত্র একদিকে সমতল অঞ্চল, তাও আবার বাংলাদেশের সহিত ৮৩৯ কিঃ মিঃ বর্ডার রয়েছে। জাতীয় সড়ক ত্রিপুরার মধ্যে রয়েছে মাত্র ২০০ কিঃ মিঃ এবং রেলপথ রয়েছে মাত্র ১২ কিঃ মিঃ যেটা ধর্মনগর থেকে আসামের সংগে যোগাযোগের একমাত্র ব্যবস্থা এবং তাহাই ভারতের অপর অংশের সংগে ত্রিপুরার সরাসরি যোগাযোগের এক মাত্র পথ। অনগ্রসর পাহাড়ী রাজ্য ত্রিপুরার উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার যে ক্রমবর্ধমান চাহিদা, তা স্বল্প সড়ক, রেল ও আকাশ পথ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। যোগাযোগ বিহীন প্রায় বিচ্ছিন্ন পাহাড়ী রাজ্য ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষা-দীক্ষা এবং সর্বস্তরের উন্নতির জন্য টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এক বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম। দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদান ব্যবস্থা করা একমাত্র টেলিযোগাযোগের মাধ্যমেই সম্ভব। অনগ্রসর ত্রিপুরার দ্রুত উন্নতির জন্য ডিষ্ট্রীক্ট হেড-কোয়ার্টাস এর সাথে রাজধানী ত্রিপুরার দ্রুত যোগাযোগ, সাব-ডিভিশনগুলির সাথে ডিষ্ট্রীক্ট হেড-কোয়ার্টাসের দ্রুত যোগাযোগ, ব্লক অফিসগুলির সাথে সাব-ডিভিশনের অর্থাৎ প্রসাসনের সর্বস্তরে উন্নত ধরনের টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু আমাদের সদইচ্ছা ও বিশেষ চেষ্টার পরও এখন পর্যন্ত টেলি যোগাযোগ যে ব্যবস্থা ত্রিপুরার মধ্যে বিভিন্ন স্থানের সাথে যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে কাজ করছে, তা খুবই নৈরাশ্য ও দুঃখজনক। জন-সাধারণের চাহিদা যতই এই টেলি যোগাযোগের উপর বাড়ছে, আমরা ততই লক্ষ্য

করছি যে কোন এক অজ্ঞাত কারনে এই টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও অবনতির দিকে যাচ্ছে। ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ত্রিপুরায় টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য আগরতলায় ডাইরেক্টার অব টেলি-কমিউনিকেশানের অফিস স্থাপন করা হইয়াছে, একজন ডাইরেক্টারও আছেন এবং তার লোক লস্করেরও অভাব নাই, অভাব যেটা, সেটা হচ্ছে আন্তরিকতার। টেলিফোন তুলিলেই দেখা যায় যে তা খারাপ, তাতে কথা বলা যায় না। আমরা সকলেই জানি এবং মাননীয় সদস্যরাও জানেন যে আজ পর্য্যন্ত ধর্মনগর থেকে কৈলাশহর, কৈলাশহর থেকে কমলপুর বা রাজধানী আগরতলার সঙ্গে উত্তর ত্রিপুরার টেলিফোনে যোগাযোগ কি দুঃসাধ্য ব্যাপার। বন্যার সময় বা কোথাও খাদ্যের প্রয়োজনে বা রোগ আক্রমন প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ডাক্তার, ঔষধ, খাদ্যের চাহিদা ক্ষিপ্রতর উপায়ে জানানোর প্রয়োজনে আমরা কতটুকু অসহায়। যেমন উত্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় না, তেমনি দক্ষিনের সঙ্গেও যোগাযোগ করা যায় না। শুধু কি তাই? এই আগরতলা শহরের মধ্যেও সেই একই অবস্থা—অটো এ্যাকচেঞ্জ চালু করার পর বেশীর ভাগ টেলিফোনই খারাপ। গত ১৯৮৩ ইং এবং ১৯৮৪ ইং-এর ভয়াবহ বন্যায় ত্রিপুরার বহু স্থানে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সাব-ডিভিশন ও ব্লকগুলির সাথে অতি প্রয়োজনে বা জরুরী কারণেও যোগাযোগ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমন কি সদরের বহু স্থানেও টেলিফোন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই অসহনীয় অবস্থার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য এবং টেলিফোন যোগাযোগের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ই আগষ্ট ১৯৮৩ ইং মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় এক ব্যক্তিগত পত্রে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীভি, এন, গ্যাডগীল মহোদয়কে যোগাযোগ ব্যবস্থা জরুরী ভিত্তিতে পুনঃ স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ জানান এবং সেই সংগে ইহাও অনুরোধ করেন যে এই কাজের জন্য কেন্দ্র হইতে একজন কেন্দ্রীয় পরিদর্শক যেন পাঠানো হয়। তদ্-উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীগ্যাডগীল ৩০শে নভেম্বর ১৯৮৩ ইং তারিখে জানান যে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃ স্থাপনের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন।

ত্রিপুরায় আনত্রিক রোগ যখন ছড়াইয়া পড়েছিল এবং উগ্রপন্থিদের পুনঃ পুনঃ আক্রমন সংগঠিত হচ্ছিল, তখন টেলিফোন যোগাযোগের উপর ত্রিপুরার নির্ভরতা ভীষণ ভাবে বেড়ে যায়। কিন্তু ঐ সময়ে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করা অসম্ভব ছিল। এই অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীগ্যাডগীল মহোদয়ের নিকট ৫ই মে ১৯৮৪ ইং তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এক জরুরী বেতার-বার্ত্তা প্রেরণ করেছিলেন। তার উত্তরে শ্রীগ্যাডগীল মহোদয় ২০শে আগষ্ট ১৯৮৪ ইং তারিখে জানান যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে যথাযথ নির্দেশ দিয়েছেন যাতে সত্বর টেলি-

ফোন ব্যবস্থা স্বাভাবিক অবস্থায় পুনঃ স্থাপিত হয়।

ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে মাল্‌টি এ্যাক্সেস রেডিও রি-লে সীষ্টেম ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে চালু করবার মানসে পি, এ্যাণ্ড টি, কর্তৃপক্ষকে ১৬টি স্থানের মধ্যে ১১টির জমি হস্তান্তর করা হয় এবং বাকী ৫টি স্থানও অনতিবিলম্বে হস্তান্তর করা হবে বলিয়া মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় ২৯শে অগাষ্ট ১৯৮৪ইং তারিখের চিঠিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীগ্যাডগীল মহোদয়কে অবগত করান। ঐ পত্রে তিনি আরও অনুরোধ রাখেন যে টেলি কমিউনিকেশান সীষ্টেমের উন্নতি কল্পে নিম্নে বর্নিত কাজগুলি যাতে ত্বরান্বিত করা হয়। যথা :-

১) আগরতলা-কৈলাশহর এবং উদয়পুরে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এ্যাকচেঞ্জ চালু করা :

২) আগরতলা এস. টি. ডির সুযোগ চালু করা :

৩) মহকুমা শহরগুলির সহিত আগরতলার আল্‌ট্রা-হাই-ফ্রিকিউন্সী যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা :

৪) ত্রিপুরার সর্বত্র নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থার উন্নতি বিধান।

তারপর গত ১২ই জানুয়ারী ১৯৮৫ইং তারিখে জেনারেল ম্যানেজার, টাস্ক ফোর্স, টেলি-কমিউনিকেশান, আগরতলায় সেক্রেটারী, ট্রেন্সপোর্টের সাথে টেলি-কমিউনিকেশানের উন্নতির কল্পে এক বৈঠক করেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত মাইক্রোওয়েভ ষ্টেশন-এর মাধ্যমে টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করতে সক্ষম হন নাই। ভারত সরকার শুধু মাত্র গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছেন, কিন্তু নীট ফল, চাহিদা মত কিছুই হচ্ছে না। জেনারেল ম্যানেজার, ট্যাস্ক ফোর্স, তার ২২-৬-৮৪ ইং তারিখের পত্রে আমাদের জানিয়েছেন যে ত্রিপুরায় উন্নত ধরনের টেলি- কমিউনিকেশান নেট-ওয়ার্ক স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ২৭ লক্ষ টাকা ত্রিপুরা সরকারকে দিতে হবে, কারন প্রস্তাবিত প্রত্যেক প্রজেক্টই অলাভ-জনক। তারা মাত্র রাজধানী আগরতলার সহিত ডিষ্ট্রিক্ট হেড-কোয়ার্টস্ উদয়পুর ও কৈলাশহরের মাল্‌টি চেনেল লিঙ্ক স্থাপন তাদের খরচায় করতে স্বীকার করেছেন। এই বিষয়ে ভারত সরকার এন, ই, সির মাধ্যমে যদি ২৭ লক্ষ টাকা মজুর করেন, তবেই প্রস্তাবিত প্রজেক্টগুলি তারা রূপায়নের কাজে হাত দেবেন। প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য ত্রিপুরা সরকার গত ২৭-২-৮৫ ইং তারিখে ভারত সরকার ও এন, ই, সিকে লিখেছেন, এখন পর্যন্ত কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।

গত এপ্রিল মাসের ১ম সপ্তাহে আগরতলায় অটো এ্যাকচেঞ্জের ২৪০০ লাইন বিশিষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা হয় এবং উদয়পুরে চালু হয় গত ২রা মার্চ ১৯৮৫ইং তারিখে।

কিন্তু রাজধানী আগরতলার অটো এ্যাকচেঞ্জ আমাদের একেবারেই হতাশ

করেছে কারণ আগরতলার অধিকাংশ লাইনই অচল, এমন কি ভি, আই, পি, টেলি-ফোনগুলি কাজ করছে না। সেজন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোন কাজ হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, এই অবস্থার প্রতিকারের কোন আশা নাই।

মিঃ শোভানি, জেনারেল ম্যানেজার, এন, ই, সার্কেল আমাদের আশা দিয়েছেন যে কৈলাশহর ডিষ্ট্রিক্ট হেড-কোয়ার্টারে ১৯৮৬ সালে অটো এ্যাকচেঞ্জ চালু করা হবে। টেলিফোন অব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কৈলাশহরে অটো এ্যাকচেঞ্জ চালু করলে ভবিষ্যতে কতটুকু ভাল ফল পাওয়া যাবে, সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বর্তমান টেলি-কমিউনিকেশান অবস্থার সার্বিক আলোচনা করলে, আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে ভারত সরকার নানাভাবে বিভিন্ন সময়ে আশা দেওয়া সত্বেও ত্রিপুরায় উন্নত ধরনের টেলি যোগাযোগের চাহিদা মিটাতে সক্ষম হন নাই, এই বিষয়ে ভারত সরকারের সদইচ্ছার অভাবই একমাত্র কারণ।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এই ব্যাপারে এই হাউসে আমরা বার বার আলোচনা করেছি, এমন একটা অসহনীয় অবস্থা সহরের ভিতর নিকটতম দূরত্বের মধ্যেও যোগাযোগ করা যায় না। এই ব্যাপারে এক বছরের উপর হল—কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে টাকা পয়সার কোন অভাব নাই—কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিজে এস্যুর করে গিয়েছেন তারপরও এই অবস্থা চলছে। স্যার, এই ব্যাপারে সকলে মিলিত ভাবে একটা প্রস্তাব উখানে পাঠান হউক যে এই ব্যাপারে আমরা সবাই ক্ষুব্ধ এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করবেন।

—: দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ :—

মিঃ স্পীকার :— আজ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয়-এর নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হল "গত ২১শে মার্চ ১৯৮৫ ইং থেকে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (CITU) পরিচালিত ত্রিপুরা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে রাজ্যের প্রায় দুই হাজার বিড়ি শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে লাগাতর কর্মবিরতি ও বর্তমানে শিখা বিড়ি ফ্যাক্টরীতে মালিকের উদ্ধতে সৃষ্ট অচল অবস্থা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উস্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে আমি জানাচ্ছি যে এ বিষয়ে

আমি আগামী ৩রা জুন ১৯৮৪ইং বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার : – মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়ে আগামী ৩, ৬, ১৯৮৫ইং তারিখে বিবৃতি দেবেন।

Laying of replies to the Postponed Questions

ANNEXURE—"C"

মি: স্পীকার :— এখন সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হল— লেয়িং অব রিপ্লাই অব পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চান্স। গত বিধান সভা অধিবেশনে মাননীয় সদস্য সৈয়দ বসিত আলী মহোদয়ের পোষ্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৩৬ এবং মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয়ের পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৯-এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চানগুলির উত্তরপত্র সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখন পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৩৬ এবং পোষ্টপণ্ড আন-ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৯-এর উত্তর পত্র সভায় পেশ করছি।

মি: স্পীকার :— গত বিধানসভা অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস মহোদয়ের পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৯-এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আমি এখন মাননীয় তপশীলী জাতি উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত আন-ষ্টার্ড কোয়েশ্চান-এর উত্তরপত্র সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখন পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৯-এর উত্তরপত্র সভায় পেশ করছি।

মি: স্পীকার :— গত বিধানসভা অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়ের ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২২৪-এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমি এখন মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চানটির উত্তরপত্র সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীরামকুমার নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখন পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২২৪-এর উত্তরপত্র সভায় পেশ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, আজকের সভায় যে সমস্ত পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চানের উত্তরপত্র পেশ করা হয়েছে সেগুলির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

—: কমিটি সংক্রান্ত ঘোষণা :—

Mr. Speaker :— The House is to elect 5 committees- as for exa-mple Committee on Public Accounts, Committee on Public Unde-rtakings, Committee on Estimates, Committee on Welfare of Schedu-led Castes and Committee of welfare of Scheduled Tribes. Only 9 nomination papers have been received for each Committee and properly scrutinised and there is no withdrawal. The persons nomi-nated be equal to the number of seates in each Committee, I declare the Members elected for the financial year 1985-86.

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

1.	Shri Sudhir Ranjan Majumdar	Chairman
2.	Shri Keshab Majumdar	Member
3.	Shri Nakul Das	Member
4	Shri Bhanulal Saha	Member
5.	Shri Fayzur Rahaman	Member
6.	Shri Bidya Ch. Deb Barma	Member
7.	Shri Rashiram Deb Barma	Member
8.	Shri Shyama Charan Tripura	Member
9.	Smti. Gita Choudhury	Member

COMMITTEE ON ESTIMATES

1.	Shri Samar Choudhury	Chairman
2.	Shri Gopal Ch. Das	Member
3.	Shri Subodh Ch. Das	Memder
4.	Shri Purna Mohan Tripura	Member
5.	Shri Makhan Lal Chakraborty	Member
6.	Shri Sunil Kr. Choudhury	Member
7.	Shri Rasik Lal Roy	Member
8.	Shri Dhirendra Debnath	Member
9.	Shri Diba Ch. Hrangkhawl	Member

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

1.	Shri Manik Sarkar	Chairman

2.	Shri Hari Charan Sarkar	Member
3.	Shri Kali Kumar Deb Barma	Member
4.	Shri Tarani Mahan Sinha	Member
5.	Sari Samir Kr. Nath	Member
6.	Shri Samir Deb Sarkar	Member
7.	Shri Dhirendra Debnath	Member
8.	Syed Basit Ali	Member
9.	Shri Nagendra Jamitia	Member

COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED TRIBES

1.	Shri Bidya Ch. Deb Barma	Chairman
2.	Shri Samar Choudhury	Member
3.	Shri Kali Kr. Deb Barma	Member
4.	Shri Purnamohan Tripura	Member
5,	Shri Rashiram Deb Barma	Member
6.	Shri Len Prasad Malsai	Member
7,	Shri Narayan Das	Member
8.	Shri Angju Mog	Member
9.	Shri Buddha Deb Barma	Member

COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES

1.	Shri Rudreswar Das	Chairman
2.	Shri Nakul Das	Member
3.	Shri Manik Sarkar	Member
4.	Shri Jadab Majumdar	Member
5.	Shri Bidhu Bhusan Malakar	Member
6.	Shri Hari Charan Sarkar	Member
7.	Shri Angju Mog	Member
8.	Shri Narayan Das	Member
9.	Shri Rati Mohan Jamatia	Member

I also declare the names of Members to the Committees nominated by me for the financial year of 1985-86.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

1.	Shri Amarendra Sarma	Speaker, Ex-Officio, Chairman

2.	Shri Bimal Sinha	Dy. Speaker, Ex-Officio Member
3.	Shri Samar Choudhury	Member
4.	Shri Manik Sarkar	Member
5.	Shri Bhanulal Saha	Member
6.	Shri Sudhir Rn. Majumdar	Member
7.	Shri Nagendra Jamatia	Member
8.	Syed Basit Ali	Member
9.	Smti. Ratna Prava Das	Member

RULES COMMITTEE

1.	Shri Amarendra Sarma	Speaker, Ex-Officio Chairman
2.	Shri Bimal Sinha	Dy. Speaker, Ex-Officio Member
3.	Shri Jadab Majumdar	Member
4.	Shri Gopal Ch. Das	Member
5.	Smti. Gouri Bhattacharjee	Member
6.	Shri Sudhir Rn. Majumder	Member
7.	Shri Matilal Saha	Member
8.	Shri Shyama Charan Tripura	Member
9.	Shri Monoranjan Majumdar	Member

COMMITTEE ON PRIVILEGES

1.	Shri Keshab Majumdar	Chairman
2.	Shri Rudreswar Das	Member
3.	Shri Matilal Sarkar	Member
4.	Shri Bhanulal Saha	Member
5.	Shri Bidya Ch. Deb Barma	Member
6.	Shri Samir Deb Sarkar	Member
7.	Shri Rasik Lal Roy	Mamber
8.	Shri Matilal Saha	Member
9.	Shri Rabindra Deb Barma	Member

LIBRARY COMMITTEE

1.	Shri Sunil Kr. Choudhury	Chairman
2.	Shri Bidhu Bhusan Malakar	Member
3.	Shri Bhanulal Saha	Member
4.	Shri Fayzur Rahaman	Member
5.	Shri Kali Kr Deb Barma	Member

6.	Shri Kashiram Reang	Member
7.	Shri Dhirendra Debnath	Member
8.	Shri Diba Ch. Hrangkhawl	Member
9.	Shri Jawhar Saha	Member

COMMITTEE ON DELEGATED LEGISLATION

1.	Shri Nakul Das	Chairman
2.	Shri Rudreswar Das	Member
3.	Shri Subodh Dh. Das	Member
4,	Shri Makhan Lal Chakraborty	Member
5.	Shri Len Prasad Malsai	Member
6.	Shri Tarani Mohan Sinha	Member
7.	Shri Sukhamoy Sen Gupta	Member
8.	Shri Rabindra Deb Barma	Member
9.	Maharani Bibhu Kumari Devi	Member

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

1.	Shri Matilal Sarkar	Chairman
2.	Shri Subodh Ch. Das	Member
3.	Shri Makhanlal Chakraborty	Member
4.	Shri Samir Deb Sarkar	Member
5.	Shri Purnamohon Tripura	Member
6.	Smti. Gouri Bhattacharjee	Member
7.	Shri Dhirendra Debnath	Member
8,	Syed Basit Ali	Member
9.	Shri Rati Mohan Jamatia	Member

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

1.	Shri Gopal Ch. Das	Chairman
2.	Shri Purnamohan Tripura	Member
3.	Shri Jadab Majumdar	do
4.	Shri Hari Charna Sarkar	do
5.	Shri Kali Kr. Deb Barma	do
6.	Shri Narayan Das	do
7.	Shri Matilal Saha	do
8.	Shri Ratimohan Jamatia	do
9.	Shri Sunil Kr. Choudhury	do

PETITION COMMITTEE

1.	Shri Taranj Mohan Sinha	Chairman
2.	Shri Len Prasad Malsai	Member
3.	Shri Samir Kr. Nath	do
4.	Shri Bidhu Bhusan Malaker	do
5.	Smri. Gouri Bhattacharjee	do
6.	Shri Narayan Das	do
7.	Shri Rasik Lal Roy	do
8.	Shri Rabindra Deb Barma	do
9.	Shri Monoranjan Majumdar	do

HOUSE COMMITTEE

1.	Shri Rashiram Deb Barma	Chairman
2.	Shri Samir Kr Nath	Member
3.	Shri Matilal Sarkar	do
4.	Shri Fayzur Rahaman	do
5.	Smri. Gouri Bhattacharjee	do
6	Smti Gita Choudhury	do
7.	Shri Sudhir Rn. Majumdar	do
8.	Shri Rabindra Deb Barma	do
9.	Shri Ratna Prava Das	do

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1985—86.

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ১৬টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন ডিমাণ্ডগুলির উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহন করা হবে।

আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি আপনারা পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচীতে যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির উপর ছাঁটাই প্রস্তাব আছে সেগুলি একত্রে সভায় উথ্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হল। অবশ্য এখন হাউসে অনুপস্থিত যে সমস্ত সদস্য আছেন তাদের ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি উথ্থাপিত বলে গণ্য করা হবে না। আলোচনার পর প্রথমে আমি ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি ভোটে দেব এবং তারপর মোট ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটার পর একটা করে ভোটে দেব। আজকের ডিসকাশন এবং

ভোটিং-এর সময়টা কোন দল কতটা পাবে সেটা হল কংগ্রেস (ই) ৪০ মিঃ, টি, ইউ, জি, এস-২০ মিঃ. ইনডিপেনডেন্ট—১০ মিঃ, ট্রেজারী বেঞ্চ ১২০ মিঃ আর ফর ভোটিং ৪৫ মিঃ। আমি চীফ উইপদেরকে অনুরোধ করছি তারা যেন নামের তালিকা দেন কে কে আলোচনায় অংশ গ্রহন করবেন। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে সমস্ত ডিমাণ্ড এখানে পেশ করা হয়েছে আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে আমি সেগুলির প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে পঞ্চায়েতের উপর আমার একটা কাটমোশন আছে, পঞ্চায়েত ইনষ্টিটিউশনসের উপর, প্ল্যানে ২৭ লক্ষ ৮৭ হাজার এবং ননপ্ল্যানে ১ কোটি ২৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, এই পঞ্চায়েত এটাকে বামফ্রন্ট সরকার একটা পরিচ্ছন্ন গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়ন সাধনের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করলে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ব্যর্থ হয়েছেন। পঞ্চায়েত ইনষ্টিটিউশনকে উনারা টাকা পয়সার মাধ্যমে একটা অস্থিরতার পরিবেশ করেছেন। বিভিন্ন পঞ্চায়েত মেম্বারদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে মেম্বার কেনা বেচার একটা চেষ্টা করছেন। যেমন পৌরমানিক্য সেখানে দুই জন মাত্র সি, পি, আই, এমের মেম্বার এবং বাকী সবাই টি, ইউ, জি, এসের। এই দুই জনকে টাকা পয়সা দিয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে দলত্যাগ করিয়ে টি, ইউ, জি, এসের মেম্বারদেরকে নিয়ে আসার জন্য। একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে সেখানে। এই দুই জনকে ধুতি, শাড়ী করাত ইত্যাদি দিয়ে ওদের মাধ্যমে একটা ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে এই সরকার। কেন্দ্রে দলত্যাগ বিরোধী একটা আইন পাশ হয়েছে সেটা এখানে চালু করার জন্য আমরা প্রথম থেকে বলে আসছি। পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে এটার আরও বেশী প্রয়োজন ছিল। কিন্তু উনারা সেটা মেনে নিতে পারছেন না। আজকে যারা বিট্রেয়ার দলত্যাগী তারা হল ওদের বন্ধু। মিঃ স্পীকার স্যার, এই ভাবে টাকা পয়সা দিয়ে তারা পঞ্চায়েতগুলিতে একটা অস্থির অবস্থার সৃষ্টি করেছে। অনেকগুলি পঞ্চায়েত আছে যেখানে টি, ইউ, জি, এসের মেম্বাররা অনাস্থা এনে পাশ করেছে, কিন্তু সরকার সেখানে কোন অ্যাকশন নিচ্ছে না। ওয়াকি নগর চম্পকনগর সেখানে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে, কিন্তু কোন অ্যাকশন নেওয়া হয় নি। বি, ডি, ও, কে অনুরোধ করা সত্বেও কোন মিটিং কল করে নি। সি, পি, এমের মেম্বাররা মিটিং-এ আসে না। বি, ডি, ও, ইনকোয়ারী করতে গিয়ে শুধু টি, ইউ, জে, এসের মেম্বারদের সিগনেচার নিয়ে চলে এসেছেন। ছামনুতে এই রকম পাঁচটা গাঁও-সভা। সেখানে বার বার চেষ্টা করা সত্বেও বি, ডি, ও মিটিং ডাকলেন না। এই

ধরণের একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা চলছে। লবণছড়া যেখানে মাত্র একজন সি, পি, এম মেম্বার সেখানে টি, ইউ, জে এসের মেম্বারকে ২০ হাজার টাকা দিয়ে দলত্যাগ করানোর জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, অনেক জায়গাতে যেখানে উপজাতি যুব সমিতির ৩ জন কি ৪ জন মেম্বার আছেন (সংখ্যা লঘু) সেখানে কোন রিজলিউশান কিংবা তাঁদের ডেপুটেশান নিয়ে পঞ্চায়েত বসে না। কিংবা কোন রিজলিউশান নিয়ে আলোচনা হলে, টি, ইউ, জে, এস, এর মেম্বারদের ডাকা হয় না, কিংবা মতামত নেওয়া হয় না। এই রকম চলতে থাকলে, পঞ্চায়েত আইন করার কি মানে ছিল? আইনে লেখা আছে, মেম্বার যদি অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে মিটিং হবে না, কিংবা কোন মেম্বার যদি মিটিংয়ের খবর না পান, তবে মিটিং পণ্ড হবে এবং আবার ডাকা হবে। কি সুন্দর আইন। কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে উল্টো। টি, ইউ, জে, এস-এর মেম্বারদের অন্ধকারে রেখে সব দুর্নীতি চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, এই কারনে, আজকে বামফ্রন্টের পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। এস, আর, ই, পি, তে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, এন, আর, ই, পি, তে ১কোটি ১২ লক্ষ, আর, এল, ই, জি, পি, তে ১কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের দুর্নীতি চলছে তাতে এত টাকা রাখার কোন অর্থ ছিল না। আমরা জানি, আগামী দিনে আরো বেশী দুর্নীতি হবে। আজকে গ্রামাঞ্চলে খাদ্যাভাব চলছে, অভাব অনটন চলছে। এই সময়ই হচ্ছে, সংগঠন পুষ্ট করবার এক মাত্র সময় এবং এই টাকাই হচ্ছে, একমাত্র হাতিয়ার। মাননীয় মন্ত্রী বাদল চৌধুরী মহোদয় যখন অমরপুর যাবেন তখন প্রতিটি মিটিংয়ে এস, আর ই, পি, এন, আর, ই, পি, আই, আর, পি, ডি, তে কাজ দেওয়া হয়। চেলাগাং কলোনীতে ৬৪ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। ১০ হাজার টাকার বেশী কাজ হয় নি। কাজেই এত টাকা দেওয়ার মানে হচ্ছে, জনসভায় লোক জমায়েৎ করার জন্য। মিঃ স্পীকার স্যার, এই সব দুর্নীতি আজকে চলছে। আমার আর একটি কাটমোশান আছে, টুরিষ্ট সেন্টারের উপর। এখানে ১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, টুরিষ্ট সেন্টারের কি অভাব আছে ত্রিপুরায়? তবে, সরকারী অবহেলার জন্য ত্রিপুরার মানচিত্র থেকে মুছে যাচ্ছে। 'নীরমহল' আজকে যদি ত্রিপুরায় না হয়ে উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান কিংবা দিল্লীতে হতো, তাহলে এটা কি এ ভাবে ধ্বংস করা হত? কিন্তু যেহেতু এটা ত্রিপুরায় তাই ত্রিপুরার মানুষ জানে না, এটা আছে কিনা। মিঃ স্পীকার স্যার, এত বড় একটা সম্পদ ধীরে ধীরে নষ্ট করা হচ্ছে। নীরমহল আজকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, সময় সংক্ষেপ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে একই সঙ্গে

আমি দিল্লী গিয়েছিলাম। লাল কেল্লার প্রশংসা করলেন। আমি তখন তাঁকে বলেছিলাম, এইখানেও এরকম করুন, অনেক জায়গাতো আছে। দিল্লীর মত এখানেও ফুল ফুটান না। উনি বলেছিলেন, এখানে এমনিই ফুটবে। সময় হলে আপনি ফুটবে তথাপি আমি বলেছিলাম, ব্যবস্থা করার জন্য, নজর দেবার জন্য। বলেছিলাম, এতে আয় বাড়বে। দিল্লীর পুরানো কেল্লায় কত আয় হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রাও খরচ করে দেখছেন। কিন্তু তথাপি আমাদের এইখানে করা হয় না।

মি: স্পীকার :- শেষ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :- আমূল পরিবর্তন না হলে কিছুই হবে না। ত্রিপুরার এই অবস্থার জন্য আপনারা দায়ী। কাজেই আপনাদের আনীত ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করতে পারছি না। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের দ্বারা উত্থাপিত সমস্ত কাটমোশানের সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :- মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এখানে যে ব্যয় বরাদ্ধ সমর্থনের জন্য রাখা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করে এবং সেই ব্যয় বরাদ্দের উপর বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের দ্বারা উত্থাপিত ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি ২/৪টি কথা বলতে চাই। স্যার, এখানে মাননীয় বিরোধী সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া টুরিষ্ট সেন্টার, পঞ্চায়েত রাজ ইন্সটিটিউশনের পলিসি, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রভৃতির উপর নানা কথা বলছেন। তাই আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনার মারফৎ মাননীয় সদস্যকে, উপজাতিদের জন্য কতটুকু দরদ আছে আপনাদের? ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে কি কখনো ঐ যে উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর কিছু করেছে, ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের রক্ষা করবার জন্য? ১৯৭৮ সাল থেকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আজ পর্যান্ত ট্রাইবেলকে রক্ষা করার জন্য কি ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের উৎসাহিত করবার জন্য কত প্রোগ্রাম করা হয়েছে, ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। এটা কেন মাননীয় সদস্যরা ভুলে যাচ্ছেন জানি না। যদি আপনাদের দরদ থাকতোই, তাহলে এই দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দের কোন বিরোধীতা করতেন না। উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস (আই) দল ৩০ বছরে একটি রাজ্যকে শশ্মানে পরিণত করেছিলেন। কংগ্রেস শাসনে মানুষ না খেয়ে মরছিল। ট্রাইবেলরা আলু খেয়ে বাঁচছিল। সে জায়গায় আজকে বামফ্রন্ট গত কয়েক বছরে কৃষকদের রক্ষা করেছেন। গত ৭/৮ বছরে বিরোধীরা না খেয়ে মরার কোন ঘটনা উত্থাপন করতে পারেন নি। ত্রিপুরা রাজ্যের কোন মানুষ না খেয়ে আজ আর মরছে না। ট্রাইবেলদের মধ্যে সবচেয়ে দুঃস্থ হচ্ছে জুমিয়া জাতি, তারাও আজকে না খেয়ে মরছে না। কতটুকু অগ্রগতি

হয়েছে আপনারা দেখতে পান না? বামফ্রন্ট সরকার বলেন নি, ত্রিপুরার সমস্ত মানুষের জন্য দুই বেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। তবে এটা ঠিক, একবেলা খাবার দেবার ব্যবস্থা করেছেন। কংগ্রেস আমলে অনাহারে মৃত্যুর মিছিল চলছিল। তা থেকে ত্রিপুরার মানুষকে আজকে রক্ষা করা গেছে। কাজে কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ সবের বিরোধীতা করার অর্থই হচ্ছে, ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের সার্থের বিরোধীতা করা। এ ছাড়া, আর অন্য কিছুই নয়। মাননীয় সদস্য এখানে উল্লেখ করেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের মধ্যে দিয়ে একটা অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। আমি মাননীয় সদস্যদের বলতে চাই, রাজ্যের মধ্যে কোথাও অস্থিরতা নাই। এই অস্থিরতা হচ্ছে যুব সমিতির মাথার মধ্যে কংগ্রেস (আই) এর সদস্যদের মাথার মধ্যে। স্যার, যুব সমিতির সৃষ্টিকে যদি আমরা বিচার করি, তাহলে আমরা দেখব ত্রিপুরা রাজ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করার জন্য, উন্নয়নমুলক কাজের ক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করার জন্য কংগ্রেসের ঔরসে উপজাতি যুব সমিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সে ইতিহাস আমি বলতে চাই না, কারা সৃষ্টি করেছে কাদের নিয়ে অচাই সম্মেলন করেছিল সেটা নিয়ে বহুবার এই হাউসে আলোচনা হয়েছে। নিজেদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে সেই অস্থিরতায় তারা ভূগছেন রাজ্যের অস্থিরতা সৃষ্টি করে ত্রিপুরাবাসীর সর্বনাশ করার জন্য যে পরিকল্পনা করেছিলেন সেটা বেশীদিন টেকে নি। কারন অশোকবাবুরা বিশ্বাসঘাতাকা করেছেন, উপজাতি যুব সমিতিরও বিশ্বাসঘাতাকা করেছে। এই হচ্ছে আজকে তাদের মধ্যে সম্পর্ক। অশোক বাবুদের অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে উপজাতি যুব সমিতিকে নিয়ে, আর উপজাতি যুব সমিতির অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে অশোকবাবুদের নিয়ে। স্যার, গতকাল একটা পত্রিকায় দেখলাম অশোকবাবুরা উপজাতি যুব সমিতির সংগে মিলে মিশে কাজ করার জন্য দিল্লীতে গিয়ে ধর্না দিয়েছে কারন তাদের মধ্যে প্রেম ভেংগে যাচ্ছে, তাদের দিয়ে আর রাজ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। তাই দিল্লী থেকে একটি মিটমাট করার জন্য একজন উকিল আসছেন। স্যার অস্থিরতা সৃষ্টি করার জন্য উপজাতি যুব সমিতি টি,এন, ভির জর্ম দিয়েছে, এ, টি, পি, এল, ও সৃষ্টি করেছিল। এ,টি,পি,এল,ও নেতা বিনদ জমাতিয়া আত্মসমর্পন করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছিল, কিন্তু তাকে তারা খুন করেছে অস্থিরতা সৃষ্টি করার জন্য। রাজ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করার জন্য নানা ধরনের চক্রান্ত করেছে। বাগাবাসার ডাকাতির সংগে টি,ইউ,জে,এস,জড়িত, তোতা বাড়ীর লোক জড়িত, ওরা ফায়ার আর্মস নিয়ে ডাকাতি করতে গেছে, ঘরের মধ্যে লোক ঢুকিয়ে দিয়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে এই অস্থিরতা তারা বগাবাসার মধ্যে সৃষ্টি করতে চেয়েছিল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, বগাবাসায় যে ডাকাতি হয়েছিল সেটা তোতাবাড়ীর উপজাতিরা করেছে এই বলে সেখানে একটা কমিউনাল রায়ট সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছিল। ওখানকার জনসাধারণ মিলে মিশে পরিবেশ শান্ত করেছে যে-না এটা কমিউনাল কোন ব্যাপার নয়, এটা একটি সোসিয়াল এলিমেন্টদের কাজ। মাননীয় সদস্য আবার এই টেনশানকে এখানে তুলে ধরতে চাইছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীকেশব মজুমদার :— স্যার, সেখানে উপদ্রব হউক আমিও এটা চাই না সেখানকার জনসাধারণ মিলেমিশে শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে লোক ঢুকিয়ে দিয়ে পুরিয়ে মারার চক্রান্ত উনারা করেছিলেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য কনক্লুড করুন।

শ্রীকেশব মজুমদার :— স্যার, আজকে পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে ভাল কাজ হচ্ছে, গ্রামের বেকার লোকেরা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজ পাচ্ছে, তারা মহাজনের শোষণ থেকে রেহাই পাচ্ছে। তাসত্বেও সেখানে বছরে ১০০ দিনের বেশী কাজ হয় না, সুতরাং এই খাতে আরও টাকা বাড়ানো দরকার। যারা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ লোকের ভাগ্যকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্য কাটমোশান এনেছেন আমি সেই কাটমোশন গুলির বিরোধীতা করে এবং ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীজহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে যে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলির উপর বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা কাটমোশান এনেছেন আমি সেগুলি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমি ডিমাণ্ড নং ৩২, মেজর হেড ৩২১ এবং ডিমাণ্ড ৩৮, মেজর হেড ৩১৪ এর দুটি কাটমোশান এনেছি। আমি ডিমাণ্ড নং ৩২, মেজর হেড ৩২১, ভিলেজ এ্যাণ্ড স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিকে বিরোধীতা করে এর উপর আনা আমার কাটমোশনকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখছি। স্যার, অমরপুর একটি পশ্চাদপদ এলাকা। সমাজের পিছিয়ে পড়া লোকের বাসই সেখানে বেশী, বিশেষ করে অম্পি, ছেছুয়া, কাস্কো, ডলুমা, চেলাগাং এই অঞ্চলগুলিতে শিল্প কারখানা করার মত কোন ব্যবস্থা এই বাজেটের মধ্যে রাখা হয় নাই। অথচ এই সমস্ত অঞ্চলগুলিতে শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বেকার রয়েছে যারা অফিস আদালতে গিয়ে কাজ পায় না, তাদের অন্ন সংস্থানের জন্য অন্ততঃ সেখানে কিছু শিল্প কারখানা খোলার ব্যবস্থা করা এই সরকারের উচিৎ ছিল, বিশেষ করে কুটির শিল্প। সেই সমস্ত অঞ্চলে উপজাতি জনগোষ্ঠীর লোকই বেশী এবং তারা দীর্ঘদিন ধরে দাবী করে আসছেন কিছু কুটির শিল্প খোলার

জন্য। কিন্তু সেই একান্ত অনুরোধকে এই শাসক দল বরাবর উপেক্ষা করে যাচ্ছেন। কিন্তু সেই এলাকাগুলি যদি কোন শাসক দলের লোকের এলাকা হত তাহলেই নিশ্চয়ই ঐ এলাকাগুলিতে সরকারী অর্থ ব্যয় করে কিছু শিল্প কারখানা খোলা হত। আমি বামফ্রন্ট সরকারকে অনুরোধ করব যে দলীয় দৃষ্টিভংগীকে ঊর্ধ্বে রেখে যে যে এলাকাগুলি আমি উল্লেখ করলাম সেগুলিতে কিছু শিল্প কারখানা খোলার জন্য যাতে ঐ সমস্ত এলাকাবাসীর অন্ন সংস্থান হয়। স্যার, এন. আর, ই, পি, এস, আর, ই, পি কাজ সম্পর্কে আমি দেখেছি, শাসক দলের কোন বিধায়ক, বা মন্ত্রী কোথাও জনসভা করতে যান, তখন দেখা যায় সেই নির্দিষ্ট দিনে গ্রামের শ্রমিকদের কাজ দেওয়া হয়। এবং তাদের বলা হয়, তোমাদের কাজ করতে হবে না, তোমরা মিছিলে গিয়ে যোগদান করবে। যাতে বামফ্রন্টের মিছিলটা বড় হয়। বিগত ৮ বছর ধরে তাদের এই কার্য্য কলাপই আমরা দেখে আসছি। তারা আস্তে আস্তে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, সুতরাং এস, আর, ই, পি বা এন, আর, ই, পির কাজ দিয়ে যদি মিছিলে না আনা যায় তাহলে তাদের জনসভা শূন্য হয়ে যাবে। মিঃ স্পীকার স্যার, আর একটা কথা বলতে হচ্ছে প্রচার দপ্তরের উপর, সেটা হলো প্রচার দপ্তর ডিমাণ্ড নাম্বার ২৪, মেজর হেড ২৮৫ মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার সামনে একটা পরিসংখ্যান দিয়ে এই যে এডভারটাইজমেন্ট তাদের যে ভুল সেটা তুলে দিচ্ছি, গত কালকে এই হাউসে লে করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন, আপনার সময় শেষ।

শ্রীজহর সাহা : স্যার, আমাকে আরও দু মিনিট সময় দিন।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস , দু মিনিট নয়, এক মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীজহর সাহা :- সেখানে "ডেইলি দেশের কথা" যেটা শাসক দলের মুখপত্র দেখুন ১৯৮১-৮২ থেকে ১৯৮৪-৮৫ সাল পর্য্যন্ত সেখানে "ডেইলি দেশের কথা" সাপ্তাহিক একটা মুখপত্র সেখানে মোট ব্যয় করা হয়েছে তাঁরা বলছেন যে, টাকা দিচ্ছেন না, কিন্তু সেখানে বিগত ৪ বছরের মধ্যে ২১৪০ টাকা ৯৫ পয়সা দিয়ে দলীয় তহবিল থেকে ঘাটতি পূরন করা হয়েছে। সেখানে সাধারন মানুষের কথা বলা হয় না আর যে পত্র পত্রিকাগুলি জনসাধারন পেয়ে থাকেন সেখানে সীমিত অর্থ দেওয়া হয়। যেখানে ছোট ছোট পত্রিকাগুলি অর্থাভাবে চলতে পারে না সেই সমস্ত পত্র-পত্রিকাগুলিতে এডভারটাইজমেন্ট দেওয়া হয় না, ফলে এই যে অবস্থা এটা আমরা সমর্থন করতে পারি না। আমরা আশা করবো সরকার জনকল্যানমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের যে প্রচার দপ্তর তাদের যে পলিসি সেটাকে তাঁরা সংশোধন করবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন, আপনার সময় শেষ।

শ্রীজওহর সাহা :- ফিল্ড পাবলিসিটির কথা বলতে গিয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে ফিল্ড পাবলিসিটি করা হয় কাদের জন্য ? মন্ত্রীরা যে জনসভা ডাকেন সে জন্য, কারন বিগত ৮ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকারের অপশাসনে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষ আজকে তাদের মুখোস চিনে ফেলেছে, সুতরাং বামফ্রন্ট সরকারের কথা শুনলে মানুষ পিছনের দিকে চলে যায়, এই জনসভার দিকে আসতে চায় না। পশ্চাৎপদ মানুষগুলিকে সিনেমা দেখানো হবে বলে প্রচার করে সেখানে মানুষকে নির্বাচনের জনসভা, দলীয় জনসভা করেন এইগুলিকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। আমি আশা করবো এখানে যে সকল সদস্য আছেন, বিরোধী দলের যে সকল সদস্যরা এই ডিমাণ্ডের উপর ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে সবাই সেগুলিকে সমর্থন করবেন, এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য : — মি: স্পীকার স্যার, আজকে যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে উপস্থিত করা হয়েছে সেই ডিমাণ্ডগুলিকে আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের সদস্যরা যে সমস্ত কাটমোশান এনেছেন সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আজকে দেখা যাচ্ছে পঞ্চায়েত, যে পঞ্চায়েত গ্রামের মানুষের কল্যানে কাজ করে, তাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে কাজ করে। কিন্তু বিগত দিনে আমরা দেখেছি কংগ্রেস সরকারের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চায়েতকে ব্যবহার করা হতো নির্বাচন যখন আসত তখন পঞ্চায়েতগুলি তাদের সেখানে উপস্থিত করতো হয়তো ভোট আদায় করার জন্য। সেই জন্য হয়তো তখন ১টা ড্রিপ টিউব ওয়েল দুইটা লাইট পোষ্ট, এবং কয়টা ইট দিয়ে রাস্তা বেধে দওয়া হতো। তারপর পঞ্চায়েত মেম্বার, পঞ্চায়েত প্রধানরা গ্রামে গ্রামে সেখানে বেড়িয়ে পড়তো ভোট ভিক্ষা করার জন্য। কিন্তু আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি, বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে যে দিন সেই মন্ত্রী সভা সেখানে শপথ গ্রহন করছেন সেই দিন বলেছেন এই প্রশাসন আমরা গ্রামের মানুষের উপর দিয়ে দেব। সমস্ত উন্নতিমূলক কাজ করবে গ্রামের মানুষ, সেই প্রতি-শ্রুতির মধ্য দিয়ে আমরা লক্ষ্য করলাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সেখানে ঝাপিয়ে পড়ে সেই জায়গায় তার নজর আজকে নিজের গ্রামকে কিভাবে সাজিয়ে তার পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে, তার যে ক্ষমতা সেই পঞ্চায়েতের মধ্যে নিজেদের গ্রামের কাজ নিজেরা শলা পরামর্শ নিয়ে পঞ্চায়েতকে বলিষ্ঠ ভাবে সেখানে পরিচালনা করছে। নগেন বাবু যে কথাটা বলেছেন, বলতে পারলেন যে পঞ্চায়েত সৃষ্টি হওয়ার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে, অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে, তা অবশ্য ঠিক কারণ একটা অংশের মানুষ সেটা সহ্য করতে পারবেন না, কারন একটা গরীব মানুষকে আগে তো বড় বড়

জোতদার জমিদাররা দেড় টাকা, দুটাকা দিয়ে তাদের সারাদিন খাটানো যেত কিন্তু আজকে তো তা আর পারা যাচ্ছে না তাই এটা তাদের সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু সেই জায়গায় প্রত্যেক শ্রমিককে ২০ টাকা, ১৫, টাকা ২৫ টাকা দিতে হয়। বামফ্রন্ট সরকার এন, আর, ই, পি, এস, আর, ই, পি মধ্য দিয়ে যে কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তার জন্য মানুষের জীবনের মান সেখানে বেড়ে গেছে, সেই জায়গায় দুই টাকা দিয়ে শ্রমিককে এখন খাটানো যাচ্ছে না। আগে আমরা দেখেছি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শ্রমিকরা কাজ করতো এবং সেই মজুরী পাওয়ার জন্য আমরা গ্রামের মধ্যে লক্ষ্য করেছি সেই যে দিন মজুর তাদের বসে থাকতে হতো ঐ মহাজনরা কোন সময় বাজারে যাবে তারপর রাত্রি ১০ টার পর তাকে দুই টাকা দেওয়া হতো। আজকে সেই অবস্থা থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ মুক্ত হয়েছে তাই আজকে তাঁরা ভয় পাচ্ছেন। উপজাতি যুব সমিতির সংগঠনকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে পারছেন না। আজকে আমরা লক্ষ্য করছি, ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের কল্যানের জন্য এখানে যখনই বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দ চাওয়া হয় তখনই মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা ছাটাই প্রস্তাব আনেন। অবাক লাগে ? কি করে আরও বেশী করে অর্থ আনা যায় যাতে করে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণকে আরও ভালভাবে সেখানে রাখা যায় এই কথাগুলি চিন্তা না করে তাঁরা উল্টো তার বিরোধীতা করছেন। সেখানে জন প্রতিনিধি হিসাবে কিভাবে তাদের রিলিফ দেওয়া যায়, মানুষকে কিভাবে মর্য্যাদা দিয়ে পৃথিবীর বুকে মাথা উচু করে বাঁচতে পারে তার একটা সুযোগ করে দেওয়ার যে সংস্থা তার থেকে বিরত থাকতে চান। মানুষকে অর্থ নৈতিক অনটনের মধ্যে, দুঃখের মধ্যে টেনে যদি পিছনে নেওয়া না যায়, তবে সন্ত্রাসের পথকে সুগম করা যাবে না, সেখানে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না, তাই আজকে যে এই পঞ্চায়েত-এর মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তার মধ্য থেকে তারা জীবন ফিরে পেয়েছে, গরীব মানুষ সেখানে সম্মান পেয়েছে। মাননীয় সদস্য জওহর বাবু, বলেছেন শিল্প অবাক লাগে তাদের মুখে শিল্প ? রেল চাই না, জুট মিল চাই না, সূতার কল চাই না, ছোট ছোট কারখানা চাই না আমরা বাজেটের বিরোধীতা করি উনারাই আবার বলেছেন আজকে শিল্পের কথা, অবাক লাগে ওদের জামা পাল্টানো মানুষকে কেমন করে আর ধোকা দেবেন, আজকে চেয়ারে বসে জনপ্রতিনিধি হয়ে আপনারা এখানে এসে জনগণের বিরুদ্ধে যে কথাগুলি বলছেন আজকে হাউসে জনগণকে সতর্ক করে দেওয়া তাদের দায়িত্ব, আমরা সেখানে তাদের সতর্ক করে দেব, তাদের চিহ্নিত করতে হবে, চিহ্নিত করে সামনের দিনে তাদের ত্রিপুরার বুক থেকে সরিয়ে দিতে হবে। কারন রাজনৈতিক ভাবে তাদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে, কারন জনগণের

আশা আকাংখাকে এই ভাবে নষ্ট করা যায় না। বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্য থেকে তাঁর যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, তাঁর যে চেতনা সমস্ত মানুষকে সেখানে উদ্বুদ্ধ করে ফেলেছে। মানুষের যে অধিকার সেই অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে এই জন্য আজকে তাঁদের আতংক হচ্ছে, ভয় হচ্ছে। সারা ভারতবর্ষের বুকে ত্রিপুরা রাজ্য কিভাবে কাজ করে চলেছে. যে কাজকর্মের মধ্য দিয়ে সারা ভারতবর্ষের শোষিত গরীব মানুষ সেখানে সংগঠিত হচ্ছে, কিন্তু আজকে সেই জায়গায় মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বাধার সৃষ্টি করার জন্য কাটমোশান এনেছেন, তাদের এই কাটমোশানগুলিকে বিরোধীতা করে এবং ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার — এই হাউস বেলা ২(দুই) ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী থাকবে।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সৈয়দ বাসিত আলি।

সৈয়দ বাসিত আলি :- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বাজেটের উপর যে কাটমোশান আনা হয়েছে তা হল ডিমাণ্ড নং ৫২ মেজর হেড ৩৮৭। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরাবাসীর দারিদ্রতা দূরীকরন করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার মুখে যা বলেন তা আর বাস্তবে প্রতিফলিত হয় না। আমরা দেখেছি গ্রামে গঞ্জে গরীব বেকার আছেন, যারা অত্যন্ত দারিদ্রতার মধ্য দিয়ে পড়াশুনা করেছেন, তারা চাকরী করতে আসে তারা নিজেরা স্বনির্ভর হওয়ার জন্য। সরকারী তরফ থেকে যে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে অনেকের চাকরীর সংস্থান হচ্ছে না, তারা চাকরী না পেয়ে গ্রামে গঞ্জে নিজস্ব উদ্যোগে তারা বিভিন্ন তাঁত শিল্প এবং অন্যান্য শিল্প নিজেরা স্থাপন করেছেন এবং অর্থ সাহায্য পেয়েছেন। সেই ক্ষেত্রে উত্তর ত্রিপুরার যে ইণ্ডাষ্ট্রী আছে তার যে কর্তৃপক্ষ আছে এবং কর্মচারী আছে তাদের সাথে আমি আলাপ করেছি, তাদের জন্য কতটুকু কি করা যায়। তারা যে উৎপাদন করছেন তাতে বাজারে তারা মুনাফাখোরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বিক্রী করতে পারছে না। যার ফলে ১বৎসর পার হয়ে গেলেই দেখা যায় এইসব শিল্প সংস্থা সরকার থেকে যে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় তা ভেঙ্গে যায়। এইটা আমি অভিজ্ঞতার নিরীখে লক্ষ্য করেছি। কতগুলি স্বার্থান্বেয়ী লোক আছে যারা এই টাকাগুলি আত্মসাৎ করে। সুতরাং এই জিনিসটার যা উদ্দেশ্য, যে উদ্দেশ্যে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের হাতে টাকাটা তুলে দেন সেটা আর হয়ে উঠে না। তা আর বাস্তবে প্রতিফলিত হয় না। যার ফলে বেকাররা গ্রামে যারা শিক্ষিত ক্র্যাফ্‌ট্‌সম্যান আছেন তারা শেষ পর্য্যন্ত দারিদ্রতায় ভুগে। তাদের কি অবস্থায় দিনযাপন করতে হয় তা আর ভাষায় বর্ণনা করতে পারছি না। তাই সরকারের কাছে আমার অনুরোধ যে, এই টাকাগুলি অন্যের মারফতে না দিয়ে সরকার

যদি নিজের উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। গ্রামে গঞ্জে যাতে সরকারী নিয়ন্ত্রনে মানুষের জীবিকার জন্য ছোট ছোট শিল্প স্থাপন করা হয়। অন্যের হাতে টাকাটা তুলে দিলে কিছু স্বার্থান্বেষী লোক আছে এই টাকাগুলি পকেটে পুরে নেয়। যারা নিজেরা শিল্প স্থাপন করেন তাদের যে আর্থিক ক্ষমতা তা খুবই সীমিত। তা তাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সেই ক্ষেত্রে তারা বাজারে মুনাফাখোরদের সাথে বাজারে প্রতিযোগিতা করে চলতে পারবে না। আর্থিক অব্যবস্থার ফলে তাদের স্বাভাবিক জীবন বিপন্ন হচ্ছে। সুতারাং মানুষ আরও দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে যাচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যারা শিক্ষিত বেকার, অর্থাৎ উপযুক্ত ছাত্র তারা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যারা স্বার্থান্বেষী আছেন তারা সমস্ত কিছু আত্মসাৎ করছেন এবং লুটতরাজ চালাচ্ছেন। যারা দরিদ্র পরিবারের ছেলে তারা সবকিছু থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমি নিজে চেষ্টা করে তাদের সেইসব সুযোগ সুবিধা করে দিতে পারিনি। তাই আমি অনুরোধ করছি সরকারকে, সংকীর্ণ মনোভাব ত্যাগ করে, সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী ত্যাগ করে যারা দরিদ্র পরিবারের শিক্ষিত বেকার এইসব ক্ষেত্রে তাদের যাতে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তাদের স্ব-নির্ভরশীল হতে সাহায্য করুন আমি এই আহ্বান করছি সরকারের কাছে। আমি প্রথম অ্যাসেমব্লিতে এইখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে আমাদের সরকার মহোদয়ের উদ্যোগে যে প্যাক্স ল্যাম্পাস তৈরী করা হয়েছে তাদের হাতে এই শিল্প গড়ে তোলার জন্য অর্থ প্রদান করা হয়। আমি দৃষ্টি আকর্ষন করেছিলাম কৈলাশহরে যে দেওছড়া গাঁওসভায় এইখানে একটা ল্যাম্পস আছে। এর জন্য ১৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল এইটা মোটেই বাস্তবায়িত হয়নি। সমস্ত টাকা নিজেদের লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। জনসাধারন আমার কাছে অভিযোগ করেছিল। আমি অ্যাসেমব্লিতে দৃষ্টি আকর্ষন করেছিলাম। কিন্তু প্রশ্নটা অ্যাডমিট হয়নি। এই রকম আরো দেখেছি লক্ষ লক্ষ টাকা যারা স্বার্থান্বেষী লোক তারা আত্মসাৎ করেছে। তারা দরিদ্র মানুষের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। এইজন্য বার বার অভিযোগ আনা হয়েছে। তাই আমি বলছি এইসব মনোভাব ত্যাগ করে প্রসারতার মনোভাব আনুন। মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না আমি বিরোধীদের পক্ষ থেকে যে কাট-মোশানগুলি আনা হয়েছে বা যে অভিযোগ করা হয়েছে এই বাজেটের টাকা দিয়ে জনগণের স্বার্থ বাস্তবায়িত হচ্ছে না বলে। এখানে বিভিন্ন দপ্তরের তরফ থেকে বিভিন্ন সংস্থার কাছে বা পঞ্চায়েতের হাতে অনেক টাকা প্রদান করা হয়েছে, ফলে সেই টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে এবং দরিদ্র মানুষের কাছে সেই টাকার সুফল গিয়ে পৌঁছাচ্ছে না। কাজেই এখানে, যে কাটমোশানগুলি আনা হয়েছে তাতে যেমন,

আইনের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতি যে দুই রকমের আছে, আপনারা সবাই তা অবগত নন যে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই সরকার মানুষের চেতনা বৃদ্ধির যে হিড়িক দিয়েছিলেন তাতে সাধারন মানুষের চেতনা বেশী বাড়ানোর কথা ছিল, কিন্তু বেড়েছে ঐ স্বার্থান্বেষীদের মুনাফাখোর এবং কালোবাজারীদের, যার ফলে সাধারন মানুষের উপর অত্যাচার ও অবিচার অনবরত চালিয়ে যাচ্ছে। যার জন্য আজকে ত্রিপুরার দরীদ্র মানুষরা চিৎকার করে নিজেদের দাবী জানাতে পারছে না বা বলতে পারছে না। কাজেই এইভাবে তাদের উপর যে অত্যাচার ও অবিচার চলছে, নয়তো বা খুন করা হচ্ছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর খুনের ঘটনা রাহাজানী, লুটপাট এইসব ঘটনা ঘটছে তারজন্য দরিদ্র জনগণ আমাদের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করে, কিন্তু আমাদের এমন অবস্থা যে আমরা সরকারের কাছে সুব্যবস্থার সহযোগীতামূলক কোন পরামর্শ পাই না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীসৈয়দ বাসিত আলী :— সুতরাং আমরা আবেদন রাখি আপনাদের কাছে য জনগণের জন্য যে অর্থ বাজেটে রাখা হয়েছে তা যাতে সুষ্ঠভাবে দরিদ্র জনগণের স্বার্থের কাজে লাগে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা নেবেন এবং সরকার এই সম্পর্কে আন্তরিকভাবে কাজ করবেন এই আশা রেখে আমাদের সমস্ত বিরোধী দলের সদস্য কর্তৃক আনিত কাটমোশনগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে কাটমোশানগুলি আনা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। এখানে প্রথমেই বলতে হয় আমাদের প্রতি বছর যে বাজেট-এ লক্ষ লক্ষ টাকা ধরা হয় সেই বাজেটের বিরুদ্ধে কাটমোশন বিরোধী দলকে আনতে হয়। অনেক সময় দেখা গেছে কাটমোশানের বিরোধী বক্তব্য রাখতে গিয়ে ট্রেজারী ব্যাঞ্চ থেকে বলেন যে শুধুমাত্র বিরোধীতা করার জন্যই এই কাটমোশানগুলি আনা হয়, কারণ এর সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নাই। আসলে সরকারের সমস্ত কাজ কর্মের সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নাই বলেই এখানে কাটমোশান আনতে হয়। এখানে পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট সহ আরও কয়েকটা ডিপার্টমেন্টের কথাই বলব। কারণ আজ এই পাবলি-সিটিটা একটা হন-সিটি হয়ে গেছে, এখানে প্রচারের মাধ্যমে জনগণের সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য যে সব কাজ করার জন্য এত টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং খরচ করা হয়, তা জনগনের সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য নয়। তাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য এইটা করা হয়, কারণ আমরা দেখেছি এই পাবলিসিটি

ডিপার্টমেন্টের জন্য যে লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে তা দিয়ে ত্রিপুরার দশরথ দেব ১৯৫২-৫৩ সালে কি করে ঘরোয়া ফাইট করেছিলেন গ্রামে গঞ্জে এবং তখনকার সময় ওনার মাথার দাম যে ছিল দশ হাজার টাকা সেই কাহিনীকে তুলে উগ্রপন্থীদের উৎসাহিত করার জন্য এই ডিপার্টমেন্টে রঙ্গিন ফ্লিম তৈরী করা হয়েছে। আর এই ভাবেই এই ডিপার্টমেন্টের সমস্ত টাকা পয়সা পার্টির কাজে ব্যয় হয়ে থাকে। তারপর আরও দেখা যায় পাবলিসিটির এস. ডি, পি, আর, ও, বলে প্রত্যেকটা সাবডিভিশানে একজন করে অফিসার রাখা হয়, তা এইটা সাবডিভিশানের পাবলিক রিলেশান অফিসার বললেও আসলে কিন্তু তাদেরকে টি, এন, ভির রিলেশান অফিসার করে রাখা হয়েছে, তাদেরকে কোন সময় কোন জায়গায় কিভাবে কি করতে হবে সমস্ত কিছু এখান থেকে নির্দ্দশ যাচ্ছে। যাচ্ছে আপনার ঐ পাবলিক রিলেশান অফিসারদের থ্রোতে না, ঐ টি, এন, ভির রিলেশান অফিসারদের থ্রোতে, আর এই জন্যই এই ডিপার্টমেন্টকে যে টাকা দেওয়া হয়েছে এইটাকে তাকে কোন মতেই আমি সমর্থন করতে পারি না। এই ডিপার্টমেন্টের কথা বলতে গেলে আরও বলতে হয় যে, আমরা দেখেছি যে, গ্রামে যাদের কাছে কোন সিনেমা হল নাই তাদের জন্য কই ডকোমেনটরী ফ্লিম পাঠিয়ে তার মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হবে তা নয়। সে ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, সেখানে যদি কোন বিরোধী দলের এম, এল, এ, রিকম্যাণ্ড করে যে এই সব গ্রামে দেখানো হবে তাহলে তা দেখানো হবে না। কেননা কোন মন্ত্রী যখন কোন গ্রামে মিটিং করতে যাবে তখনই সেখানে তা দেখানো হবে। জানেন আপনাদের ঐ রবীন্দ্র দেববর্মা এম. এল, এ হয়েছে তা সে কখনও আপনাদেরকে সিনেমা দেখাতে পারেনা, দেখুন। অথচ এ, ডি, সির মেম্বার ঐ আনন্দ রোয়াজা তিনি চালিং ছড়াতে একটি মিটিং ও একটা ঘরোয়া সভা করেছে এবং তার পরে সেখানে পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা ফ্লিম দেখানো হয়েছে এবং তাতে প্রতিটি লোকের কাছ থেকে তিন টাকা করে টিকেটের দাম নেওয়া হয়েছে, আমি আপনাকে বলছি তদন্ত করে দেখুন যে, পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে সিনেমা দেখানোর বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে টিকেটের দাম তিন টাকা করে নেওয়া হয়েছে কিনা? এই হচ্ছে এই ডিপার্টমেন্টের নমুনা! কাজেই একটা দলীয় রক্ষার্থে এই সমস্ত প্রচার যন্ত্রকে লাগানোর জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছে তাকে সমর্থন করতে পারি না। এখানে আরও দেওয়া হয়েছে জেল সম্পর্কে, এই জেলের বিবরন বলতে গেলে এই অল্প সময়ে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের যে সময় দেওয়া হয়েছে সেই সময়ে আমি বলতে পারব না। আজকে সেখানে আমরা কি দেখি যে, মানুষ অপরাধ করলে জেলখানায় তার শাস্তির জন্য তাকে রাখা হয়, অথচ সেই জেলখানার ভিতরেও আজ

দুর্নীতি ঢুকেছে। আমরা জেল খেটে এসেছি, আমরা বলতে পারব বামফ্রন্ট সরকার কি অত্যাচার সেখানে আমাদের উপর করেছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে জেলের মধ্যে চলেছে নারী নির্যাতন। আমরা দেখেছি অঞ্জলী কর্মকারকে উদয়পুর জেলে নির্য্যাতন করা হয়। অথচ দুস্কৃতকারীদের কোন প্রকার শাস্তি দেওয়া হয়নি। তারপর আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীরা জেল থেকে পালিয়ে যায়। সেই কৈলাসহর জেলে তারা ছিল। সেই জেল এমন নয় যে সেখানে হাজার হাজার কয়েদি থাকে, সুতরাং তাদের নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব নয়। সেখানে মাত্র কয়েকজন কয়েদী থাকে অথচ সে জেল থেকে উগ্রপন্থীরা পালিয়ে গেল তাদের আটক করে রাখা গেল না। তাছাড়া জেলের ভেতরে আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছুই নেই। সেখানেও কয়েদীদের মধ্যে চলছে দলাদলী। এই আগরতলার সেন্ট্রাল জেলের ভেতরে কয়েকজন কয়েদী সংঘবদ্ধভাবে সুধীর ভৌমিককে আক্রমন করে তাকে হত্যা করেছে। সুতরাং আমার মনে হয় বর্তমানে ত্রিপুরার জেলের যে কি অবস্থা তা বোধ হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন না। আর রাজ্যে যত চুরি ডাকাতি রাহাজানির ঘটনা ঘটছে তার সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে উপজাতি যুব সমিতির উপর। এই খানে মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার তিনি, বলেছেন যে এই উপজাতির লোকেরাই চুরি ডাকাতি রাহাজানিতে যুক্ত রয়েছে। আমি উনাকে বলতে চাই যে, আপনারা এইভাবে চুরি ডাকাতির জন্য উপজাতি যুব সমিতির উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে আগুন নিয়ে খেলা করবেন না। আগুন নিবাতে চেষ্টা করুন। আগুন নিয়ে খেললে নিজেদের বিপদ ডেকে আনবেন।

আজকে আমরা দেখি যে, ডি, আর, ডি, এ, স্কীমে সেন্ট্রাল থেকে টাকা আসে। কিন্তু সে স্কীমে একেবারেই কাজ হয় না। এই স্কীমে বিভিন্ন ব্লকে বিশেষ করে ডুম্বুর ব্লকে কত টাকা দেওয়া হলো তার কোন হিসাব আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। এই স্কীমের টাকা কিছুটা সরকার থেকে দেওয়া হয় আর কিছুটা ব্যাংক থেকে ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা দেখেছি এই টাকা নিয়ে সি, পি, আই, এমের সমর্থক গুণমনি দেববর্মা কারচুপি করে বহু অর্থ আত্মসাৎ করে এবং শেষ পর্য্যন্ত ধরা পড়ে জেলে যায়। তাকে ছাড়িয়ে আনবার জন্যে সি, পি, আই, এমের আরেকজন প্রাক্তন এম, এল, এ, শ্রীরাম কুমার দেববর্মা চেষ্টা করেছেন। কথায় বলে কি না—

"চোরে চোরে মাসতুতো ভাই,
আর, এক চোর নাকি আরেক চোরের বোনের জামাই।"

কাজেই আজকে এই ডিমাণ্ডগুলির উপর যে সমস্ত কাটমোশান এসেছে সে সব-গুলিকে সমর্থন করে এবং এই ডিমাণ্ডগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য

শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেঃ স্পীকার : – মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে বাজেটের যে ডিমাণ্ডগুলি এই হাউসে পেশ করা হয়েছে সেই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে এবং এই ডিমাণ্ডগুলির উপর যে কাটমোশান এসেছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই হাউসে কৃষি দপ্তরের ডিমাণ্ডগুলির উপর মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা কাটমোশান এনেছেন। এতে আমার একটা কবিতার কথা মনে পড়লো। সেটি হলো এইরূপ—

"ভোর না হতেই লাঙ্গল কাঁধে মাঠ পানেতে যায়-
ওরা আমাদের কৃষকবন্ধু বাস আমাদের গায়।
মোটা কাপড় পরে ওরা- খাইছে মোটা ভাত,
কষ্ট করে কোন মতে কাটায় দিন রাত।
ওরা আছে বলেই আছি আমরা বাবুর দল,—"

কবি যখন এই কবিতাটি লিখলেন, তখন সারা ভারতবর্ষের জমিদার, মহাজন মহারাজারা, জোতদাররা সকলেই কবিকে পাগল বলে ঠাট্টা করেছিল। স্বাভাবিক কারনেই আজকে কৃষির উপর যারা কাটমোশান আনতে পারেন তারা হলেন সেই সব জমিদার, জোতদার, মহাজনদের প্রতিনিধি। তারা যদি এই কাটমোশান না আনেন তাহলে তাদের শ্রেনী চরিত্র ধরা পড়বে কিসে? বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষির যে অগ্রগতি ঘটেছে এবং কৃষকদের ও প্রান্তিক চাষীদের যে উন্নত ঘটেছে তা দেখে এই জোতদার মহাজন ও জমিনদারদের প্রতিনিধিরা সহ্য করতে পারছেন না। তাই তারা বলছেন, এটা বাতিল করো, ওটা বন্ধ করো ইত্যাদি। এটা তাদের শ্রেণী চরিত্র। সুতরাং তারা এটা করবেই।

এই ভারতবর্ষ একটি কৃষি প্রধান দেশ। অথচ স্বাধীনতার পর কংগ্রেস রাজত্বে এই কৃষকদের উপর চলে প্রচণ্ড অত্যাচার। কৃষকরা জমিতে ধান ফলিয়ে সে ধান ঘরে এনে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতেন। কোন সময় কংগ্রেস বাবুরা এসে পুলিশ মিলিটারী নিয়ে এসে জোর করে সে ধান লেভি হিসাবে নিয়ে যাবে। এই লেভি আদায়ের বিরোদ্ধে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে এই ত্রিপুরাতেও কৃষকরা আন্দোলন করেন। এই আন্দোলনে অংশ গ্রহন করবার ফলে ধর্মনগরের সোনাইমুড়ি গ্রামের রবীন্দ্র মালাকার পুলিশের গুলিতে মারা যান। এই ত্রিপুরা রাজ্যে তখন রাজত্ব করতেন শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত। শ্রী সেনগুপ্ত রবীন্দ্র মালাকার মারা যাবার পরে তার সৎকারের সময় উপস্থিত ছিলেন। এই আন্দোলন যখন তীব্র হলো এবং রবীন্দ্র মালাকার যখন মারা

গেলেন তখন এই লেভি আদায় বন্ধ হলো। সে সময় কয়েকজন কংগ্রেস নেতা সেই গ্রামে গিয়ে বলতে থাকেন যে, রবীন্দ্র মালাকার অন্যের বাড়ীতে চাকুরী করে, তার কোন জমি নেই, বাড়ী নেই- সে কেন সে আন্দোলনে যোগ দিতে গেল। গেছে যখন তখন তার প্রাণ গেছে ভালই হয়েছে। এই ধরনের কথাবার্তা তারা বলতে লাগলো। কিন্তু রবীন্দ্র মালাকারের স্ত্রীকে এবং তার পুত্র কন্যাকে তাদের জীবন ধারনের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। উপরন্তু রবীন্দ্র মালাকারের শ্বশুরের একখণ্ড খাস জমিতে তার স্ত্রী-সন্তানেরা বাস করছিলেন সে জমিটুকুও একজন কংগ্রেস নেতা নাম হীরেন্দ্র পাল জোর করে দখল করে নেয়। এই ধরনের জঘণ্যতম ঘটনা ত্রিপুরার ইতিহাসে আর দেখা যায় না। এই লেভি আদায়ের সময় তারা বলতে থাকেন যে, "তোমরা যদি সরকারকে লেভির ধান না দাও তা হলে সরকার রেশনের মাধ্যমে তোমাদের চাল দিবেন কি ভাবে?" কাজেই এই সকল জোতদার, জমিদারদের পক্ষে আজকে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা ওকালতী করতে এসেছেন- কৈ তারা তো কোনদিন এই রবীন্দ্র মালাকারের পরিবারের প্রতি সহানুভূতি দেখান নি। সেটা তারা দেখাবেন না। কারন এদের কথা তাদের মনে থাকার কথা নয়। এই রবীন্দ্র মালাকারের পরিবারের প্রতি কে সহানুভূতি দেখিয়েছিল বলুন তো দেখি? আমার এলাকায় যখন সার্ভে সেটেলমেন্ট চলছে নামে বেনামে আমার পরিবারে যাতে বেশী জমি থাকে তারা সেই কাজই করেছেন। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখলাম ১৯৮৩ সালে যে বন্যা হয়েছিল তখন আগরতলা শহর থেকে কত সাহায্য গিয়েছে। কৃষক জমির ন্যায্য দাম চায়। জুমিয়া ভাইয়েরা যখন বাজারে আসে তখন বলে যে, দূর বেটা লেখা পড়া শিখে ফেলেছিস নাকি? আবার কম দাম দিলেই বলে যে, মামা তুমি খুব ভাল। তাকেও বলে মামা, তার ছেলেকেও বলে মামা। কোন গরীব মানুষ দাদন নিয়েছে, তার একটা নাম দেন তো দেখি। এটা সম্ভব নয়। বাস্তবে কোনদিন কোন গরীব মানুষ দাদন নেয় নাই। ধুমাছড়ায় দেখেছি, একজন মহাজন গলাতে মালা ঝুলিয়ে বলছেন যে, তুমি যদি আমার টাকা ফেরত না দাও তাহলে ধর্মের কাছে তুমি পাপী হয়ে যাবে এবং আমাকে টাকা না দিলে আমি এখানেই মরে যাব। এইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে কাটমোশনগুলির পরিষ্কার বিরোধীতা করতে হয়। কাজ যেখানে হয়েছে সেখানে তারা অস্বীকার করছেন। জুমিয়াদের মধ্যে পাটের বীজ, মেস্তা বীজ যেগুলি বিনামূল্যে দেওয়া হয়, সেগুলির ব্যবস্থা হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। আজকে আমরা দেখি যে, যে পরিমান ফসল আগে উৎপাদন হত তার চেয়ে দ্বিগুণ ফসল কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন হচ্ছে এত বন্যা এবং খরার পরেও। কারণ কি? জুমিয়া যাতে তাদের উৎপাদিত পণ্যের দাম পেতে

পারে সেটা দেখা হয়। সেটা কি আপনারা করেছেন কখনও ? তবে যেহেতু কংগ্রেস কর্মী হিসাবে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে যেতে হবে, সেখানে গিয়ে বলতে হবে যে, দেখ তোমাদের জন্য আমরা এই বলেছি সেই বলেছি। আবার উপজাতি যুব সমিতিও যাবে। তারা প্যান্ট পরে অফিসে আসতে পারেন। অথচ উপজাতি মেয়ে ছেলেরা শাড়ী পড়তে পারবে না। তারা উপজাতিদের উগ্রপন্থী বাহিনীতে দারোগা বানাবার লোভ দেখিয়ে আনছেন। সে মনে করে আমি দারোগা যখন হতে পারব, তখন তো আর কোন কথা নাই। তারপর সে উগ্রপন্থী দলটাতে যোগ দিয়ে এখন মহা বিপদে। ভিন্নকুমার ত্রিপুরা আগে উপজাতি যুব সমিতিতে ছিল। উনার ছেলে একটা বাঙালী মেয়ের সংগে ভালবাসা করে উধাও হয়েছে। এখন উনি মহা বিপদে পড়েছেন। কিন্তু সরকার পক্ষ তাকে প্রশংসা করেছে। তিনি এ, ডি. সি-তে মেম্বার হওয়ার কথা ছিল। সেটাও হতে পারলেন না। কারণ তার ছেলেটা এই রকম হয়ে গেছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বিরোধীরা যতগুলি কাটমোশন এনেছেন, সেগুলির বিরোধিতা করে এবং ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মি: ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি ছাঁটাই প্রস্তাব গুলির সমর্থনে এবং ডিমাণ্ডের বিপক্ষে আমার বক্তব্য রাখছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ২৪, মেজর হেড-২৮৫-এর উপর অনেক কথাই বলা হয়েছে। ফিল্ড পাবলিসিটির মধ্যে সিনেমাও আছে। এটার মূল উদ্দেশ্য কি সেটা আমরা চিন্তা করে দেখতে যাই না। সিনেমাটা বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক মূল্যায়ন এবং বিকাশের সহায়ক। তেমনি আমোদ প্রমোদের একটা মাধ্যম। তেমনি গণশিক্ষার একটা মাধ্যম। আজকে আমরা যারা সাধারণ মানুষ, ছোট চাষী, প্রান্তিক চাষী, শ্রমজীবি মানুষ আমরা কি কখনও চিন্তা করেছি যে আমাদের ভারতবর্ষ কৃষিতে বা খাদ্যতে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারব ? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমাদের ভারতবর্ষ যে দিন স্বাধীনতা লাভ করেছে, সেই দিন থেকে আমরা বাইর থেকে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য শস্য- কি চাউল, কি গম আমাদের বাইর থেকে আনতে হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের আর সেই দিন নাই, আমরা এখন খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ, আমরা এখন বাইরে খাদ্য শস্য পাঠাচ্ছি। এই খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য আমাদের কৃষি রিসার্চ ইন্সটিটিউট করতে হয়েছে, যেখানে আমাদের দেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা রাত দিন কাজ করে কৃষিতে বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার পক্ষ থেকে আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা

গান্ধীর কাছে বার্তা এলো, তোমরা কিভাবে কৃষিতে বিপ্লব ঘটিয়েছ, তোমাদের কিছু কৃষি বিজ্ঞানীকে দাও। বিশেষ করে অধ্যাপক রঙ্গকে দাও। কিন্তু আমাদের ভারত-বর্ষের এত বড় একজন কৃষি বিজ্ঞানীকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় ? না, ছেড়ে দেওয়া যায়, কারণ বিশ্বে আগামী দিনে যে জন সংখ্যা বাড়বে. তাতে পৃথিবীতে খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে, সেজন্য তাকে আমাদেয় ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে ছেড়ে দিলেন ঐ বিশ্ব সংস্থায় কাজ করার জন্য যাতে আগামী দিনে জনসংখ্যা বাড়লে খাদ্যের অভাব না হয়। শুধু অধ্যাপক রঙ্গই নয়, আরও ৭৫ জন কৃষি বিজ্ঞানীকে কৃষির উপর রিসার্চ করার জন্য ভারত বিশ্ব সংস্থার হাতে ছেড়ে দিল। ম্যানিলাতে বসে ঐসব বিজ্ঞানীরা কৃষির উন্নতির জন্য, খাদ্যের স্বয়ম্ভরতার জন্য দিন রাত কাজ করে চলেছেন এই জিনিসটা আমাদের চলচিত্রে দেখানো হচ্ছে না। শুধু সংস্কৃতির কথা, অপসংস্কৃতির কথা লম্বা চওড়া গলাই বলি বটে, আসলে সিনেমাটা দেখিয়ে, ঐ হিন্দি সিনামার লাড়ে লাপ্পার গানগুলি শুনিয়ে, আমা-দেরতো ক্ষমতায় থাকতে হবে, মুল উদ্দেশ্যটা সেখানেই। সেজন্য আমার বিরোধীতার কারনটাও সেখানে। ব্যাপারটা হল কি ? আমরা যদি অগ্রগতির কথা বলি, সেখানে আমাদের আদিম মানবিকতার অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ হয়, এ যেন তেন প্রকারেন ক্ষমতায় থাকার একটা লোভ। আর সেই কারনেই পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের যে খরচা, আমি তার বিরোধীতা করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আর একটা ভাইট্যাল প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে কুটির শিল্প বা খাদি-তাতে আমার একটা কাট-মোশান আছে ডিমাণ্ড নাম্বার ২২ এ। এই খাদির সম্পর্কে বলতে গেলে, প্রথমে খাদির প্রয়োজনীয়তা কেন, তা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। এই বিজ্ঞানের যুগে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে খাদির পাল্লা দেওয়া অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য এবং এটা আমাদের বুঝতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে, এবং অত্যন্ত দরদ দিয়েই এটাকে উপলব্ধি করতে হবে। তাই এই প্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, কারণ আজকের দিনে যন্ত্রের সংগে মানুষ কোন অবস্থাতেই পাল্লা দিতে পারছেনা, তবু বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে আমরা যত পার্সেন্টেজ লোককে কাজে লাগাতে পারছি, সেটাই বড় কথা সত্যি কথা, যদি আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের কথাই বলি, তাহলে বলবো যে লোককে আমরা কাজ করবার জায়গা দিতে পারছি না, গ্রামীণ লোকেরাতো কোন কাজই পায় না। আর এই বৃহৎও অংশের মানুষ যদি কাজ না করতে পারে অথবা তাদের যদি কোন কাজে লাগানো না যায়, তাহলে কি করে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি বা একটা দেশের অর্থনীতি গড়ে উঠবে। আর, সেই কারনে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতিকে জোরদার করার জন্য স্বয়ং সম্পুর্ণ করার জন্যই খাদি, এখানে হাতে কাজ করতে হবে,

যন্ত্রেতে নয়। আজকে এর জন্য বিভিন্ন জায়গার দাবী আছে এবং এর মধ্যে যুক্তিকতাও আছে। আমি এখানে একটা জায়গার কথা উল্লেখ করছি, সেটা হল বিলোনিয়ার দক্ষিন ভারত চন্দ্রনগর, সেখানে গ্রামীণ লোকেরা ঘর করে দেবে, বিদ্যুতেরও সুবিধাও আছে, তারা দাবী করছে যে সেখানে একটা ট্রেনিং সেন্টার খোলা হউক এছাড়া, এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক আদিবাসী আছে, তাদেরও এই কাজে ট্রেনিং দিতে হবে বা কাজ শিখিয়ে দিতে হবে। এই যদি হয়, তাহলে আমাদের মেয়েরা ঘরে বসে দুটো পয়সা রোজগার করতে পারে। আমাদের সব মেয়েরাতো রাস্তা ঘাটে কাজ করে না বা করতে পারছে না, এটাই বাস্তব। কিন্তু একটা পরিবেশের সৃষ্টি করলে, সেই পরিবেশের মধ্যে কাজ করে, তারা দুইটো পয়সা রোজগার করতে পারে, তার জন্য খাদির বিভিন্ন স্কীম আছে, সেই স্কীমগুলি যদি যথাযথ ভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, তাহলে আমাদের গ্রামীন অর্থনীতির সহায়তা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, এই আগরতলা থেকে যাওয়ার পথে সেই উদয়পুরের ফুলকুমারীতে একটা ম্যাচ ফ্যাক্টরী ঘর আছে, আর একটা আমার বিলোনিয়ায় আমারই বাড়ীর পাশে কলেজ সংলগ্ন। সেখানে কি কাজ হয়, আমি জানি না। কিন্তু দেখি যে সাধারণ কিছু সেখানে হয়। আর দেখি রাত্রির বেলায় কিছু আড্ডাবাজ, জুয়ারী এবং নষ্টামির একটা আড্ডা সেখানে তৈরী করা হয়েছে। এই যদি আমাদের কুটির শিল্পের অবস্থা হয়, তাহলে এর যে উদ্গাতা জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী তিনি থাকলে নিশ্চয় আমাদের এই কাজে উৎসাহিত করতেন। কাজেই এই কারনেই আমি এই ডিমাণ্ডটাকে সমর্থন করতে পারি না, অন্য দিকে আমার বা বিরোধী দলের অন্যান্য সদস্যদের পক্ষ থেকে এই ডিমাণ্ডের বিরুদ্ধে যে কাটমোশান এসেছে, সেগুলিকে সমর্থণ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে এই হাউসে বিরোধী দলের সদস্যদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ডিমাণ্ডগুলির উপর যে সব ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে, সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে অত্যন্ত দুঃখের সংগে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, এই রাজ্যের অপদার্থ বামফ্রন্ট সরকারের মতো আর কোন রাজ্য সরকার সারা ভারতে আছে কিনা, আমার সন্দেহ আছে। তার কারন মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের বুঝতে হবে আজকে এই ত্রিপুরা বিধান সভায় সরকার পক্ষ থেকে যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটি বরাদ্দের উপর ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে, তাই আমি বলছিলাম, এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের মত অপদার্থ সরকার ভারতের আর কোন রাজ্যে

নাই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে আমাকে একথা কি কারণে বলতে হচ্ছে, সেটা হল ১৯৭৭ সনের নির্বাচনে এই বামফ্রন্ট ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষকে অনেকগুলি প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে যে, তারা অনেক কিছু করবেন। সত্যি কথা, কংগ্রেস আমলে যা কিছু করা যায় নি, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে তার দ্বিগুণ কাজ করেছেন, যার মধ্য দিয়ে কেবিনেটে যে ১৩ জন মিনিষ্টার আছেন, তাদের প্রত্যেকেই বেশ কিছু পুঁজি করে নিয়েছেন। ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের কাছে আপনাদের এই প্রমাণ দিতে হবে যে, আপনারা যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন, সেই মত কাজ করেছেন কিনা, আর তা না' হলে আপনাদের রক্ষা নাই। তাই আমি অনুরোধ রাখি, আজকের মন্ত্রী সভায় আপনাদের যে ১৩জন মন্ত্রী আছেন, তাদের সভার পদত্যাগ করা উচিত এবং পদত্যাগ করে আবার নতুন ভাবে মন্ত্রীসভা গড়া উচিত। কারণ, বিগত সাড়ে সাত বছরের রাজত্বে আমরা দেখছি যে, এই সরকার জনগণের জন্য প্রতিশ্রুতি মত কাজ না করে, শুধু নিজেদের উপার্জন বাড়িয়ে গেছেন, আর অন্য দিকে কেন্দ্রের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে গেছেন যে কেন্দ্র নাকি তাদের অর্থ দেন নি, তাই তারা কিছুই করতে পারেন নি। আপনারা প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে নানা রকমের শ্লোগান দিয়েছেন এবং বলেছেন যে 'ইন্দিরা গান্ধীর কালো হাত ভেঙ্গে দিন'। কিন্তু আজকে সাড়া বিশ্বের দিকে লক্ষ্য রাখুন, আর সেই সংগে ত্রিপুরা রাজ্যের এই ক্ষুদ্র বামফ্রন্ট সরকারের কাজ কর্মের কথা একবার চিন্তা করুন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমাকে বলতে হচ্ছে যে, মুখে গণতন্ত্রপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, ত্রিপুরা থেকে সত্যিকারের গণতন্ত্রকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। কংগ্রেসের আমলে কোন গণতন্ত্র ছিল না বলে, তারা একটা গণতান্ত্রিক নতুন আইন প্রনয়ন করেছেন, সেটা হল পঞ্চায়েত আইন। সেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কি বাহার, একবার দেখুন। এই পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টের মত এত দূর্নীতি অন্য কোন ডিপার্টমেনটে আছে কিনা, আমার জানা নাই। আজকে বামফ্রন্টের এম, এল, এ, বা মিনিষ্টারেরা যেখানেই মিটিং করবেন, সেই মিটিং এ জনসমাবেশ করার জন্য এন, আর, ই, পি, আর এস, আর, ই, পি স্কীমে যে সমস্ত কাজ কর্ম হয়, সেই কাজগুলি না করে লোকজনদের কূপন দিয়ে ঐ সব মিটিং মিছিল বড় করার চেষ্টা করছেন। তাই আমি বলতে পারি, এই সরকার কূপন দিয়ে জনগণকে ভুলিয়ে সরকারী গদীতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আমাদের কংগ্রেস আমলে যখন পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছিল, তখন সেই সব কংগ্রেসী প্রধানদের বিরুদ্ধে এত এ্যালিগেশান ছিল না, এখন বামফ্রন্টের পঞ্চায়েত প্রধানদের বিরুদ্ধে যত বেশী এ্যালিগেশান এসেছে এবং বামফ্রন্টের প্রধানদের ভুরি ভুরি দুর্নীতির অভিযোগ এই বিধান সভাতে এসেছে। প্রতিটি

পঞ্চায়েতের বিরোদ্ধে অভি.যাগ আসছে। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এই পঞ্চায়েত আজকে এন, আর, ই পি, এস. আর. ই, পি. বলুন আর জি, আর এল,পি, ই বলুন সর্বত্র দলবাজী চলছে আর আমাদের প্রয়াত শ্রীমতী গান্ধীর আই. আর. ডি. পি, র স্কীমগুলি সেগুলিতেও চলছে দলবাজী। আজকে সেই ব্যাপারে মাননীয় স্পীকার স্যার আমাকে বলতে হচ্ছে, আমাদের কলকলিয়ার সি, পি. এম, প্রধান আই. আর. ডি, পি, স্কীমের ১২৬ জনের বিতরনের একটা দায়িত্ব তিনি পেলেন। তিনি করলেন কি, তিনি সেই ভাবে সেটাকে বিতরন না করে মৎস্য সমবায় সমিতি নাম দিয়ে সেটাকে ট্রান্সফার করে দিলেন— সেই সেংশান করা নামগুলি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির নিকট ট্র্যান্সফার করে দিলেন। তার মানে হচ্ছে আজকে ব্রাহ্মণের ছেলেও সেই সমিতির সদস্য। এটা আমার মুখের কথা নয়, পত্র পত্রিকায় উঠেছে। আমি নিজে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে দরখাস্ত করেছি, কিন্তু কোন বিচার নাই। এই জন্যই আজকে আমাকে বলতে হচ্ছে দুর্নীতির ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকারের জুরি ভারতবর্ষের আর কোথাও পাওয়া যাবে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখন আমি এগ্রিকালচার দপ্তর সম্পর্কে বলছি। স্যার, এই দপ্তরের শ্রাবন মাসের বীজ আশ্বিন মাসে পাওয়া যায় আর চাষের জন্য যে সার সেগুলি বাংলাদেশে পাচার হয়ে যায়। আজকে দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে, আমি মোহনপুর থেকে বহু এলিগেশান আমাদের মাননীয় মন্ত্রীর কাছে পেশ করেছি ত্রিপুরা রাজ্যের সার, ঔষধ পত্র বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুই হয় নাই। অর্থাৎ ত্রিপুরার ২২লক্ষ মানুষের স্বার্থের কথা তাঁরা চিন্তা করেন না। তাঁদের একমাত্র চিন্তা শুধু কেডার পোষা, সেই চরিত্র তাদের দূর হবে না। মাননীয় ডপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোদ্ধে শ্লোগান তুলেন, আমাদের ৯ হাজার মেট্রিক টন চাউল লাগবে— তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের ডেভেলাপমেন্ট কোথায়? আসলে এটা হচ্ছে তাদের কেডার পোষার চরিত্র সেজন্যই তারা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের অগ্রগতির দিকে নজর না দিয়ে এই কেডার পোষার দিকেই তাদের দৃষ্টি দিতে হচ্ছে। আমি এখন ফিসারী ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে বলছি। মাননীয় স্পীকার স্যার আমি নিজে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট জানিয়েছি—আমাদের ব্লকের বি, ডি, সি-র চেয়ারম্যান তিনি এখন নাই। তিনি পালিয়ে গিয়েছেন হাউস থেকে ভয় পেয়ে। কারন তিনি জানতেন যে, আমি সত্য কথা বলব সেজন্যই তিনি হাউস থেকে পালিয়ে গিয়েছেন। স্যার, আমার কথা যদি অসত্য হয় তাহলে আমি পদত্যাগ করব। পঞ্চবটীর সি, পি. এম, প্রধান ৮৫ হাজার মাছের পোনা আত্মসাৎ করেছে। তদন্ত করা হউক যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমি পদত্যাগ করব। স্যার, আর এখানে বলা

হচ্ছে কেন্দ্র অর্থ দিচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ ঠিকই দিচ্ছেন কিন্তু সেই অর্থ-এর ৪ ভাগের এক ভাগও ঠিকভাবে ব্যয় করা হচ্ছে না। এবং যদি তাই করা হত তাহলে বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর এইভাবে ছাঁটাই প্রস্তাব আসত না। প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে চুরি হচ্ছে, ঠিকভাবে অর্থ ব্যয় করা হয় নাই সেজন্য ছাঁটাই প্রস্তাব আনতে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ফিসারী ডিপার্টমেন্ট থেকে মৎস্যজীবিদের জন্য যে সূতা দেওয়া হয় সেখানেও দলবাজী চলছে। যারা পাওয়ার সত্যিকারের উপযুক্ত তাদের না দিয়ে তাদের কেডারদের দেওয়া হচ্ছে। এবং সেইসব সূতা মোহনপুর বাজারে বিক্রী করে মাথাপিছু ২৮ টাকা করে পেলেন। আমি নিজে দেখেছি। এমন অপ-দার্থ সরকার গোটা ভারতবর্ষে আর নাই। তাই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের যে ছাটাই প্রস্তাবগুলি আছে সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে ডিমাণ্ডগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য সুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যে সমস্ত দপ্তরের ডিমাণ্ড এখানে আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা এবং যে সব কাটমোশান এখানে আনা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যদি ভারতবর্ষে একটা সরকার কত অপদার্থ ভাবে রাজ্য পরি-চালনা করতে পারে তার উপর পুরস্কার ঘোষনা করা হয় তাহলে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার সেই অপদার্থতার জন্য প্রথম পুরস্কারটি পাবেন এই বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই যে দাবীগুলি এখানে পেশ করা হয়েছে, একটা রাজ্যের উন্নয়নের এবং অবনতির জন্য এগুলির গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করবে না। শিল্প দপ্তরের কথা বলতে গিয়ে বলছি, এই শিল্প দপ্তরের অ্যাসিভমেনটা কি? এই শিল্প দপ্তরের অ্যাসিভমেন্ট হচ্ছে রামদা তৈরী করা। দ্বিতীয় যে শিল্প এখানে গড়ে উঠেছে সেটা মনে হয় আর কোথাও এত ব্যাপকভাবে হয়নি, সেটা হচ্ছে অবৈধভাবে কান্ট্রি লিকার গড়ে ওঠা। তৃতীয় নম্বর হচ্ছে যেটা ত্রিপুরা রাজ্যে ঘরে ঘরে গড়ে উঠেছে সেটা হল হাতবোমা তৈরী করা। এই জি, বি, হাসপাতালে যান দেখবেন বহু পেসেন্ট হাত বোমা ব্রাস্ট হওয়াতে আহত হয়েছে, হয়তো বা নিজের হাতেই ফেটে গেছে। কংগ্রেসীরা হয় তো একদিন এই বোমা বানাতে বাধ্য হতে পারে, কারণ যেভাবে বিরোধীদের উপর রাম দা, বোমা ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে আমি সি, পি, এমের নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করব তারা যেন বিরোধীদেরকে বাধ্য না করেন। শিল্প দপ্তরের তরফ থেকে এই সরকার দাবী করছেন কাগজ কল, সূতা কল এবং জুটমিলের জন্য। আমরা ত্রিপুরার মানুষ আমরা চাই এই শিল্পগুলি গড়ে উঠুক

এবং সেই চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করেই ত্রিপুরা রাজ্যে জুটমিল গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আজকে এই জুটমিলে কি হচ্ছে ? গত বিধানসভায় প্রশ্ন করেছিলাম মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দিয়েছিলেন যে জুটমিলে সাড়ে ছয় কোটি টাকা লোকসান চলছে। সেটা আমার মনে হয় বেশী দেরী হবে না ১০ কোটিতে পরিণত হবে। আমি একটা ইংরাজী সিনেমা দেখেছিলাম, বইটার নাম মনে নেই, সেখানে ৩৬টা চেম্বার ছিল। সেখানে এই চেম্বারগুলিতে বিভিন্ন কায়দায় শেখানো হত। ৩৬ নং চেম্বারে শিক্ষার পর এক এক জন উস্তাদ হয়ে উঠতো। আমাদের শিল্প দপ্তরে যে ট্রেনিং হচ্ছে সেটা ৩৬ কেন ৩৭ এর চেয়ে বেশী। মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর প্রসংশা করতে হয়। কারা ট্রেনিং দিচ্ছে ? সেখানে যারা ট্রেনিং দিচ্ছে তারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় খুনখারাপি করবে, বিভিন্ন জায়গায় অসামাজিক কাজকর্ম করবে। সেখানে নূতন করে আর ট্রেনিং এর দরকার হবে না। সেখান থেকে সার্টিফিকেট পেলে দলের রীতি অনুসারে তারা রেড কার্ড পেয়ে যাবে। ত্রিপুরার শিল্পবিভাগ একটা শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হউক, এটা আমরা চাই। এই বামফ্রন্টের নেতারা যখন মাঠে ময়দানে বক্তৃতা দেন মনে হয় যেন ত্রিপুরা রাজ্য স্বর্গে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র থেকে তার কোন হদিশ আমরা পাচ্ছি না। মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর আরেকটি দপ্তর আছে তথ্যসংস্কৃতি পর্য্যটন বিভাগ। এই বিভাগের প্রচার পত্র বইগুলি সরকারের প্রচারের পরিণত হয়েছে। এই প্রচার পত্রগুলি তাদের দলীয় প্রচারে এত পারদর্শিতা লাভ করেছে তার উদাহরণ বোধ হয় আর কোথাও নেই। প্রচারের লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল ত্রিপুরার মানুষের চিন্তাধারাকে ব্যক্ত করা কিন্তু সটা না করে এই দপ্তর দলের কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে। সেই জন্য এখানে এই দপ্তরের যে টাকা ধরা হয়েছে সেটা আমরা সমর্থন করতে পারি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, কৃষির উপর বক্তব্য রাখছি। এই দপ্তরে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে কিন্তু তার আউটপুটটা কি ? সর্বত্র আজকে কৃষির ব্যর্থতা দেখছি। ১৯৭৭ সালের আগে বাইরে থেকে ৪ হাজার মে. টন চাউল আনা হত। রেশনে পাওয়া যেত। আজকে সেখানে ৯ হাজার মে. টন আনা হচ্ছে এবং কেন্দ্রের কাছে দাবী করছে ১২ হাজার মে. টনের জন্য। তার অর্থ হচ্ছে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নি, অথচ কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে দলীয় কেডারদেরকে পোষণের জন্য। ফিসারী ডিপার্টমেন্ট— আজকে বাজারে মাছের কে.জি. ৬০/৭০ টাকা। পমা মাছ ৩০ টাকা কে.জি.। উনারা দাবী করছেন যে ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নের জন্য আরও টাকা দাও।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য আপনি শেষ করুন।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— এক মিনিট স্যার, মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে,

অবস্থা আজকে তা বক্তৃতার কথা নয়, কিংবা বাজেট বিরোধীতার প্রশ্নে নয়, এ কথা বলছি দায়িত্ব নিয়ে। আজকে যে অর্থ ব্যয় করা হবে বলে এখানে দেখান হয়েছে তা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের উন্নয়নের জন্য ব্যয় হবে না। এই ব্যয় হবে ১ নাম্বার থেকে ১০ নাম্বার পর্য্যন্ত এবং পেছনের সারির লোকদের জন্য। তাঁদের উন্নতি হচ্ছে, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়ছে। পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হলে দেখা যাবে কেন্দ্রের টাকা কোথায় গেছে। তাই আমি বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যদের দ্বারা উত্থাপিত সমস্ত কাটমোশানের সমর্থন করে এবং ব্যয় বরাদ্দের দাবীর বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত ছাটাই প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে তার বিরোধীতা করে এবং এখানে ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী রাখা হয়েছে তার সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমেই যে কথা এখানে বলতে হয়, তা হচ্ছে, পঞ্চায়েত। আগে পঞ্চায়েত কোথায় ছিল এবং বর্তমানে পঞ্চায়েত কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তা লক্ষ্য করুন। আজকে গ্রামের মধ্যে কোন কাজ তা উন্নয়নমূলক হউক, আর অন্য যে কোন কাজই হৌক না কেন তা পঞ্চায়েতকে বাদ দিয়ে হয় না। আগে ছিল, টাউট-বাটপারদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে কিন্তু তা হচ্ছে না। আজকে সাধারণ মানুষের দ্বারা পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত করা হচ্ছে। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে গ্রামে কোথায় রাস্তা হবে, কোথায় স্কুল হবে, কোথায় পুকুর হবে, কোথায় নালা হবে তা করা হয়। কাজেই এটা সহ্য হবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাই আমাদের বুঝতে হবে, পঞ্চায়েতের কাজ কর্ম বন্ধ করার জন্য চেষ্টা চলছে। নতুবা, আজকে এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি, এর কাজের উপর ছাটাই প্রস্তাব আসত না। আগে ত্রিপুরায় মৃত্যুর মিছিল চলত। মে, জুন, জুলাই এই তিন মাসে আগে মৃত্যুর মিছিল চলত। আজকে এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি, এর মাধ্যমে যে সব জায়গায় অভাব আছে তাদের কাজ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাবস্থা করা হয়েছে। কাজেই তা সহ্য হবে কেন? কারণ, গরীব মানুষ না খেয়ে মরছে না, অভাবের তাড়নায় দুই টাকা মজুরীতে শ্রমিক রাখা যাচ্ছে না। এখন কাজ করাতে গেলে ১০।১২ টাকা দিতে হয়। এটা কি করে সহ্য হবে? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমাদের বুঝতে হবে, কেন পঞ্চায়েতের উপর আক্রমন। পঞ্চায়েত গ্রামের মধ্যে যারা পাট উৎপাদন করে, তাদের উৎপাদিত পাট ন্যার্য্য মূল্যে কো-অপারেটিভ সেক্টর, ল্যাম্পাস, প্যাক্সের কাছে বিক্রী করছে। এই অবস্থা কি আগে ছিল? এই সব কাজ কংগ্রেস আমলে তো

চিন্তাই করা যেত না। আজকে আমাদের দেখতে হবে, পঞ্চায়েত গ্রামের মানুষের বন্ধু হয়ে কাজ করছে। সেইগুলি একটা একটা করে দেখতে হবে। কো-অপারেটিভ আজকে এমন একটি সংস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে এটা এখানে উল্লেখ না করলে সম্যখ বলা হবে না। পেশা ভিত্তিক যত লোক আছে তাদের এক করে কো-অপারেটিভ করা হয়েছে। তাদের মূলধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সুষ্ঠভাবে বাঁচবার জন্য সব ব্যবস্থা করেছে। বিভিন্ন জায়গায় ল্যাম্পস-প্যাক্স করা হয়েছে। গরীব কৃষকের প্রয়োজনে টাকা দিচ্ছে, আবার তাদের উৎপাদিত ফসল ন্যায্য মূল্যে খরিদ করে নিচ্ছে। সমস্ত সুযোগ সুবিধাই সম্প্রসারিত করা হয়েছে। কাজেই কি করে তা সহ্য হবে? তার জন্য ছাটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে। চক্রান্ত করা হচ্ছে এই সব উন্নয়নমূলক কাজকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য। সারা ভারতবর্ষে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে, বন্ধ চা বাগানগুলি শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু কংগ্রেস আমলে সেগুলি পুনরুজ্জীবনের কোন চেষ্টাই করা হয় নি। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরে কো-অপারেটিভ করে, শ্রমিক সংগঠনের মাধ্যমে যে বাগান করা হয়েছে তা সফলতা লাভ করেছে। চা বাগানে যে সংকট ছিল তা কাটিয়ে উঠে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। এটা তাঁদের সহ্য হবে না। কৃষি বিভাগ আজকে নানা ধরনের কাজ করছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের উচু নীচু জমি উপজাতি ভাইরা সমতল করতে পারত না। সেখানে ১০০ পারসেন্ট সাবসিডি দিয়ে, সেই জমি সমতল করে দেওয়া হচ্ছে। তপশীলি জাতির লোক যেখানে আছেন সেখানেও করে দেওয়া হচ্ছে। আজকে সেই সব জমি আস্তে আস্তে কৃষি উপযোগী করে তোলা হচ্ছে। স্যার, বীজ সময় মত সাপ্লাই করে কৃষককে দু'টি পয়সা পাইয়ে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। ফল বাগান তৈরী করা হচ্ছে, খামার তৈরী করা হচ্ছে। খামার থেকে ভাল বীজ সরবরাহের চেষ্টা হচ্ছে। আপনারা জানেন, ত্রিপুরা রাজ্যের আলু বিশেষ উল্লেখযোগ্য ফসল। তার বীজ ত্রিপুরা রাজ্যে হয় না। বাইরে থেকে আনতে হয়। এই বীজ যাতে তাড়াতাড়ি আনা যায়, তার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলু চাষের জন্য সার খুবই প্রয়োজনীয়। সেই সারও আনার জন্য অগ্রিম টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক বনিয়াদ শক্তিশালী করার জন্য নারকেল বাগান তৈরী করা হচ্ছে। পঞ্চায়েত তার নিজস্ব জমিতে যাতে নারকেল বাগান করে তার আয় বাড়াতে পারে সে জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। যে আলু ত্রিপুরা রাজ্যে উৎপাদন হয় তা এতদিন ত্রিপুরা রাজ্যে রাখার জায়গা ছিল না। এখন হিমঘর তৈরী করে কৃষকের সেই উৎপাদিত আলু রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কংগ্রেস আমলে কি হিমঘর তৈরী হয়েছিল? না শ্রমিকের স্বার্থে কোন কাজ হয়েছিল? কাজেই এটা আপনাদের সহ্য হবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের সদস্যরা যে

সমস্ত ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন সেই সমস্ত ছাটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি এবং মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :- শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে বিরোধী মাননীয় সদস্যরা যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন সেগুলিকে সমর্থন করে এবং বাজেটকে বিরোধীতা করে আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছি। এখনে আমার একটা কাটমোশান আছে ডিমাণ্ড নং ৩৯ মেজর হেড ৩১৪, ফেইল্যর টু কনট্রোল এ্যাণ্ড ইলিমিনেটে ওয়াষ্টফুল এ্যাক্স-পেণ্ডিচার অন্ সিনকিং অব টিউব ওয়েলস। আমার বিরোধীতা করার কারণ হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার এসে বলছেন. তারা বাজেট রচনা এবং পাশ গণতান্ত্রিক ধারাতেই করছেন। আমি দেখেছি পৃথিবীর সমস্ত কমিউনিষ্ট কান্ট্রিগুলি আস্তে আস্তে ডেমো-ক্রেটিক নর্মসমেনে কাজ শুরু করছে। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে যতগুলি বামফ্রন্ট সরকার আছে তারা মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ান কিন্তু কাজ করেন অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। আজকের এই বাজেটই তার প্রমান। কারন বাজেট হাউসে পাশ হওয়ার আগেই অধিকাংশ সদস্য মহোদয়রা টাকার বস্তা নিয়ে নির্ব্বাচনী প্রচারাভিযানে চলে গেছেন। কেননা সামনেই এ, ডি, সি, ইলেকশান, নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে হবে, কাজেই বাজেট পাশ হওয়ার আগেই তারা যার যার এলাকায় চলে যাচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য. আপনার আলোচনা ডিমাণ্ডের উপরেই সীমা-বদ্ধ রাখবেন। এখানে প্রমান ছাড়া এমন কোন মন্তব্য করা ঠিক না যা বিধান সভার সদস্য মহোদয়দের উপরে গিয়ে পড়ে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :- স্যার, এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পিতে বামফ্রন্ট সরকারের কাজের যে নমুনা সেটা আমরা সমর্থন করতে পারছি না। এস. আর. ই, পি, ও এন, আর, ই, পি কাজের মধ্যে দিয়ে শাসক দল এ, ডি, সি নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করবেন, কিন্তু অধিকাংশ ব্লকই এস, আর, ই, পি, ও এন, আর, ই, পিতে যে উন্নয়ন মূলক কাজ হচ্ছে তাতে প্রতিটি ব্লকই ডিফল্টার, ব্লকের কর্মচারীরা এই কাজের কোন হিসাব সরকারের কাছে দিতে পারছেন না। আজকে প্রতিটি ব্লকই দুর্নীতির আখড়া। আমরা বহুবার চীৎকার করেছি দুর্নীতিপরায়ন প্রতিটি ব্লকের কর্ম-চারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য। কিন্তু দলীয় স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। স্যার, পানীয়জল সরবরাহে অব্যবস্থার দরুন আমি আমার কাটমোশন এনেছি। বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে দুর্গমাঞ্চলতো দূরের কথা, খোদ টাউনেই জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারছেন না। জনগণের চাহিদা তারা মেটাতে পারছেন না। আমবাসা, এই জায়গাটিতো কোন দুর্গামাঞ্চল নয়, সেটাতো

আসাম আগরতলা রাস্তার পাশে, সেখানে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা এই সরকার করতে পারছেন না। সেখানে আপনারা গিয়ে দেখুন একটা সোসিয়াল ওয়েলফেয়ার অফিস আছে, ইন্সপেক্টার অফিস আছে, অথচ সেখানে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নেই। ডলুবাড়ী ও গংগাছড়া, সেখানে কংগ্রেসী গাঁও সভা। বামফ্রন্ট সরকার সেখানে যে টিউবওয়েল খনন করেছেন, সেগুলি থেকে জল পাওয়াতো দূরের কথা. অধিকাংশগুলিরই মাথা নেই। সুতরাং বাজেটের সংগে বাস্তবের কোন মিল নেই, কাজেই এটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। স্যার কিছুক্ষন আগে মাননীয় সদস্য বিধুভূষণ মালাকর বলেছেন যে ৮২. মাইল গাঁও সভাতে ৮০ সালের দাঙ্গার সময় সরকারী সহায়তায় একজন ট্রাইবেল ছেলে ও একজন বাঙ্গালী মেয়ের বিবাহ হয়। এই কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। ৮০ সালের দাঙ্গার সময় ৮২ মাইল গাঁও সভার টি. ইউ. জে, এস প্রধান, বিঘ্নধর ত্রিপুরার ছেলে জ্যোতিষ ত্রিপুরার ল্যাম্পসএ চাকুরীতে সেলসম্যান হিসাবে এবং একজন কংগ্রেসী সমর্থক বাঙ্গালী মহিলা সে ঐ ল্যাম্পস-এরই ওয়েট ম্যান, এই দুই জনের মধ্যে ভালবেসে বিবাহ হয়। সুতরাং এই বিয়েতে সরকারী তরফে সাহায্য করা হয়েছে বলে যা প্রচার করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ অসত্য। যাই হউক আমি আর বেশী বলছি না, বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট এহাউসে পেশ করেছেন, তা ত্রিপুরার ২২লক্ষ মানুষের কোন কল্যান সাধিত হবে না বলেই এই ব্যয় বরাদ্দগুলিকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। কাজেই ব্যয় বরাদ্দগুলির বিরোধীতা করে এবং কাটমোশন গুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে যে সমস্ত মন্ত্রীগণ তাঁদের নিজ নিজ দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন আমি সেগুলিকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাটমোশন এখানে আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমি প্রথমে কৃষি দপ্তর সম্পর্কে কিছু বলছি। স্যার, এই বৈজ্ঞানিক যুগে চাষের ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এক যুগান্তকারী বিপ্লব এনেছেন। বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েট রাশিয়া ১৯১৭ সালে শ্রমিক-কৃষকদের দল সরকারের আসার ৭৮ বৎসর পর কৃষিকাজে যে বহুল উন্নতি সাধন করেছে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যে রাশিয়াতে সমাজবিরোধী জার সরকার মানুষের কাঁধে জোয়াল রেখে চাষাবাদ করাতেন, আজকে সেই রাশি-য়াতে শ্রমিক-কৃষকের দল সরকারে এসে কৃষিতে প্রভুত উন্নত করেছে। শুধু তাই নয় সাইবেরিয়ার বিস্তীর্ণ মরুভূমি অঞ্চলে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি সৃষ্টি করে ফসল উৎপাদন করছে। যা ভাবলে অবাক হতে হয়। পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক দেশ চীনও চাষের

কাজে প্রভূত উন্নতি করছে। আজকে চীনে জনসংখ্যা ১০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের দেশ থেকে দুই বৎসর পরে স্বাধীনতা পেয়েও ৩৪ বৎসরের মধ্যে তারা খাদ্য সমস্যার সমাধান করেছে। চীনের যে নদীকে বলা হত কলংক, সেই "হুয়াংহু" নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে কোটি কোটি মন সবুজ সম্পদ উৎপাদন করছে। এমন কি বেশী ফসল কিভাবে উৎপাদন করা যায় খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য যেখানে চীনের জনসংখ্যা অনুপাতে জমির সংখ্যা কম তাই আমরা দেখছি, সেখানে পাহাড় কেটে, বরফ কেটে জমি বাড়ানো হচ্ছে এবং সেখান থেকে বেশী উৎপাদন করার জন্য রেকর্ড সৃষ্টি করেছে এই করে প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ মন মাপ অনুযায়ী সৃষ্টি করেছে এবং সেই ভাবে সমস্ত চীন তার খাদ্য সমস্যার সমাধান করে আজ অগ্রগতি করছে। সেই ক্ষেত্রে স্যার, আজকে আমাদের ভারতবর্ষে সেখানে বিরোধী সদস্যরা সেই ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু কিছু বিপ্লবের কথা বলেছেন মনোরঞ্জন বাবুরা সেই ভারতবর্ষের কৃষি বিপ্লব ৩৮ বছর স্বাধীনতার পর আমরা কি দখি? আমরা দেখছি সেই ভারতবর্ষে আগে যে কৃষি সেই কৃষি ব্যবস্থা এত বড় সোনার ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ মাঠ, ময়দানে সমস্ত যে ফসল সেই ফসল তখন যদি ফলানো যেত তাহলে সোনার ফসল পাওয়া যেত কিন্তু সেটা তাঁরা করেন নি। আমরা শুনেছি ভারতবর্ষ নাকি জনক রাজার, দেশ আগে শত সহস্র বর্ষ আগে জনক রাজা হাল দিয়ে চাষ করতেন তখনকার দিনে সেটাই ছিল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি রামায়ন মহাভারতে এই ইতিহাস আছে। কিন্তু সে দিক থেকে ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থা আমরা কি দেখলাম? আমরা দেখলাম ভারতবর্ষের কৃষক যেখানে নাকি লড়াই করেছিলেন যে, কৃষকদের হাতে জমি দিতে হবে সেই পূজিপতি জমিদার, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ৩৮ বছর স্বাধীনতার পর আজও তাদের এটা পূরন হয়নি। কংগ্রেস সরকার বলেছিলেন জমিদার নেই, জোতদার নেই কিন্তু আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি আর্থিক বছরে দাড়িয়ে সেই ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষককে জমি দেওয়াতো দূরের কথা, আজকে ভারতবর্ষে আমরা দেখছি ৭০ কোটি মানুষের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ মানুষ তাদের জমি নেই, এই ভারতবর্ষের মাটিতে তার একখানা ঘর করে থাকার ব্যবস্থা নেই। কৃষকরা যে ফসল ফলাচ্ছে সেই ফসল বন্যায় বলুন, খরায় বলুন রক্ষা করার মতো কৃষকের ক্ষমতা নেই। আজও ভারতবর্ষে আমরা দেখি না, যে খরার হাত থেকে মানুষকে বাচানো যায়। তারপর মানুষ কষ্ট করে যে ফসল উৎপন্ন করছে সেই ফসল থেকে ন্যায্য দাম পাচ্ছে না, ভারতবর্ষের পূজিবাদী, জমিদারদের হাতে সমস্ত ফসল চলে যাচ্ছে সারা ভারতবর্ষের কৃষক আজকে ন্যায্য দামের জন্য আলু বলুন, ধান বলুন

(রেড লাইট)

সরকারের সঙ্গে লড়াই করছে, কিন্তু তার জন্য সেই অত্যাচার আজও চলছে, শোষন

আরও বাড়ছে। তাই এই কথা বলতে পারি যে বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষে যে সমস্ত অত্যাচার, নিপীড়ন হতো কংগ্রেস শাসনে আজকে কৃষকের উপর আরও বেশী নির্যাতন হচ্ছে, নিপীড়ন হচ্ছে তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা দেখেছি এই ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষি ব্যবস্থা ছিল জুমিয়া ভিত্তিক, কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর এটাকে পরিবর্ত্তন করে আজকে সেই ত্রিপুরার পরিবর্ত্তনের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে।

মি: স্পীকার :- মাননীয় সদস্য আপনি বসুন, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :- স্যার, আমাকে আরও তিন মিনিট সময় দিতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে সেই কৃষকদের উন্নতি ঘটানোর জন্য সেই কংগ্রেস সরকার ৩০ বছরের মধ্যে কংগ্রেস শাসনে কৃষকদের অগ্রগতি ঘটানোর জন্য বৈজ্ঞানিক কোন প্রচেষ্টা ছিল কিনা কেউ বলতে পারবেন বলে মনে হয় না। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের যে ভৌগলিক অবস্থা তার মধ্যে ৫ ভাগ টিলা জমি, এক ভাগ সমতল জমি। সমতল ভূমিতে চাষ করার জন্য জল সেচ কৃষকের প্রধান যে অবলম্বন সেই জল পাওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না, সেটা ত্রিপুরার মানুষ জানেন না সেখানে জল দেওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল কিনা। টিলা ভূমিতে যারা ছিল, জুমিয়া যারা ছিল সেই টিলা জমিতে তাকে বাস্তুভিটা দান করে সেখানে ফসল উৎপাদনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তখন লড়াই করেছিল ত্রিপুরাকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য, জুমিয়া পুণর্বাসনের জন্য, উদ্বাস্তু পুণর্বাসনের জন্য। ভূমিহীনদের জন্য লড়াই করেছে। তার বহু ইতিহাস বিধান সভার যদি রেকর্ড খুলেন তাহলে দেখবেন যে আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন যখন করতাম সেই কৃষকের বকেয়া খাজনা মুকুবের জন্য, খাদ্যের জন্য তখন কংগ্রেস শাসকরা কিভাবে আমাদের উপর নির্য্যাতন করতো তার অনেক ইতিহাস আছে। আমর যখন কারাবরন করেছিলাম এই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য তখন আমরা জেলখানা থেকে বেড়িয়ে এসে শুনতাম কংগ্রেসীরা বলতো, তোমরা কুমীরের সঙ্গে লড়াই করছ ? তোমাদের জেলেই থাকতে হবে। তখন আমরা বলেছিলাম, আমরা একদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করবো, কুমীর যে জলে থাকে সেই জলকে শুকিয়ে ডাঙ্গায় তুলতে পারি কিনা তারজন্য লড়াই করেছিলাম এবং টিলার উপর তুললাম। সেই ফসল টিলা ভূমিতে আমরা কি ভাবে করতে পারি তার জন্য একটা বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে, হরটিকালচার-এ একটা ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়েছে সেখানে নারকেল এবং বিভিন্ন অর্থকরী ফসল দিয়ে ত্রিপুরাকে কিভাবে সাজানো যায়, কিভাবে মানুষের জন্য খাদ্য সমস্যার সমাধান করা যায়, তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। ত্রিপুরা রাজ্যর গ্রাম পাহাড়ের জন্য আজকে আমরা উন্নয়ন মূলক কাজের পরিকল্পনা নিয়েছি এবং আগামী দিনে এই কর্মসূচী হাতে নিয়ে এই ভারতবর্ষের

কৃষকদের বিপ্লব ঘটিয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা হবে। বিরোধীরা যে সমস্ত কাটমোশান এনেছেন তার বিরোধীতা করে এবং ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার ছাটাই প্রস্তাবে একটা ডিমাণ্ড আছে ডিমাণ্ড নাম্বার ১০, মেজর হেড ২৯৬। আমাদের অন্যান্য মাননীয় সদস্যরা যে ছাটাই প্রস্তাবগুলি এনেছেন আমি সমস্তগুলিকে আমার সমর্থন জানিয়ে আমার আলোচনা সীমিত রাখবো। গত কালকে আমার ডিমাণ্ডের উপর যে ছাটাই প্রস্তাব ছিল সেটাকে আমি এড়িয়ে অন্যান্য ডিমাণ্ডের উপর কিছু বক্তব্য রেখেছি এবং আমার ডিমাণ্ডের উপর কিছু বলি নাই পূর্ত দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী এটা উল্লেখ করেছেন আমি নাকি বাজেটের কিছু বুঝি না, আমার ছাটাই প্রস্তাবের মধ্যে বলি নাই তার জন্য বুঝি না। আমি নাকি ছাটাই প্রস্তাবের মধ্যে ছিলাম না। আমি বুঝিনা উল্লেখ করেছেন। আমি একটা কথা বলতে চাই যে বামফ্রন্টের মন্ত্রীরা বা সরকার খুব ভাল বুঝেন। কিন্তু ১টা অ্যাসটিমেট বরে আজ পর্য্যন্ত একটি অ্যাসটিমেটকে সঠিকভাবে পালন করে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন কনস্ট্রাকশান বামফ্রন্ট সরকার করতে পারেন নি। আমি লক্ষ্য করেছি, এরা অ্যাসটিমেটই করতে পারে না, অ্যাসটিমেট ফলো করা ত দূরে থাক। আগরতলার বুকের উপর লেজিসলেটারদের জন্য যে কনস্ট্রাকশান করেছেন আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ও বৎসর না যেতেই ছাদ ফেটে জল পড়ছে। বৈদ্যনাথ বাবুর কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই কথা বললাম। কারন এইযে টাকাটা অ্যাসটিমেট করে পাঠায় নীচের তলা থেকে, উপরতলা থেকে অ্যাড্‌মিনেশান ডিপার্টমেণ্ট থেকে যদি ১০ হাজার টাকার মেইনটেনেন্সের অ্যাসটিমেট পাঠানো হয়, ৫ হাজার টাকা নিয়ে যাও, অ্যাসটিমেট কর আর না হয় চুরি কর। তাহলে মেইনটেনেন্স কি করে হবে? তার জন্য টাকাটা চুরি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ক্যাডার ভিত্তিক টাকাটা বিতরন করা হচ্ছে। এইজন্য পুরানো মেইনটেনেন্স হোক আর নিউ মেইনটেনেন্স হোক হা হচ্ছে না। ডিমাণ্ডের উপর যে ছাটাই প্রস্তাবগুলি এনেছেন আমি এইখানে দেখি ডিমাণ্ড নং ৩০, মেজর হেড ৩১২ ফিশারী ডিপার্টমেণ্ট। ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের প্রচারে বহু শুনেছি এবং পাবলিসিটি উনারা মোটামুটি খরিদ করেছেন দলীয়ভাবে যে দেখা গেল আমরা রেডিও, নিউজ পত্র-পত্রিকা বা ত্রিপুরা রাজ্যে যে লোক্যাল পত্রিকা আছে সেগুলির উপর আস্থা নেই, ওরা নিজেরা কিছু পত্রিকা খুলেছেন। সেগুলি প্রচারের মাধ্যমে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের জন্য পরিকল্পনা করে সেটাকে উদ্ধার করে ফেলেছেন বলেছেন। তবে ফিশারীর মধ্যে দেখা গেছে সমস্ত মাছের যে চারা সেগুলি

মাছের চারা নয়। সেটা পুঁটির চারা কাতলার মত মনে হয়, ব্যাঙের চারা রুইয়ের মত মনে হয়। যখন ছোট থাকে। আমরা প্রত্যক্ষভাবে উদয়পুরে এইটা দেখেছি। আমি দেখেছি পুরানো নেট খরিদ করে নতুন নেটের টাকা নেওয়া হয়েছে। এইভাবে হাজার হাজার টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এই হল ফিশারী ডিপার্টমেন্টের অবস্থা। এই হেডে যে টাকাগুলি খরচ হচ্ছে তা প্রকৃতভাবে খরচ হচ্ছে না। যদি ফিশারী মন্ত্রী যে হিসাবে এইখানে পরিবেশন করেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে যদি এই ধরনের অগ্রগতি হয় যদিও এখনও সম্পূর্ণ করতে পারেননি, তাহলে আমাদের দেশের মানুষ মাছ খেতে পায়না কেন ? মাছ ৬০ টাকা কিলো করে আগরতলা শহরে কিনতে হয়, মফঃস্বলেও একই দরে মাছ কিনতে হয়। কিন্তু কংগ্রেস আমলে কংগ্রেসকে সমালোচনা করে নিজেদের ব্যার্থতাকে ঢাকার জন্য চেষ্টা করছেন। তা আমি বলতে চাই, কংগ্রেস আমলে ত ১০ টাকা কে, জি. করে মাছ খেয়েছেন। উনারা কো-অপারেটিভ করে উনারা মাছের ব্যবসা ধরেছেন। সরকারীভাবে মন্ত্রী সাহেবদের শেয়ার নেই কিন্তু বেসরকারী বহু কো-অপারেটিভ বাবুদের সংগে শেয়ার আছে। এই ধরনের কারচুপি আজকে পাবলিক ধরিয়ে দিচ্ছে। মন্ত্রী সাহেবদের কোন হুঁশ হচ্ছে না। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর মাছের কমপ্লেইন আছে। মাছের চারা বিতরন করার সময় সেই করিম মিঞাকে দেবে না রহিম মিঞাকে দেবে অর্থাৎ দলীয় ক্যাডারদের মধ্যে বিতরন করা হয়। বি, ডি, ও, সাহেব বলে দিলে হবে না অফিসার সাহেব বলে দিলে হবে না। গ্রামের যে ক্যাডার আছে সে বলে দিলে হবে। আমি গ্রামে গঞ্জের মানুষের যে কমপ্লেইনগুলি আছে এইগুলি এইখানে পরিবেশন করছি। এইখানে আর একটি দেখা গেছে ডিমাণ্ড নং ৩৫, মেজর হেড ৩০৫ অ্যাগ্রিকালচার। অ্যাগ্রিকালচারে দেখা গেছে আমাদের মাননীয় সদস্য মাখনবাবু বলেছেন ভারতবর্ষের অ্যাগ্রিকালচার নাকি ডুবে গেছে। আজকে ভারতবর্ষের অ্যাগ্রিকালচার যদি ডুবে গিয়ে থাকে তাহলে বিদেশে রপ্তানী হত না। আজকে ভারতবর্ষের অ্যাগ্রিকালচার এমন শক্তিশালী হয়েছে খাদ্য বিদেশে রপ্তানী হয়। আর ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থাটা কি ? আজকে বামফ্রন্ট সরকারের যে নীতিটা সেটা যদি সঠিকভাবে পালন করত তাহলে সত্যিই আমি প্রশংসা করতাম। কিন্তু তা মুখে মুখেই প্রকাশ করা হয় জনসাধারনকে খুশী করার জন্য। সোনামুড়ার লোক যদি বলে আমাদের এইখানে এই স্কীমটা করলেন না কেন, তাহলে ত আমরাও বড়লোক হতে পারতাম। তখন মন্ত্রী সাহেবরা বলেন, ওটা ত অমরপুরে হয়েছে তোমাদের এখানে আগামীতে হবে। আর অমরপুরে গিয়ে বলে তোমাদের এখন হয়নি এখন সোনামুড়াতে হয়েছে, তোমাদের এখানে আগামীতে হবে। এইভাবে প্রচারের মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার এখনও টিকে আছে। সোনামুড়ার মানুষ চিন্তা

করছে ধর্মনগরে হচ্ছে, আগামীতে আমাদের এখানে হবে। স্যার, বামফ্রন্ট এমন একটা জিনিস। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইটা হচ্ছে তাদের চতুরালী। স্যার, আমি বিধায়ক হবার পূর্বে কনট্রাক্টারী করতাম। তখন দেখা গেল আমি যখন কনস্ট্রকশান আরম্ভ করলাম। তখন অন্যান্যরা ভেবেছিল দলীয় ফাণ্ডে আমি কিছু টাকা দেব। যখন আমার কাছ থেকে পেলনা তখন ৩ জন মন্ত্রী পাঠিয়ে আমার সিমেন্ট পরীক্ষা নীরিক্ষা আরম্ভ করলে আমি অ্যাসটিমেট ফলো করতাম। উনারা যে সমস্ত ঠিকাদারদের দিয়ে যে সমস্ত কনস্ট্রাকশান করেছেন এইগুলি টিকে নাই। আমরা কংগ্রেস বিধায়করা অত্যন্ত সচেতন। আপনারা নিজেরা কারচুপি করে, অর্থ লুট করে কংগ্রেসের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের ব্যার্থতাকে ঢাকতে পারবেন না। আপনারা ত অনেক কিছু করেছেন আর ও কিছু করবেন, আরও কিছু ক্যাডারকে পাইয়ে দেবেন। আমি বলতে চাই, আপনাদের নিজেদের লোকদের দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে আমাদের উপর কেন দোষ চাপিয়ে দেন ? কংগ্রেস (আই) করে, উপজাতি যুব সমিত করে। আর আপনারা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেরা করে না। তবে আমি বলতে চাই, টি, এন, ভির কামিনী দেববর্মার ছেলে, তৈদু সি, পি, আই, এমের পঞ্চায়েতের মেম্বা-রের মেয়ের সাথে বিয়ে হয়েছে। সি, পি, আই, এমের সাথে টি, এন, ভির বিয়ে সাদীও চলে তাহলে কি আমরা বলবনা সি, পি, আই, এমই, টি, এন, ভির জন্মদাতা। আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে চাই, এই যে ডিপার্টমেন্টগুলি সম্বন্ধে ছাটাই প্রস্তাবগুলি এসেছে তার যুক্তিকতা আছে

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য শেষ করুন। আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীরসিকলাল রায় :— স্যার, আমাকে ২ মিনিট সময় দিন। স্যার, আমার আরও অনেক বলার ছিল। সময়ের অভাবে বলতে পারব না। বললে ত ওনাদের সব কিছু ফাঁস হয়ে যাবে। তাই ওনারা বিধানসভার সময়ও বাড়াবেন না, আর নিজেরাও সময় সেক্রিফাইস করবে না। জনসাধারনের যে দুর্ভোগ উনাদের যে কারচুপি তা উনাদের ধরা পড়ে যাবে। সেটা বলতে দেবে না। তারপর হচ্ছে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩২, মেজর হেড ৩২০-তে ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্টের জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রির উন্নতির জন্য কিছু টাকার প্রয়োজন আছে, কিন্তু ওনারা ইণ্ডাষ্ট্রির ব্যবসা এখনও শিখেন নি। এখানে আমাদের মাননীয় সুধীরবাবু বলেছেন যে, এখানে সুদের কাজ হবে না, কারণ সুদ বেশী হয়ে যে যাচ্ছে। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কি করে বিশ্বাসঘাতকদের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে দিতে পারে ইণ্ডাষ্ট্রির জন্য ? আমি এইটা বিশ্বাস করতে পারি না যে, এই টাকা প্রকৃত কাজে খরচ

হয়। আমি জানি বামফ্রন্ট সরকার পেপার মিল দাবী করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, দেওয়া উচিৎ, কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করতে হবে যে, কাগজপত্রে পেশ করা হচ্ছে প্রচুর বাঁশের চারা ত্রিপুরাতে তৈরী হচ্ছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলে-ছেন আমি পত্রিকায়ও দেখেছি যে, যদি আমাদের পেপার মিল থাকত তাহলে আমি বাঁশ বিক্রি করতে পারতাম, কোথা থেকে বাঁশ বিক্রি করবেন ? আজকে আমি বাঁশ কিনতে গেলে একটা বয়াক বাঁশ ২০ থেকে ২৫ টাকা চাচ্ছে, যেখানে ত্রিপুরাতে বাঁশের এত প্রডাকশান ছিল সেগুলিকে আপনাদের লোক লুট করে নিয়েছে, রু-মেটে-রিয়েলস গুলি প্রস্তুত করেইতো পেপার মিল দিতে হবে। কাজেই আপনাদের এখানে ইণ্ডাষ্ট্রির ক্ষেত্রে যা হচ্ছে তার জন্য আমরা উদ্বিগ্ন তাই আমি অনুরোধ করব ট্রেজারী ব্যাঞ্চের সদস্যদের এবং বামফ্রন্ট সরকারকে যে, এই দুর্নীতিকে রোধ করে আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচিয়ে এবং সব দিক দিয়ে যাতে তাদের আর্থিক উন্নতি হতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখবেন। কারণ আপনারা যত অর্থই আনেন না কেন দেখা গেছে ১৯৭৭-৮৫ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার লোক আরও বেশী দরীদ্র সীমার নীচে নেমে গেছে। কাজেই মানুষের এই যে দুর্বলতাটা আপনাদের সরকার সৃষ্টি করেছে সেইটাকে দূর করার জন্য, মানুষের মনকে সচেতন করার জন্য এবং বুঝার জন্য যাতে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে, ত্রিপুরাতে একটা সরকার আছে, তাকে আমরা টাকা দিতে পারি, এই ধরনের কাজ আপনারা কিছু সৃষ্টি করুন, এই অনুরোধ রেখেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় কারা বিভাগের মন্ত্রী, শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার ডিমাণ্ড নাম্বার হচ্ছে-৪২ মেজর হেড ২৫৬। এই জেল সম্পর্কে অপজিশান যে বক্তব্য রেখেছেন, মাননীয় সদস্য রবীন্দ্রবাবু যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে তিনি এখানে কিছু মিথ্যা প্রচার করেছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, এইটা আনপার্লামেন্টরী শব্দ।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী :— ঠিক আছে অসত্য, তিনি বলেছেন ভাতের মাপ কম দেওয়া হয় বাটির ভিতরে কি জানি বসিয়ে রাখা হয়, তিনি অনেক দিন জেলে ছিলেন, তখন আমি গিয়েছি দেখেছি, কই তখনতো তিনি কোন অভিযোগ করেন নি, কোন আবাসিক থেকে এই ধরনের কোন অভিযোগ আমারা পাইনি, তাছাড়া বাটির ভিতরে অন্য কিছু বসিয়ে রেখে কি করে ভাত কম দেওয়া যায় সেটা তিনিই জানেন। তারপর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, অঞ্জলী কর্মকারের যে ঘটনাটা তিনি বলেছেন এইটাও যে অসত্য ঘটনা তার প্রমান হয়ে গেছে, কারণ যে অঞ্জলি কর্মকার নিজেই বলেছে যে, এইটা ঠিক নয়, এইগুলিকে বোধ হয় পেছন থেকে কেউ ইঙ্গিত দিয়ে করানো হয়। এডমিনিষ্টেশানের

দলাদলীর কথা কাটমোশনে আনার কি আছে বুঝি না। বরং তিনি নিজেই এডমিনি- ষ্ট্রেশানে দলাদলী সৃষ্টি করার অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পারেন নি বলেই আজকে দুঃখ করে এই কথা বলেছেন। আমি জানি আমার জেলে কোন দলাদলী নাই, এইটা আমি পরিষ্কার বলতে পারি, সেখানকার কর্মচারীরাও ঠিক ভাবে তাদের কাজ করে যাচ্ছে। আরও তিনি বলেছেন যে, মন্ত্রী মহাশয় কোন খবরাখবর রাখেন না, হতে পারে হয়তো কোন অসতর্ক মুহূর্তে ওনাকে বলেছি কি না যে, আপনি একটু খবর রাখবেন, তিনি কি করে জানেন যে মন্ত্রী মহাশয় কোন খবর রাখেন না। সুতরাং এইগুলি কাটমোশানে আনার জিনিষ নয়, এইটা টাকা পয়সার ব্যাপার নয় বা অঞ্জলী কর্মকারও যে নালিশ দিয়েছিল সেটাও কাটমোশানের ব্যাপার নয়। কাটমোশানের ব্যাপার হচ্ছে টাকা পয়সার ছিনিমিনির ব্যাপার এবং এইটা কাটমোশানে আসে। তাই আপনারা যারা বহুদিন জেলে ছিলেন আপনারা তখন কেউ কোন রকমের অভিযোগ করেন নি, বরং আমাকে বলেছেন খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আপনাদের কোন অসুবিধা হয় না। অন্য কারও কাছ থেকেও আজ পর্যন্ত কোন অভিযোগ আসেনি। কাজেই তিনি এখানে যে অভিযোগটা করেছেন আসলে সেটা কোন অভিযোগই নয়। অপজিশানকে কাটমোশান আনতে হয়, না হলে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায় বলেই তিনি কাটমোশান এনেছেন, এইটা আমরা বুঝতে পেরেছি। আমি আশা করছি, আমার এই ব্যয় বরাদ্দের যে ডিমাণ্ড যাতে না কি ৬৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা ধরা হয়েছে সেটাকে সকলেই বিনা বাধায় পাশ করিয়ে দেবেন যাতে নাকি আরও সুন্দর ভাবে আমরা কাজ করতে পারি, আমি আশা করি, সম্পূর্ণ সমর্থনের মাধ্যমে হাউস এইটাকে গ্রহন করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় কৃষি মন্ত্রী, শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকের সভায় যে সব ডিমাণ্ড এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করে এবং কাটমোশানগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আজকের এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে অনেক মাননীয় বিরোধী সদস্যগন অনেক কথা বলেছেন। প্রথমেই এখানে যে ডিমাণ্ড এগ্রি- কালচারের জন্য রাখা হয়েছে তাতে কোন কাটমোশান ওনারা আনেন নি, বোধ হয় বিরোধী সদস্যরা এইটা বুঝতে পেরেছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যের যে বাস্তব অবস্থা ও পরি- স্থিতি তাতে কৃষির জন্য যে সমস্ত কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে এইগুলিকে ওনারা সমর্থন করেন এবং হয়তো আলোচনা করতে গিয়ে আজকে সেখানে কিছু বলার জন্যই হয়তো বলেছেন। এর আগেও বাজেট পাশ হয়ে গেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মসূচীর উপর বিস্তৃতভাবে আলোকপাত করেছেন, আজকে এইটা কেউ

অস্বীকার করেননি যে কর্মসূচীকে রুপায়িত করতে গিয়ে আমাদের দপ্তরকেও নানা সময়ে বিভিন্ন অসুবিধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। আজকে জমির পরিমানটাও একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে এসে গেছে আমাদের রাজ্যের মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগ হচ্ছে সমতল জমি, বাকী তিন ভাগের দুই ভাগ হচ্ছে টিলা জমি এবং এইটা আপনারা দেখেছেন যে, জল সেচের জন্য যে পরিমাণ জমি সেই জমিকে এস্যুরড্‌ ইরিগেশান বলতে পারি। এইটা কংগ্রেস সরকারের আমলে ছিল সাড়ে তিন পারসেন্ট, আজকে সেইটাকে আমরা করেছি ১২ ভাগ। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময় ইরিগেশান করে ২০ ভাগ পর্য্যন্ত জমিকে সেচের আওতায় আনা গেছে। সারা ভারতবর্ষে কৃষির ক্ষেত্রে উন্নতি হলো প্রধান লক্ষ্য। আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলো কি করে কম জমিতে অধিক ফসল উৎপাদন করা যায়। তাই আমরা বারবার কেন্দ্রিয় সরকারকে বলেছি যে, যারা কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়তে যায় তারা কৃষি বিষয়ে পড়াশোনা করে আসেন ঠিকই. কিন্তু তাদের সে জ্ঞানকে আমরা কাজে লাগাতে পারি না। কারন এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের জলবায়ু, আবহাওয়া, মাটি ইত্যাদির সঙ্গে তাদের পুথিগত জ্ঞান কোন কাজে লাগে না। যদি এইখানে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হতো তাহলে এই অঞ্চলের জলবায়ু, আবহাওয়া মাটি, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া যেত এবং এরফলে এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের কৃষিতে এক বিরাট অগ্রগতি দেখা যেত।

তাছাড়া এখানে আই, সি, এ, আর এর যে সেণ্টার রয়েছে তাকে আরো শক্তিশালী করা দরকার তাহলে কৃষি বিজ্ঞান এবং আধুনিক টেকনোলজিকে এইখানকার বাস্তব অবস্থার উপর ভিত্তি করে কৃষিক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেত। এই ব্যাপারেও আমরা বারবার কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি।

আজকে এই বিধানসভায় বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা উন্নত মানের বীজ কৃষকদের সরবরাহ করা হয়না বলে অভিযোগ করেছেন। তাদের অভিযোগ সত্য। কারন আমরা উন্নতমানের বীজ কৃষকদের সরবরাহ করতে পারি না। তাছাড়া ভাল বীজ পেলেও সেটা সময়মত কৃষকদের সরবরাহ করতে পারিনা। তবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে ত্রিপুরাতে একটা বীজ ভাণ্ডার গড়ে তুলতে। কিন্তু এই বীজ ভাণ্ডার গড়ে তুলতে যে পরিমান টাকার প্রয়োজন সে পরিমাণ অর্থের যোগান আমরা পাই না। আমরা এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট একটি প্রস্তাবও করেছি। কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট আমরা বীজের জন্য ডিমাণ্ড করলে কেন্দ্রিয় সরকার কয়েকটি বীজ উৎপাদক করর্পোরেশন রয়েছে তাদের নির্দেশ দেন যাতে তারা সে বীজ সরবরাহ করে। আমরা সে সব কর্পোরেশনকে অগ্রিম টাকা দিয়েও সময়মত বীজ পাইনা। সেই করপোরেশন কর্তৃপক্ষ হয়তো এমন এক সময়ে আমাদের

বীজ দিলেন যে, সে বীজ এনে কৃষকদের সরবরাহ করবার আগেই সে সিজন শেষ হয়ে যায়। তারপর বীজ পাওয়া গেলেও আরো সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলি আনবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ওয়াগন পাওয়া যায়না। তাই আমরা কেন্দ্রিয় সরকারকে বলেছি যে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে এই ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে সময় মত বীজ সরবরাহ করা যায় তারজন্য একটা বীজ ভাণ্ডার এইখানে গড়ে তোলা হোক। কিন্তু এই বীজ মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলবার জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট থেকে আমরা কোন সাড়া পাচ্ছি না। আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন যে, বীজ খারাপ হবার ফলে কৃষকদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। কিন্তু তারজন্যে তো আর আমরা দায়ী নই। কারন এই বীজ আমরা তৈরী করি না। সেটা তৈরী করেন কেন্দ্রিয় সরকারের বীজ করপোরেশনগুলি। সুতরাং বীজ খারাপ হবার দরুন যদি কৃষকদের সর্বনাশ হয়ে থাকে তার জন্য দায়ী আমরা নই, কেন্দ্রিয় সরকার।

তারপর সার আমরা উৎপাদন করি না। সার কেন্দ্রিয় সরকার আমাদের সরবরাহ করেন। বছরে দুবার কেন্দ্রিয় সরকারের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়। আমাদের রাজ্যে কি পরিমাণ সারের প্রয়োজন সেটা আমরা কেন্দ্রিয় সরকারকে জানাই। কিন্তু আমাদের ডিমাণ্ড অনুযায়ী সার আমাদের সরবরাহ করা হয়না। আমরা কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট ডিমাণ্ড করলে কেন্দ্রিয় সরকার আমাদের যে বরাদ্দ করেন যে বরাদ্দ অনুযায়ী বিভিন্ন সার উৎপাদনকারী সংস্থাকে সেই সার সরবরাহ করবার জন্য নির্দেশ দেন। আমরা টাকা পয়সা অগ্রিম দিয়েও দেখা যায় যে, সে সংস্থাগুলি সময়মত আমাদের সার সরবরাহ করছেন না। ১৯৮৪ ইং সালের বা তার পরবর্তী সময়ে আমাদের কি পরিমান সার বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং আমরা তার কি পরিমান পেয়েছি তার একটা লিষ্ট দিলে পরেই আপনারা সেটা বুঝতে পারবেন।

সার	বরাদ্দ করা হয়েছিল	পেয়েছি
	মেঃ টন	মেঃ টন
১। ইউরিয়া	৩,০০০	২,০০০
২। সুপার ফসফেট	১৩৭৫	৯৩
৩। রো ফসফেট	১,০০০	৬০৮
৪। সুফলা	২,০০০	১,৬১৮
৫। মিউরেট অব ফসফেট	৫০০	৫০০
১৯৮৫		
১। ইউরিয়া	৪,০০০	৬,০০০
২। সুপার ফসফেট	২,০০০	৩৭
৩। রো ফসফেট	১,১০০	৪০০
৪। সুফলা	২,০০০	পাইনি।

বর্তমানে খারিফের চাষ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা এখনো আমাদের প্রয়োজনীয় সার পাইনি। আর যা আমাদের সরবরাহ করা হয় সেটাও ঠিক সময়ে আসে না। আজকে আমাদের রাজ্যে যে সম্পদ রয়েছে সেটা হচ্ছে গ্যাস। এই গ্যাসকে ভিত্তি করে ত্রিপুরাতে সহজেই একটি সার কারখানা গড়ে তোলা যায়। আমরা সে ব্যাপারে কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট একটি প্রস্তাবও দিয়েছি। কিন্তু কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট থেকে আমরা কোন সাড়া পাইনি।

এরপর রয়েছে বাজার উন্নয়ন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০টি বেশী বাজারের উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করা হয়েছে। বিভিন্ন বাজারে আমরা শেড নির্মান করেছি। কিন্তু আমরা যে টাকা পাই সে টাকা দিয়ে বেশী বাজারকে উন্নত করা সম্ভব নয়। তাই আমরা চেষ্টা করছি যাতে বিভিন্ন আর্থিক লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠানগুলি এই বাজার উন্নয়নে টাকা লগ্নী করে, তার জন্য চেষ্টা করছি। আর একটা হচ্ছে ত্রিপুরাতে এই তৃতীয়াংশ টিলা জমিকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি। আজকে সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্য যে বিভিন্ন মাটি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে ত্রিপুরায় এমন কোন মাটি নেই যে সেটাতে এমন কোন ফসল হতে পারে না যা অন্য জায়গায় হতে পারে। সেটাকে ঠিকমত কাজে লাগাতে হবে। যেমন আনারস, কাজু বাদাম, গোলমরিচ, আদা ইত্যাদি প্রচুর উত্তপাদন হচ্ছে ত্রিপুরাতে। গরীব মানুষকে যাতে পুনর্বাসন দেওয়া যায় বা তাদের এইসমস্ত কাজ দেওয়া যায় সেই দিক থেকে আর একটা ডাইরেক্টরেট করার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। রিসার্চ কমপ্লেক্স আই, সি, এ, আর, স্থাপন করা যায় এবং সেণ্ট্রালের যেসমস্ত অরগেনাইজেশান আছে তারা যদি এখানে রিসার্চ করেন এবং আমাদের অন্যান্য কাজে তারা যদি অংশীদার হতে পারেন সেই দিক থেকে আমরা তাদের সাহায্য চেয়েছি।

এখানে কৃষকদের যেরকম অবস্থা, তারা দাম পান না। সেজন্য কৃষি পণ্যের প্রাইস সাপোর্ট দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করেছি। ভারতবর্ষের কোন রাজ্য যেটা দেয় না। আমরা সেখানে সেই সাহায্য নিয়ে গেছি। এবার প্রচুর আদা উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু তারা বাজার পচ্ছেন না। আমরা আদা কিনতে ছুটে গিয়েছি। তাদের ফসল যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য শস্য বীমা চালু করার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আরও সুযোগ সুবিধা আমরা দিচ্ছি। বিশেষ করে মাছের ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা হয়েছে।

মাছের চাহিদা ১৭ হাজার টনের মত আমাদের রাজ্যে। আমরা উৎপাদন করছি ১০ হাজার টন। সেটাকে বাড়াবার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। জল এলাকা বাড়ানো এবং মাছের চারা উৎপাদন করা এই সমস্ত কর্মসূচী আমরা

রেখেছি। মাছের দাম এবার বেড়েছে। গত বছর বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া ধানের পোকা মারার ঔষধ আমরা ব্যবহার করছি। সেজন্য আগের মত প্রোডাকশান এখন হচ্ছে না। আমাদের দেশে ছোট ছোট মাছগুলি ঐ ঔষধে নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য মাছের চাষটাকে যাতে উন্নত করা যায়, মৎস্যচাষীদের যাতে সমবায়ের আওতায় আনা যায় তার চেষ্টা আমরা করছি। যারা মাছের চারা উৎপাদন করবেন কো-অপারেটিভের মাধ্যমে আমরা সেগুলো কিনে নিয়ে যাব এবং বিক্রি করার দায়িত্ব আমরা নেব। সরমাতে আমরা কাজ সুরু করেছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য নিয়ে আমরা আর একটা করব। রাজ্যে যে সব মৎস্য উৎপাদনাগার গড়ে উঠেছিল সেগুলি যাতে উন্নত করা যায় সেই কর্মসূচী আমরা নিয়েছি।

আর একটা হচ্ছে নতুন দপ্তর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিবেশ। তার জন্য ৮২ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। সেই দিক থেকে বিশেষ করে এই বিজ্ঞানটা ব্যাপক মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই দপ্তরকে যাতে পরামর্শ দিতে পারে তার জন্য একটা শক্তিশালী কাউন্সিল করার জন্য বাইরে থেকে বৈজ্ঞানিকদের আমরা আনব। বিশেষ করে দুর্গম এলাকায়, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যাতে বিজ্ঞানের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া যায় সেই চেষ্টা করব। ইতিমধ্যে জম্পুই পাহাড়ের মধ্যে বিদ্যুত পৌঁছে দেওয়ার অসুবিধা হচ্ছে, সেজন্য সেখানে সৌর শক্তির সাহায্যে যাতে জলসেচ করা যায়, সৌর চুী, বায়ো-গ্যাস ইত্যাদি কর্মসূচী অনুমোদন করা হয়েছে। সেই দিক থেকে আমি আশা করছি আমাদের যে সমস্ত প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেই ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করবেন এবং কাটমোশনগুলির বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় শিল্প বিভাগের মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার :- মিঃ স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১, ১৪, ২৭, ৩২, ৩৩ এবং ৩৪ এর উপর ব্যয় বরাদ্দ দাবী করা হয়েছে এগুলি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমেই শিল্প সম্পর্কে বলতে চাই। এই রিজিওনে শিল্প গড়ে তোলা খুব কঠিন কাজ। এই রিজিওনে যে অর্থনৈতিক অবস্থা, তার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে জরুরী ভিত্তিতে শিল্প গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা, নিশ্চয় কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। শিল্প করতে হলে আগে থেকে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার গড়ে তোলার দরকার ছিল, তা দীর্ঘদিন যাবত গড়ে উঠে নি। তবু আমাদের এখানে যতটুকু কাঁচামাল আছে, এটাকে ব্যবহার করেই আমরা এখানে শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের জম্পুই হিলে কিছু চুনা পাথর পাওয়া গিয়েছে, তা দিয়ে আমরা সিমেন্ট কারখানা তৈরী করতে চেষ্টা করছি এবং আশা করছি যে, এই বছরের মধ্যেই দৈনিক ১২ মেট্রিক টন সিমেন্ট উৎপাদিত হবে। আমাদের এখানে মাটিকে ব্যবহার করে রাস্তা এবং বিল্ডিং

কনস্ট্রাক্শনের জন্য ইট তৈরী করছি, আমরা এখন পর্য্যন্ত ১৪টি ইটের বাট্টা চালু করেছি, তার জন্য যেখানে মনিপুরে ইটের দাম হাজার প্রতি ১২/১৩শ' টাকা, আমরা সেটাকে এখানে অনেক কমিয়ে রাখতে পেরেছি। এর পর আমরা ঝুঁকি নিয়ে সেমি-মেকানা-ইজড ব্রিক্স তৈরীর কাজও শুরু করে দিয়েছি এবং এতে ১৩ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এখন বছরে প্রায় ৭০ লক্ষ ইট এর মধ্যে উৎপন্ন হবে। আমাদের এখানে আরও বিভিন্ন রকমের কাঁচা মাল আছে, সেগুলি ব্যবহার করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। যেমন এখানে একটা চট কল চলছে, আর একটা চট কলের জন্য আমরা দাবী করছি। এখানে ইতিমধ্যে গ্যাস পাওয়া গিয়েছে, তাতে বলা যায় এই রাজ্যের যে অর্থনীতির আমরা নতুন জোয়ার সৃষ্টি করতে পারব, যদি সেই গ্যাসকে ব্যবহার করে ইউরিয়া সার কারখানা গড়ে তুলতে পারি এবং এজন্য আমাদের টাকার প্রয়োজন, প্রায় এক একটা কারখানা তৈরী করার জন্য ৪ থেকে ৫ শত কোটি টাকার দরকার। কাজেই আমরা যে গ্যাস এখানে পেয়েছি, সেই গ্যাসকে ব্যবহার করে, ইরিয়া, ইউ, ডি, সি, ইত্যাদি কারখানা আমরা গড়ে তুলতে পারি, আর সেজন্য আমরা প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্রের কাছে চেয়েছি। আমাদের এখানকার ইণ্ডাস্ট্রিয়েল এরিয়া, আমরা তিনটা নিউক্লিয়াস এরিয়া গড়ে তুলতে চাই, সেগুলির একটা ধর্মনগরে, একটা কুমারঘাটে, আর একটা উদয়পুরে। ২০ লক্ষ টাকা সেই সবের সেড ইত্যাদি তৈরী করতে খরচ পড়বে এবং সেখানে যারা ইণ্ডাস্ট্রি করতে চায়, তাদেরকে নানা ভাবে ইন্সেন্টিভ দেওয়ার কথা আমরা ঘোষণা করেছি। এরপর আমরা এখানে তাঁতের কাপড় বোনার জন্য অনেকগুলি কো-অপারেটিভ গড়ে তুলেছি। তাছাড়া, ইণ্ডিভিজুয়েল যে সব তাঁত আছে, সেগুলিতেও তাঁতীরা কাপড় উৎপাদন করছে। এই রিজিওনে আমরা সব চাইতে বেশী জনতা শাড়ী উৎপাদন করছি আসাম, মনিপুর আছে, তারা এই দিকে যায় নি, তাই আমরা এটা দাবী করছি। ট্রাইবেল পোষাক যারা নাকি লোওন লুমে করে, তাতে তাদের খরচ বেশী পড়ে যায়, এক একটা পরছার জন্য কম করে ৩০ থেকে ৩২ টাকা খরচ পড়ে ফলে সেটা তাদের কাছে প্রফিটেবাল হয় না। কিন্তু সটাকে যদি ফ্রেমলুম তাঁতে করা যায় বা জনতা স্কীমে আনা যায়, তাহলে লয়েন লুমে কাজ করে যেটা নাকি কম্পিটেটিভ নয়, যেটা নাকি শ্রম এবং পঁজি নিয়োগ করে দাঁড়ায়, তাতে সেটা মোটেই কম্পেটেটিভ নয় এবং সেটাকে যদি ফ্রেমলুমে নিয়ে আসা যায়, তাহলে কাপড় বোনার তাদের যে ট্রেডিশান, সেটাকে পাল্টিয়ে দেওয়া যায়। তাই আমরা চাই, যেহেতু এই রাজ্যের তাঁতীরা তাঁত বোনে, তাদের কমার্শিয়াল উইভার্স হিসাবে দাঁড় করানো দরকার। কারণ তাদের নিজস্ব কোন প্রফেশান আজও সেই ভাবে গড়ে উঠে নি, তাদের সেই পুরানো জুম-বৃত্তি থাকার জন্য, এখন পর্য্যন্ত মর্ডাণ কোন

প্রফেশান গড়ে উঠে নি, সেজন্য তাদেরকে ফ্রেমলুমে কাপড় বুনে তাদের যাতে একটা মর্ডান প্রফেশনে দাঁড় করানো যায়, তাদের সেই লয়েন লুমগুলিকে ফ্রেম লুমে রুপান্তরিত করে, তাঁতী হিসাবে তাদেরকে গড়ে তুলতে পারব। সেজন্য আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, লয়েন লুমে তারা যে কাপড় বুনে, তাদের যাতে জনতা বা হায়ার কাউন্টের কাপড় বোনার প্রফেশানটা ধরে দেই। এজন্য আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। আর এই বছরে এটা একটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ এটেম্পট হবে। আমরা ২৫ হাজার স্পিনিং মিলের লাইসেন্সের জন্য কেন্দ্রের কাছে লিখেছি, এর জন্য প্রায় ১২ কোটি টাকা খরচ হবে এবং এতে ১২ শ'র মতো লোক ওয়ার্কার্স হবে। এর মধ্যেই আমরা ডাইং হাউসের কাজ শুরু করে দিয়েছি। এর জন্যও ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা খরচ হবে। এই ১৯৮৫-৮৬ সালের জন্য আমাদের যে টার্গেট, বিশেষতঃ ব্যাংক এবং আই, ডি, পি, ইত্যাদির জন্য সরকারী ভাবে সাড়ে তিন কোটি লাগবে, যাতে ইণ্ডাষ্ট্রির বিভিন্ন ইউনিটে শেডগুলি করা যায় এবং ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলা যায়। আর এভাবে আমরা ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করছি। এখানে কেউ কেউ কাটমোশান দিয়ে বলেছেন যে, খাদির প্রসার হউক এটা আমরাও চাই, কাজেই এর জন্য কাটমোশান দিয়ে বলার দরকার নাই। আবার কেউ কেউ কাটমোশান দিয়ে হ্যাণ্ডলুম, চেয়েছেন, হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌ট চেয়েছেন। আসল কথা হচ্ছে, এই ধরনের যে আর্টিশান্স, যারা প্রডাক্‌শান করেন —যেমন হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌ট, এর বিশেষ একটা মার্কেট নাই, আর এটা একটা বিরাট প্রবলেম। হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌টের কাজটা অটোমেটিক হচ্ছে, এটার এমন একটা ষ্টেজ, যেটা অনেকটা বলা চলে এই সোসাইটির মধ্যে যাদের প্রচুর টাকা আছে, যারা সোসাইটির মধ্যে ইকোনমিকেলী ইলিট বা রিচ, তাদের যে এগুলির বিশেষ প্রয়োজনতা নয়, তারা এমনিতেই নয়, তবু একটা ভাল জিনিস বা একটা ভাল চেয়ারের জন্য, যেগুলি বিলাসের জন্য, সোসাইটির মধ্যে এটার মার্কেট একটা বিরাট প্রবলেম। একথাটা আমাদের বুঝতে হবে। এটার যে এ্যাক্সপ্যানশান করা যায় না, তা নয়, কিন্তু তার জন্য একটা মার্কেট চাই, আর সেটাই হচ্ছে বড় কথা, এটা কোন ইমোশানের ব্যাপার নয়, এই সমস্তই ইণ্ডাষ্ট্রি হিসাবে করা যায়। কিন্তু ইনষ্টান্টলি এটা জায়গার মধ্যে হিসাব করতে হবে, এতে আমার কত শ্রম দিবস কাজে লেগেছে, এই শ্রম দিবসগুলির দাম কত, এর মধ্যে কাঁচা মাল কত লেগেছে, টোট্যাল প্রডাক্‌শন কস্ট কত, সেগুলি বাজারে যাবে এবং বাজারে গিয়ে বিক্রি হবে। এখন হয়তো হিসাব করতে হবে, আমার একটা দিন কাজ করার জন্য ১২ টাকা মজুরী পেতে হবে, এবং আমি যদি সেই ১৫ টাকা না পাই, তাহলে আমি সেই ইণ্ডাষ্ট্রি করব না। এর সব কিছু ইনস্টান্টলি জায়গার মধ্যে হিসাব করতে হবে। সেজন্য

প্রবলেমটা হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার না হলে, এগুলি সহজ হবে না। আর সেজন্যই রেলের জন্য এত চীৎকার, চীৎকার এখানে কয়লার একটা সেন্ট্রাল ষ্টোর হউক। এখানে শিল্পের কথা বলতে গিয়ে, জুট মিলটা অনেকটা আতঙ্কের ব্যাপার হয়ে গেছে। ভুতগ্রস্ত রোগীর যে রকম অবস্থা হয়। যাকে ভূতে ধরেছে, সে ঘরের মধ্যে যদি একটা পাতা নড়ে বা যদি একটা ইন্দুরও চলা ফেরা করে, তাহলেও সে মনে করে এই বুঝি বাঘ এসেছে। জুট মিলে ওরা দেখছেন রাম দা প্রডাকশান হচ্ছে, ওরা দেখছেন না পশ্চিম বঙ্গে যে জুট মিল আছে সেগুলিও একটার পর একটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন, আসামের নোয়াগাঁওতে একটা জুট মিল আছে, সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে, কেন, সেখানে কংগ্রেস রাজত্ব, শাকিয়ার রাজত্ব চলছে, ঐ গৌহাটিতে একটা সুতলির কারখানা আছে, সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু কেন? কারন আই, এন, টি, ইউ, সির অফিসে জুট মিলের ওয়ার্কার্সরা গিয়ে ধরেছে, বাবা, তুমিতো বলেছিলে বন্ধ কারখানাগুলি চালু হবে, এখন তুমি সেটা করছ না কেন? বলি ব্যাপারটা কি? উনি বলছেন আমরা যা করার, আমি তা করেছি। একেবারে নাজেহাল অবস্থা, শুধু খোলাই দেওয়ার বাকী রয়েছে। তারা কিন্তু এই জিনিষটা দেখছে না। ত্রিপুরার চট কলে ১২৫ টা লুম চালিয়ে যে চট তৈরী হয়, সেগুলি ইষ্টার্ন রিজিওনে সিমেন্টের ব্যাগ হিসাবে কাজে লাগে, তার সবটাই এরা সাপ্লাই করছে। আজকে বাজারে সবচাইতে ভাল প্রডাকশান, যেটা নাকি চটের এটা ত্রিপুরাতেই প্রডাকশান হচ্ছে। এটা ওরা দেখছে না। এখানকার জন্য স্পেয়ার পার্টস কলকাতার থেকে আসছে, আমরা ১নং স্পেয়ার পার্টস চাইলে ২নং স্পেয়ার পার্টস আসে, কারন এগুলির সবই কলকাতায় তৈরী হয়। তারা এটাও দেখছে না। আমাদের এখানে যে পরিমাণ কাঁচামাল আছে, তাতে একটা জুট মিল চলছে, আরও একটা চলতে পারে। কিন্তু তারা সেই সব না দেখে, কেবল রাম দা দেখছে। সংগে সংগে এই কথাও বলছি যে, আমাদের এই চট কলটার এই অবস্থা কেন? কারণ যখন চট কল শুরু হওয়ার কথা, তখন চট কল শুরু হয় নি, আর যখন শেষ হওয়ার কথা, তখনও শেষ হয় নি। সাড়ে ছয় কোটি টাকার মধ্যে এই প্রজেক্ট শেষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মাঝখানে এসে ওরা বল্লে যে, আমরা আর টাকা দেব না, এটা হবে না, ওটা হবে না, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও কোম্পানিও এর জন্য প্রয়োজনীয় টাকা দেয়নি। আর সেজন্যই সাড়ে ছয় কোটি টাকার কারখানার খরচ শেষ হল ১২ কোটি টাকায়। তাতে প্রথম দিন থেকে ব্যাংক যে টাকা দিয়েছে, তার ইন্টারেষ্ট জমতে জমতে, যখন আমাদের প্রডাকশন শুরু হল, তখন ১ কোটি টাকার উপর ইন্টারেষ্ট জমে গিয়েছে, সেটা হচ্ছে রীতিমত কম্পাউণ্ড ইন্টারেষ্ট যেমন ১০০ টাকার ১ বছরের সুদ ১৬ টাকা. আবার সময়

মত না দিতে পারার জন্য ১১৬ টাকার সুদ কত হতে পড়ে, এভাবে দেখা যায় জমে যাওয়া ইন্টারেষ্ট হয়ে গেল ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। আমরা বলেছিলাম যে তোমরা এগুলি মাপ করে দাও, অনন্তঃ ৫ বছরের জন্য আমাদের একটু রিলিফ দাও তারপর, আর একটা হচ্ছে এ্যাক্সাইজ ডিউটি, এটা কেন্দ্রের ব্যাপার। তৎকালীন ভারতের অর্থ মন্ত্রী ছিলেন প্রনব মুখার্জি, আমরা তাঁকে জানালাম যে আমাদের এইখানে অনেক টাকা দিতে হয়, প্রতি মাসে, প্রতি বছরে আমাদের গত ৪ বছরে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার মতো এ্যাক্সাইজ ডিউটি দিতে হবে, আমরা তাকে বল্লাম, আমাদের অন্তত: এ্যাক্সাইজ ডিউটিটা মাপ করে দিন। তিনি সেই চিঠির জবাব দিলেন যে, আপনাদের চিঠি পেয়েছি, কিন্তু জানেন তো আন্দামানকে পর্য্যন্ত আমরা এটা মাপ করিনা, একর্ডিংলি আই রিজেক্ট গ্যাট ইট ইজ নট পসিব্যল টু এ্যাকসেপ্ট ইউর রিকুয়েষ্ট ফর এ জেনারেল এ্যাক্জাম্পশান অব এ্যাক্সাইজ ডিউটি। বাট দি গুডস প্রডিউস্‌ড ইন দি ইয়েষ্টান রিজিওন, তাহলে উনি বল্লেন আমরা আন্দামানকেও দেই না। এটা কি মাননীয় মন্ত্রী ত্রিপুরা, আন্দামান, এবং মনিপুরের জন্য দেওয়া হল ? কাজেই যারা রাম দাব স্বপ্ন দেখেন, তাদের এগুলি হবেই। এর মধ্যেও আমরা করতে-চাই, আর এটাই হল আমাদের সংগ্রাম। দ্বিতীয়তঃ তপশীল কল্যান দপ্তরের জন্য আমরা ছাত্রীদের জন্য কয়েকটা বোর্ডিং হাউস করার, তাদের স্টাইপেণ্ড দেওয়ার এবং হরিজন যে সব ছেলে মেয়ে স্কুলে আসবে, তাদের ৫০ টাকা হারে দিতে চাই, কিন্তু তাও কেন্দ্রের কাছ থেকে পাই না। আমরা হিসাব করে দেখেছি, এই হারে দিতে গেলেও আমাদের বছরে প্রায় ৩৯ লক্ষ টাকা লাগবে। এখানে সিডিউল্ড কাষ্টের রিহেবিলিটেশানের জন্য ৩ হাজার টাকা ধরা আছে সেটাকে আমরা ভাবছি ৪ হাজার টাকা করা যায় কিনা—তাহলে আমাদের ৪০ লক্ষ টাকা লাগবে। আমাদের টোটেল বাজেট আছে স্টেট স্কীমের মধ্যে ৯০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে দেখা যায় স্টাইপেণ্ড দিতে ২৯ লক্ষ টাকা লাগে। আর রিহেবিলিটেশান এর জন্য এক হাজার টাকা করে বাড়ালে আমাদের আরও ৪০ লক্ষ টাকার দরকার। কাজেই টাকা কোথা থেকে আসবে আর টাকা চাইতে গেলে আপনারা নানা কথা বলবেন। তপশীলদের জন্য অমরা পেয়েছি ২ কোটি ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা আর সিডিউল্ড কাষ্ট ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশান থেকে আমরা ঋণ নিয়েছি ৪৮ হাজার টাকা। এই বছর ৩ হাজার ইণ্ডিভিজ্যুয়েলকে আমরা পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য তপশীলী কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন স্কীমগুলি আমরা নিয়েছি, সেজন্য আমাদের আরও টাকার দরকার। আর সব চেয়ে বেশী উদের জ্বালা ধরছে—ইনফর্মেশান নিয়ে-অর্থাৎ সংস্কৃতি। এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। এই সম্পর্কে চোখে দেখা যায় তবু এই সম্পর্কে বিভিন্ন ভাবে বিক্ষোভ দেখান

হচ্ছে। একজন প্রথমে আক্রমন করলেন—আমাদের মাননীয় সদস্য জহর বাবু একটা অংক কষে দেখিয়ে দিলেন যে দেশের কথা দৈনিক ও সাপ্তাহিক একত্রে ৬ লাখ টাকা নিয়েছে। দলীয় পত্রিকা এরা গরীবের কথা জনসাধারনের কথা বলে না। আর যারা নিরপেক্ষ তারা বিজ্ঞাপন পান না। দৈনিক সংবাদ নিরপেক্ষ, সং এটা পেয়েছে গত ৪ বছরে টা: ৫, ০৮, ৫৮৬'০০ ওরা বলল যে উরা ডিসপ্লে ছাপে না ডিসপ্লে দিলে ওরা সেগুলি ডাষ্টবিনে ফেলে দেয়। ত্রিপুরা দর্পন ৫,১৬,৮৭৮ টাকা। দেশের কথা গত চার বছরে ৪,৮৮,৯৮৯ টাকা। দেশের কথা ডেইলী 'ক' শ্রেণী ও দেশের কথা সাপ্তাহিক 'খ' শ্রেণী দুটো যোগ করলে ৬,০২,১৪০ টাকা হয়। এই ধরনের 'দৈনিক 'ক' শ্রেণী আর স্যন্দন 'খ' শ্রেণী ২টা যোগ করলে ৬ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। এরা জনসাধারণের কথা বলে সং নিরপেক্ষ, সব ঠিক আছে। আর ত্রিপুরা দর্পন আর গন সংবাদ সং ২টা একত্রে ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার। হ্যাঁ, এখানে একটু ভুল আছে। জায়গাটা ঠিক ধরেছেন। তারপর একজন বলেছেন যে আমরা হিন্দী সিনেমা দেখিয়ে অর্থাৎ লারেলাপ্পা, ডিস্কো মার্কা বই দেখিয়ে আমরা কোন রকমে গভর্ণমেন্ট রক্ষা করছি। ডিস্কোর মহানায়ক দিল্লীর পার্লামেন্টের মাননীয় সদস্য-যেহেতু তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কাজেই কিছু বলা যাবে না। কিন্তু গত কয়েক বছর আমরা হিন্দী সিনেমার বই কিনি নাই। এবং সেজন্য কংগ্রেস (ই) ও উপজাতি যুবসমিতির উরা ছবি দেখা ছেড়ে দিয়েছেন। কারন উরা আর এসবের মধ্যে রসপান না। আর একজন বলেছেন যে আমরা মৃনাল সেনকে দিয়ে বই করিয়েছি। হ্যাঁ, আমরা মৃনাল সেনকে দিয়ে বই করিয়েছিলাম ত্রিপুরার স্বাধীনতার ইতিহাস- মৃনাল সেন পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক। এটা করা হয়েছিল এবং আমরা মনে করেছি যে, এটা প্রকাশ করার মত নয়। আর আমাদের সাংস্কৃতিক কার্য্যকলাপ আমাদের মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি এসেছিলেন তিনি প্রসংশা করে গেছেন আমাদের গৌহাটি হাই কোর্টের চীফ জাষ্টিস এসেছিলেন তিনিও প্রশংসা করেছেন। আমরা গত কয়েক বছরে নিচেরতলা থেকে সংস্কৃতিকে পুনরোজ্জীবিত করার কাজ আমরা যা করেছি—আমরা ৪২১টি উপতথ্যকেন্দ্র খুলেছি। ৪৭৫টি পল্লী বেতার গোষ্ঠি করেছি। ২৪১টি লোকরঞ্জন শাখা খুলেছি এবং এই বছর আরও ১০০টি লোকরঞ্জন শাখা খুলব। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত বছর ৫৩৩টি হয়েছে তার মধ্যে ১৮, ৫০০ জন গ্রামের শীল্পীকে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিয়েছি এবং তার দর্শক এর সংখ্যা ৩ লাখের মত হয়েছে। তাছাড়া যাত্রা উৎসব মেলার মধ্যে আমরা ৪ হাজার শিল্পীকে নিয়োগ করতে পেরেছি। আর বই মেলা—বই মেলায় আমরা ১৬/১৭ লক্ষ টাকার বই বিক্রী করেছি। এতে উদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, আমরা এত টাকার বই বিক্রী করেছি। বই বিক্রীটা হিটলারেরও অপছন্দ

হত স্বরু করেন গ্রন্থাগার পুড়ানো। গোয়েবলস বলছেন যে সংস্কৃতির নাম শুনলে আমার পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমার রিভালবারটা বের করতে ইচ্ছা করে। কিছু কিছু দসমন আছে সংস্কৃতির শত্রু। আর শিশুউৎসবে—আগরতলায় ১৮০০০ শিশু অংশ গ্রহণ করে। আব আমরা রবীন্দ্র নজরুল ও সুকান্তের বিশেষ বিশেষ কবিতাগুলি ককবরক ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করছি, স্বদেশী গানগুলিও ককবরক ভাষায় অনুবাদ করার করছি। এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনাগুলিও ক্রমে আমরা ককবরক ভাষায় অনুবাদ করব। আগে গ্রামের শিল্পীরা যাত্রা থিয়েটার এসবে কোন অভিনয় করার সুযোগ পেত না। এখন আমরা তাদের সেই মঞ্চ দখল করার সুযোগ করে দিয়েছি। এখন সংস্কৃতি সকলের জন্য এই সব দেখে উনারা আতংকিত হয়। আর নীরমহল সম্পর্কে আমরা বক্তব্য—নগেন বাবুকে কবে কি বলেছিলাম—বিধান সভা একটা জায়গা যা বলা হয় সবই সত্য যেহেতু উনারা নির্বাচিত মাননীয় সদস্য সবই সত্য। সেটা খড়মই হউক আর জুতাই হউক বলতে হবে পাদুকা। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু, আমার মনে হয় তিনি জানেন না যে নিরমহলের একটা সার্ভে হয়ে গেছে এবং সার্ভে রিপোর্টে বলা হয়েছে এর আয়ু ১০০ বছর, এর বয়স ৪৮, এর সংস্কারের জন্য খরচ হয়েছে ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা। প্রতিবছর রিপেয়ারে খচ হয় ৬০ হাজার টাকা এবং এটাকে রাখতে গেলে খরচ হবে দেড় কোটি টাকা। নগেন্দ্রবাবু আরেকটা পয়েন্ট কি বলেছিলেন মনে নেই। দেখছি বাঘের উপর টেক্কা মেরেছেন। যাইহোক এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি প্লেস করা হয়েছে সেগুলিকে আমি সমর্থন করে এবং কাটমোশনগুলির বিরোধীতা করে বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার ডিমাণ্ডগুলি হল ৩১, ৫৮, ৬১ নং এবং এগুলির উপর কাটমোশান আনা হয়েছে। আমি আমার সবগুলি ডিমাণ্ডের উপর এক সংগে বক্তব্য রাখছি, কারণ সময় খুব কম। মূলতঃ তাদের চিন্তা এবং ভয়ের কারন হচ্ছে পঞ্চায়েত দপ্তর বা পঞ্চায়েত গ্রামাঞ্চলে যেভাবে গরীব মানুষের গনতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করেছেন এবং পঞ্চায়েত বিধিগুলি রচনায় খুব নিখুঁতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন যাতে কোন ধরনের জটিলতা না থাকে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বিল রচনা করেছেন। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্য্যন্ত আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে এবং অন্যান্য গরীব অংশের মানুষ তাদের গনতান্ত্রিক অধিকার, গনতান্ত্রিক দাবীদাওয়া যেভাবে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করেছেন সেটা দেখে যারা গনতন্ত্র বিরোধী, গরীব মানুষের বিরোধী তারা

কিছুতেই এই পঞ্চায়েতের কাজকর্মকে স্বীকার করে নিতে পারছে না। এখানে যে পঞ্চায়েত আইন হয়েছে সেটা ইউ.পি'র পঞ্চায়েত অ্যাক্ট অনুসারে হয়েছে। এই আইনত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের চিন্তাধারাকে এবং পঞ্চায়েত এলাকাতে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে আরও শক্তিশালী করার কাজে এই সরকার অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। এই জন্যই বিরোধীরা এটাকে সহ্য করতে পারছে না। কাজেই এটা স্বাভাবিক যারা গনতন্ত্র বিরোধী গরীব বিরোধী তারা ত্রিপুরা রাজ্যে গনতন্ত্র বিকশিত হউক এটা কামনা করে না। এই বিধান সভায় ৬০ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে এসেছেন; তদ্রূপ ৯/১১/১৫ জন করে কোন কোন পঞ্চায়েতে প্রতিনিধি জনগন দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে যারা কুৎসা রটনা করে তারা গনতন্ত্রের শত্রু। ৭০৪ টি পঞ্চায়েতের মধ্যে তারা মাত্র ৬৭ টা দখল করেছে। গত পার্লিয়ামেন্টের নির্বাচনে ওরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন। সামনে ষষ্ঠ তপশিলী মোতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন। আমরা আশা করছি এটাতেও আমরা জিতব। আমরা জিতব বলেই ওরা ভয়ে এই সমস্ত কুৎসা রটনা করে চলছে। কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৭টা পুরনো ব্লক আছে। ব্লকগুলি ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামের গরীব মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু বিরোধীরা এটা স্বীকার করতে পারছে না। গত ১৬ ও ১৭ই মে সাউথ, নর্থ ডিস্ট্রিক্টের সমস্ত বি, ডি, ও, এস. ডি, ও, এদেরকে আগরতলায় ডেকে মিটিং করে বলেছি আগামী এই যে সংকট সময়ে অনাহারে, আপদে বিপদে সব সময় যেন তারা মানুষের জন্য কাজ করেন এবং পানীয় জলের যেন তাড়াতাড়ি সুরাহা করেন। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ১৮টা ব্লক আছে। সেই ব্লক এরিয়াতে টিউবওয়েল মেরামত এবং নানা ধরনের জনহিতকর কাজ চলছে। তার জন্য ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা হচ্ছে। এর পরেও বিরোধী সদস্যরা বলছেন যে কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে দুর্নীতির আখড়া। মানুষের প্রতি, অফিসারদের প্রতি এদের কোন বিশ্বাস নাই। কাজেই এখানে যে সমস্ত ব্যয়বরাদ্দ পেশ করা হয়েছে সেগুলি আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাটমোশন এখানে আনা হয়েছে সেগুলি আশা করি হাউস নাকচ করে দেবেন। এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :- প্রিন্টিং অ্যাণ্ড স্ট্যাশনারী ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বক্তব্য শ্রীরাখার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী সুধন্ব দেববর্মা উনি অসুস্থ এবং আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বক্তব্য রাখছি। ডিমাণ্ড নং ১০, স্ট্যাটিস্টিক্স এবং ডিমাণ্ড নং ৪৪ প্রিন্টিং অ্যাণ্ড স্ট্যাশনারী ডিপার্টমেন্ট। এখানে দুটো

কাটমোশান আনা হয়েছে। এগুলি ভিত্তিহীন। এর মধ্যে প্রিন্টিং অ্যাণ্ড স্ট্যাশনারীতে প্রিন্টিং-এর আরও উন্নত হওয়া দরকার। বর্তমানে আমাদেরকে কিছু ছাপার কাজ বাহির থেকে করতে হয়। উন্নত ছাপার কাজের জন্য আমাদেরকে কলিকাতা যেতে হয়। আমাদের ছাপাখানা সেখানে কর্মীরা খুব নিষ্ঠার সংগে কাজ করছেন। নিষ্ঠার সংগে তারা ইলেকশনের ম্যাটেরিয়েলস ছাপাচ্ছেন এবং গোপনীয়তা রক্ষা করছেন। এটা একটা নজীর হয়ে আছে। গোপনীয়তা রক্ষা করে জরুরী ভিত্তিতে ঠিক সময়ে ওরা সরকারের ছাপার কাজ করছেন। এই হাউসের তরফ থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, সমস্ত ডিমাণ্ডের উপর যে আলোচনা হয়েছে সেগুলির উপর দুই মিনিট আমি বক্তব্য রাখার জন্য অনুমতি চাচ্ছি। কোন একটি রাজ্যের উন্নতি হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য নির্দিষ্ট একটি ক্রাইটেরিয়া আছে। মানুষ যখন ক্ষুদার্ত হয়, তখন যেখানে কাজ পাবে সেখানেই চলে যায়। এটা আগেও এ রাজ্যে ছিল। যখন কাজ ছিল না, তখন এস, ডি, ও, অফিস, বি, ডি, ও, অফিসে এসে ধর্ণা দিত। এমন কি রাজ্যান্তরেও চলে যেত। আমি যখন বিহারে যাই, উড়িশ্যায় যাই নির্বাচন উপলক্ষ করে, তখন দেখিছি, বছরের একটি সময়ে সেখানকার দিন মজুরেরা তাদের রাজ্যে থাকেন না, কলকাতায় চলে যায়। এমনকি আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যেও এসে ঢুকেন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ঢুকেন। ঘরে খাবার থাকে না, তাই চলে যায়। এটা হচ্ছে, সে রাজ্যের পয়সাগুলি গরীবের ঘরে পৌঁছুচ্ছে না বলেই সেখানকার গরীব মানুষগুলি রাজ্যন্তরী হচ্ছে, যাযাবর হচ্ছে। স্যার, আমি দেখেছি এইখান থেকে কিছু চাকমা পরিবার আসাম চলে গিয়েছিল, অরুনাচল চলে গিয়েছিল। কিন্তু সবাই ফিরে এসেছে। স্যার, এখন আমার মনে হয়, প্রতিবেশী রাজ্যে যে সব ঘটনা ঘটছে তাতে তারা আমাদের রাজ্যে চলে আসতে পারে। আজকে বিরোধী দল থেকে একজন লোকও বাইরে চলে গেছে না খেতে পেয়ে, তা দেখাতে পারবেন না। রাজ্যের উন্নতি পরিমাপ করার এই যে একটা ক্রাইটেরিয়া এই ক্রাইটেরিয়া প্রয়োগ করে আশা করি মাননীয় সদস্যরা যে সব অবান্তর কথা বলেছেন পয়সা ক্যাডারের পকেটে চলে যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি, তাঁরা বুঝতে চেষ্টা করবেন, প্রতিটি পয়সা প্রত্যন্ত অঞ্চলে গরীব মানুষের পকেটে যাচ্ছে বলে সেইখান থেকে মানুষ তার ঘর ছেড়ে বাইরে যায় না, কিংবা এস, ডি, ও, বি, ডি, ও, অফিস ঘেরাও করে না। আজকে অল্প হলেও সরকার কাজ দিচ্ছে, রিলিফের সুযোগ দিচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বক্তব্য রেখে আমি কাটমোশান গুলির বিরোধীতা করে ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :- চাবিরাপাড়া থেকে ২০টি পরিবার চলে গেছে তা এই তথ্য

তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :- মিথ্যা সংবাদ।

মিঃ স্পীকার :— আমাদের হাতে আছে ৭(সাত) মিনিট সময়। ভোটিংয়ে আরো বেশী সময় লাগবে। আমার মনে হয়, ভোটিং চলা পর্য্যন্ত হাউস বাড়ানো হউক।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :- ভোটিং হতে যত সময় লাগে ততটুকু সময় পর্য্যন্ত হাউস চলুক।

মিঃ স্পীকার :- যে সব সদস্য তাদের কাটমোশান মুভ করার সময় উপস্থিত ছিলেন না, তাঁদের কাটমোশানগুলি ভোটে দেওয়া হইবে না। আমি আবার মাননীয় সদস্যদের নাম জানিয়ে দিচ্ছি। শ্রীনারায়ন দাস, শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা, শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার, শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল ও শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা।

Mr. Speaker :— Demand No. 1. There is no Cut Motion. Now, the question before the House is that the Demand moved by the concerned Minister that a sum not exceeding Rs. 38, 17, 000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 61, 000/- (inclusive of the sum specified in column -3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 1 under the following Major Heads :-

211-	Parliament/State/Union Territory Legislature.	Rs.	34,17,000/-
288-	Social Security and Welfare.	Rs.	4,00,000/-
	Total :-	Rs.	38,17,000/-

P/3

(The Demand was put and passed by the voice vote).

Mr. Speaker :- Now the question before the House that the Cut Motion moved by Sri Nagendra Jamatia on Demand No. 24, Major Head 339 that "the amount of the demand be reduced by the Rs.

100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.-

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Tourist Centers."

(The Cut Motion was put and lost by voice vote)

Mr. Speaker :- Now the qeestion before the House that the Cut Motion moved by Shri Jawhar Saha on Demand No. 24, Major Head-321 that "the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specified grivance that-

Need to establish Handloom centeres at Ompinagar, Sesua, Chellagang Kachkok of Amarpur sub-division.'

(The Cut Motion was put and lost by voice vote).

Mr. Speaker :- Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,04,79,000/- (inclusive of the sum specified in column-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1986 in respect of Demand No. 24 under the following Major Heads:-

285- Information and Publicity.		Rs. 89,21,000/-
339- Tourism.		Rs. 15,58,000/-
	Total :-	Rs. 1,04,79.000/-

(The Demand was put and passed by voice vote)

Mr. Speaker :– Demand No. 27. There is no Cut Motion. Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 2, 02, 80, 000/- (inclusive of the sum specified in column-3 of the schedule the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 27 under the following Major Head :—

288—Social Security and welfare. Rs. 2,02,80,000/-

(The Demand was put and passed by voice vote).

Mr. Speaker :— Demand No. 32. There are two Cut Motion. Now the question before the House that the Cut Motion moved by Shri Monoranjan Majumder on Demand No. 32, Major Head-321 "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/-to ventilate the specific grievance that :—

Need to establish Khadi Industries centres at South Varat Chandra Nagar".

(The Cut Motion was put and lost by voice vote).

Mr. Speaker :— Now the question before the House that the Cut Motion moved by syed Basit Ali on Demand Mo. 32, Major Head-287 "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure in other charges".

(The Cut Motion was put and lost by voice vote).

Mr. Speaker :— Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 5,05,96,000/- (inclusive of the sum specified in column-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 32 under the following Major. Heads :—

265- Other Administrative Services	Rs. 2,78,000/-
287- Labour and Employment (Training of Craftsman)	Rs. 21,76,000/-
299- Special and Backward Areas	Rs. 64,88,000/-
320- Industries.	Rs. 37,33,000/-
321- Village and Small Industries.	Rs. 3,79,21,000/-
Total :—	Rs. 5,05,96,000/-

(The Demand was put and passed by voice vote).

Mr. Speaker :- Now the question before the House is the Motion moved by Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 27,45,000/- (inclusive of the sum specified in column-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 33 under the following Major Heads:-

483- Capital outlay on Housing	Rs. 4,67,000/-
498- Capital outlay on Co-operation	Rs. 3,00,000/-
500- Investment in General Financial and Trading Institutions	Rs. 12,10,000/-
698- Loans to Co-operative-Societies	Rs. 2.68,000/-
Total :-	Rs. 27,45,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Motion moved by Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 90,50,000/- (inclusive of the sum specified in column-3 of the schedule the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 34 under the following Major Head :—

526- Capital outlay on Consumers Industries	Rs. 47,00,000/-
530- Investment in Industrial Institution	Rs. 10,00,000/-
721- Loans for Village and Small Industries	Rs. 33,50,000/-
Total :-	Rs. 90,50,000/-

(The Demand Was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 31 to vote. There is one Cut Motion on this Demand. First I am putting the Cut Motion to vote.

Now the Cut Motion Moved by the Hon'ble Member Shri Nagendra Jamatia on Demand No. 31, Major Head-314 :

"That the amount of the demand be reduced Re. 1/- to represent disapproval of the policy viz,

Disapproval of Govt. policy on Panchyet Raj Institutions".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister is that a sum not exceeding Rs. 2,24,98,000/- (inclusive of the sum specified in column-3 of the scheduleto tho Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 31 under the following Major Head :

314—Community Development	Rs.	2,24,98,000/-
Total.	Rs.	2,24,98,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now I am putting the Demand No. 30 to vote. There are two Cut Motions on this Demand. First I am puttign the Cut Motions to vote one after another.

Now the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Nagendra Jamatia on Demand No. 38, Major Head-314 :

"That the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy viz.

Disapproval of govt. policy DRDA".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Mr. Speaker :- Now the question before the House is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member, Shri Jawhar Saha on Demand No. 38, Major Head 314 :

"that the amount of the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy viz.-

Dispproval of the govt. policy on NREP, SREP".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House is that a sum not exceeding

Rs. 8,16,03.000/- (inclusive of the sum specified in column -3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 38 under the following Major Heads :-

283- Housing	Rs.	60,00,000/-
314-Community Development	Rs.	7,46,03,000/-
683-Loans for Housing	Rs.	10,00,000/-
Total :-	Rs.	8,16,03,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :- Now the question before the House is the Motion Moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 2,67, 67,000/- (inclusive of the sum specified in column-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st Match, 1986 in respect of Demand No 39 under the following Major Head :-

314-Community Development Rs. 2,67,67,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :- Now the questton before the House is that a sum not exceeding Rs. 9,63,000/- (inclusive of the sum specified in column-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 29 under the following Major Heads :

288-Social Security and Welfare	Rs.	8,84000/-
688-Loans on Social Security and Welfare	Rs.	79,000/-
Total.	Rs.	9,63,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :- Now the question before the House is that a sum

not exceeding Rs. 67,86,000/- (inclusive of the sum specifled in column-3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985). be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No, 42 under the following Major Head ;-

256-Jail	Rs. 67,86,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,31,35,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Approptiation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand no. 30 under the following Major Heads :

299-Special and Backward Areas	Rs.	70,000/-
312-Fisheries	Rs.	2,30,65,000/-
Total.	Rs.	2,31,35.000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :- Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister is that a sum not exceeding Rs. 14,88,00,000/- (inclusive of the sum specified in column-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 35 under the following Major Heads :

299-Special and Backward Areas	Rs.	85,86,000/-
305-Agriculture	Rs.	8,50,42,000/-
307-Soil and Water Conservation	Rs.	1,38,72,000/-
500-Investment in General Financial and Trading Institution	Rs.	1,00,000/-
505-Capital outlay on Agriculture	Rs.	4,12,00,000/-
Total.	Rs.	14,88,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr Speaker :- Now I am putting the Demand No. 47 to vote. There is one Cut Motion on this Demand. First I am putting Cut Motion to vote.

Now the Cut Motion Moved by the Hon'ble Member Shri Nagendra

Jamatia on Demand No. 47, Major Head-297.

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :-

Need to extend Science population programme in the Tribal Areas"

(The Cut Motion was put to voice vote and lost),

Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister is that a sum not exceeding Rs. 82,00,000/- (inclusive of the sum specified in coloum-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985). be granted to defary the charges which will come in course of payment during year ending the on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 47 under the tollowing Major Head :—

279—Scientific Services and Research Rs. 82,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Now I am putting the Demand No. 10 to vote. There is one Cut motion on this Demand. First I am putting the Cut Motion to vote.

Now the Cut Motion Moved by the Hon'ble Member Shri Rasik lal Roy on Demand No. 10, Major Head 296.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the aconomy that can be effected on the particular matter viz—

Failure the control and eliminate the wasteful expenditure in other charges".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Now the question before the Houso is the Motion moved by the Hon'ble minister is that a sum not exceeding Rs. 58,64,000/- (inclusive of the sum specified in colum-3 of the schedule to the appropiiation (Vote on Account) Bill, 1985). be granted to defary the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1936 in respect of Demand No. 10 under the following Major Heads :-

296-Secretariat Economic Services (Evalution)	Rs.	5,76,000/-
304-Other General Economic Services (Economic Advice and Statistic)	Rs.	52,88,000/-
	Total Rs.	58,64,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister is that a sum not exceeding Rs. 1.19,50.000/- (inclusive of the sum specified in column-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 44 under the following Major Head:-

258- Stationery and Printing Rs. 1,19,50,000/-

(The Demand Was put to voice vote and passed.)

এই সভা আগামী ৩রা জুন, সোমবার, ১৯৮৫ইং বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতবী থাকবে।

"ANNEXURE – A"

Admitted Starred Question No. 18

Name of M.L.A. :— Sri Subodh Ch Das.

Will the Hon'ble Minister.In-Charge of the PWD be state.

১। প্রশ্ন :- ধর্মনগর নর্দান ডিভিশনের অন্তর্গত থুম-ছারা পাড়া হইতে লালজুড়ি পর্য্যন্ত রাস্তাটির ইট সলিং ও প্রয়োজনীয় ব্রীজ নির্মানের কাজ শেষ করে কবে পর্য্যন্ত রাস্তাটি যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচলের উপযেগী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

২। উত্তর :- উপরোক্ত রাস্তাটির প্রয়োজনীয় ব্রীজ নির্মানের কাজ বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে শেষ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই রাস্তার সলিং এর কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নেই, তবে প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান হইলে কাজটি ভবিষ্যতে হাতে নেওয়া যাইতে পারে, রাস্তাটি বর্ত্তমাণ আর্থিক বৎসরে শুকা মরসুমে হাল্কা যানবাহন চলচলের জন্য উন্মুক্ত করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 107

Name of member :— Sri Nerayan Das, M.L A.

Will the Hon'ble Minister incharge of Agriculture Department be please to state :—

১। সোনামুড়া মহকুমার খাস চৌমুহনী বাজারটি বর্ত্তমান জায়গা হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত করার জন্য উক্ত এলাকার জনসাধারনের নিকট থেকে কোন আবেদন সরকার পেয়েছেন কিনা ?

২। পেয়ে থাকিলে উক্ত বাজারটি স্থায়ীভাবে জনসাধারনের প্রস্তাবিত জায়গায় স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৩। থাকিলে তাহা কত দিনের মধ্যে বাস্তবায়ীত হবে বলে আশা করা যায় ?

৪। উক্ত মহকুমার মেলাঘর বাজারে বিগত বন্যায় যে সকল শেডের ক্ষতি হয়েছিল উক্ত শেড্‌গুলি পুনরায় নির্মান করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

ANSwER

১। হ্যাঁ

Yes.

২। হ্যাঁ

Yes

৩। স্থান নির্দ্ধারনের দায়িত্ব কৃষি মহকুমা ভিত্তিক কমিটির উপর ন্যাস্ত আছে। কমিটির প্রতিবেদন এখনও পাওয়া যায় নাই। প্রতিবেদন পাওয়ার পর-এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাইতে পারে এবং চলতি আর্থিক বৎসরে তাহা বাস্তবায়িত হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

৪। মেলাঘর বাজারে কৃষি বিভাগ কর্তৃক নির্মিত কোন শেড্‌ ঘরেরক্ষতি হয় নাই। কাজেই পুনর্নির্মানের কোন প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 129

Name of Member :— Shri Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W. (Electricity) Deptt be pleased to state -

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিশালগড় ব্লক এলাকায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গত ১ বৎসর হতে অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ বা কোন কোন সময়ে বিদ্যুৎ একেবারেই না সরবরাহ করায় উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি অচল হয়ে পড়েছে,

২। সত্য হলে ইহার কারন এবং এই অচলাবস্থা দূর করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা

উত্তর

১। বিশালগড় এলাকায় গত বছরে বিদ্যুৎ সরবরাহ অনিয়মিত ছিল এ কথা ঠিক কিন্তু এর ফলে কোন শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একেবারেই অচল হয়েছে বলে তথ্য জানা নেই।

২। অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের কারন হিসেবে বলা যায়—

ক) বিদ্যুৎ ঘাটতি খ) ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্যুৎবাহী লাইনগুলিতে বিপর্যয় সৃষ্টি গ) টাওয়ার মেম্বার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র চুরি ইত্যাদি। ঐ সকল অব্যবস্থা দূরীকরনের জন্য সরকার সাধ্যমত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 184

Name of M. L. A. :—Sri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to state :—

১। প্রশ্ন :— আগরতলা শহরকে ট্রাফিক জ্যাম মুক্ত করার এবং দুর্ঘটনা মুক্ত করার জন্য মটরষ্ট্যাণ্ড ও বটতলীতে উড়ালপুল নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

২। প্রশ্ন :- থাকিলে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোন পরিকল্পনা সরকার পেশ করবেন কিনা ?

১। উত্তর :- না। এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

২। উত্তর :— ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question. NO 189

Name of the Member :— Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to state.

১। কৈলাসহর শহর সংলগ্ন এলাকায় সরকারী উদ্যোগে Plywood Factory স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা ;

২। থাকিলে, উক্ত কারখানায় কি কি কাঁচামালের প্রয়োজন হইবে এবং কত বেকার তথায় নিযুক্ত হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায় ?

উত্তর

১। সরকারী উদ্যোগে Plywood Factory স্থাপনের কোনও পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের নাই ;

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 190

Name of Member :— Shri Dhirendra Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P,W. Deptt. be pleased to state-

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লকের তারানগর গাঁওসভার গোপালনগরে বিজয়নগরে গাঁওসভার মধ্য ও উত্তর বিজয়নগরে কলকলিয়া গাঁওসভার সাতড়বিয়া চৌমুহনীতে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১। বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারনের কোন প্রস্তাব এ বছর নেই

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstarred Question No. 44 (88)

Name of the MLA :— শ্রীসমর চৌধুরী

Will the Minister-In-charge of the Animal Husbandry Deptt. be pleased to state.

প্রশ্ন

১। হাঁস, মুরগী, শুকর, গরু, ছাগল এবং মহিষ ইত্যাদি জন্মানোর কি কি প্রকল্প রাজ্যের কোথায় কোথায় বর্তমানে আছে ?

২। ১৯৮৪-৮৫ বৎসরে এই প্রকল্পগুলিতে কোন শ্রেণীর পশু ও পাখীর কত সংখ্যক উৎপাদন হয়েছে,

৩। ১৯৮৪-৮৫ বৎসরে আই, আর, ডি, পি, স্কীমে পশু ও পাখীর কত চাহিদা ছিল এবং সরকারী প্রকল্প থেকে কত সরবরাহ হয়েছে ?

উত্তর

১। যে সকল ফার্মে হাঁস, মুরগী, শুকর, ছাগল এবং মহিষ ইত্যাদি উৎপাদিত হয়, সেগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল : —

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা

১। ক) রাজ্যিক মিশ্র পশুপালন খামার, আর. কে, নগর,

খ) আঞ্চলিক মিশ্র গবাদি পশু খামার, আর, কে, নগর

২। আঞ্চলিক হাঁস, পালন খামার, আর, কে; নগর

৩। রাজ্যিক পলট্রি ফার্ম, গান্ধীগ্রাম।

৪। আঞ্চলিক ছাগল পালন খামার, দেবীপুর

৫। মিশ্র পশু পালন খামার, প্রমোদনগর

দক্ষিন ত্রিপুরা জিলা

১। রাজ্যিক পলট্রিফার্ম, উদয়পুর

২। রাজ্যিক মিশ্র পশু পালন খামার, বীরচন্দ্রমনু

৩। মহিষ পালন খামার, দলুমা

৪। শুকর পালন কেন্দ্র অমরপুর

উত্তর ত্রিপুরা জিলা

১। মিশ্র পশুপালন খামার, নালকাটা

২। রাজ্যিক পলিট্রি ফার্ম, পানিসাগর

৩। শুকর পালন কেন্দ্র, মেন্দিহাওয়র

৪। শুকর পালন কেন্দ্র, নবীনছড়া

২। ১৯৮৪-৮৫ বৎসরের পশু ও পাখীর শ্রেণী ভিত্তিক উৎপাদনের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :—

১) হাঁস—৩৪,৯০১
২) মুরগী—৩৫,৭০৮
৩) শুকর— ৩৪৯
৪) গবাদিপশু—১৪২
৫) মহিষ— ২১
৬) ছাগল— ১১৮

৩। আই, আর, ডি, পি-তে মোট পশু ও পাখীর চাহিদার পরিমাণ অত্র দপ্তরের নাই। তবে ১৯৮৪-৮৫ সালে নিম্নলিখিত পরিমাণ পশু ও পাখী পশু পালন দপ্তরের বিভিন্ন ফার্ম থেকে সরবরাহ করা হয়েছে।

১) হাঁস—৭৭৭, ২) মুরগী—৭৬৮,
৩) শুকর ছানা—৪০, ৪) গবাদি পশু--নাই, ৫) মহিষ—নাই।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 46

Name of member :- Sri Samar Choudhury, M.L.A.
Will be Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be please to state :-

১। কৃষকদের জন্য কোন কোন কৃষি পণ্যের কত নিম্নতম সহায়ক মূল্যের হার ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ বিভিন্ন বছরগুলিতে রাজ্য সরকার নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন ?

২। কেন্দ্রীয় সরকার নির্দ্ধারিত সহায়ক মূল্যের দামের সাথে এই সকল সহায়ক মূল্যের হারের কি পার্থক্য ছিল ?

৩। কৃষকদের সরকার নির্দ্দিষ্ট সহায়ক মূল্যের দাম দিতে রাজ্য সরকার এই সময়ে কোন বছরে কত পরিমান কি কি কৃষি পণ্য কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন ?

উত্তর

১। বিগত ১৯৮০ইং হইতে ১৯৮৫ইং সালে বিভিন্ন বছরে রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন কৃষি পণ্যের নিম্নতম সহায়ক মূল্যের হার এইরূপ ছিল।

(কুইন্টাল হিসাবে এবং টাকায়)

পণ্যের নাম	১৯৮০-৮১	৮১-৮২৮	৮২-৮৩	৮৩-৮৪	৮৪-৮৫
১। চাউল সাধারন	১৬৮	১৭৫	দর নির্দ্ধারন করা হয় নাই	দর নির্দ্ধারন করা হয় নাই	২৪০
মধ্যম	১৭৪	—			—
মিহি	১৮০	১৯০			২৫০
২। ধান সাধারন	১০৫	১১৫	ঐ	ঐ	১৫০
মধ্যম	১০৯	—			—
মিহি	১১৩	১২৫			১৬০
৩। তুলা (কার্পাস)	২৭৫	৩০০	৩৫০	ঐ	দর নির্দ্ধারন করা হয় নাই
৪। সরিষা	দর নির্দ্ধারন করা হয় নাই	দর নির্দ্ধারন করা হয় নাই	৪৭৫	ঐ	ঐ
৫। তিল	৪৫০	৪৫০	৪৭৫	৪৭৫	৬০০
৬। কমলা (প্রতিশ হিসাবে) বড়	১৮	২০	২২	২০	২০
ছোট	১৬	১৮	২০	১৪	১৪
৭। আলু বড়	দর নির্দ্ধারন করা হয় নাই	১১০	১১০	১২০	১২০
ছোট		১০০	১০০	১১০	১১০
৮। আনারস (কুইন)	০৩৫ পয়সা প্রতি কেজি	০৩৫ পয়সা প্রতি কেজি	৩৫ টাকা ১০০টি৭৫০ গ্রাম ওজনের	৩৮ টাকা ১০০টি৭৫০ গ্রাম ওজনের	৩৮ টাকা ১০০টি৭৫০ গ্রাম ওজনের
	০৩৫ কে.জি.	০৩৫ কে জি.	২৫ টাকা প্রতি ১০০টি ৫০০ গ্রাম ওজনের	২৭ টাকা ১০০ টি ৫০০গ্রাম ওজনের	১৭ টাকা ১০০ টি ৫০০গ্রাম ওজনের
৯। আনারস (কিউ)	ঐ	ঐ	৪৫ টাকা ১০০টি১kg ওজনের	৫০ টাকা ১০০টি ১kg ওজনের	৫০ টাকা ১০০টি ১kg ওজনের
			৩২ টাকা প্রতি ১০০টি ৭০০ গ্রাম ওজনের	৩৫ টাকা প্রতি ১০০টি ৭০০ গ্রাম ওজনের	৩৫ টাকা প্রতি ১০০টি ৭০০ গ্রাম ওজনের

পণ্যের নাম	৮০-৮১	৮১-৮২	৮২-৮৩	৮৩-৮৪	৮৪-৮৫
১০। আদা	দর নির্দ্ধারন করা হয় নাই				২৫০ টাকা প্রতি কুইন্টাল
১১। আঁখ	১৫ টাকা প্রতি কুইন্টাল	১৮ টাকা প্রতি কুইন্টাল	১৮ টাকা প্রতি কুইন্টাল		দর নির্দ্ধারন করা হয় নাই
১২। পাট (টি,ডি-৫)	১৭০·৫০	১৮৫	১৮৭·৫০	১৯৭·৫০	২০৭·৫০
(ডব্লিউ-৫)	১৬০	১৭৫	১৭৫	১৮৫	১৯৫
১৩। মেস্তা (বটম)	১৪৬	১৫৯	১৫৯	১৫৯·৫০	১৬০,৫০

পাট ও মেস্তার দর ভারত সরকারের পাট নিগম কর্তৃক স্থিরিকৃত হয়।

২। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্দ্ধারিত সহায়ক মূল্যের তালিকা সবসময় পাওয়া যায় না। তবে যতটুকু তালিকা পাওয়া গিয়াছে তাহার ভিত্তিতে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাহা এইরূপ :—

(কুইন্টাল ও টাকা হিসাবে)

পণ্যের নাম	রাজ্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত সহায়ক মূল্য		কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ঘোষিত সহায়ক মূল্য	
ধান	৮১-৮১	৮৪-৮৫	৮১-৮২	৮৪-৮৫
সাধারন	১১৫	১৫০	১১৫	১৩৭
মিহি	১২৫	১৬০	১১৯	জানা নাই

৩। রাজ্য সরকার কর্তৃক সরাসরি সংগ্রহ করা হয় না। ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো অপারেটিভ সোসাইটি এবং টি এস আই সি কর্তৃক সরকার নির্দ্ধারিত সহায়ক মূল্যে যে পরিমান বিভিন্ন কৃষি পণ্য কৃষকদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন তাহার বছর ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

ক্রয়কৃত পণ্যের পরিমান কুইন্টাল হিসাবে

পণ্যের নাম	৮০-৮১	৮১-৮২	৮২-৮৩	৮৩-৮৪	৮৪-৮৫
১। ধান	৫৮৬৭	সংগ্রহ হয় নাই		২,৫৮৫	এখন বলা সম্ভব নয়
২। চাউল	৭৮	সংগ্রহ হয় নাই		৮	ঐ
৩। আলু	সংগ্রহ হয় নাই	১৭,৬৭০	৫,৫৪৭৭৮	৭,০৯০৫	৫,৭৫৭৭
৪। আনারস	৪,৭৯০	৫,৪৭৯	৫,৭৭০	৪,৭৯০	৫,০০০
৫। আঁখ	৪,১০০	৮,২৮০	৫৭২০		সংগ্রহ হয় নাই
৬। কমলা	১,৯৭,৮৬৯টি	৯৬৭০টি	৭,৬৬০৪৮টি	সংগ্রহ হয় নাই	৫,৮৪,০০০টি

Admitted unstarred Question No. 47

Name of Member :— Shri Samar Choudhury, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state -

১। ১৯৮৩ ইং থেকে ৩০-৪-৮৫ ইং পর্য্যন্ত কৃষির জন্য কি পরিমান কোন শ্রেণীর রাসায়নিক সার সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং সে সব সার উক্ত সময়ের কখন কি পরিমান আনা হয়েছে তার হিসাব ;

২। ইহা কি সত্য যে সময়মত কৃষকদের সারের যোগান দিতে না পারায় কৃষি ফলনের ক্ষতি হয়েছে ; এবং

৩। ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরের কৃষকদের সারের চাহিদা পূরনের জন্য প্রয়োজনীয় কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

ANSWER

১। ১৯৮৩ ইং থেকে ৩০-৪-৮৫ ইং পর্য্যন্ত কৃষির জন্য ভারত সরকার কর্তৃক খারিফ এবং রবি মরশুমে যে পরিমাণ বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক সার বরাদ্দ করিয়াছিলেন এবং যে পরিমাণ সার বিভিন্ন অনুমোদিত সরবরাহের প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করিয়াছে তাহার বৎসর ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

বৎসর	মরশুম	রাসায়নিক সারের নাম	ভারত সরকার কর্তৃক যে পরিমাণ সার বরাদ্দ করা হইয়াছিল (মে: টন হিসাবে)	যে পরিমান সার এই মরশুমে সরবরাহ পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু ইহা এই সময়ের জন্য বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে। (মে: টন হিসাবে)
১৯৮৩	খারিফ মরশুমে	ইউরিয়া	৩;৭০৭	৩,০০০
		সুপার ফসফেট	১,০০০	১,০০০
		রক ফসফেট	১,০০০	১,০০০
		সুফলা	২,০০০	২,০০০
		মিউরেট অব পটাশ	৬০০	৩০০

বৎসর	মরশুম	রাসায়নিক সারের নাম	ভারত সরকার কর্তৃক যে পরিমাণ সার বরাদ্দ করা হইয়াছিল। (মে: টন হিসাবে)	যে পরিমাণ সার এই মরশুমে সরবরাহ পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু ইহা এই সময়ের জন্য বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে (মে: টন হিসাবে)
১৯৮৩	রবি মরশুমে	ইউরিয়া	১২৬৫	১০০০
		সুপার ফসফেট	৯৪০	—
		রক ফসফেট	১২৫০	১২৫০
		সুফলা	১৩৭০	১২০০
		মিউরেট অব পটাশ	৫০০	৩০০
১৯৮৪	খারিফ মরশুমে	ইউরিয়া	৩০০০	২০০০
		সুপার ফসফেট	১৩৭৫	৯৬
		রক ফসফেট	১০০০	৬০৮
		সুফলা	২০০০	১৬১৮
		মিউরেট অব পটাশ	৫০০	৫০০
১৯৮৪	রবি মরশুমে	ইউরিয়া	৪০০০	৩০৯৪
		সুপার ফসফেট	১৯৯৫	৩৬
		রক ফসফেট	১১০০	৪০০
		সুফলা	—	—
		মিউরেট অব পটাশ	৬০০	৬০০
১৯৮৫	খারিফ মরশুমে	ইউরিয়া	৫২০০	বরাদ্দকৃত সার সরবরাহের জন্য অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সরবরাহ এখনও পাওয়া যায় নাই।
		সুপার ফসফেট	৩১২৫	
		রক ফসফেট	১৫০০	
		সুফলা	২০০০	
		মিউরেট অব পটাশ	১০০০	

১। বরাদ্দকৃত সার সরবরাহের জন্য সার সরবরাহকারী সংস্থার নিকট সময়মত সাপ্লাই অর্ডার দেওয়া হইলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ সার পরিবহন ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য সময়মত ত্রিপুরাতে এসে পৌছায়নি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মরশুমের জন্য বরাদ্দকৃত সার মরশুম অতিক্রম হওয়ার পরেও পাওয়া গিয়াছে। কাজেই কোন মরশুমের বরাদ্দকৃত সার কখন কি পরিমান পাওয়া গিয়াছিল তাহার ঠিক হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়।

২। কৃষকদের চাহিদা পূরনের জন্য প্রয়োজনীয় সার সবসময়ই মজুত রাখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পরিবহন ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য কোন কোন সময় কোথাও কোথাও সার সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি যে হয় নাই তাহা নহে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সেই সব এলাকার শস্য উৎপাদন ব্যবহত হওয়া অসম্ভব নহে।

৩। ১৯৮৫-৮৬ ইং সনের খারিফ মরশুমের জন্য ভারত সরকার যে পরিমাণ সারের বরাদ্দ দিয়াছেন সেই পরিমান সার সরবরাহ করার জন্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলির নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ও প্রতিষ্ঠানগুলির চাহিদা অনুযায়ী সারের মূল্য অগ্রিম দেওয়া হইতেছে। ইহা ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারকে সময়মত প্রয়োজনীয় ওয়াগনের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

Admitted Unstarred Question No. 50

Name of member :- Sri Makhan Lal Chakraborty. M.L.A.

Will the Hon'ble Minister incharge of Agriculture Department be please to state -

১। রাজ্যে বর্তমান কয়টি এন, ই, সি প্রকল্প (ওয়াটার সেড মেনেজমেন্ট) চালু আছে

২। উক্ত প্রকল্পগুলির যে সমস্ত স্কীম আছে কাহার কত ভাগ কার্য্যকারী হয়েছে বাকী স্কীমগুলি শেষ হতে আর কত সময় লাগবে ?

৩। রাজ্যে আরো এইরূপ নূতন প্রকল্প সরকার গ্রহন করবেন কি না ?

৪। করা হলে স্থানের নাম সহ প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলির নাম এবং কবে পর্য্যন্ত এগুলি চালু করা হবে তার বিবরন ?

ANSWER

১। রাজ্যে বর্তমানে ২টি এন, ই, সি প্রকল্প (ওয়াটার শেড মেনেজমেন্ট স্কীম) চালু আছে। স্থানের নাম সহ প্রকল্পগুলির নাম নিম্নরূপ :-

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের অবস্থান
ক) মহারানী ওয়াটার শেড ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	তেলিয়ামুড়া কৃষি মহকুমা

খ) রাঙ্গাছড়া ওয়াটার শেড ব্যবস্থাপনা প্রকল্প — সালেমা কৃষি মহকুমা

২। উক্ত প্রকল্প দুইটির আওতায় যে সমস্ত কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং ১৯৮৫ইং সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্যান্ত শতকরা হিসাবের যত ভাগ কাজ করা হইয়াছে তাহার বিবরন নিম্নরূপ :-

কর্মসূচী	১৯৮৪-৮৫ ইং সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্যান্ত শতকরা হিসাবে আনুমানিক কত ভাগ কাজ শেষ হইয়াছে।	
	মহারানী	রাঙ্গাছড়া
ক) ভূমি সংরক্ষন ব্যবস্থা	প্রায় ২০ শতাংশ	প্রায় ২৪·৫ শতাংশ
খ) কৃষি—	,, ২·৫ ,,	,, ৪১·৫ ,,
গ) ফল চাষ	,, ১৭·২ ,,	,, ১৯·১ ,,
ঘ) জল সেচ	এই সমস্ত কর্মসূচীগুলি ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরে নেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে।	
ঙ) খাদ্য নিয়ন্ত্রন		
চ) ছড়ার ভাঙ্গন রোধ		
ছ) মৎস্য চাষ		
জ) সামাজিক বনায়ন		

উক্ত দুইটি প্রকল্প ১৯৮৩-৮৪ সনের শেষ ভাগ হইতে চালু হইয়াছে। রিপোর্ট অনুযায়ী কর্মসূচীগুলি ৩ বৎসরে শেষ হওয়ার কথা।

১৯৮৩-৮৪ সনে প্রকল্পের অনুমোদন দেরীতে পাওয়ার জন্য কোন কাজ করা প্রায় সম্ভবপর হয়নি। তাই কাজগুলি ১৯৮৬-৮৭ সনে শেষ হতে পারে। তবে সিমেন্ট রড্ ইত্যাদি জিনিষের যোগানের অভাবে কিছু কিছু কাজ ১৯৮৭-৮৮ সনে পর্য্যন্ত চলতে পারে।

৩। হাঁ। আরো ২টি নতুন প্রকল্পের সমীক্ষা ও অনুসন্ধান চলছে।

৪। ১টি প্রকল্প বগাফা ব্লকের অন্তর্ভুক্ত মুহুরী ওয়াটার শেডের অন্তর্গত এবং অপর প্রকল্প ছৈলেংটা ব্লকের অন্তর্ভুক্ত মনু ওয়াটার শেডের অন্তর্গত এলাকা।

এই দুইটি প্রকল্প এন, ই. সির অনুমোদন পাওয়া গেলে যথাশীঘ্র সম্ভব তাড়াতাড়ি চালু করা হবে।

Admitted Unstarred Question No. 55
Name of member :— Shri Subodh Ch. Das,

Will the Hon'ble Minister incharge of the P. W. (Electric) Deptt be pleased to state :— .

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪-৮৫ই আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন ব্লকে কতটি উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামে বিদ্যুত পৌছানো সম্ভব হয়েছে, এবং

২। উহার ফলে কোন ব্লকের কোন গ্রামে মোট কতটি উপজাতি পরিবার বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছেন ?

উত্তর

১। ১৯৮৪-৮৫ ইং আর্থিক বছরে উপজাতি অধ্যুষিত গ্রাম বৈদ্যুতিকরনের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :-

ব্লকের নাম :-	বৈদ্যুতিকৃত উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামের সংখ্যা
ক) খোয়াই	১৬
খ) তেলিয়ামুড়া	১০
গ) জিরানীয়া	১১
ঘ) মোহনপুর	৯
ঙ) বিশালগড়	৯
চ) মেলাগড়	৩
ছ) কাঞ্চনপুর	১
জ) পানিসাগর	X
ঝ) ছামনু	১
ঞ) কুমারঘাট	১
ট) সালেমা	৪
ঠ) মাতাবাড়ী	৯
ড) অমরপুর	১৭
ঢ) ডুম্বুরনগর	X
ণ) বগাফা	৮
ত) রাজনগর	১
থ) সাতচাঁদ	X
	১০০ টি

২। জাতি-উপজাতি ভিত্তিক বৈদ্যুতিক ভোক্তার হিসাব রাখা হয় না। বিদ্যুৎ ব্যবহারের শ্রেণী বিন্যাস অনুসারে যেমন, গৃহস্থালী, ব্যবসায়িক শিল্প, সেচ, জলসরবরাহ ইত্যাদি ব্যবহার ভিত্তিক হিসাব রাখা হচ্ছে।

Admitted unstarred Question No. 62

Name of the M.L.A. :— সৈয়দ বাসীত আলী।

Will the Minister Incharge of the Animal Husbandry Deptt. be pleased to state.

১। ইহা কি সত্য যে সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি পত্র নিয়ে হালের বলদ, দুগ্ধবতী গাভী ও বাছুর খরিদ করিতে হয়,

২। সত্য হইলে ১৯৭৮ সালের ১লা মার্চ হইতে ১৯৮৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যান্ত ঐরূপ কতটি অনুমতি পত্র দেওয়া হইয়াছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাবে)

উত্তর

১। না, ইহা সত্য নহে। হালের বলদ, দুগ্ধবতি গাভী এবং বাছুর ক্রয় করিতে অত্র বিভাগ হইতে অনুমতি পত্রের প্রয়োজন হয় না।

১। প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE—"C"

Admitted Postponed starred Question No. 224 asked by Shri Ratimohan Jamatia, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & cilvil Supplies Department be pleased to state :-

১। ইহা কি সত্য যে, কিল্লা ল্যাম্পসের মাধ্যমে উক্ত এলাকার জন সাধারনের মধ্যে বিলি বন্টনের জন্য রেশন সামগ্রী ঐ ল্যাম্পসে রীতিমত সরবরাহ করা হচ্ছে না।

২। সত্য হলে সুষ্ঠ রেশন সামগ্রী বিলি বন্টনের জন্য উক্ত ল্যাম্পসে রেশন সামগ্রী রিতীমত সরবরাহের ব্যবস্থা সরকার করবেন কিনা ?

ANSWER

১। সম্পুর্ণ সত্য নহে।

২। সমহারে সুষ্ঠ বন্টনের জন্য সর্বদা নজর রাখা হইতেছে। তবে উৎস থেকে প্রয়োজনীয় সরবরাহ না পাওয়ার ফলে কখনও কখনও অনিয়মিত সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

Admitted Starred Question. No 336 (Postponed)

Name of the Member :— Syed Basit Ali. M L.A.

Will the Minister-In-charge of political Department be pleased to state.

QUESTION

১৯৮০ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৭ ইং সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কৈলসাহর ও ধর্মনগরের মহকুমা অফিস হইতে মোট কত সংখ্যক নাগরিকত্ব সার্টি-ফিকেট প্রদান করা হইয়াছে।

ANSWER

১৯৮০ সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৪ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কৈলাসহর মহকুমা ৩৭১ জনকে এবং ধর্মনগর মহকুমার ২৬৭ জনকে নাগরিকত্ব আইনের ৫ (১) (এ) ধারামতে উত্তর ত্রিপুরার সমাহর্ত্তা সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াছেন। উক্ত ধারামতে সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র জেলা সমাহর্ত্তাদেরই আছে।

জন্ম সূত্রে যারা ভারতীয় নাগরিক তাদের সরকারী পরিচয়-পত্র দেওয়া হয়। এই পরিচয়পত্র দেওয়ার ক্ষমতা মহকুমা শাসকদের দেওয়া হইয়াছে। উক্ত সময়ের মধ্যে কৈলাশহর এ ৬৬৭৫ জনকে মহকুমা শাসক পরিচয় পত্র দিয়েছেন। এর মধ্যে ৫৬৪ জন উপজাতি সম্প্রাদয়ভুক্ত। ধর্মনগর এর ১৩, ৩৮৭ জনকে মহকুমা শাসক পরিচয় পত্র দিয়াছেন। এর মধ্যে ৫৮৮ জন উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত।

POSTPONED UNSTARRED QUESTION NO. 29

Name of member :- Sri Monoranjan Majumder,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state.

১। গত দুই বৎসর (১৯৮৩ ইং এবং ১৯৮৪ ইং) ত্রিপুরায় মোট কতগুলি ডাকাতি হইয়াছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত ডাকাতিগুলিতে মোট হত ও আহতের সংখ্যা কত ?

৩। ক্ষতির পরিমান কত ?

৪। পুলিশের হাতে ধরা পরে বিচারাধীন বা জেল হাজতে আছে এমন ডাকাতের সংখ্যা কত ?

ANSWER

১। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

১৯৮৩ সাল	১৯৮৪ সাল
পশ্চিম ত্রিপুরা—১১২	১৩৬
দক্ষিন ত্রিপুরা— ৪৭	৭৮
উত্তর ত্রিপুরা— ৬২	৭৩

২। হতাহতের হিসাব (বিভাগ ভিত্তিক)

	১৯৮৩ সাল		১৯৮৪ সাল
	হত	আহত	হত আহত
পশ্চিম ত্রিপুরা	৪	৯৬	১১—১০৮
দক্ষিন ত্রিপুরা	৮	৫০	৮—৫২
উত্তর ত্রিপুরা	৭	৬৭	১৮—৬৭

৩। ক্ষতির পরিমান (বিভাগ ভিত্তিক)

	১৯৮৩ সাল	১৯৮৪ সাল
পশ্চিম ত্রিপুরা	৬,১১,৯৬২ টা: আনুমানিক	৬,৩০,৫৯৭ টা: আনুমানিক
দক্ষিন ত্রিপুরা	৩,১৫,০০০ টা: আনুমানিক	১৮,০০,০০০ টা: আনুমানিক
উত্তর ত্রিপুরা	২,৬২,৮৬৬ টা: আনুমানিক	৪,০৭,৪০৮ টা: আনুমানিক

৪। পুলিশ কর্তৃক বিভাগ ভিত্তিক গ্রেপ্তারের সংখ্যা

	১৯৮৩ সাল	১৯৮৪ সাল
পশ্চিম ত্রিপুরা	১৬৩	১১৫
দক্ষিন ত্রিপুরা	১১৭	৯০
উত্তর ত্রিপুরা	১২৫	৮৮

গ্রেপ্তার কৃতদের মধ্যে বিচারের সম্মুখীন হইয়াছেন যারা তাদের সংখ্যা

পশ্চিম ত্রিপুরা—১৪৬ জন, (১৯৮৩ ও ১৯৮৪ সালে বিচারের সম্মুখীন হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহারা জামীনে মুক্ত আছেন)।

দক্ষিন ত্রিপুরা—২৫ জন, ঐ

উত্তর ত্রিপুরা—১৭ জন, (১৯৮৩ ও ১৯৮৪ সালে বিচারের সম্মুখীন হইয়াছে তাদের মধ্যে ৯ জন জেল হাজতে আছে এবং বাকী ৮ জন বর্ত্তমানে জামীনে মুক্ত আছে)।

Admitted Unstarred Question No. 39 (Postponed)

Name of member :- Sri Gopal Ch. Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch. Castes Welfare Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। সিডুএ্যাল কাস্টস ওয়েলফেয়ার এর আওতায় গ্রুপ হাউসিং স্কীমের অধীনে রাজ্যের কোন কোনস্থানে হরিজন বা তপশীল ব্যক্তিদের জন্য বাস গৃহ প্রকল্প দেওয়া হয়েছে।

২। উক্ত প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার চলতি আর্থিক বছরে কোন কোন স্থানে কত টাকা ব্যয় করেছেন ;

৩। মাতাবাড়ী ব্লক এলাকাধীন গকুলপুরে হরিজন (ঋষিদাস) দের কোন কলোনী আছে কিনা ;

৪। থাকলে তাদের উক্ত স্কীমের আওতায় আনার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছ কিনা ;

উত্তর

১। সিড্‌ড্যাল কাস্টস ওয়েলফেয়ার এর আওতায় গ্রুপ হাউসিং স্কীম বলে কোন স্কীম সেই। তবে এন, আর, ই, পি, হাউসিং স্কীমের অধীনে উত্তর ত্রিপুরায় ছাউমনুতে ৫ জনকে ২৫০০ টাকা, পানিসাগরে ৫০ জনকে ৮১ হাজার টাকা এবং কুমারঘাটে ২৮ জন কে ৮৪ হাজার টাকা, পশ্চিম ত্রিপুরায় মেলাঘরে ১০ জনকে ৯ হাজার ১ শত টাকা, খোয়াই এ ১০ জনকে ৭২ হাজার ৭ শত ২৫টাকা এবং দক্ষিন ত্রিপুরায় গকুলপুর কলোনীতে ১৮ জন কে ৮৯ হাজার ৫ শত ৩০ টাকা, দেওয়া হয়েছে।

২। এস, আর, ই, পি, স্কীমে জীরানীয়াতে ৮ জনকে ১৯৮৪-৮৫ সালে ১১ হাজার ৭ শত টাকা দেওয়া হয়েছে।

৩। হ্যাঁ।

৪। ক) নাই।

উল্লেখ থাকে যে গুকলপুর কলোনীতে ১৯৭৯-৮০ সনে ১৮টি রবিদাস ও ঋষি দাসকে অ কৃষি পরিকল্পনা খাতে প্রতি পরিবারকে ৪.২৩ শতক ভূমিতে ১২১০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছিল। এছাড়াও উক্ত পরিবারকে মাটির দেওয়াল তৈরীর জন্য তপশীলি জাতি অধিকর্তা কর্তৃক পরিবার পিছু ১ হাজার টাকা এবং দক্ষিন ত্রিপুরা জেলা শাসক কর্তৃক ২ শত ৫০ টাকা হিসাবে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

এছাড়া ১৯৮০-৮১ সালে তাদের মধ্যে ৬টি পরিবারকে ২ শত টাকা হিসাবে এবং ১২টি পরিবারকে ১ শত টাকা হিসাবে ঘর মেরামতির জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছিল এবং গত জুন দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে ১৭টি পরিবারকে পরিবার পিছু ২হাজার ২ শত ৫০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। উক্ত কলোনীর ৮ পরিবার ১৯৮৪ ইং সনের ডিসেম্বর মাসে কর্পোরেশন লোন গ্রামীন ব্যাঙ্ক হইতে গ্রহন করিয়াছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে যে বিগত ৮২-৮৩ সালে প্রত্যেক পরিবারকে মাটির ঘর ছনের চাল সহ তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Monday, the 3rd June, 1985

The House met in the Assembly House (Ujjayanta Palace), Agartala at 11 A M. on Monday, the 3rd June, 1985.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Hon'ble Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Dy Chief Minster, the 9 (Nine) Ministers, Dy. Speaker and 36 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করিবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস, শ্রীমতিলাল সাহা, শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার মাননীয় সদস্যগণ অনুপস্থিত। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৫০.

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৫০.

প্রশ্ন :—

(১) চাকমাঘাটের প্রস্তাবিত খোয়াই সেচ প্রকল্পের ফলে কতটুকু চাষযোগ্য জমি জলমগ্ন হতে পারে বলে সরকার অনুমান করছেন ?

(২) এই সম্ভাব্য জলমগ্ন জমির মধ্যে কত পরিমাণ জোত ল্যাণ্ড এবং কত পরিমাণ খাস ল্যাণ্ড হবে ?

(৩) উক্ত সম্ভাব্য জলমগ্নের ফলে কত পরিবার উচ্ছেদ হতে পারে এবং তাদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের জন্য সরকার কোন প্রকল্প গ্রহণ করেছেন কি না ?

(৪) করিলে তাহার বিবরণ ?

উত্তর :—

(১) নদীর চর এলাকার চাকমাঘাটের উজানে অতি অল্প পরিমাণে ধান চাষযোগ্য জমি জলমগ্ন হতে পারে।

(২) নদীর চরের জমি সবটুকু খাস হওয়াই স্বাভাবিক।

(৩) কোন পরিবার উচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যদি চরের কিছু অংশ জোত জমি থাকে, তবে তার জন্য যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

(৪) ৩ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নই উঠে না।

স্যার, খুব সামান্য চর ভূমি জলমগ্ন হওয়াতে আমাদের কিছু কিছু জায়গায় ধান চাষ হয়। আমরা এই ব্যাপারে চেষ্টা করছি যে কোন জোত ঐ চরের মধ্যে আছে কি না, যদি থাকে তাহলে আমরা কমপেনসেশান দিয়ে দেব।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা : - মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই চাকমাঘাটের এই প্রকল্পের ফলে সেখানে যে অফিস আদালত গড়ে তোলা হয়েছে ফলে সেই সব জায়গার উপজাতিরা কিছু সংখ্যক উচ্ছেদ হয়েছেন এবং তাদের যে ক্ষতিপূরণ তা এখনও দেওয়া হয়নি কেন?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এইটার উপর আরও একটা প্রশ্ন আছে এবং সেই প্রশ্নের উত্তরে ৪ পয়েন্ট একর জমি আমরা একোয়ার করেছি, শুধু অফিস কম্পাউণ্ড এবং অন্যান্য কাজের জন্য আমরা সমস্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিয়েছি। আর এই ব্যারেজের ফলে সামান্য যেটুকু হবে তার মধ্যে যদি কোন জোত ল্যাণ্ড থাকে তাহলে আমরা তা দিয়ে দেব। আর কোন লোক এই রকম উচ্ছেদ হয়নি, যে জায়গাটা আমরা একোয়ার করেছি তার সবটাই আমরা দিয়ে দিয়েছি, ৭ লক্ষ টাকার উপর টাকা আমরা তার জন্য দিয়েছি ক্ষতিপূরণ হিসাবে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— আমরা দেখেছি যে ডম্বুর প্রজেক্ট হওয়ার ফলে প্রথমে সরকার থেকে একটা নির্দিষ্ট এরিয়া ধরে নেওয়া হয়েছিল যে এইটা জলমগ্ন হবে না, যেমন কমলাঘাতে একটা সরকারী কলোনী বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর পরে দেখা গেছে যে সেখানে জলমগ্ন হওয়াতে সেই সব কলোনী উচ্ছেদ হয়ে গেছে, এখন আর তার কোন হদিশ নাই। সেই রকম ভাবে এই চাকমা ছড়াও জলমগ্ন হবে কি না, মানে সেই রকম কোন ধারণা সরকারের নেওয়া হয়েছে কি না এবং হলে তাদের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হবে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার এই দুইটা প্রজেক্ট হচ্ছে আলাদা আলাদা ধরণের, ওটাতো একটা রিজার্ভার, ওখানে জল আটকে রাখা হয়। আর এখানে তো জল আটকানো থাকবে না, শুধু একটা লেবেল পর্যন্ত কিছুটা জল থাকবে। কাজেই সেই সম্ভাবনা খুবই কম। এখানে গোমতীর মত ব্যাপার নাই। সেখানে যদি দেখা যায় যে কিছু লোকের

সত্যি সত্যি সব মাল চলে যাচ্ছে তাহলে আমরা ক্ষতি পূরন দিয়ে দেব। তবে সেই রকম উচ্ছেদের বা ক্ষতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা এইটাতে নাই।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই চাকমা ঘাটের যে প্রকল্প এতে জমি সেচের আওতায় আসবে, এই রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না এবং তাতে কতটুকু পর্য্যন্ত এরিয়ায় এই প্রকল্পটি করা হচ্ছে, সেটার তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, একটা আলাদা প্রশ্ন এখানে রয়েছে, ৪ হাজার হেক্টরের উপর জমি আমরা করতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার- ১৭৯

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৭৯

—: প্রশ্ন :—

(১) অমরপুর সহরের বিবেকানন্দ পল্লী, উত্তর চেলাগাং গাঁও পঞ্চায়েতের বাঙ্গালী সমতল পাড়া, দক্ষিন চেলাগাং গাঁও পঞ্চায়েত পশ্চিম মালমকুয়া ও চৌদ্দকার্ড এবং পূর্ব মানিক্য দেওয়ান গাঁও পঞ্চায়েতে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে কৃষি ভূমিতে জলসেচ করার কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে সরকারের আছে কি না ?

(২) না থাকিলে তার কারণ, এবং

(৩) আগামী আর্থিক বৎসরের উক্ত এলাকাকে সেচের আওতায় আনার ব্যাপারে সরকার বিবেচনা করবেন কি না ?

—: উত্তর : —

(১) আপাতত নেই (২) সীমিত আর্থিক সঙ্গতিহেতু একই সঙ্গে সব স্থানে প্রকল্প হাতে নেওয়া সম্ভব নয়।

(৩) উল্লিখিত সব জায়গায় প্রকল্প হাতে নেওয়া সম্ভব নয়, তবে ১৯৮৫-৮৬ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে চেলাগাং-এ চেলাগাং ছড়া হতে একটি লিফট্ ইরিগেশন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব আছে।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, এখানে অমরপুর সহরের বিবেকানন্দ পল্লীতে বেশ কিছু জমিতে জল সেচের অভাবে সেখানকার কৃষকরা তাদের আউস বা রবি শস্য করতে পারেন, এমন কি অনেক সময় বৃষ্টির অভাবে সেখানে আমন ফসল করতে খুব অসুবিধা হয়। ঠিক এমনি করে উত্তর চেলাগাং গাঁও পঞ্চায়েতের বাঙ্গালী সমতল পাড়া, দক্ষিণ চেলাগাং গাঁও পঞ্চায়েতের পশ্চিম মালমকুয়া ও চৌদ্দকার্ড এবং পূর্ব মানিক্য দেওয়ান গাঁও পঞ্চায়েতে জল সেচের ব্যবস্থা করার জন্য সেই এলাকার কৃষকরা দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত লিফট ইরিগেশান চালু

করার জন্য সরকারের নিকট বার বার দাবী জানিয়েছিল। কাজেই সেই এলাকার কৃষকদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে অন্তত পক্ষে তিনটা স্কীম সেখানে নেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা উল্লেখিত জায়গাগুলির মধ্যে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— স্যার, আমিতো অনেক বার বলেছি যে, আমাদের এই সীমিত আর্থিক অবস্থার মধ্যে আমরা একসঙ্গে সবগুলি কাজ হাতে নিতে পারি না। আমাদের ইচ্ছা এবং প্রয়োজন রয়েছে ইরিগেশনটাকে বিভিন্ন জায়গায় নেওয়ার ক্ষেত্রে। কাজেই এখানে যে অবস্থা তাতে দক্ষিন জেলায় অলরেডি একটা ইরিগেশান আছে এবং উত্তর জেলায়ও একটা আছে, আর একটা আমরা নিচ্ছি এবং মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় এই সম্পর্কে লিখেছেন আমরা এবার এইটাকে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

শ্রী জওহর সাহা ঃ— স্যার, উত্তর জেলা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে সেখানে একটা সেচ প্রকল্প আছে কিন্তু প্রায় সময়ই দেখা যায় যে সেটা নষ্ট হয়ে থাকে, নয়তো বা মোবাইল থাকে না, নয়তোবা ডিজেলের ব্যবস্থা করা যায় না। বিশেষ করে চাষের সময় সেই গ্রামে ৫/৭ দিনের বেশী কোন অবস্থায়ই সেটাকে ব্যবহার করতে পারেনা কৃষকরা। ফলে শুধু মাত্র কাগজে কলমে সেখানে সেচ ব্যবস্থা চালু আছে না বলে আসলে সেই এলাকার কৃষকরা যাতে এই সেচ প্রকল্পের সুযোগটা পেতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে স্থায়ীভাবে একটা লিফট্ ইরিগেশন প্রকল্প করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করে দেখবেন কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ স্যার, মোবাইল স্কীম যে কয়টা আছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সেগুলি যে যে স্পটে আছে সেগুলিকে ফিক্সড্ স্কীম করা যায় কি না তা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার ঃ- স্যার, এই যে সেচ প্রকল্প তাতে বিভিন্ন বিভাগে যে সব টিউবওয়েলগুলি আছে এবং অন্যান্য ব্যবস্থার যেগুলি অচল অবস্থায় রয়েছে গত ফ্লাডের ফলে বা বিভিন্ন টেকনিক্যাল কারণে যেগুলি নষ্ট হয়ে আছে সেগুলিকে চালু করার কোন ব্যবস্থা সরকারের আছে কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ — স্যার, আমি এই সেশানে বলেছি যে আমাদের লিফট ইরিগেশান স্কীম ত্রিপুরা রাজ্যে এখন পর্যন্ত আটাইশ আছে এবং তার মধ্যে ১১টি চালু অবস্থায় নাই, অমি সেই দিন আমার জবাবে বলেছি। বাকী গুলির মধ্যে কয়েকটা এখন চালু নাই এইটা লেটেস্ট ইনফরমেশান আমি নিয়েছি। কাজেই যেগুলি এখন চালু নাই সেগুলিকে আমরা চালু করার চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য সৈয়দ বাসিত আলী।

সৈয়দ বাসিত আলী ঃ— স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৮৮।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৮৮

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার বিবরণ ;

২। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষজ্ঞদল রাজ্যে কোন প্রকারের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাইয়াছেন কিনা ;

৩। চালাইয়া থাকিলে তাহার বিবরন ;

৪। বাংলাদেশের বাঁধের ফলে ত্রিপুরাকে যেসকল এলাকায় (বিশেষভাবে শহরে) বন্যার প্রকোপ বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিষেধকের জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করিয়াছেন ?

উত্তর

(ANNEXURE— 'A')

১। সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রতি বৎসরই বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু ব্যবস্থা যথা,- বাঁধ, স্পার, রিভেটমেন্ট ইত্যাদি করেন। সংযোজনীতে যে সব কাজ করা হইয়াছে তাহার তালিকা দেওয়া হইল। এইটা দীর্ঘ তালিকা। সংযোজনী 'ক'তে নির্দ্ধারিত করা আছে। তালিকাটা দীর্ঘ হওয়াতে টেবিলে লে করে দিচ্ছি।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষজ্ঞদল এ ব্যাপারে কোন বিস্তারিত পরীক্ষা নীরিক্ষা চালান নাই। তবে ১৯৭৬ সালের ভয়াবহ বন্যার পর কেন্দ্রীয় জল নিগমের সদস্য শ্রী ত্রিপাঠি স্বল্প সময়ের জন্য ত্রিপুরা ভ্রমন করে বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য কিছু কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন। এটাও দীর্ঘ তালিকা। সংযোজনী "খ"-তে নির্দ্ধারিত করা আছে। তালিকাটা দীর্ঘ হওয়াতে আমি টেবিলে লে করে দিচ্ছি।

৩। সংযোজনী "খ"তে বিবরণ দেওয়া হইল।

৪। বাংলাদেশে বাঁধ নির্মানের ফলে বিশেষ করে কৈলাশহরে এবং বিলোনীয়া শহরে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে এবং তা প্রতিরোধ করার জন্য সরকার যথারীতি বন্যা নিরোধক বাঁধ প্রভৃতি নির্মান করিতেছেন। ধর্মনগরের সাতসঙ্গম, খোয়াই শহর ও তৎসংলগ্ন দুর্গানগর অঞ্চল, কমলপুরের মলয়া, প্রভৃতি অঞ্চল ও বুড়ীমা নদীর কামথানা অঞ্চলে বাংলাদেশের বাঁধের ফলে আমাদের অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। ঐসকল স্থানে আমরা বন্যা নিরোধক বাঁধ তৈরী করেছি এবং প্রয়োজনবোধে বাঁধকে মজবুত ও সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থাও নিচ্ছি। যেসব স্থানে এখনও বাঁধ করা সম্ভব হয় নাই সে সব স্থানে বাঁধের কাজ হাতে নেওয়া হইবে।

সৈয়দ বাসিতআলী ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কৈলাশহরে বন্যার যে ব্যবস্থা সরকারী-

ভাবে নেওয়া হয়েছে ভবিষ্যতে খুব বিপর্যয়মূলক বন্যার ফলে এইসব ব্যবস্থা যথেষ্ট কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— স্যার, ত্রিপুরাতে বন্যার প্রকোপ যেভাবে বাড়ছে তার মূল হচ্ছে ডিফরেষ্টেশান যেভাবে হচ্ছে ঠিক সমান অনুপাতে এফরেষ্টেশান হচ্ছে না। বাংলাদেশে বরাবর যেভাবে সরাসরিত তারা বাঁধ তৈরী করছে এইসমস্ত কারনে জলের উচ্চতা বাড়ছে, আমরা তার জন্য মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করার চেষ্টা করছি, সময় সাপেক্ষ। আমরা বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রতি বৎসর যে টাকা পাই সেটা প্রয়োজনের তুলনায় কম। বামফ্রন্ট সরকার এলেন সরকারে তখন মাত্র ২২ কিলোমিটার বন্যা নিরোধক বাঁধ ছিল। আমরা আসার পরে ৭৮ কিলোমিটার করেছি। ১০০ কিলোমিটার হয়েছে। এই বাজেটে ২২ কিলোমিটার বাঁধ তৈরীর জন্য প্রস্তাব রয়েছে।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার. প্রায় সাড়ে সাত বৎসর হল বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে এবং এর মধ্যে বহু বন্যা এবং এই অর্থনৈতিক বন্যা ত্রিপুরার অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে, কিন্তু আমরা এখন পর্যান্ত এই বন্যা নিয়ন্ত্রনের ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা সরকারের দেখতে পাইনা। মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্যে এই ধরনের কোন আশ্বস্তজনক কিছু পাই নাই। মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে, আগরতলায় যে বন্যা, হাওড়ার যে বন্যা এইটা নিয়ন্ত্রনের জন্য কোন ব্যাপক পরিকল্পনা নেবেন কিনা এবং নিলে সেটা কিরকম এই সভায় জানাবেন কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— স্যার আমরা বামফ্রন্ট সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, এটা মোটেই ঠিক নয়। আমরা আসার আগে ৩৩ বৎসরে ২২ কিলোমিটার বাঁধ হয়েছিল, আমরা ৭৮ কিলোমিটার করেছি। মোট ১০০ কিলোমিটার হয়েছে। আরও ২২ কিলো-মিটার আমরা করব। আর বন্যা ত্রিপুরাতে অনেক আগে থেকেই হচ্ছে। কিন্তু বন্যার প্রকোপ দিন দিন বাড়ছে সেটা বিভিন্ন কারনে। আমরা আরও বেশী বন্যা নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা নিতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমি এখন স্টেইটমেন্ট দিয়ে বলছি আমাদের মিনিমাম যে রিকুয়ারমেন্ট অর্থাৎ নিম্নতম যে টাকাটার প্রয়োজন আছে সেই টাকাটা চেয়ে আমরা পাচ্ছি না। আমরা কত পেয়েছি সেটা বললে পরে পরিস্কার হবে। ১৯৮০-৮১তে ১ কোটি টাকা চেয়েছিলাম, ১ কোটি টাকা পেয়েছি, খরচ করেছি ১ কোটি ১০ লক্ষ ১১ হাজার টাকা, ৮১ ৮২তে ১ কোটি ২৫ হাজার টাকা চেয়েছিলাম ৯৩ লক্ষ পেয়েছিলাম. খরচ করেছি ৮০ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ৮২ ৮৩তে চেয়েছিলাম ১ কোটি টাকা পেয়েছি ৬৮লক্ষ টাকা খরচ করেছি ৭২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা, ৮৩ ৮৪তে চেয়েছি ১ কোটি ২৩ লক্ষ, পেয়েছি ১ কোটি ১৭ লক্ষ, খরচ করেছি ১ কোটি ৪০ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ৮৪ ৮৫তে ২ কোটি চেয়েছিলাম, পেয়েছি ৭০ লক্ষ টাকা, খরচ করেছি ১ কোটি ৩ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ৮৫ ৮৬তে

২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা চেয়েছিলাম, ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা পেয়েছি, খরচ হয়ে কি দাঁড়ায় তা পরে দেখা যাবে।

শ্রী নকুল দাস ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা তুলেছেন এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার জন্য উনাকে ধন্যবাদ। আমরা ৩৭ বৎসর পরেও দেখি ২ ফোটা বৃষ্টি হলেই বন্যা হয়ে যায় আব বৃষ্টি না হলে খরা দেখা যায়। খরায় সর্বনাশ হয় মানুষেব। এই যে সমস্যা এইটা একটা জাতীয় সমস্যা। এইটাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। সেদিকে কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেকটি রাজ্যই শুধু আমাদের রাজ্যের কথা বলছিনা, এই বন্যার উন্নতির জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন বা এই ব্যাপাবে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জ্ঞাত আছেন কিনা তা জানাবেন কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদাব ঃ— স্যাব, আমি ত বললাম. আমরা ত আবও পরিকল্পনা নেব। আমাদের কতগুলি স্কীম রয়েছে যেগুলি আমরা করেছি সেগুলিকে ষ্ট্রেংদেনিং করার প্রয়োজন রয়েছে। আব সবটাই অর্থের সংগে সম্পর্কিত। আর বন্যা ত শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে হয় না সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যেই হয় এবং অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আমাদের আর্থিক সংগতি কম যার জন্য আমরা ব্যাপকভাবে নিতে পারছিনা। আমাদের কতগুলি সমস্যা আছে। সেগুলি দূর করবার চেষ্টা করব। আমরা, পি, ডব্লিউ, ডি এর সাহায্য যদি পাই তাহলে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পাবব।

শ্রী সৈয়দ বসিত আলী ঃ — সাপ্লিমেন্টারি স্যার, কৈলাসহরের পাশে যে মনু নদী আছে সে নদীর জল যেভাবে শহরে আসে তাতে সেখানকার জনসাধারণের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী থেকে শুরু করে আজকে সমস্ত কিছু ধ্বংসের মুখে সে ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন তা জানতে চাই। আর দেও নদীর কাঞ্চনবাড়ী এলাকায় উন্নত ধরণের কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কিনা যাতে করে এই নদীর জল কোন ক্ষতি করতে না পারে। আমরা আজও লক্ষ্য করছি বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশ সরকার বাঁধ নির্মাণ করাতে কৈলাসহরের আরও বেশী ক্ষতি হচ্ছে এ ব্যাপারে সরকারের কোন সুদৃঢ় ব্যবস্থা নেওয়া বিবেচনাধীন আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কৈলাসহরের বন্যা সমস্যাটা একটা বিশেষ ধরণের সমস্যা। অন্যান্য সব-ডিভিশনের মত নয়। কৈলাসহরের কুমার-ঘাটের কাছাকাছি দুইটা বড় নদী আছে সেগুলির জল ডাউন ষ্ট্রীমে মনুনদী ও দেও-[illegible] [illegible] ডাইভার্ট করার কোন ব্যবস্থা নাই। আবার [illegible] সম্ভাবনা খুব কম। তাতে বিরাট অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে যায়। ১৯৮৬-এর [illegible] সেটা খুব একটা সার্ভে করে হয়নি।

তাতে টাউন সংলগ্ন লক্ষ্মীছড়াকে ডাইভার্ট করে দেওয়ার কথা আছে, তবে সেটা আমরা করছি না, তাতে এখানকার অধিবাসী যারা তাদের আপত্তি থাকতে পারে। এতে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকার আছে। যাতে করে সেখানকার বন্যা রোধ করা যায় তারজন্য চেষ্টা হচ্ছে এবং তাতে যে টাকা পয়সার দরকার হবে, সে টাকা-পয়সার চেষ্টাও সরকার করছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় ঃ— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, সোনামুড়ার ধুলিয়াই গ্রামটি রক্ষা করার জন্য কোন ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন কিনা এবং উদয়পুরের জামজুরির কাছে বৈষ্ণবপুরে বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যে সব বাঁধ করেছি তার সংযোজনগুলি আমি পড়ে দিচ্ছি তাহলে পুরোটা বুঝা যাবে।

১। হাওড়া বাঁধ নির্মাণ।
২। কাটাখাল বাঁধ নির্মাণ।
৩। গঙ্গারিয়া বাঁধ ও স্লুইস নির্মাণ।
৪। খোয়াই রামাছড়া বাঁধ নির্মাণ।
৫। লালছড়া বাঁধ নির্মাণ।
৬। কমলপুর বাঁধ নির্মাণ।
৭। লক্ষ্মীছড়ার উভয় তীরে বাঁধ নির্মাণ।
৮। রাঙ্গুটিয়া কৈলাসহর বাঁধ নির্মাণ।
৯। কৈলাসহর টাউন বাঁধ নির্মাণ।
১০। গৌরনগর কৈলাসহর বাঁধ নির্মাণ।
১১। সত্তর মিঞা হাওর বাঁধ নির্মাণ।
১২। কাউলিকুরা বাঁধ নির্মাণ।
১৩। তেগরী বাঁধ নির্মাণ।
১৪। শ্রীরামপুর বাঁধ নির্মাণ।
১৫। চণ্ডীপুর বাঁধ নির্মাণ।
১৬। হুরুয়া বাঁধ নির্মাণ।
১৭। ধর্মনগর বাঁধ নির্মাণ।
১৮। সতীসঙ্গম বাঁধ নির্মাণ।
১৯। পেচারথল বাঁধ নির্মাণ।
২০। সোনামুড়া দুর্গাপুর বাঁধ নির্মাণ।

২১। পদ্মঢেপা বাঁধ নির্মাণ।

২২। শীলঘাটি বাঁধ নির্মাণ।

২৩। ডাকমাজলা বাঁধ নির্মাণ।

২৪। গঙ্গাছড়া বাঁধ নির্মাণ।

২৫। চরকবাইছড়া বাঁধ নির্মাণ।

২৬। বিলোনীয়া টাউন বাঁধ নির্মাণ।

২৭। কাসারিয়াছড়া বাঁধ নির্মাণ।

২৮। বল্লামুখা বাঁধ নির্মাণ।

২৯। বরজকলোনী বাঁধ নির্মাণ।

৩০। আমজাদনগর বাঁধ নির্মাণ।

৩১। বাবুগ্রাম বাঁধ নির্মাণ।

৩২। গোবিন্দমাঠ বাঁধ নির্মাণ।

৩৩। বিলোনীয়া বাঁধে বিভেটমেন্ট নির্মাণ।

৩৪। উদয়পুর টাউনে বাঁধ নির্মাণ।

৩৫। কাটাখাল বাঁধে বাঁধ নির্মাণ।

৩৬। খোয়াই বাঁধে বাঁধ নির্মাণ।

৩৭। কৈলাসহর গোবিন্দপুর ও বাজারের বাঁধে বিভেটমেন্ট নির্মাণ।

৩৮। কুমারঘাট পাকা সেতুর নিকট বাঁধে বিভেটমেন্ট নির্মাণ।

৩৯। আগরতলা হাওড়া বাঁধে বিভেটমেন্ট নির্মাণ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, অনেকগুলি হয়েছে আর কোন সাপ্লিমেন্টারি দেওয়া যায় না। মাননীয় সদস্য নকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৭।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৭।

প্রশ্ন

১। রাজ্য পুলিশের ১ম ও ২য় শ্রেণীতে মোট কত অফিসার আছেন ?

২। তার মধ্যে তপশীলি জাতি ও উপজাতি কতজন আছেন তার সংখ্যা ?

৩। ইহা কি সত্য রাজ্য পুলিশ দপ্তরে তপশীল জাতি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত পদ শূণ্য থাকা সত্ত্বেও উক্ত পদগুলি পূরণ করা হইতেছে না ?

৪। সত্য হইলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। ১ম শ্রেণীতে ৪৬ জন এবং ২য় শ্রেণীতে ১৩১ জন অফিসার আছেন।

২। ১ম শ্রেণীতে তপশীলি জাতি ১ জন এবং তপশীলি উপজাতি ৩ জন। ২য় শ্রেণীতে তপশীলি জাতি ১৩ জন এবং তপশীলি উপজাতি ১১ জন।

৩ নং এবং ৪ নং প্রশ্ন } সত্য নয়, আই, পি, এস পদের প্রমোশন ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা নাই।

শ্রীনকুল দাস :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে তথ্য দিলেন তাতে দেখা যায় ১ম শ্রেণীতে ৪৬ জন এবং ২য় শ্রেণীতে ১৩১ জন অফিসার রাজ্যে আছেন। তারমধ্যে ১ম শ্রেণীতে তফসিলি জাতি ১ জন এবং তফসিলি উপজাতি ৩ জন আছেন। ২য় শ্রেণীতে তফসিলি জাতি ১৩ জন এবং তফসিলি উপজাতি ১১ জন আছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল পুলিশ দপ্তরে অনেকগুলি শূণ্যপদ থাকা সত্বেও কেন সেগুলি পূরণ করা হচ্ছে না, তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, আমরা তো আর আই, পি এস পোষ্ট তৈরী করি না। সেখানে আই, পি, এস দের ক্ষেত্রে কোন রিজারভেসন নেই। তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসারদের ক্ষেত্রে এই সংরক্ষনীতি মানা হয়। আমরা যাদের প্রমোশন দিয়েছি তাদের সকলেরই যোগ্যতা রয়েছে।

শ্রী নকুল দাস : সাপ্লিমেটারী স্যার, এই দপ্তরে আরো অনেক এস, টি, এবং এস, সি, রয়েছেন যাদের প্রমোশন পাবার যোগ্যতা রয়েছে, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাসপেনসান ইত্যাদি দিয়ে তাদের প্রমোশন —এর পথকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা মাননীয় সদস্য কেন কোন মামলা মিমাংসা না পর্যন্ত সেটাকে মিথ্যা বলছেন। যে পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে—তার বিরোদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। তবে যে প্রতিষ্ঠান এই মামলার তদন্ত করছেন আমরা তাদের বলেছি যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে তদন্ত— কার্য্য সম্পন্ন করে দেওয়া হয় এবং মামলার নিঃস্পত্তি যাতে তাড়াতাড়ি করা যায় তার চেষ্টা আমরা করছি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী মনোরঞ্জক মজুমদার : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার- ১৩৭।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার- ১৩৭।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৫ ইং সনে অমরপুর মহকুমায় গড়িয়া পূজা উপলক্ষে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ; এবং

২। উক্ত বরাদ্দকৃত টাকা হইতে মোট কত টাকা খরচ করা হয়েছিল ?

উত্তর

১। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ থেকে ৩০,০০০.০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।

২। তীর্থযাত্রীদের জন্য অস্থায়ী শিবির. খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক ব্যাপারে এখন পর্যান্ত মোট ১০,২০০.০০ (দশ হাজার দুই শত টাকা) ব্যয়ের রিপোর্টে পাওয়া গেছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, বাকি যে, ১৯,৮০০ টাকা রয়েছে সেটা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের হাতে ফেরত দেবার জন্য বি, ডি, ও কে আমরা নির্দ্দেশ দিয়েছি।

শ্রী জওহর সাহা : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে হিসাব দিয়েছেন যে, ত্রিশ হাজার টাকা মধ্যে মাত্র ১০২০০ টাকা খরচ করা হয়েছে, কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, কোন খাতে টাকা খরচ করা হয়েছে ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : মিঃ স্পীকার স্যার - তীর্থযাত্রী এবং তাহাদের খাদ্য ইত্যাদি বাবদ খরচ করা হয়েছে ৯,৫৩২ টাকা এবং বাকি টাকা আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় করা হয়েছে।

শ্রী জহর সাহা : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এ, ডি, সি, থেকে ৩০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। এই অমরপুর ব্লকের গড়িয়ার জন্য একটি পূজা কমিটি গঠন করা হয়। পূজা কমিটির সভাপতি শ্রী চিন্তামনি জমাতিয়া পূজার পরে যখন বি. ডি. ও,—কে জিজ্ঞাসা করেন যে পূজা বাবদ কত টাকা খরচ হয়েছে তখন বি, ডি, ও,— তাকে বলেন যে, ত্রিশ হাজার টাকার সবটাই খরচ হয়ে গেছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে প্রসংঙ্গটা তুলেছেন সেটা সম্পূর্ণ উষ্কানীমূলক এবং মাননীয় সদস্য সেটা উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবেই সেটা উথ্থাপন করছেন।

শ্রী জওহর সাহা : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি যা বলছি তা সম্পূর্ণ সত্য কারন যারা আমাকে বলেছেন তারা হলেন এই পূজা কমিটির সভাপতি এবং সদস্য। তারা হলেন শ্রী দেবেন্দ্র জমাতিয়া, ব্রহ্মানন্দ জমাতিয়া এবং শ্রী চিন্তামতি জমাতিয়া। এদের নিকট বি, ডি, ও. বলেছেন যে ৩০ হাজার টাকার সবটাই খরচ করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : স্যার. এটা পুরাপুরিই অসত্য। কোন সদস্য এইভাবে হাওয়ার উপর কোন তথ্য দিলে সেটা তদন্ত করা যায় না। স্যার, ৩০ হাজার টাকা পুরাটা খরচ

হয়নি, ১০,২০০ টাকা খরচ করা হয়েছে এবং বাকি টাকা এ, ডি, সি, র হাতে তুলে দেবার জন্য আমি বি, ডি, ও,—কে নির্দেশ দিয়েছি। আর এইভাবে কোন সদস্য কোন অফিসারের উপর আক্রমন করবেন, সেটা হতে দেবনা।

মিঃ স্পীকার: মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার- ১৮০।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার- ১৮০

প্রশ্ন

১। চাকমাঘাটে প্রস্তাবিত খোয়াই সেচ প্রকল্পের অনুমিত ব্যয় বরাদ্দ কত ধরা হয়েছে,

২। ব্যয়বরাদ্দের কত অংশ অর্থ ইতিমধ্যে খরচ করা হয়েছে এবং কাজের অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে ;

৩। কবে নাগাদ এই প্রকল্প শেষ করা হবে আশা করা যায়,

৪। উক্ত প্রকল্প থেকে কোন্ কোন্ এলাকায় এবং কত হেকটর জমিতে সেচের জল সরবরাহ করা যাবে আশা করা যায়, এবং

৫। এই প্রকল্প থেকে কি পরিমান বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। এই প্রকল্পের জন্য ৭, ১০, ০০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২। ১৯৮৫ ইং সনের এপ্রিল পর্যান্ত ব্যয়ের পরিমাণ-৩ ২৯ ৮৪,৯০৯ টাকা। ফাউণ্ডেসনের কাজ চলছে।

৩। ১৯৮৮ ইং সন নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

৪। এই প্রকল্প থেকে ডান তীরে চাকমাঘাট থেকে ঘিলাতলী পর্য্যন্ত এবং বামতীরে ব্রহ্মছড়া থেকে তোতাবাড়ী প্রভৃতি মোট ৪৫১৫ হেক্টর জমিতে জল সরবরাহ করা যাবে বলে আশা করা যায়,

৫। এই প্রকল্প থেকে কোন বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে না।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, চাকমাঘাটের এই প্রকল্পের দ্বারা খোয়াইকে বন্যার হাত থেকে মুক্তি দেওয়া যাবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার : স্যার, এই প্রকল্প জল সেচের জন্য করা হয়েছে। বন্যা নিরোধের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

মিঃ স্পীকার —মাননীয় সদস্য সুবোধ চন্দ্র দাসের প্রশ্নে যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে তিনি প্রশ্নের নাম্বার উল্লেখ করতে পারেন।

শ্রীফৈজুর রহমান—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার ৫০।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চন নাম্বার ৫০।

প্রশ্ন

১) উত্তর ত্রিপুরায় পানিসাগর ও কাঞ্চনপুরে একটি করে ফায়ার ব্রিগেড ষ্টেশন স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি;

২) থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তাহা স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর :

সমস্ত ব্লক হেড কোয়ার্টারগুলিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রকল্প ধাপে ধাপে রূপায়িত হইবে। ইতিমধ্যে তেলিয়ামুড়া, শান্তিরবাজার এবং গণ্ডাছড়া ব্লক সমূহে ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। আমবাসা (সালেমা ব্লক) এবং কুমারঘাট ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্র খোলার অনুমোদন ইতিমধ্যে দেওয়া হইয়াছে এবং শীঘ্রই খোলা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পানিসাগর ও কাঞ্চনপুর ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্র খোলার প্রশ্নটি সরকার বিবেচনা করবেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য মতিলাল সাহার প্রশ্নটির উপর কেউ ইন্টারেস্টেড হলে তিনি তার নম্বর উল্লেখ করতে পারেন।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার ১২৮।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চন নাম্বার ১২৮।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের হোমগার্ডদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড স্কীম চালু করা ও পেনসান দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। থাকিলে তাহা কত দিনের মধ্যে চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। হোমগার্ডদের নির্দিষ্ট পে স্কেল দেবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

৪। থাকিলে উক্ত পরিকল্পনা কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১নং, ২নং ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর :

হোমগার্ড একটি স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা। কাজেই এই সংস্থার সদস্যরা স্বেচ্ছাসেবক বিধায় এবং হোমগার্ড-এর কমপেনডীয়াম ইনষ্ট্রাকশন অনুযায়ী তাহাদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড স্কীম, পেনসান এবং পে স্কেল চালু করার কোন বিধান এখন নাই।

তবে এই স্বেচ্ছাসেবক সংস্থার সদস্যদের স্থায়ী করণের জন্য ভারত সরকারের সহিত আলোচনা চলিতেছে। যোগ্যতা অনুসারে কিছু সংখ্যক হোমগার্ড সদস্যকে ত্রিপুরা পুলিশের কনষ্টেবল পদে, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া সরকারের সমস্ত দপ্তরকে হোমগার্ডদের যোগ্যতা অনুযায়ী ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীপদে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই ত্রিপুরাই সম্ভবত একমাত্র রাজ্য যেখানে হাজার হাজার হোমগার্ড ছাঁটাই অবস্থায় ছিল, ট্রেনিংপ্রাপ্ত হোমগার্ড, তাদের আমরা কনষ্টেবল এবং অন্যান্য রেগুলার পোষ্টে নিয়েছি। এই চেষ্টা আমরা এখনও চালিয়ে যাচ্ছি। বর্তমানে আমাদের হাতে এখনও বেশ কিছু হোমগার্ড রয়েছে। সরকার তাদের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল। কয়েকদিন আগেও আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সংগে দেখা করে বলেছি যে আমাদের মত গরীব রাজ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য। আমরা হোমগার্ড থেকে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে উদ্যোগ নিয়ে ঢুকিয়েছি। তাদের ভাতা অন্ততঃ দৈনিক ২০ টাকা করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বলেছি এবং কিছু অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা পোষাক ইত্যাদি দেওয়ার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি এবং সেগুলি তাদের দেওয়া হয়।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার— হোমগার্ড যে সংস্থা, এটা সিভিল ডিফেন্সের একটা অঙ্গ হিসেবে গড়ে উঠেছে। বর্তমানে হোমগার্ডের যে সমস্ত কার্যকলাপ, বিশেষ করে পুলিশ দপ্তরে অক্সিলারী ফোর্স হিসাবে নিয়মিত কাজ করছেন। এর গুরুত্ব ও সরকার উপেক্ষা করতে পারেন নি। যদিও তারা নিয়মিত নয়, কিন্তু পুলিশ দপ্তরে তাদের ফাংশান নিয়মিত। এখানে প্রশ্নটা ছিল প্রভিডেন্ট ফাণ্ড পেনসান এবং পে স্কেলের ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা আছে কিনা এবং সরকার সেই ধরণের কোন পরিকল্পনার কথা ভাবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় সদস্য যেসব সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা বলছেন সেগুলি স্থায়ী কর্ম্মচারীদের দেওয়া হয়। হোমগার্ডরা যেহেতু স্থায়ী কর্ম্মচারী নয়, সেজন্য তাদের দেওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং সেগুলিকে কার্যকরী করতে হলে স্থায়ী পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং তারজন্য অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হবে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ দিতে রাজী নয় বলেই আমরা রাজ্য সরকার সেগুলি দিতে পারছি না।

সৈয়দ বসিত্ আলী— আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ খুব দরিদ্র এবং যারা কোন মতে শিক্ষা দীক্ষা নিয়েছে অথচ জাতির সেবায় আগ্রহী, এই সকল আগ্রহী লোকদের স্বেচ্ছা সেবকের কাজ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— স্যার, প্রশ্নটা আমি ঠিক বুঝলাম না। উনি যদি বলে থাকেন যে আরও কিছু হোমগার্ড নেব কিনা. আমরা ট্রেনিং দিই, যখন কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয় বা ইলেক্‌শানের মত কাজ হয়, এসব কাজে আমরা তাদের নিয়ে ট্রেনিং দিই।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ— লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্‌কালে ত্রিপুরা রাজ্যে যেসব হোমগার্ড নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে কতজনকে স্থায়ী করা হয়েছে এবং কতজন বাকী রয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— গত নির্বাচনের পর যাদের নেওয়া হয়েছিল তাদের একটা অংশকে স্থায়ীভাবে নয়, পুলিশকে সর্বক্ষণ সাহায্য করবার জন্য নেওয়া হয়েছে।

শ্রীজওহর সাহা— হোমগার্ডদের স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে বর্তমান বাজেটে কোন পরিকল্পনা রাখা হয়েছে কিনা এবং সেই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে কোন রকম অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— এ পর্যন্ত লিখিত এবং মৌখিক ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বলা হয়েছে তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে এটা সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাসের কোন প্রশ্নের উত্তরের জন্য যদি ইন্টারেষ্টেড থাকেন তাহলে তিনি প্রশ্নের নাম্বার উল্লেখ করতে পারেন।

শ্রীফৈজুর রহমান— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১।

প্রশ্ন

১) পানিসাগর ব্লকের দক্ষিণ পদ্মবিল, পেকুছড়া, বিলথৈ গাঁওসভার কোন প্রকল্প চালু আছে কিনা ; এবং

২) না থাকলে দক্ষিণ পদ্মবিলের তুগাং-গা ছড়া, পেকুছড়ার কুকিনালা ছড়া ও বিলথৈ ছড়ার এল, আই, স্কীমের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিবেন কিনা ?

উত্তর

১) আপাততঃ নাই।

২) বিস্তারিত তথ্যাবলী সংগ্রহের পরই এ সম্বন্ধে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

স্যার পদ্মবিল, তুগাং-গা ছড়াতে আমরা একটা স্কীম হাতে নেব। এই স্কীমের সবকিছু করা হয়েছে। আমরা আশা করছি ১২৮ হেক্টার জমি আমরা দেব। আর কোন পরিকল্পনার কথা নাই।

মিঃ স্পীকার— একটি মাত্র তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি, যে তারকা চিহ্নিত প্রশ্নটির মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেটির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য (ANNEXURES—"B" & "C")।

—: রেফারেন্স পিরিয়ড :—

মিঃ স্পীকার-- এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আজকের কার্য্যসূচীতে তিনটী রেফারেন্স-এর বিষয় আছে। গত ২৮. ৫. ৮৫ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তু হল 'গত ২৬. ৪. ৮৫ ইং তারিখে বিশালগড় থানা এলাকায় ধ্বজনগরে কতিপয় দুষ্কৃতকারী কর্তৃক জনৈকা নাবালিকা কুমারী পদ্মা শীলের উপর গণধর্ষণ সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— গত ২৬. ৪. ৮৫ ইং তারিখ সকাল অনুমান ১০টার সময় টাকারজলা থানাধীন দক্ষিণ গোলাঘাটী গ্রামের প্রফুল্ল চন্দ্র শীলের স্ত্রী শ্রীমতী সুরুচি শীল তাহার অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে (বয়স প্রায় ১৩ বছর) শ্রীমতী পদ্মা শীল ও ভাগিনী শ্রীমতী সখি শীলকে নিয়ে ধ্বজনগর বাড়ী হইতে জংগল পথে নিজ বাড়ী গোলাঘাটীতে রওয়ানা হন। সিপাইজলা ফরেষ্ট ট্রেনিং সেন্টারের নিকট পৌঁছিলে দুইজন অজ্ঞাত পরিচয় যুবক দা টাক্কল নিয়ে শ্রীমতী সুরুচী শীলকে জিজ্ঞাসা করে মামি বাড়ী কোথায় ও কোথায় যাইবেন। এমন সময় উক্ত যুবকদের মধ্যে ১ জন শ্রীমতী পদ্মা শীলকে জোরপূর্বক পার্শ্ববর্ত্তী জংগলে টেনে নিয়ে যায়। ঐ স্থানে আরও ২ জন যুবক ছিল। এই চারজন যুবক শ্রীমতী পদ্মা শীলের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করিতে থাকে। এদিকে শ্রীমতী পদ্মা শীলের ও তাহার মা'র চীৎকারে স্থানীয় হোমগার্ড শ্রীননীগোপাল শীল ও ফরেষ্ট গার্ড শ্রীশচীন্দ্র দেববর্মা ও অন্যান্য গার্ডগন ঐ স্থানে পৌঁছিলে ৪ জন যুবক শ্রীমতী পদ্মা শীলকে ছাড়িয়া জংগলে পলাইয়া যায়। তাহারা শ্রীমতী পদ্মা শীলকে জংগল হইতে উদ্ধার করে।

এই দিনই বেলা ১২টা ৫ মিঃ এর সময় শ্রীমতী সুরুচী শীল ও তাহার মেয়ে শ্রীমতী পদ্মা শীলকে নিয়া বিশালগড় থানায় উপস্থিত হইয়া অভিযোগ দায়ের করেন। তাহারা পুলিশকে জানায় এই আসামীদের মুখ দেখিলে চিনতে পারিবেন। তাহার অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩৫৪ ধারায় বিশালগড় থানায় ২০ (৪) ৮৫ নং কেইস নথিভুক্ত করা হয়। তদন্তকালীন পুলিশ নিম্নলিখিত ৪ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে প্রেরণ করেন এবং ধৃত ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ প্যারেডের ব্যবস্থা করার জন্য প্রার্থনা করেন।

	ধৃত ব্যক্তিদের নাম	গ্রেপ্তারের তারিখ
১.	শ্রীফুল মিঞা, পিতা মৃত অছি মিঞা	২৬. ৪. ৮৫ ইং
২.	শ্রীধনু মিঞা, পিতা মৃত সেকেন্দর আলী	ঐ
৩.	শ্রীনুরুল হক, পিতা মহম্মদ আলী	ঐ
৪	শ্রীরহিম মিঞা, পিতা আবদুল বসিদ	২৭. ৪. ৮৫ ইং
	(সবাই ধ্বজনগর গ্রা.মর)	

ধৃত ৪ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের পর গত ২৭. ৪ ৮৫ ইং তারিখ মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হয়।

তদন্তকারীর প্রার্থনা মতে ধৃত ৪ (চার) ব্যক্তির আগরতলা কেন্দ্রীয় কারাগারে বিগত ৩. ৪ ৮৫ ইং তারিখ সনাক্তকরণ প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী পদ্মা শীল সনাক্তকরণ প্যারেডে মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী এ. এ. রসিদ মহাশয়ের উপস্থিতিতে উপরোক্ত ৪ (চার) ব্যক্তিকে সনাক্ত করেন এবং তাহারাই তাহার অপহরণ ও শ্লীলতাহানীর জন্য দায়ী বলিয়া প্রকাশ করেন।

শ্রীমতী পদ্মা শীলের যথারীতি বিশালগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ঐ দিনই ডাক্তারী পরীক্ষা করানো হইয়াছে। ডাক্তারী পরীক্ষার ফলাফলের রিপোর্ট পাওয়া গেলে ধৃত ৪ (চার) ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৬/৩৫৪/৩৪ ধারায় মাননীয় আদালতে বিচারের জন্য অভিযোগপত্র দাখিল করা হইবে।

প্রকাশ থাকে যে ধৃত শ্রীনুরুল হক ও শ্রীধনু মিঞা বিগত ১৮. ৫ ৮৫ ইং এবং শ্রীফুল মিঞা ও শ্রীরহিম মিঞা বিগত ১৯ ৫. ৮৫ ইং মাননীয় আদালত হইতে জামিনে ছাড়া পায়।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই আসামীদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি. এম র প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছিলেন, এই কথা সত্য কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— স্যার এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীরতিমোহন সাহা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ঘটনার পর ঐ গ্রামের কংগ্রেস (আই) কর্মী শ্রীহরিপদ দেবনাথ ঐ এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা করার

চেষ্টা করে এবং পরবর্তী সময়ে যাদের অভিযোগমূলে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের আত্মীয় স্বজনদের উপর নানারকম অত্যাচারের চেষ্টা করে এবং সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধানোর চেষ্টা করে এই তথ্য ঠিক কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তীঃ— স্যার, তথ্য আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার :— গত ২৯-৫-৮৫ ইং তারিখ মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়টির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তু হল "বিগত ১৫ই এপ্রিল "ত্রিপুরা বনধ্"-এ কংগ্রেস ই পিকেটারসদের উপর সচিবালয়ের সম্মুখে পুলিশের লাঠি চালনা ও তাহার ফলে প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক সহ কতিপয় মহিলা কর্মী ও এন এস ইউ আই নেতা আহত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— গত ১৫ই এপ্রিল ১৯৮৫ ইং সনে কংগ্রেস (আই) কর্তৃক আহুত ১২ ঘন্টা ত্রিপুরার বন্ধ ডাকার পরিপ্রেক্ষিতে এবং তত্সহ বামফ্রন্ট কর্তৃক ২৪ ঘন্টা ত্রিপুরার বন্ধ ডাকায় আগরতলা ও তত্সহ অন্যান্য এলাকায় বন্ধ পালিত হয়। তথাপি কতিপয় (অনুমান ২০/৩০ জন) কংগ্রেস (আই) বিক্ষোভকারী কংগ্রেস পতাকা হাতে নিয়া বেলা অনুমান ১০-৪৫ মিঃ হইতে ১১টার মধ্যে সচিবালয়ের প্রধান গেইটের সম্মুখে ১২ ঘন্টার বন্ধের সমর্থনে বিভিন্ন ধ্বনি দিতে দিতে জোরপূর্বক গেইট অতিক্রম করিয়া সচিবালয়ে প্রবেশের চেষ্টা করে। কর্তব্যরত পুলিশ উক্ত বিক্ষোভকারীদের বেআইনী কার্য্যকলাপে বাধা প্রদান করিলে বিক্ষোভকারীগণ কর্তব্যরত পুলিশের উপর ঝাপাইয়া পড়ে। ফলে একজন কনষ্টেবল আহত হয়। ইতিমধ্যে কর্তব্যরত পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ১২ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তাহাদের নামের তালিকা সংগে দেওয়া হইল। উপরিউক্ত ঘটনার সংশ্রবে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে পশ্চিম আগরতলা থানায় গত ১৫/৪/৮৫ ইং তারিখ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩/৩৩২ ধারায় মোকদ্দমা নং ২৬ (৪) ৮৫ ইং নথিভুক্ত করা হয়। ধৃত বিক্ষোভকারীদের ১৫/৪/৮৫ ইং তারিখেই পশ্চিম থানা হইতে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। আহত পুলিশ কনষ্টেবলকে ভি, এম, হাসপাতালের ইমারজেনসি বিভাগ হইতে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পুলিশ কর্তৃক কংগ্রেস (আই) বিক্ষোভকারীদের উপর কোনরূপ লাঠি চালনা করা হয় নাই এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কেউ আহত বা জখমপ্রাপ্ত হয় বলিয়া সরকারের কাছে কোন সংবাদ নাই। ধৃত ১২ জন বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ২ জন মহিলা আছেন। ধৃত ব্যক্তিদের নামের তালিকা :—

১) শ্রীভোলানাথ দেব পিতা শ্রী রামমোহন দেব, সম্পাদক, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস (আই)।

২) শ্রী পবন রায় পিতা মৃত সুখেন্দু রায়, রামনগর রোড নং ৬, আগরতলা।
৩) শ্রীসুশান্ত রায় পিতা শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র রায়, জয়নগর আগরতলা।
৪) শ্রীযুধিষ্ঠীর সাহা, পিতা, মৃত গন্ধ চরণ সাহা, জয়নগর, আগরতলা।
৫) শ্রীমিহির চক্রবর্ত্তী, পিতা শ্রীননী গোপাল চক্রবর্ত্তী, জয়নগর আগরতলা।
৬) শ্রীরণজিত সাহা পিতা শ্রীযোগেশ সাহা, জয়নগর, আগরতলা।
৭) শ্রীবাপি ঘোষ পিতা শ্রীমানিক লাল ঘোষ, জয়নগর আগরতলা।
৮ শ্রীরণজিত দাস, পিতা মৃত রজনী কান্ত দাস, বড়দোয়ালী আগরতলা।
৯) শ্রীশেখর ভৌমিক, পিতা শ্রীশৈলেন্দ্র ভৌমিক, ভট্টপুকুর আগরতলা।
১০) শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্ত্তী, স্বামী শ্রীশৈলেশ চক্রবর্ত্তী, রামনগর রোড নং ১০, আগরতলা।
১১) শ্রীমতি গায়েত্রী ভৌমিক, পিতা মৃত মাখন ভৌমিক।
১২) শ্রীআশুতোষ দাস, ওরফে মধু, সম্পাদক এন. এস, ইউ, আই।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিলেন সেটা বাঁধাধরা কথা, তার সংগে বাস্তবের কোন মিল নেই। প্রকৃত ঘটনা হল তারা সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং করছিল এবং পুলিশ সুপার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেখানে ওদের উপর লাঠি চালনা পরিচালনা করেছেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বলেছেন যে, কেহ আহত হয় নাই এই বিবরণ সত্য নহে। প্রকৃত ঘটনাকে এখানে বিকৃত করা হয়েছে এবং এই ধরণের কোন বিবরণ কোন খবরে বা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পায় নি যে, পিকেটাররা পুলিশের উপর আক্রমণ করেছিল। এন, ইউ, সি (আই) এর সদস্য আশুতোস দাস ওরফে মধুসুদন দাস সে আহত হয়েছিল এবং পুলিশের তরফ থেকে তাকে হাসপাতালে অ্যাডমিটেড করা হয়েছিল এবং বাকীদের পশ্চিম থানায় পেরেড করানো হয়েছিল এবং কিছু সংখ্যককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। আমরা দেখেছি কিছুদিন আগে গোলবাজারে সাধারণ মানুষের উপর পুলিশ আক্রমন করেছে এবং টিয়ার গ্যাস ইত্যাদি ও ছোড়া হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সমস্ত তথ্য অবগত আছেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এটা দুঃখজনক। এই লিস্ট দেখলে যে কেউ ধারণা করতে পারেন যে কংগ্রেসের দায়িত্বশীল নেতৃত্ব দ্বারা এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। ধর্মঘট শান্তিপূর্ণভাবে চলছিল, কুকুর তাড়ানো ছাড়া সেখানে আর কিছু করার ছিল না। কারণ ঐ দিন কর্মচারীরা অফিসে আসে নি। ওরা চেয়েছিল, পুলিশ গুলি ছুড়ুক যেমনটি অন্যান্য কং ই) রাজ্যে ঘটছে এবং আমরা সেটা হতে দিয় নি। ওরা পুলিশ অফিসারদেরকে আক্রমন করেছে। কাজেই মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করছি, ওরা যেন এখানে শহরে উস্কানী

দিয়ে অশান্তি সৃষ্টি না করেন। মাননীয় সদস্য গোলবাজার সম্পর্কে বললেন। উনি কি চান যে আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব কিছু সমাজবিরোধীদের হাতে চলে যাক? কিছু সমাজ বিরোধী লোক আনঅথরাইজড্ জায়গায় ঢুকেছিল এটা সরকার কোন অবস্থাতেই মেনে নিতে পারেন না।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গোলবাজারের ঘটনাকে অত্যন্ত ছোট করে দেখছেন। সেখানে তাদের উপর পুলিশ নির্যাতন করেছে, ফাঁকা আওয়াজও করা হয়েছে। পশ্চিম থানার পুলিশ সুপার স্বহস্তে এন এস, ইউ, সি (আই)-এর সম্পাদক এবং পি, সি, সি, (আই) এর সদস্যকে থানায় নিয়ে হাজির করেন এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় সদস্য কি করে একজন দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছেন বুঝতে পারছি না। এস পি, (ওয়েস্ট) যেভাবে ওদের উস্কানীমূলক কাজের মোকাবিলা করেছেন সেইজন্য উনাকে আমাদের এই হাউসের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই।

অধ্যক্ষ মহোদয় :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। গত ৩১-৫-৮৫ইং তারিখ মাননীয় শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয় বস্তুর উপর মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয় বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তু হলো :—

"সম্প্রতি সিনেমাহল মালিক পক্ষের হলগুলির ব্যবস্থাপনায় চরম ঔদাসীন্যে দর্শকবৃন্দের অসুবিধা সম্পর্কে"।

শ্রী খগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৯টি স্থায়ী সিনেমা হল আছে। এর অধিকাংশই অনেক পুরাণো। এর মধ্যে ৪টি আগরতলা শহরে, ১টি ধর্মনগর, ১টি কৈলাসহর, ১টি খোয়াই, ১টি তেলিয়ামুড়া এবং ১টি উদয়পুরে অবস্থিত। এই হল গুলি ১৯৫১ সালের ইণ্ডিয়ান সিনেমা অটোগ্রাফ অ্যাকট অনুসারে ছবি দেখানোর জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। জেলা শাসকরা আইন অনুসারে এর লাইসেন্সিং অথরিটি। সিনেমা হলগুলির সুযোগ সুবিধা অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আছে কিনা তা আমরা ক্ষমতায় আসার পরে হলগুলি পরিদর্শন করে দেখি। এরা সময়ে সময়ে জেলা কর্তৃপক্ষের অফিসাররা দেখেন, এবং সময়ে সময়ে তার অধস্তন অফিসার যারা আছেন ওরাও দেখেন। আমরা বরাবরই এই সিনেমা হলের মালিকরা যাতে জনসাধারণের জন্য অর্থাৎ যারা সিনেমা দেখেন সেই সব দর্শকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা অর্থাৎ বসার জায়গা, প্রয়োজনীয় আলোর ব্যবস্থা ও টিকিট কাটার সুযোগ সুবিধা দেখেন তার জন্য নির্দেশ

দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ আমি উল্লেখ করতে চাই, আগরতলা শহরে ১টি সিনেমা হল আছে – যদিও শহরটা পরিকল্পিত ভাবে গড়ে উঠেনি তার জন্য দেখা গিয়েছে, সিনেমার টিকিটের জন্য লাইন রাস্তায় চলে আসে। ফলে, গাড়ী ঘোড়া বন্ধ করে দিতে হয়। জনসাধারণের যাতায়াতেরও অসুবিধা হয়। তাই এই সমস্ত টিকিট কাটার সুযোগ সুবিধা, পায়খানা-প্রস্রাবাগার, প্রয়োজনীয় আলো বাতাস যাতে ভেতরে প্রবেশ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা, পানীয় জলের সুব্যবস্থা ইত্যাদি ন্যুনতম সুযোগ সুবিধা দর্শকদের দিতে হবে। সময়ে সময়ে লাইসেন্সিং অথরিটি যারা আছেন তারা এই সিনেমা হলের মালিদের নির্দেশ দিয়ে থাকেন যাতে সুযোগ সুবিধা দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এটা যদি তারা না করেন, তাহলে ১৯১২ সালের যে ইণ্ডিয়ান সিনেমা অটোগ্রাফ অ্যাকটের ধারা বলে– আইন বলে তাদের লাইসেন্স বাতিল করে দেবারও প্রভিশান আছে। তবে, যেহেতু আগরতলা শহরে বেশী সিনেমা হল নেই এবং আমরা সরকারে আসার পরে আগরতলা শহরে বা তার আশে-পাশে এয়ার কণ্ডিশান সিনেমা হল তৈরী হতে পারে দর্শকরা যাতে আরো বেশী যেতে পারেন, আমোদ প্রমোদের জন্য যাতে আরো বেশী সুযোগ করে দেওয়া যায় তার জন্য কয়েক বার আমরা দরখাস্ত চেয়েছিলাম। কিন্তু ২ । ১টি ক্ষেত্রে দরখাস্ত এসেছিল। তারপরে এগুলি তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বা লাইসেন্স নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। আমরা দেখেছি একেবারে চরম ব্যবস্থা নেওয়ার আগে আমাদের বর্ত্তমানে যে সিনেমা হলগুলি আছে সেগুলিতে কি কি সুযোগ সুবিধা আরো সম্প্রসারিত করলে পরে দর্শক মণ্ডলীর যাতে কোন অসুবিধা না হয় দর্শকমণ্ডলী ভাল ভাবে সিনেমা দেখতে পারেন সে জন্যও আমরা সময়ে সময়ে নির্দ্দেশ দিয়ে থাকি। ১৯৮৩ সালে আমি আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক এবং অন্যান্য অফিসার সহ গিয়েছিলাম, এবং প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশও দেওয়া হয়। স্যার, এই নির্দ্দেশগুলি তারা অমান্য করে। আমরা আইন অনুসারে লাইসেন্স বাতিল করতে পারি। দর্শকরা যাতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বর্ত্তমান সিনেমা হলগুলিতে পেতে পারে তার জন্য লিগেল অ্যাডভাইস দেওয়া হয়েছে। সিনেমা হলের মালিকরা যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তার জন্য আমাদের লাইসেন্সিং অথরিটি, যারা লাইসেন্স দিয়ে থাকেন তারা ঐ নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

শ্রী ভানুলাল সাহা :– মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, জেলা শাসক ঐ হলগুলি পরিদর্শনের পর ন্যুনতম যে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়-সীমা বেধে দিয়েছেন, ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেগুলি পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সিনেমা হলের মালিকরা গ্রহণ করেছেন কি ?

শ্রী খগেন দাস :– মিঃ স্পীকার স্যার, আগরতলা শহরে ৪টি সিনেমা হল আছে। জেলা শাসক তদন্ত করে দেখেছেন, কি কি সুযোগ সুবিধা দর্শকদের জন্য সেই সব

হল মালিকদের দিতে হবে, এবং কি কি সংস্কার করতে হবে। সমস্ত কিছুর ডিটেলস্ চার্ট হলগুলিতে দেওয়া আছে। নির্দিষ্ট সময় সীমা দেওয়া হয়েছে, ১৫ই জুন পর্য্যন্ত। যাতে ঐ সময়ের মধ্যে শেষ করেন তার জন্য প্রয়োজনীয়, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রী মানিক সরকার ঃ—প্রশ্নটা এই নয় যে, মালিকরা অক্ষম, এবং সে কারনে তারা দর্শক মণ্ডলীর যে ন্যুনতম সুযোগ সুবিধা পাওয়া উচিত, সিনেমা হলগুলিতে সেগুলি পুরণ করতে পারেন না। কারণ, আমরা জানি যে, আগরতলা শহরে এমন মালিক অনেকেই আছেন যারা একাধিক সিনেমা হলের মালিক। এদের মধ্যে এখানে একটি সিনেমা হলের মালিক থাকলেও সেই সিনেমা হলকে ভিত্তি করে ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে একাধিক সিনেমা হল আছে। এই জায়গায় আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে, মালিক পক্ষ কি সরকারের কাছে তাদের অক্ষমতার কথা বলেছেন? যদি না বলে থাকেন, তাহলে এটাই প্রথম নির্দেশ নয়। আমরা প্রায়শই দেখছি, সারপ্রাইজ ভিজিট দিচ্ছেন, নির্দ্দেশ দিচ্ছেন। কিন্তু, তার ফলশ্রুতি কিছুই হচ্ছে না। ইদানিং আমরা লক্ষ্য করলাম, শ্রমিকরা যখন জিনিস পত্রের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জীবন ধারণ করতে পারছে না তখন তারা বেতন বাড়াবার জন্য একটা আন্দোলন-সূচী নিয়েছিলেন, সেই সময় সরকার পক্ষ যখন মালিক পক্ষকে ডেকে শ্রমিকদের বেতন বাড়াবার কথা বলেন, তখন মালিক পক্ষ থেকে বলা হল, স্যার, আমরা তো পারছি না। কারণ, জিনিস-পত্রের দাম শ্রমিকদের পক্ষে যেমন বেড়েছে ঠিক তেমনি আমাদের ক্ষেত্রেও বেড়েছে। আমরা দেখলাম, সরকারের পক্ষ থেকেও সহানুভূতিশীল হয়ে টিকিটের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু এটা কতকাল চলবে? একদিকে তারা শ্রমিকদের ঠকাচ্ছেন অন্যদিকে দর্শকমণ্ডলীর পকেট কাটছেন, এবং তারপরে তারা একের পর এক গাড়ী বাড়ী করছেন। এটা তো চলতে দেওয়া যায় না। এবং এটা শুধু বললেই হবে না যে, লাইসেন্স কেটে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আমি মনে করি, তাদের বিরুদ্ধে যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে এই ভাবেই চালিয়ে যাবেন।

শ্রী খগেন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার আমার যা ধারনা, এই মালিক পক্ষ অক্ষম নন। আমি প্রতিটি সিনেমা হল ঘুরে দেখেছি যে, ন্যুনতম সুযোগ, সুবিধা অর্থাৎ প্রস্রাবাগার নেই, পানীয় জলের সুব্যবস্থা নেই, গন্ধে বসা যায় না, অধিকাংশ আসন একেবারে ভাঙ্গা এবং একটা সিনেমা হলে আমি দেখেছি, স্ক্রীনটি মাত্র দুই হাত দূরে আছে। এখানে বসে সিনেমা দেখলে চোখ নষ্ট হয়ে যাবে। অথচ, আমরা দেখেছি যে, নতুন নতুন বই আসলে পর সবগুলি হলই হাউস ফুল হয়, এবং তাদের অন্যান্য ব্যবসাও আছে। কিন্তু এটা দুঃখজনক, আমাদের লাইসেন্সিং অথরিটি থেকে বার বার বলা হচ্ছে যে, ন্যুনতম সুযোগ সুবিধা আপনারা দিন। কিন্তু তা সত্বেও ভায়লেট করা

হচ্ছে। আমি আশা করব, চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমরা যে ১৫ জুন সময় যা দিয়েছি সে সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আমরা চাই না, সিনেমা হল বন্ধ করে দিতে। দর্শকরা যাতে দেখতে পাবেন তার ব্যবস্থা আমরা করতে চাই। তাই আমরা চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অর্থাৎ লাইসেন্স ক্যান্সেল করে দেওয়া এটা আমরা চাই না। কিন্তু সরকারকে যদি বাধ্য করা হয়, তাহলে দর্শকদের স্বার্থে, সিনেমা দেখার স্বার্থে, ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা পাওয়ার স্বার্থে যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূরণ করা না হয়, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব। এবং আমরা আশা করব, সিনেমা হলের মালিক যারা আছেন তারা দর্শকদের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা দেবেন।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি, সিনেমা আরম্ভ হবার আগে যে নিউজ রীল দেখানোর নিয়ম, প্রায় সিনেমা হলেই তা দেখান হয় না? অথচ আইনত, সিনেমা আরম্ভ হবার আগে তা হল মালিকরা দেখাতে বাধ্য। তাছাড়া, অনেক লোক ন্যায্য মূল্যে টিকিট পায় না। ব্ল্যাক হয়—কালোবাজারী হয়। এই কালোবাজারীদের নিয়ে প্রায়ই সিনেমা হলের সামনে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। এই সব মিলিয়ে মানুষ চিত্ত বিনোদনের জন্য যে সিনেমা হলে যায় তা না হয়ে হয়ে যায়, চিত্তহননের ব্যবস্থা। কাজে কাজেই এই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী খগেন দাস :— স্যার, মাননীয় সদস্য প্রথমে যেটা বলেছেন, সেটা আমার জানা নাই তবে এ সম্পর্কে আমি নিশ্চই খোঁজখবর নেব। ২য়, টিকিট কালোবাজারী হয় এটা ঠিক। তার জন্য সরকার তরফ থেকে বার বার চেষ্টা করা হয়েছে আগরতলা শহর এবং শহরতলী আরও কিছু সিনেমা হল করা যায় কিনা এবং তার জন্য দরখাস্ত আহ্বানও করা হয়েছিল, কোন সারা পাওয়া যায় নি। তবে টিকিট কালোবাজারী রোধে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে প্রয়োজন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে কিছু সিনেমা হল বাড়াবার জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিদের আহ্বান করেছিলেন। আমি জানি এ ব্যাপারে ২টা দরখাস্ত জমা পড়েছে, বর্ত্তমানে এগুলি কি অবস্থায় আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীখগেন দাস :— স্যার, দরখাস্ত করার পর উনারা আর এগিয়ে আসেন না। একটা আমি জানি জনৈক কার্ত্তিক ভট্টাচার্য্য একটা এয়ার কণ্ডিশান হল করার জন্য দরখাস্ত করেছিলেন কিন্তু পরে এ সম্পর্কে তিনি আর কোন তদারক করেন নি।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ণ দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো -

"গত ২০/৫/৮৫ ইং নলছড়ে শ্রীমতী বীনা সাহা নামে জনৈকা মহিলাকে গণধর্ষণ সম্পর্কে"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ন দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি --

গত ২০/৫/৮৫ ইং তারিখ নলছড়ে শ্রীমতি বীনা সাহা নামে জনৈকা মহিলাকে গণধর্ষনের সংবাদ সরকারের কাছে নেই। তবে গত ২১/৫/৮৫ ইং তারিখ রাত্রি ২টা ২৫মিঃ এর সময় মেলাঘড় পুলিশ ফাঁড়ির এক কনষ্টেবল ডিউটি করা কালীন একটি মেয়েকে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় ৩/৪ জন যুবক রিক্সা করিয়া মেলাঘর হাসপাতালে যাইতে দেখেন। কনষ্টেবলের সন্দেহ হওয়ায় ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত দারোগা বাবুকে ঘটনাটি অবহিত করেন। দারোগা বাবু হাসপাতালে গিয়া ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করে জানিতে পারেন যে উক্ত মেয়েটির স্ত্রী অঙ্গে গুরুতর জখম আছে এবং সন্দেহ ইহা একটি বলাৎকারের ঘটনা। ডাক্তার বাবু আরো বলেন, কাপড় রাসায়নিক পরীক্ষা ভিন্ন সঠিক মতামত দেওয়া সম্ভব নয়। মেয়েটি নিজেকে বীনা সুত্রধর বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু তাহার আসল নাম বীনা চক্রবর্ত্তী।

দারোগাবাবু আহত শ্রীমতী বীনা সুত্রধর ও উপস্থিত তিন জন যুবককে জিজ্ঞাসা করে জানিতে পারেন যে বিগত ২০/৫/৮৫ ইং সকাল বেলার দিকে যাত্রাপুর থানার বাঁশপুকুর গ্রামের শ্রীনলিনী চক্রবর্ত্তীর মেয়ে শ্রীমতি বিনা চক্রবর্ত্তী ও ঐ গ্রামে শ্রীপুলিন সুত্রধর পরস্পর পরস্পরকে বিবাহ করিবে এই শলা পরামর্শ করিয়া কাহাকেও না জানাইয়া তাহাদের গ্রামে শ্রীদুলাল দেবনাথ, শ্রীরবীন্দ্র দেবনাথ এবং বিরামপুর গ্রামের শ্রীমকিজ মিঞা সহ সোনামুড়া থানাধীন পূর্ব নলছড় গ্রামের শ্রীসুনীল দেবনাথের বাড়ীতে আসে। ঐ দিন অর্থাৎ ২০/২১-৫-৮৫ ইং তারিখ রাত্রি বেলায় উক্ত শ্রীপুলিন সুত্রধর এবং শ্রীমতী বীনা চক্রবর্ত্তী স্বামী স্ত্রী হিসাবে মিলিত হয় এবং শ্রীমতি চক্রবর্ত্তী তাহার গোপন অঙ্গে গুরুতর রক্তাক্ত জখম প্রাপ্ত হয়। আলোচনায় ডাক্তারের অভিমত যে তাহার সন্দেহ একাধিক ব্যক্তির ধর্ষনের ফলেই এই রূপ জখম হইয়াছে।

উক্ত মামলাটি ধর্তব্য অপরাধে জড়িত সন্দেহে পুলিশ শ্রীপুলিন সুত্রধর, শ্রীদুলাল দেবনাথ এবং শ্রীসুনীল দেবনাথকে সঙ্গে সঙ্গে (২১.৫.৮৫ ইং) গ্রেপ্তার করে ঐ দিনই

সোনামুড়া আদালতে প্রেরন করেন। ধৃত তিন ব্যক্তি এখনো জেল হাজতে আছেন।

উক্ত ঘটনা গত ২১.৫.৮৫ ইং তারিখ মেলাঘর পুলিশ ফাঁড়িতে নথীভুক্ত করা হয় এবং পরবর্ত্তী সময়ে সোনামুড়া থানায় নথীভুক্ত করে ফৌজদারী কার্য্য বিধির ১৫৭ ধারা মতে তদন্ত সুরু করা হয়।

তদন্তকালীন ধৃত ব্যাক্তিদের ডাক্তারী পরীক্ষা করান হয় এবং তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য সীজ করা হয়। আহত শ্রীমতি বীনা চক্রবর্ত্তীকে চিকিৎসার পর গত ২৫.৫.৮৫ ইং মেলাঘর হাসপাতাল হইতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

তদন্তে আরো প্রকাশ, আহত মেয়েটির প্রকৃত নাম ও পদবী শ্রীমতি বীনা চক্রবর্ত্তী, পিতা শ্রীনলিনী চক্রবর্ত্তী, গ্রাম বাঁশ পুকুর, থানা যাত্রাপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা, মেয়েটির বয়স ২০ বৎসর বলিয়া তাহার পিতা জানান, মেয়েটি সম্ভবতঃ গোপনীয়তা রক্ষার্থে তাহার পদবী পরিবর্ত্তন করিয়াছিল।

উক্ত ঘটনায় জড়িত শ্রী রবীন্দ্র দেবনাথ এবং শ্রীমকিজ মিঞা বর্ত্তমানে পলাতক। তাহাদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে।

ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীরসিকলাল রায় :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গত ২০ তারিখে বাঁশ পুকুর থেকে উক্ত মেয়েটিকে ভাগিয়ে নিয়ে সুনীল দেবনাথের বাড়ীতে তোলা হয়েছে এবং সেখানে কয়েক জন মিলে মেয়েটিকে ধর্ষন করে এবং মেয়েটি চীৎকার করছিল এবং ঐ রাত্রিতেই নলছড়ের একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার দিয়ে মেয়েটিকে চিকিৎসা করার চেষ্টা করা হয় এবং মেয়েটির চীৎকারে গ্রামবাসীরা হৈ হুল্লা শুরু করলে তারা মেয়েটি আর বাড়ীতে রাখা যাবে না এই ভেবে একটা রিক্সা করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষ মেয়েটির সিরিয়াস অবস্থা দেখে থানায় খবর দেয় এবং থানার দারোগা মেয়েটির নিকট থেকে ডিটেলস জানার পর সেই লোকগুলিকে ঐখানেই গ্রেপ্তার করে এটা সত্যি কিনা এবং এই ছেলেগুলি সব সময়ই এই ধরনের ঘটনা করে থাকে এবং এরা নলছড়ে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি লোকাল কমিটির কর্মী কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই সব তথ্য আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার—আজ আরো একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো…

"গত ২৬শে মে সিধাই থানার অন্তর্গত কলাগাছিয়া গ্রামে ডাকাতের হামলায় ক্ষীরমোহন সরকারের মৃত্যু সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— গত ২৫, ৫, ৮৫ ইং তারিখ রাত্র অনুমান ১০টার সময় সিধাই থানার কলাগাছিয়া গ্রামের শ্রীক্ষীরমোহন সরকার তাহার পরিবারের লোকজন সহ খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া বাড়ীর উত্তরের ঘরে ঘুমান। রাত্রি অনুমান ১০-৩০ মিঃ-এর সময় তিন জন ডাকাত দা, বল্লম এবং টর্চ লাইট নিয়ে ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করে। শ্রীক্ষীরমোহন সরকার তখন ডাকাত দলকে বল্লম নিয়ে আক্রমণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতরা তাহাকে এলোপাথারি কুপাইতে থাকে। ইত্যবসরে শ্রীক্ষীরমোহন সরকারের স্ত্রী ঘরের অন্য দরজা দিয়া পাড়ার লোকজনকে ডাকিতে বাহির হইয়া যায়। লোকজন নিয়ে এসে স্বামীকে ঘরে দেখিতে না পাইয়া তিনি সবাইকে নিয়ে খোঁজতে খোঁজতে বাড়ীর উত্তর পশ্চিম দিকে সিধাই আগরতলা রাস্তার পার্শ্বে স্বামীকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পান। মৃতের শরীরে বিভিন্ন স্থানে রক্তাক্ত জখম দেখা যায়।

মৃত ক্ষীরমোহন সরকারের পুত্র শ্রীলক্ষ্মীকান্ত সরকারের অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারায় সিধাই থানায় ১২ (৫) ৮৫ নং মামলা নথিভূক্ত করে পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে ডাকাত দলটি বাংলাদেশী বলিয়া জানা যায়। তাহারা সংখ্যায় ৬। ৭ জন বলিয়া অনুমান হইতেছে ডাকাতরা নগদ মং ১৫০ টাকা, পুরাতন কাপড় এবং বাড়ীর দলিলপত্র নিয়া যায়। ঘটনাস্থল সীমান্ত হইতে প্রায় ২ কিঃ মিঃ দূর। বাড়ীর লোকজন ডাকাতদের কাহাকেও চিনিতে পারেন নাই।

তদন্তকালে একটি রক্তাক্ত দাঁ যাহা ডাকাতরা ফেলিয়া গিয়াছে ঘটনাস্থল হইতে পুলিশ সীজ করিয়াছে। মোকদ্দমার তদন্ত কার্য্য চলিতেছে। উক্ত মোকদ্দমায় কাহাকেও ধৃত করা সম্ভব হয় নাই এবং বি, এস, এফ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বি ডি, আর-এর সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা হইতেছে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কিনা যে, গত ২৫ ৩, ৮৫ ইং তারিখে এই কলাগাছিয়াতে ডাকাতি হয়েছিল ক্ষীরমোহন সরকারের বাড়ীতে। উনার বাড়ীতে ডাকাতরা ঢুকে তাঁকে নৃশংস ভাবে হত্যা করেছে। তখন কলাগাছিয়ার জনসাধারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসে বলেছেন যে. ঐ এলাকায় শান্তিতে বসবাস করার জন্য এবং সাধারণ মানুষের উপর যে ভাবে খুন সন্ত্রাস চলছে তার জন্য সেখানে পুলিশ ফাড়ি চেয়েছিলেন। কলাগাছিয়ার পেছনের গ্রাম হচ্ছে দ্বিজনগর, একটা সেখানে পুলিশ ক্যাম্প ছিল, সেই পুলিশ ক্যাম্পের নামে ৪ কানি জায়গা আছে এবং বর্ত্তমানে সেখানে টিনের ঘর আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তখন বলেছিলেন যে বি এস এফ, সেই অঞ্চল রক্ষা করবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেখান থেকে আসার পর সেখানে অমূল্য রায় ভৌমিক, মনীন্দ্র শীলের বাড়ীতে ডাকাতি হয়ে গেল। কাজেই কিভাবে সেই অঞ্চলে

শান্তির পরিবেশ গড়ে তোলা যায় এবং মানুষ যাতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে এই চেষ্টা করা হবে কিনা ? কারণ অদ্যাবধি সেখানে পুলিশ ক্যাম্প দেওয়া হয় নি। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি, তিনি যেন এই ব্যাপারে দৃষ্টি রাখেন, কারণ যেভাবে মানুষের ধন, সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য রেখে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন সেটা ঠিকই, খুব দুঃখজনক যে এই এলাকায় পর পর কয়েকবার ডাকাতি হয়েছে এবং ডাকাতির সঙ্গে খুন এই ধরণের ঘটনা এটা শুধু নয় আরও এই রকম ঘটনা ঘটছে, এই জন্যই ঐ গ্রামের লোকেরা যখন আগরতলায় আসেন আমরা কলাগাছিয়ায় একটা বৈঠক করি সেখানে বি, এস, এফ ছিলেন, আমাদের পুলিশ অফিসাররা ছিলেন এবং গ্রামের সব অংশের মানুষ সেখানে একত্র হয়েছিলেন। এই কথা ঠিক যে গ্রামের লোকেরা চাচ্ছিলেন ঠিকই যে যাতে ওখানে একটা পুলিশ ফাঁড়ি হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের যথেষ্ট পুলিশ না থাকায় ব্যবস্থা হল যে রাত্রিতে সিধাই থানা থেকে একটা পুলিশ ইউনিট ওখানে সারা রাত্রি পাহারা দেবে এবং বি, এস, এফ তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। যদিও বর্ডার থেকে জায়গাটা প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে, তবু রাত্রিতে বি, এস, এফ এবং আমাদের পুলিশ পাহারা দেবে। তাছাড়া ঐ মিটিং-এর পর আমরা এটা ঠিক করি যে, রাত্রিতে সব এলাকায় কার্ফু জারী করা হবে, যাতে সন্দেহ হলেই ঐ এলাকার পুলিশ বা বি, এস, এফ গ্রেপ্তার করতে পারেন। তারপরও দেখা যাচ্ছে যে ডাকাতি বন্ধ হচ্ছে না। শুধু এখানে নয়, আরও অন্যান্য জায়গাতে এই ধরণের বি, ডি, আর-এর ক্ষেত্রেতে আমাদের রিপোর্ট হচ্ছে যে, বি, ডি, আর-এর সহযোগিতায় ওখানে কিছু ডাকাতি সংগঠিত হচ্ছে। আমাদের বি, এস, এফ, এবং বি, ডি আর তাদের পর্য্যায়ে এই সম্পর্কে আলোচনা করবেন বা হয়তো শুরু করেছেন। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে দুইটা বি, এস, এফ ফাড়ির মাঝখানে যদি আমরা আমাদের নিজেদের ফাড়ি দিতে পারি তাহলে বর্ডারের ক্রাইম অনেকটা কমানো যাইতে পারে, কিন্তু সেরকম সংখ্যক পুলিশ আমাদের নেই যার জন্য আমাদের এই ধরণের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। আমি দেখব যদি আমরা পুলিশ সংগ্রহ করতে পারি তাহলে এখানে একটা ফাড়ি খোলা যেতে পারে আর যতক্ষণ ফাড়ি খোলা না যায় সিধাই থানা থেকে রাত্রি শেষ পর্য্যন্ত যাতে ওখানে পাহারার ব্যবস্থা করা যায়, সে ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এটাও তদন্ত করে দেখবেন কিনা যে ক্ষীরমোহন সরকারের বাড়ীতে ডাকাতি হওয়ার পর আজকেও আমি খবর পেয়েছি যে, সেই এলাকার জনসাধারণ সেখান থেকে বাড়ী ঘর ভেঙ্গে আসতে আরম্ভ করেছেন, এর কারণ কি ? সেদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। রাজবিহারী নাগ উনাকে

ডাকাতরা নৃঃশংসভাবে হত্যা করল এবং তার সমস্ত ধন সম্পত্তি লুট করে নিয়ে গেল। এই রাজবিহারী নাগের পরিবারের যে কোন একজনের চাকুরী বা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে কিনা? মনীন্দ্র রায় ভৌমিক উনার সমস্ত কিছু ডাকাতরা লুট করে নিয়েছে, উনার ৭টি গরু সহ সমস্ত কিছু লুট করে নিয়ে গেছে। ক্ষীরমোহন পরিবারের তিনিই একজন উপার্জনশীল ব্যক্তি উনাকেও হত্যা করা হয়েছে, উনাকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে কিনা? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বি, ডি, আর কে সন্দেহ করেছেন তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি সেই এলাকায় ভাল করে তদন্ত করা হউক। আমার মনে হয় বাংলাদেশের দ্বারা শুধু এই কাজগুলি হচ্ছে না, আমাদের ত্রিপুরা পুলিশের কোন হাত আছে কিনা, না হলে পর পর সেখানে যেভাবে ডাকাতি সংগঠিত হচ্ছে কাজেই সে ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী — স্যার, যারা খুন হয়েছেন তাদের পরিবারকে আমরা আর্থিক সাহায্য করি। যাদের গরু বাছুর ডাকাতরা লুট করে নিয়েছে তাদের আমরা আর্থিক সাহায্য করি, কিছু করা হয়েছে এবং আরও যাদের ক্ষতি হয়েছে তাদের আমরা সাহায্য করবো। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে বিভিন্ন কারনে মানুষকে মানুষ খুন করছে। যেখানে উগ্রপন্থী-দের হাতে খুন হয় অথবা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হয় সে সব জায়গায় আমরা চাকুরীর ব্যবস্থা করি, কিন্তু ডাকাত অথবা কোন এক্সিডেন্টে যদি মৃত্যু হয় সে সব ক্ষেত্রে যদিও করা উচিত, কিন্তু সব ক্ষেত্রেতে করা সম্ভব হচ্ছে না। দ্বিতীয়তঃ মুখ্যমন্ত্রী :— এইটা ঠিক যে বাংলাদেশের ডাকাতরা যদিও প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে তবু স্থানীয়ভাবে তাদের সহযোগিতা নিশ্চয়ই আছে, সেগুলি পুলিশ চেষ্টা করবে বের করতে।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ —মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এও তদন্ত করে দেখবেন কিনা বা জানেন কিনা যে, এই রাসবিহারী সরকার উনি আমাদের কলাগাছিয়ার একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী ছিলেন, অমূল্য রায় উনি একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী ছিলেন, মনীন্দ্র শীল একজন কংগ্রেস কর্মী ছিলেন এবং ক্ষীরমোহন সরকার উনিও একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী ছিলেন। কি কারণে এইদিকে এত ডাকাতি এবং এইখানে বিশেষ করে কংগ্রেস কর্মীদের খুন করা হচ্ছে। এইদিকে দৃষ্টি রেখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন ২টা বি, এস, এফ ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও এর মধ্যে এই ঘটনা এইদিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দৃষ্টি দেবেন কিনা এবং এ অঞ্চলে আমি আজকে খবর পেলাম ৫-৭টা পরিবার তারা সেখান থেকে ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে এসেছে। কাজেই এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই লোকগুলি যাতে সেখানে শান্তি-পূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে সেইজন্য এইদিকে দৃষ্টি রেখে হাউসে বলবেন কিনা, ঐখানে যদি পুলিশী ব্যবস্থা করা হয়, আমার মনে হয় ঐ লোকগুলি শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারবে এইদিকে মাননীয় মন্ত্রী দৃষ্টি দেবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : স্যার, এইটা খুবই বলা শক্ত, আমার মনে হয়না যে, ডাকাতরা কংগ্রেস কর্মীদের লোকদের ওখানে খুন করছে। পুলিশের কাছে এইরকম তথ্য নেই। দ্বিতীয়তঃ এইখানে আমি আগেই বলেছি কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সেটা সরকার চিন্তা করে দেখছেন।

মিঃ স্পীকার :— আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য মহোদয়া কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল : — 'গত ২৬শে মে ১৯৮৫ ইং সদর পশ্চিম কোতোয়ালী থানাধীন নতুন নগর এলাকার মধ্যভূবনবন গ্রামে কং (ই) দুর্বৃত্ত কর্তৃক শ্রীমতি কনিকা রায়কে অপহরন ও শ্লীলতা হানি সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— গত ২৬-৫-৮৫ ইং তাং দুপুর বেলা অনুমান ১টার সময় পশ্চিম ভূবনবন সাকিনের শ্রী অনিল কুমার রায়ের অবিবাহিত মেয়ে শ্রীমতি কনিকা রায় ওরফে ডলি বয়স অনুমান ১৯ বৎসর বাড়ীর পশ্চিম দিকে একটি জলের কলে স্নান করিতে যায়। এমন সময় ঐ সাকিনের শ্রীঅশ্বিনী রায়ের ছেলে শ্রীসুনীল রায় বয়স অনুমান ১৯/২০ বৎসর ধরে ও অশ্লীল ব্যবহার করে। শ্রীমতি কনিকা ডাক চীৎকার করিতে থাকিলে বিবাদী শ্রীসুনীল রায় কনিকাকে ছাড়িয়া পালাইয়া যায়। উপরোক্ত ঘটনা বিগত ২৭-৫-৮৫ ইং বিকাল ১টার সময় শ্রীমতি রায় আগরতলা পশ্চিম থানায় স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অভিযোগ করিলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৫ নং ধারায় ৪৭ (৫) ৮৫ নং মোকদ্দমা রুজু করতঃ পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তে জানা যায় যে উক্ত ছেলের বাড়ী মেয়ের বাড়ীর সামান্য উত্তর দিকে তাহারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকে চিনে। শ্রীমতি কনিকাকে একা পাইয়া শ্রীসুনীল রায় তার শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। ছেলের ভাই মধ্য ভূবনবন গাঁওসভার উপপ্রধান। শ্রীমতি কনিকা রায়কে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারী পরীক্ষা করানো হয়েছে। ডাক্তারী রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নাই। ক্রমাগত পুলিশী তল্লাশীর ফলে আসামী গত ৩০-৫-৮৫ ইং তাং মাননীয় সদর সি জি এম আদালতে আত্মসমর্পন করে এবং ঐ দিনই সংগে সংগে মাননীয় আদালত হইতে জামিনে মুক্তি পায়। ডাক্তারী রিপোর্ট পাওয়া গেলে উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হইবে। প্রকাশ থাকে যে, আসামীর বড় ভাই ভূবনবন গাঁও সভার উপ প্রধান এবং কংগ্রেস (ই) সমর্থক ও কং (ই পক্ষ হইতে নির্ব্বাচনে দাড়াইয়াছিল।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য : -- পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই কনিকা রায়, ও যখন টিউবওয়েলে যাচ্ছিল, বৃষ্টি পড়ছিল, সেই মুহূর্তে তাকে সেখানে শ্লীলতাহানি করা

হয়। চীৎকার সত্ত্বেও কেউ শুনতে পায়নি বৃষ্টির জন্য। কিন্তু তারপরও তার বাবা অর্থাৎ কনিকা রায়ের বাবা যখন সুনীল রায়ের বাবার নিকট গেলেন এবং উপপ্রধান সুনীল রায়ের ভাই রাখাল রায় তখন গ্রামের কংগ্রেস কর্মী সহ তাদেরকে সেখানে ধমকালেন এবং সেখানে মারার জন্য উদ্যত হলেন। সেই জায়গায় বিচার না পেয়ে তারা সেখান থেকে থানায় চলে যায়। এই যে সুনীল রায় এবং রাখাল রায় তার নেতৃত্বে এই গ্রামে এই এলাকার প্রায় বাড়ীতে সেখানে মেয়েদের উপর অত্যাচার আক্রমন চলছে। মাননীয় মন্ত্রী সেটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা যে কিছুদিন পূর্বে ঐ গ্রুপ মার্কসবাদী লোক্যাল কমিটির সদস্য শৈলেন্দ্র শীলের বাড়ীতে সেখানে তার বাবাকে আক্রমন করে এবং মারধোর করে তাকে জখম করে এবং তার বয়স্কা বোনকে সেখানে মারধোর করে। সেই বোন বেরিয়ে যাওয়ার জন্য বাজারের মধ্য দিয়ে দৌড়াতে থাকে। এই সময়ে লোকজন এসে জড় হয় এবং আমরাও যাই। ঐ গ্রুপ পঞ্চানন রায়ের বাড়িতে গিয়ে তার বোনকে আক্রমন করে। এমনি করে এই দলটী রাখাল রায় এবং তার ভাই সুনীল রায়ের নেতৃত্বে এই জায়গার প্রতিটী বাড়ীতে মেয়েদের উপর আক্রমন চালাচ্ছে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এইসব তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :— আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয় কর্ত্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটীর উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "গত ২১শে মার্চ ১৯৮৫ ইং থেকে ভারতের ট্রেড-ইউনিয়ন (C.I.T U.) পরিচালিত ত্রিপুরা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে রাজ্যের প্রায় দুই হাজার বিড়ি শ্রমিক মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে লাগাতর কর্মবিরতি ও বর্ত্তমানে শিখা বিড়ি ফ্যাক্টরীতে মালিকের ঔদ্ধত্যে সৃষ্ট অচলাবস্থা সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে ২১-৩-৮৫ ইং তারিখ হইতে সিট্যুর অন্তর্ভুক্ত ত্রিপুরা বিড়ি শ্রমিক সংঘ ধর্মঘট আরম্ভ করেন। দাবী-গুলির মধ্যে মজুরী বৃদ্ধি, বোনাস, ঠিকা প্রথা বিলোপ ইত্যাদি প্রধান দাবী।

বিগত ১২। ৪। ৮৫ ইং তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে মজুরী বৃদ্ধির দাবী মীমাংসা হওয়ায় ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। নির্দ্ধারিত ৯ (নয়) টাকা মজুরী অন্যান্য মালিকরা মানিয়া নেন। শিখা বিড়ির মালিক নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও সভায় উপস্থিত হন নাই এবং নোটিশও গ্রহণ করেন নাই। ফলতঃ উক্ত প্রতিষ্ঠানে কাজও বন্ধ আছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিড়ি শ্রমিক আইন লঙ্ঘনের বিভিন্ন ধারায় মামলা রজু

করার প্রস্তুতি নেওয়া হইতেছে। ইতিমধ্যে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রমিকদের বিড়ি তৈরী ও সমবায় সমিতি করার জন্য ৩৪১ জন শ্রমিককে প্রতি শ্রমিক ৩০০ (তিনশত) টাকা হারে মজুরী দেওয়া হইবে। এই শ্রমিকগণ সকলেই শিখা বিড়ি তৈরীতে কর্মরত ছিলেন।

কিন্তু মালিকগণ শ্রমিকদের কাজকর্ম্ম বন্ধ করে দিয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় প্রতিদিন প্রায় দুই কোটি বিড়ি বিক্রি হয়, এর মধ্যে অধিকাংশ হচ্ছে বাহির থেকে আনা, ফলে এখানকার শ্রমিকরা তাদের কাজ এবং মজুরী থেকে বঞ্চিত হয়। বাহিরের বিড়ির সঙ্গে প্রতিযোগীতায় ছোট ছোট বিড়ির মালিকরা পেরে উঠছে না, এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যাতে এখানকার বিড়ি শ্রমিকরা বিড়ি তৈরীর কাজটা হাতে নিতে পারেন এবং রাজ্য সরকারের যে সব সংগঠনগুলি আছে তার মধ্য দিয়ে যাতে আমরা বিড়ি বিক্রয় করতে পারি এবং অল্প খরচে বিড়ি উৎপাদনের যে সব মাল মশলা বাহিরে থেকে আনতে হয় এইগুলি যাতে সরবরাহ করতে পারি তারজন্য সামগ্রিক বিষয়টি আমরা এইভাবে গ্রহণ করেছি। শিখা বিড়ির যারা মালিক যারা শুধু বিড়ির শ্রমিক আইনই নয়, তারা অনেক শ্রম আইনই লজ্জন করেছেন, সেইগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই সব সিদ্ধান্ত আমরা করেছি বিড়ি শ্রমিকদের স্বার্থে।

শ্রীবিমল সিনহা :— স্যার, শিখা বিড়ির মালিক বাহিরে থেকে যে সব বিড়ি তৈরী করার তামাক পাতা ইত্যাদি আনেন, মানে সেইগুলিকে বাহিরে থেকে ইচ্ছা মত আনা হচ্ছে, মানে শিখা বিড়ির কোম্পানী আনছেন এবং কোন রকম একসাইস ডিউটি না দিয়ে এবং এই ভাবে যে শিখা বিড়ি তৈরী করে এখানে বিক্রি করছেন, তারপরেও এখানকার ফ্যাক্টরী আইন তার উপর প্রয়োগ হচ্ছে না এবং ষ্টেট সেল টেক্সও এই ব্যাপারে অনেকখানি উদাসীন আছেন। তা এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— সমস্ত ব্যাপারটা সরকার তদন্ত করে দেখবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে শিল্প এবং মালিক এবং শ্রমিকদের সম্পর্ক সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বিবৃতি দিলেন, তা এই সম্পর্কে আমার ত্রিপুরাবাসীর কতগুলি তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা আমি বলছি, শিল্প উদ্যোগ এখানে যেটা চলেছে তাতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠেছে, কিন্তু আমরা দেখেছি যে, এই শিল্প গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে সিটু সংস্থা এই উদ্যোগগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য কতগুলি অবাস্তব দাবী নিয়ে, আমি বলছি না যে শ্রমিকদের দাবী নাই বা দাবীর প্রয়োজন নাই। এখানে আজকে প্রশ্ন হচ্ছে যে, এইটার মীমাংসা করা দরকার, নিশ্চয়ই শ্রমিকদের দাবীকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং শ্রমিকদের স্বার্থেই শিল্পগুলিকে রক্ষা

করতে হবে। কারণ আজকে সরকারী সহযোগিতায় ছোট ছোট ক্ষুদ্র শিল্পগুলির প্রতি যেভাবে আক্রমণ চলছে এবং যার ফলে এখানে শিল্প গড়ে তোলার সুযোগ দেখতে পাচ্ছি না। কারণ এইগুলি করা হচ্ছে উদ্দেশ্য-মূলকভাবে সমস্ত শিল্পগুলিকে ধ্বংস করে শ্রমিকদের বিপন্ন করে তাদেরকে উত্তেজিত করার একটা পরিকল্পনা চলছে পলিটিকেল ফিল্ড তৈরী করার জন্য। ফলে এখানে শিল্পগুলি গড়ে উঠতে পারছে না এবং তার প্রশ্রয় পাচ্ছে এই সরকারের পক্ষ থেকে। তারপর মন্ত্রী মহোদয় বিড়ি সম্পর্কে যা বললেন তাতে আমরা দেখছি যে এখানকার অনেক ব্যবসায়ীগণ বিড়ি আনতে চাইছেন, কিন্তু বিভিন্ন ভাবে তাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে এবং তাদের ক্ষতি সাধন করা হচ্ছে অন্যায় ভাবে। তারা পুলিশের কাছে সাহায্য চেয়ে তা পায় না। আমি বুঝতে পারছি না যে, বাহিরে থেকে বিড়ি আনা যাবে না বলে কোন আইন আছে কি না এবং যদি আইন না থাকে এবং ব্যবসায়ীদের যদি বাহিরে থেকে বিড়ি আনার অধিকার থাকে তাহলে কেন তাদের উপর এইভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে? আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, এই ধরণের যে কার্যকলাপ চলছে সেগুলিকে কেন বন্ধ করা হচ্ছে না এবং পুলিশের কাছে গিয়েও কেন কোন সুরাহা পাচ্ছে না। আমি এই সম্পর্কে মাননীয় আই. জি, পির কাছে বহু তথ্য তুলে ধরেছি এবং তিনি কথা দিয়েছিলেন যে, এই ধরণের ঘটনা যাতে না ঘটে সেদিকে তিনি দেখবেন, কিন্তু দেখা হয়নি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশানটা কোথায়?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— স্যার, এখানে ছোট ছোট শিল্পগুলিকে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করা হবে কি না এবং কিভাবে ব্যবস্থা করা হবে এইগুলিকে বন্ধ করার জন্য?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্য একসঙ্গে ৪/৫টা প্রশ্ন উপস্থিত করেছেন, তবু আমি এই ৪/৫টা প্রশ্নেরই জবাব দিব। আমাদের সরকারের শিল্পনীতির ফলে ত্রিপুরাতে হাজার হাজার ছোট শিল্প গড়ে উঠেছে, যা কংগ্রেস রাজত্বের ৩০ বছরেও হয়নি। গত সাড়ে সাত বছরে হাজার হাজার ছোট ছোট ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠেছে এবং তারা সব রকমের সাহায্য পেয়ে থাকে, মূলধন পেয়ে থাকে, কাঁচা মাল পেয়ে থাকে, এই ধরণের সব কিছুই পান এবং তাদের উৎপন্ন জিনিষ আমরা বাজার করে দেই, যেটা কংগ্রেস আমলে কোন দিন হয় নি এবং তাতে এই শর্তটা থাকে যে শ্রমিকদের ঠকানো যাবে না, ন্যায্য মজুরী তাদের দিতে হবে, আইন মানতে হবে, কারণ আগেকার রাজত্ব আর ফিরে আসবে না যে, যখন তখন শ্রমিকদের ছাটাই করে লাঠি মেরে তাড়িয়ে দেওয়া যাবে কারখানা থেকে বা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে সেই টাকাটা মেরে দেওয়া যাবে ইত্যাদি, এই সব কাজ আমরা অনেকখানি বন্ধ করেছি এবং এইগুলি আমরা বন্ধ করব। এখানে দ্বিতীয় প্রশ্নটা যেটা তিনি তুলেছেন, শ্রমিকরা যখন ধর্মঘট করে তখন নাকি আইন শৃংখলা ও পরিস্থিতির

বিরুদ্ধে কাজ করছেন, এই রকম কোন রিপোর্ট আমাদের কাছে নাই। যতক্ষণ পর্যান্ত শ্রমিকদের ধর্মঘট শান্তিপূর্ণ থাকবে ততক্ষণ পর্যান্ত পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে যাবে না। আগে-কার দিনে মালিকরা পুলিশকে ইচ্ছামত ব্যবহার করত মালিকের পক্ষ হয়ে এবং সেই সুবিধা এখন চলে গেছে. এখন শান্তি ভঙ্গ করলেই পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে, তা ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না। মাননীয় সদস্যদের আমি জানাতে চাচ্ছি যে, যে মালিকের সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে তিনি বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যেই একজন মহারাজা। ছোট ছোট যারা মালিক তারাও তার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ, কারণ অধিকাংশ সময় তার কাজই হচ্ছে বাহিরে থেকে বিড়ি এখানে আনা এবং এখানকার বিড়ি শ্রমিকদের ভাত মারা, এইটাকে মাননীয় সদস্য যদি সমর্থন করেন তিনি করতে পারেন, কিন্তু এই ধরণের কাজকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। যারা ভালভাবে কাজ করবেন, শ্রমিকদের স্বার্থ দেখবেন. নিজেদের শিল্প গড়বার জন্য যারা উৎসাহী তাদের পাশে আমাদের সরকার সব সময় থাকবেন।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্যান্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার কার্যাসূচী হল : লেয়িং অব্ রিপ্লাইজ টু দি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চান। গত বিধানসভার অধিবেশনে মাননীয় সদস্য সর্বশ্রী গোপাল চন্দ্র দাস, মনোরঞ্জন মজুমদার, জওহর সাহা এবং সমর চৌধুরী মহোদয়গণের পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮১ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং মনোরঞ্জন মজুমদার, শ্রীমতী গীতা চৌধুরী, শ্রীকাশীরাম রিয়াং এবং ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়গণের পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৮-এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানদ্বয়ের উত্তরপত্র সভায় পেশ করার জন্য। (ANNEXURE—"D').

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : —Mr. Speaker sir, I beg to lay the reply of the un-starred question No. 81 on the table of the House.

Mr. Speaker sir, I beg to lay the reply of the un-starred question No. 78 on the table of the House.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হল : "Laying of the "Tripura Panchayets (Borrowing Powers) Rules, 1985'.

আমি এখন পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলসটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— Mr. Speaker sir, I beg to lay before the Hou.e a Copy of the Tripura Panchayets (Borrowing Powers) Rules, 1985.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল: এষ্টিমেইট কমিটির আটচল্লিশতম প্রতিবেদন সভার সামনে উপস্থাপন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী অনুপস্থিত থাকায় মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— Mr. Speaker sir, I beg to present to the House the 48th Report of the Committee of Estimates

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আজকের এই সভায় যে পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চান-এর উত্তরপত্র, রুলস্ এবং কমিটির প্রতিবেদন (রিপোর্ট) পেশ করা হয়েছে সেগুলির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

Time extension for presentation of the report of the select Committee

Mr. Speaker :— Now I convene Shri Biren Dutta, Minister, Chairman of the Select Committee to move his motion for extension of time for presentation of the Report of the Select Committee.

Shri Biren Dutta :— Mr. Speaker sir, I beg to move— "That the time for presentation of the Report of the Select Committee on the Tripura Agricultural Workers' Bill, 1984 as referred by the House on 17. 9. 1984, be extended upto the next Session of the Assembly."

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by Shri Biren Dutta, Minister, Chairman of the Select Committee— "That the time for presentation of the Report of the Select Committee on the Tripura Agricultural Workers' Bill. 1984 as referred by the House on 17. 9. 1984, be extended upto the next Session of the Assembly."

The motion was put to voice vote and carried.

I would now call Shri Keshab Majumder, Chairman of the Committee on Privileges to move his motion for extension of time for presentation of the Report of the Committee on Privileges".

Shri Keshab Majumder :— Mr. Speaker sir, I beg to move— "That the House is informed that prima-facie of the Question of alleged breach of privilege raised by Shri Bidya Chandra Deb Barma, MLA against the editor "SYANDAN" as referred to the Committee on Privileges on 12. 3. 1934 has been determined by the Committee and other aspects of the case is still under examination.

I, therefore, beg to move that the time for presentation of the Report of the Committee on Privileges in respect of the aforesaid case be extended upto the next Session of Assembly

Mr. Speaker :— Now question before the House is the motion moved by Shri Keshab Majumder, Chairman of the Committee on Privileges "That the time for presentation of the Report of the Committee on Privileges on the question of alleged breach of Privilege raised by Shri Bidya Chandra Deb Barma, MLA against the editor "SYANDAN" be extended upto the next Session of the Assembly."

[The motion was put to voice vote and carried.]

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল— ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভার সামনে উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ। আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ৮টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন ডিমাণ্ড-গুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলো পেয়েছেন। আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর

উপর ছাটাই প্রস্তাব আছে সেগুলো একত্রে সভায় উথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হল। অবশ্য অনুপস্থিত সদস্যদের ছাটাই প্রস্তাব উথাপিত বলে গণ্য হবে না। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবী-গুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষে আমি প্রথম প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব। আলোচনা শুরু হবার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের একটি নামের তালিকা আমার কাছে দেওয়ার জন্য। ব্যয় বরাদ্দের দাবীর আলোচনা ও ভোট গ্রহণের জন্য সময় ২ ঘটা আমরা পেতে পারি। ভাগ করল নিম্নরূপ দাঁড়াবে ঃ— কংগ্রেস (আই) ২২ মিনিট, টি ইউ, জে, এস ১২ মিনিট, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট— ৬ মিনিট, ট্রেজারি বেঞ্চ — ৬০ মিনিট, ভোটিং —২০ মিনিট, মোট— ১২০ মিনিট।

এইবার মাননীয় সদস্যরা যাঁরা আলোচনা করবেন তাঁরা আমার কাছে নাম দিন।

কক্ বরক

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মান গীনাঙ স্পীকার স্যার, তিনি অরনিঅ Co-operative রগনি বাং যে রাং ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৫ হাজার চংজাক মানি আবন তৗই আং সানা নাইঅ। যে সমস্ত Co-operative তংমানি যেমন LAMPS, PACS আবরগ তাবুক বামফ্রন্ট নি আমল' বাহাইখে, সামুং তাং তংখা আবন আং তিসানা নাইঅ। কেননা অ LAMPS, PACS রগন' বামফন্ট সরকার ন হীন' যে কামি কামি যারা কীরীই বিশেষ করে উপজাতি রগনি হামকীরাইনি বাং হীনাই কিন্তু তাবুক চাং তাম' নকু তং যে এইসব LAMPS নি যে সব Consumers stores আবনি যে Director তংনাইরগ, যারা আর সামুর তাংনাইরগ বরক থগলাইমাং থগলাইমাং এক একজন লক্ষ পতি খাই থাংবাইখা। আবনি কোন Audit আংয়া, Audit আংয়া হীনখে এইযে খগমানি আব রমজাকয়া, খগীইব বনি কোন শাস্তি আংয়া। ব ক্ষমতাসীন দল কীচাক পার্টি খীলাইঅ হীনাই বনি কোন শাস্তি আংয়া, বিচার আংয়া। অনেক LAMPS নি Director যদি হিসাব মিলিরাই মানয়ানেই হঠাৎ নক থামমানি হীনাই নক সগসাই রীঅ, কাগজপত্র থাম পাইথা, হিসাব কীরীইয়া। আহাইখে, টিন টিন কেরোসিন রগ তীলাংলাই তংগ। উয়াইসায়া বসর' উয়াইনাই, উয়াইথাম থগলাইঅ, হাইরগসে আং তংগ। আয়াং কীরীই বগ লাকাই সাননা থাংখে রাং কীবীই ঋণনি লাকাই রীগীরাদি আহাই সাজাক তংখা, লাকাই ব দশ টাকা সুদ। রীংয়ানি থানিখে ৩০ টাকা রমজাক তংনা, অমহাইথে বারিরীই এমনভাবে সানজাক তংখা ব তাই সুসে সুবাইলিয়া।

আং অমতাইখে অনেক Report রখা, আর, মালবাসা LAMPS অন' কয়েকজন আন Document সহ কুমুকথা, আং বরকনি Petition সাই মা রীখা, হাইখে কামাং কাবাং ফুনকজাক তংখা বরক তাই মুগাই মানলাং লিয়া। অমতাইখে বে-হিসাব কুমুকগাই বরক বাং চাই তংখা। মানগীনাও স্পীকার স্যর, অর Animal Hasbandary, মুমুক রিনানি হানাই রাং ৩ (তিন) কোটি. ৮৬ (ছিয়াশী) লক্ষ ৩৪ (চৌত্রিশ) হাজার রমজাকথা কিন্তু বাহাইখে আংনাই আব' ত্রিপুরা বাজানি মুমুকসে তালং থাংলাইঅ. তাতাল চলেঅ ফলে মুমুক কাবাই। এর পরে হাময়া চায়া আংখের বনি চিকিৎসানি ব্যবস্থা কারাই। অন্তত কামি অ মুমুক মাসা বাতিন ন' হুনবখা আবতাই প্রমাণ কারাই। আরনিঅ সাংগাইখে হানজাবন ই ডাক্তার কাবাই বিথি কানাই পাই মানয়া, আবতাই। আনি আয়াং গর্জনমুড়া গাঁও সভা আব থংনাই সিসিঅ প্রায় ৪০/৫০ টা মুমুক থাইখা. আং নিজে চিঠি রহখা কিন্তু ডাক্তার মানয়া বিথি কারাইখা। অথচ গর্জনমূড়া অ একটা Centre খনকখা Hospital. বিথি হয়ত রহবজাকনা. ফাল চালাই তংখানা। এই যে অব্যবস্থা আবনি বাং মুমুক থাই তংগ। মানগীনাও স্পীকার স্যার, তাই অনেক কিছু তংগ মুমুক কাহাম আচাই বানানি থানাই বিথিরগ কিন্তু আব টাউন, সিমিসে সীমাবদ্ধ হানখে টাউন, খবর বাসাক মুমুক রিই মান? কাজেই বরক কাহামখে আচাইরানানি চেষ্টা খালাইয়া। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে DAIRY হানাই সামানি তাই ৪ (চার) কোটি ৭০ (সত্তর) লক্ষ ৭১ (একাত্তর) হাজার রাং নারাকজাকমানি। তাবুক এলাকা দুধ পাইয়াই আগরতলা তুবুনাই. অরসে বাকলাইসিনাই, কামি অখে বাগজাকয়া। হানখে কামিঅ হানয়া চায়া দুধ মানথকয়া। পাই ব চালাই মানয়া. পাইনা ব রাজাক-লিয়া। হানখে আঙুলি যারা তংথাইরগ, মন্ত্রীরগ, অফিসাররগ বরকসে চালাই সিনাই, তাই বাদ বাকী হানখে DAIRY রহসিনাই। আসলকক তামবা, এই যে Hospital অ দুধ বামানি আর ২০% মাত্র দুধ কারাই। আর দুধরগ ব কত অযত্ন। Mr Speaker Sir, কামি কামিব রহনা ব্যবস্থা থালাজাক থং কামি ব অমতাই Card থালাই মাননা আংথাং। কামিনি চোরাইবগনি যে দুধ চানা দরকার কারাই? কামিসে তেইব হাময়া—চায়া, কামিসে তৈইব মানথকয়া. কামিনি চোরাইনি ব স্বাস্থ্য দরকার। কাজেই বাসি তেইব ভূত্তকা রাঅই দুধ চানানি ব্যবস্থা খালাই থাং। তাই কাইসা Purchase of foodgrains মাইরুগনিদাম ২৬ (ছাব্বিশ) কোটি ১ এক লক্ষ। ২৪ (চব্বিশ) কোটি ৫৩ লক্ষ ৪০ হাজার দাম তাই ১ (এক) কোটি ৪৭ (সাতচল্লিশ) লক্ষ ৬০ (ষাট) হাজার Transport. কাজেই বাজেনি বিব ট একটা বাং অ মাই পাই চথানি থাংগ। অ মাই ধনগবনি অ তুবুনে ৪০ টন নি ২০ টন কাবাইখা। ব্ল্যাক খালাই বাংলাদেশ রহখা তেইব তংগ, মাই কাহামখে থাইরানানি কোন ব্যবস্থা কারাই। সেদিন মাননীয় মন্ত্রী

বৈদ্যনাথ মজুমদার সাখা, Lift Irrigation খীলইমানি হা কুয়াক থাংখা হীনাই। বাহাইখে আঁংনাই। Investigate খীলাই কুরু উয়ানসগয়াখে বাহাইখে কাজ আঁংনাই ? সামুকছড়া অ হা কুয়াক তংগ আর কোন ব্যবস্থা নাজাক য়া। Mr. Speaker sir, যে ফসল বারিরীনানি, খেত তাইসা হামরীনানি নাইদি, খেত কাগমান সীনামাদি, লাই তাননানি ব্যবস্থা খীলাইদি হুগ খাইনানি মাইবীবীই কাহাম রীদি, অ ্যয় বরাদ্দ আং গসে মানয়া কারনম চিনি সামুংগ নাংগীলাক।

— বঙ্গানুবাদ :—

মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এখানে Co-operative গুলোর জন্য যে, ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা রাখা হয়েছে, আমি এ সম্পর্কে আলোচনা করছি। সে সমস্ত Co-operative গুলো রয়েছে যেমন Lamps, Pacs সেগুলো এখন বামফ্রন্টের আমলে কি অবস্থায় রয়েছে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি। কেন না বামফ্রন্ট সরকারের মতে এই Lamps, Pacs গুলো দরিদ্র শ্রণীর বিশেষ করে উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকদের উন্নতির জন্য করা হয়েছে। কিন্তু এখন আমরা কি দেখছি, এইসব Lamps. এর যে সব Consumers Store রয়েছে সেখানকার Director এবং সেখানে যারা কাজ করেন চুরি করে করে এক একজন লক্ষপতি হয়েছেন। এরজন্য কোন Audit হয় না। তার জন্য কোন চুরি ধরা পড়েনা। চুরি করলেও কোন শাস্তি হয় না। ক্ষমতাসীন দল লাল পার্টি করে বলে তার কোন শাস্তি হয় না। অনেক Lamps এর Director হিসাব মিলাতে না পারলে আগুন লাগিয়ে দেয়। কাগজ পত্র পুড়ে যায়। হিসাব নেই, এভাবে দিনের পর দিন চলছে। টিনের পর টিন কেরোসিন ইত্যাদি নিয়ে যাচ্ছে। একবার নয় বছরে দুই তিন বার। এদিকে গরীবেরা ঋণের জন্য গেলে বলা হয় টাকা নেই, আগের ঋণ পরিষ্কার কর ইত্যাদি বলা হয়। ঋণ ও দশ টাকা করে সুদ, লোকাদের কাছে ৩০ টাকাও আদায় করা হয়। এমনভাবে হিসাব দেখানো হয় যাতে তার পক্ষে আর ঋণ, সুদ পরিশোধ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। আমি এ ধরণের অনেক Report দিয়েছি . মালবাসা LAMPS এর এমন কয়েকজন তাদের Document সহ আমার কাছে এসেছে। আমি তাদের দরখাস্ত লিখে দিয়েছি। এভাবে বেশী বেশী করে হিসাব দেখানোর ফলে তাদের পক্ষে ঋণ পরিশোধ করা কোনদিনই সম্ভব হয় না মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে Animal Husbandary গরু, মোষ পালনের জন্য ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু এগুলো কি করে হবে যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের গরুগুলো নিয়ে যাওয়া হয়। মিথ্যাবাজী চলে। তার ওপর অসুখ বিসুখ হলে চিকিৎসার কোন ব্যাবস্থা নেই। অন্ততঃ

গ্রামে গঞ্জে একটা অসুস্থ গরুকে সুস্থ করবার প্রমাণ নেই। সেখানে গিয়ে প্রশ্ন করলে, বলবেন ডাক্তার নেই, ঔষধ নেই, এসব কথাবার্তা। আমার এলাকা গর্জনমুড়া গাঁওসভায় গত বৎসরে প্রায় ৪০/৫০ টা গরু মারা গেছে। আমি নিজে চিঠি লিখেছি কিন্তু ডাক্তার পাওয়া যায়নি। ঔষধ নেই। অথচ সেখানে একটা Centre খোলা হয়েছে। Hospital-এ ঔষধ হয়ত দেওয়া হয়েছে। সেগুলো হয়ত বিক্রি হয়েছে। আর এই অব্যস্থার জন্য গরু মরছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আরও আছে এই উন্নত গরু প্রজননের ব্যাপারে, ঔষধ পত্র ইত্যাদি সেটা শুধু শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু শহরে ক'জন গরু পালতে পারেন? কাজেই ভাল করে প্রজননের চেষ্টা করা হয়না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে, Dairy-র কথা বলা হয়েছে, আর এখানে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। এমন এলাকায় গিয়ে দুধ কিনে আগরতলা এনে এখানেই বণ্টন করা হবে। গ্রামে হবেনা। তাহলে গ্রামে অসুখ বিসুখ হলে দুধ পাওয়া যাবেনা। কিনে নেওয়ার ক্ষমতা নেই, কিনতেও দেওয়া হচ্ছে না।

আগরতলা যারা আছেন মন্ত্রীরা, অফিসারগণ তারা এগুলো খাবেন। আর বাদ-বাকী Dairy তে পাঠানো হবে। আসলে কথা এই যে, হাসপাতাল গুলোতে দুধ দেওয়া হয় সেখানে ২০% ও দুধ নেই। তারপর দুধ কত অযত্নে রাখা হয়। Mr. Speaker Sir, গ্রামে গ্রামে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক। গ্রামেও এভাবে Card এর মাধ্যমে দুধ বিলির ব্যবস্থা হোক। গ্রামের শিশুদের কি দুধ খাবার দরকার নেই। গ্রামে আরও বেশী অসুখ বিসুখ রয়েছে। সেখানে অভাব বেশী, গ্রামের শিশুদের স্বাস্থ্যের দরকার। কাজেই গ্রামে গ্রামে আরও ভর্তুকী দিয়ে দুধ দেওয়ার ব্যবস্থা হোক। আর একটা Purchase of foodgrain চাল কেনা'র জন্য ধরা হয়েছে ২৬ কোটি ১ লক্ষ.২৪ হাজার। ২৪ কোটি ৫৩ লক্ষ ৪০ হাজার আসল দাম আর Transport বাবদ ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। কাজেই বিরাট বাজেটের বিরাট অংশ আমাদের খরচ করতে হয় চাউল কিনে আনার ব্যাপারে। এই চাউল ধর্মনগর থেকে আগরতলা এলে ৪০ টনের মধ্যে ২০ টন নেই। চোরাই পথে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। আর ধান ফলনের কোন ভাল ব্যবস্থা নেই। সেদিন মাননীয় মন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার বলেছেন Lift Irrigation এর মাটি ধ্বসে পড়ে গেছে। Investigation এর সময় চিন্তা না করলে কি করে কাজ হবে। সামুকছড়াতেও মাটি ধ্বসে পড়ছে। কোন ব্যবস্থা নেই। Mr. Speaker Sir, ফসল ফলানোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক. জমি ভাল করা হোক, আল বাধানো হোক, জমিয়াদের ভাল বীচ দেওয়া হোক, এই ব্যয় বরাদ্দকে আমি সমর্থন করিনা। কারণ এটা আমাদের কোন কাজে লাগবেনা।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার ঃ — মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে যে দাবীগুলির ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা চলছে আমি তারমধ্যে কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। এই কো অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট একটা ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই করা হয়েছিল। সমাজে যারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল সেই সকল সাধারণ মানুষ যাতে তাদের আর্থিক অবস্থাকে উন্নত করতে পারে তারজন্য এই কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট কাজ করবে। কিন্তু বিগত সাত বৎসরে আমরা দেখলাম যে, এই কো-অপারেটিভ বামফ্রন্ট সমর্থকদের একটা লুটের ডিপার্টমেন্ট হিসাবে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে বামফ্রন্ট দলের সমর্থকদের পাইয়ে দেবার এটা একটা উত্তম ব্যবস্থা। আজকে এই হাউসে ট্রেজারী বেঞ্চে যারা দ্বিতীয় সারিতে বসেছেন তাদের অনেকেই এই কো অপারেটিভ—এর চেয়ারম্যান রয়েছেন। যারা মন্ত্রী হতে চান কিন্তু মন্ত্রী হবার সুযোগ নেই তাদের প্রায় সকলকেই এই সকল কো অপারেটিভ এর চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। আজকে সাত বৎসর ধরে এই কো অপারেটিভ এর কোন অডিট করা হচ্ছে না। কেন অডিট হচ্ছে না তা আর কারোর বুঝতে বাকি নেই। কারণ এটা হচ্ছে দলের লোকদের কিছু পাইয়ে দেবার একটা উত্তম ব্যবস্থা। সুতরাং যদি অডিট করা হয় তবে তো আর সেটা করা যাবে না, তাদের কিছু পাবার সুবিধা হবে না। কাজেই আমি দাবী করছি যে এই কো-অপারেটিভ—এর ভেতরে অনেক দুর্নীতি রয়েছে যেটা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যদি অডিট করা হয় তবে সে সকল দুর্নীতিগুলি ধরা পড়ে যাবে।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এনিম্যাল হাজবেন্ড্রি সম্পর্কেও কিছু বলতে চাই। আগরতলার রাধাকিশোরনগরে এবং অন্যান্য জায়গায় কেটল ফারম এবং পলট্রি রয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে সে পলট্রি এবং কেট্‌ল ফারমগুলি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেস আমলে যে পরিমাণ পশু এই কেটল ফারমগুলিতে ছিল বামফ্রন্টের আমলে সেগুলির অর্দ্ধেকও নেই। তাছাড়া চুরি সেখানকার নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

তারপর আমি সেইল ট্যাক্‌স্ সম্পর্কে বলতে চাই যে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বিভিন্ন জিনিসের উপর সেইল ট্যাক্‌স্ বসানোর ফলে এখন জিনিসপত্রের দাম হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ যে সব জিনিস ব্যবহার করেন সে সব জিনিসের দাম প্রতিদিনই বেড়ে যাচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এরপর মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের উপর কিছু বলতে চাই। আমার জন্য সময় খুব কম দেওয়া হয়েছে তাই খুবই সংক্ষেপে আমার বক্তব্য রাখতে হচ্ছে। আজকে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের যে হাসপাতালগুলি রয়েছে সে হাসপাতালগুলির কি অবস্থা দেখতে পাই? সেগুলি আজকে নরকের সমান হয়েছে। হাসপাতালে

রোগীরা ঔষধ পায় না। আর ঔষধ থাকলেও সে ঔষধগুলি যে কোথায় তা কেউ বলতে পারে না। অথচ এই ঔষধ কোটি কোটি টাকা দিয়ে ক্রয় করা হচ্ছে। কিন্তু সে ঔষধ সাধারণ মানুষ আর পায় না, তাদের বাজার থেকে প্রায় সব ঔষধই কিনতে হয়।

আরও অনেক অবস্থা আমরা লক্ষ্য করেছি বিশেষ করে চেষ্ট ক্লিনিকে যারা কাজ করছেন এবং সত্যিকাবের যারা এই ব্যাপারে স্পেশালিষ্ট তাদের আজকে রুল ফাইভ দেওয়া হয়েছে এবং যারা এক্সপার্ট নয় এই সমস্ত লোক দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইরকমভাবে ডাক্তারদের প্রতিও দুর্ব্যবহার এই দপ্তরে চলছে এবং অন্যায়ভাবে যেখানে সেখানে তাদের বদলী করা হচ্ছে এই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের পারফরমেন্স বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে।

ফুড ডিপার্টমেন্ট আর একটা চুরির ডিপার্টমেন্ট। ভারতবর্ষের কোথাও ডিজেল ক্রাইসিস নই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরায় ক্রাইসিস। অর্থাৎ আর্টিফিসিয়াল ক্রাইসিস সৃষ্টি করা হচ্ছে। রেশন সপের প্রতি জনগণের বিরাট ক্ষোভ। আমরা জানি জিনিষপত্র রেশন শপে না গিয়ে সেগুলি কাল বাজারে বিক্রি হয়ে যায়। তাছাড়া রয়েছে সিমেন্টের অব্যবস্থা। চিনি এবং অন্যান্য এসেনসিয়াল কমডিটিসের অব্যবস্থা। সরকার তাদের লোকদের কালোবাজারীর সুযোগ দিচ্ছেন। এইসমস্ত কারণে আমি এই দাবীগুলি সমর্থন করতে পারছিনা এবং সেগুলির বিরোধিতা করে সমস্ত কাটমোশনকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মিঃ স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৩ তে মেজর হেড ২৯৮ কো-অপারেশনের উপর আমার কাট মোশন আছে। পূর্বে আমাদের ডেপুটি লীডার সুধীর বাবু বলেছেন। তবুও আমাকে এই দাবী সম্পর্কে আরও দুই একটা কথা বলতে হয়। কো অপারেটিভের জন্য টাকা পয়সা দরকার আছে ঠিক। তবে আমি আমার কাট মোশন এবং অন্যান্য সমস্ত সদস্যের কাটমোশনের সমর্থন করে এবং ডিমাণ্ড-গুলির বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি।

আমার সোনামুড়ায় কো-অপারেটিভ মারফত সিনেমার লাইসেন্স দেওয়া হবে। সেখানে দেখা গেল যে একটা গ্রুপ কো অপারেটিভ করার জন্য দরখাস্ত করেছে। রিসিভড্ হয়েছে এবং কাগজপত্র নিয়ে আসবেন ওখানকার অফিসার। কিন্তু দেখা গেল যারা কাগজ-পত্র দিয়েছিল প্রথম তাদের ডিপ্রাইভড করে অন্যান্য মেম্বেরা যারা কো- অপারেটিভ করলেন তাদের লাইসেন্স দিয়ে দেওয়া হল। কাজেই যদিও চক্রান্তটা ধরা পড়েছে ডি, এম, সাহেবের ওখানে গিয়ে দেখা গেল যে ইল্লীগেলী লাইসেন্স এসেছে। সেজন্য ডি এম,

ফেরত দিয়েছে। এইরকম একটা দূর্নীতি সম্পর্কে একটা পয়েন্ট বললাম। এই দপ্তরের অফিসারেরা যে চুরির মধ্যে আবদ্ধ এটা প্রমাণ করলাম।

আমাদের সোনামুড়া বিভাগের মধ্যে কয়েকজন কমরেড ছেলেকে দিয়ে একটা ইটের ভাটা করলেন এবং লাইসেন্স দিয়ে লোনটোন নিয়ে পরের বছর চলে গেল। কোন অডিট নেই। কো-অপারেটিভকে জানানো হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যান্ত কোন অডিট নেই। এইভাবে বামফ্রন্ট সরকার কো-অপরেটিভ করেছেন। সোনাপুর কসবায় একটা কো-অপারেটিভ আছে। কিন্তু জনসাধারণের বহু অভিযোগ থাকা সত্বেও সেখানে অডিট হচ্ছে না। কারণ কমরেডরা সেখানে এত সক্রিয় যে অডিট করতে গেলে মার দিয়ে দেয়। রেশন সপের ব্যাপারে বেজীমারাতে ২০০ লিটার তেলের পারমিট বিক্রি করে দিয়ে তেল ড্র করছে। পুলিশ হ্যাণ্ডঅভার করে দিয়েছে। আপনাদের লোক সব। কিন্তু তাদের পরে ছেড়ে দিয়েছে। কো-অপারেটিভ করা খুবই ভাল। তবে দপ্তর থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা কারচুপি করে এইভাবে যদি কতিপয় লোকদের পাইয়ে দেন এই যদি ব্যবসা হয় বামফ্রন্ট সরকারের তাহলে বলার কিছু নাই।

মেজর হেড ৩১০ ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৬। পশু দপ্তর। পশু চিকিৎসালয়গুলিতে কোন ঔষধ থাকে না। পাব্লিককে বাজার থেকে ঔষধ কিনে আনতে হয়। অথচ ডাক্তারবাবুদের কাছে বহু ঔষধ থাকে। সুতরাং এই জন্য যারা কাটমোশান এনেছেন আমি তাদের ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না।

সেলস্ টেক্স সম্পর্কে আগেও আলোচনা হয়েছে। ডিমাণ্ড নং ৪, মেজর হেড ২৪০। আমরা দেখেছি সেলস্ ট্যাক্স। ট্যাক্স আদায় যা করবেন তা তো করবেনই। কিন্তু ট্যাক্স সম্পর্কে কতিপয় লোক বিরাট একটা ফ্যাসিলিটি পেয়ে গেছে প্রকাশ্যভাবে। তাদের ছাড় দেওয়া হয়। উইদাউট ক্যাশ মেমো বাজার করছেন বহু পাব্লিক। ঔষধের দোকান, কাপড়ের দোকান। কারণ ট্যাক্স যদি সরকার আদায় করে তাহলে ওদের তো দেখতে হবে। এইভাবে যে টাকাগুলির অপচয় হচ্ছে সেজন্য আমি কাটমোশানগুলিকে সমর্থন করছি।

শ্রীরসিকলাল রায় ঃ— মাননীয় সদস্যরা বলে গিয়েছেন যে রেশন দোকানে মাল আনা হয়, কিন্তু সেগুলি কে বা কাহারা নিয়ে যাচ্ছে তার কোন হিসাব এই বামফ্রন্ট সরকার রাখতে পারছেন না। রেশন দোকানের জন্য যে সব মাল আনা হচ্ছে সেগুলি জনসাধারণের মধ্যে বন্টন না করে সেগুলি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। তার উপযুক্ত প্রমাণ সহ জানালেও কোন কাজ হয় না, কারণ যেহেতু তারা বামফ্রন্ট সরকারের নিজস্ব লোক সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। সেজন্য মাননীয় স্পীকার এখানে যে কাটমোশানগুলি আনা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য জওহর সাহা। মাননীয় সদস্য আপনাদের বরাদ্দ ৬ মিনিট— দুই জনের।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ডিমাণ্ডগুলির উপর যে সব ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য সুরু করছি। স্যার আমি এই কথা বলতে চাই যে, আমার মনে হয় ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের ইতিহাসে বামফ্রন্ট সরকার এই প্রথম একটা দৃষ্টান্ত রাখলেন। এই দীর্ঘ ৩৭ বছরের ইতিহাসে এত অল্প সময়ের জন্য বাজেট অধিবেশন ডেকে ভারতবর্ষে একটা নূতন ইতিাস স্থাপন করলেন। এটা দেখে আমার এটাই মনে হচ্ছে যে গণতন্ত্রকে কতটুকু সঙ্কুচিত করা যায় এটাই তার প্রমাণ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি ডিমাণ্ডের উপর বক্তব্য রাখুন। এইভাবে আপনার সময় নষ্ট করবেন না।

শ্রীজওহর সাহা : - আমি ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করছি। আমার সময় কি-ভাবে খরচ করব সেটা আমিই বুঝব। আমরা চাইছি মানুষের যে সমস্ত অভাব অভিযোগ আছে সেইগুলি এই বিধানসভায় আলোচনা করতে পারি তার জন্য কোন সুযোগ থাকে না। আজকে হাউসে যেখানে বি, ডি, ও, গড়িয়া পূজার টাকা আত্মসাত করেছে বলে আমি সাপ্লিমেণ্টরী কোয়েশ্চান করেছি— মাননীয় স্পীকার স্যার।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনি ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করুন।

শ্রী জওহর সাহা— * * * *

ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করতে গিয়েই আমি এই সব কথা বলছি।। আজকের ডিমাণ্ড নং ৫ মেজর হেড ২৯৫ সেখানে আছে গড়িয়া পূজার কথা—সেখানে গড়িয়া পূজার টাকা কি ভাবে খরচা করা হয় সেই ব্যাপারে * * *

এই বিধান সভার মধ্যে এই রকম মানসিকতা থাকা উচিৎ নয়। এখানে আমরা সবাই সমান এখানে কে সিনিয়রের কে জুনিয়র কে কার ছাত্র ছিল কে কার মাষ্টার ছিলেন এই মানসিকতা থাকা উচিত নয়। এই দৃষ্টি ভংগী আমাদের সবাইকে নিতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আরও আছে ক্যাশ ডোলের ব্যাপার ত্রিপুরার কোথাও বন্যা হয় নাই অথচ ডি. এম র নামে টাকা চলে গেল, আবার ডি এম সেই টাকা ফেরত পাঠিয়ে দিল। অর্থাত যে কোন ভাবে এ. ডি. সি র নির্বাচনকে সামনে রেখে মানুষকে বিভ্রান্ত করে কিছু টাকা পাইয়ে দিতে হবে, কাজেই টাকা পাঠিয়ে দাও। আর আজকে গড়িয়া পূজার টাকা যে হিসাব হাউসে দেওয় হয়েছে সেটাকে তদন্ত করা হউক। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আগে বলা হয়েছিল যে টাকা সব খরচা হয়ে গিয়েছে আর আজকে বলা হচ্ছে যে কিছু টাকা আছে সেগুলি ফেরত দেওয়া হবে। * * *

* * * Expunged as ordered by the Chair.

Mr Speaker :— মাননীয় সদস্য, আপনার ডিম্যাণ্ডের বাইরে সমস্ত বক্তব্য প্রসিডিংসে থাকার অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হল। It is expunged.

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য ধী.রন্দ্র .দবনাথ (ইন্টারাপশান)

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আজকে প্রতিটি ডিমাণ্ডের উপর ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে। এর কারণ যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে, কেন আজকে এই ভাবে ডিমাণ্ডগুলির উপর ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হচ্ছে। এর এক মাত্র কারণ মাননীয় স্পীকার স্যার,- ঐ ল্যাম্পস এবং প্যাক্সের মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার তাঁর কেডারদের পালন করতে হবে সেজন্যই আজকে এগুলি আনা হচ্ছে। আর যদি বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের কথা চিন্তা করতেন তাহলে এই ভাবে ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হত না মাননীয় স্পীকার স্যার, এক দিকে এই সরকার কেডার পোষণ করছেন আর অন্য দিকে আবার শ্লোগান তুলছেন যে, কেন্দ্র টাকা দেয় না। কেন্দ্র টাকা দিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু সেই টাকাগুলি ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের কল্যানের জন্য খরচা না করে সেগুলি ঐ কেডারদের পোষার জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার মোহনপুর গাঁওসভার প্যাক্সের চাল ধরে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু কোন কাজ হয়নি, ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক এই ভাবে আমরা দেখতে পাই যে, কলাগাছিয়ায় সেখানকার প্যাক্সের ম্যানেজার বলেছিল যে, ৮০র জুনের দাংগায় ৬০ লক্ষ টাকা পুড়ে গিয়েছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, কলাগাছিয়া প্যাকসের অবস্থা কি? সেখানে প্যাকসের ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বললেন যে ১৯৮০ সালের দাংগায় নাকি ৬০ লক্ষ টাকা পুড়ে গেছে। মাননীয় স্পীকার, মেডিকেল ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে বলছি ঔষধ নিয়ে চুরি চলছে, সেখানে রোগী বাঁচবে কি করে? সেখানেও রাজনীতি। মোহনপুর খালতলা এবং বামুটিয়া হাসপাতালে যান সেখানে দেখবেন কি রকম একটা অরাজকতা চলছে। সেখানে একজন এম. বি. বি. এস ডাক্তার ছিলেম তাকে সাসপেণ্ড করে সি. পি. এম কেডাররা এখন ঔষধ বিক্রি করছেন। তদন্ত করে দেখুন সত্য কি না? কারা কারা ঔষধ বিক্রী করছে আমি নাম বলতে পারি। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপর আসছে খাদ্য দপ্তর। খাদ্য নিয়েও এই বামফ্রন্ট সরকার ছিনিমিনি খেলছে। গত সাড়ে সাত বছরে এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেণ্ট এক একটা দুর্নীতির ঢিপু হয়ে দাঁড়িয়েছে। খোলা বাজারে রেশনের চাউল বিক্রি হচ্ছে। খাদ্য মন্ত্রীকে বলেছিলাম। উত্তরে উনি বললেন যে না এটা তো আসামের চাউল। আজকে শ্রমিক, মজুর রেশন-

সোপে চাউল পাচ্ছে না। রেশনসোপের চাউল খোলা বাজারে সাড়ে চার টাকা পাঁচ টাকা কে. জি. দরে বিক্রি হচ্ছে। অথচ এই দিকে জনসাধারণকে বলা হচ্ছে কেন্দ্র চাউল দিচ্ছে না। তদন্ত করে দেখুন। রেশনের চাউল এই সরকার ব্ল্যাক মার্কেটিয়াদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এই সরকারের কেডাররা সমস্ত কো-অপারেটিভগুলিতে বসে আছে। ওরা সরকারের টাকা লুটে পুটে খাচ্ছে। মোহনপুর গোডাউন থেকে ৬০০ বস্তা চাউল খোলা বাজারে চলে গেল। এই সরকার একটা খবরও রাখেন নি। অথচ এই দিকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলছে আরও চাউল দাও। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করছি এবং ডিমাণ্ডগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার এই হাউসে যত কাট মোশন আনা হয়েছে এগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য সুরু করছি। খাদ্য, এই বিষয়ে বার বার এই হাউসে আলোচনা হয়েছে যে, ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যের অবস্থা কি ? গত কয়েক-দিন ত্রিপুরা রাজ্যে বন্যা নাই, রাস্তাঘাট চালু আছে, অথচ রেশন সোপে চাউল নাই। সেই গণ্ডাছড়াতে একটা খাদ্য ভাণ্ডার গড়ে তুলার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সেখানকার জনসাধারণ দাবী করে আসছে। কিন্তু এই সরকার সেদিকে দৃষ্টি দিচ্ছে না। এস. আর. ই পি তে টাকা দিচ্ছে, কিন্তু চাউল পাওয়া যাচ্ছে না। এই সরকার এফ, সি, আই. এর শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে ধর্মনগরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিচ্ছে। এই দিকে সাধারণ মানুষ খাদ্য পাচ্ছে না। আজকে রশ্যা বাড়ীতে কেরোসিন ১২ টাকা লিটার, লবন ৭ টাকা। সেখানকার মানুষদেরকে ওদেরকে কি এই সরকার তাদেরকে মানুষ বলে মনে করে না ? আজ পর্য্যন্ত সেখানে একটা গোডাউন করার প্রয়োজনীয়তা মনে করে নাই। রেশনসোপে যে চাউল সরবরাহ করা হচ্ছে মনুষ্য খাদ্যের অনুপযুক্ত। ঝাড়াই বাছাই করলে এক কে. জির মধ্যে সাড়ে সাত শোর মত টিকে। এই হচ্ছে রেশনশোপের অবস্থা। মাননীয় স্পীকার স্যার, চিকিৎসার ব্যাপারে আমরা দেখি গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার কোন সুযোগ নাই। আজকে রাইমা ভ্যালীতে আন্ত্রিক রোগে ৩৭ জন মারা গেছে এবং যারা অসুস্থ হচ্ছে তাদেরকে দুই একটা টেবলেট দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। আজকে কি কারণে আন্ত্রিক রোগ বাড়ছে ? আমরা এক প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাকে বলেছিলেন, জলের কারনে মনে হয় হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার আজকে যে জল সরবরাহ করছে তা পানীয়ের অযোগ্য। বামফ্রন্ট সরকার যে রিং-ওয়েল টিউব-ওয়েল বসাচ্ছে তাতে ফীডার থাকে না, লিক পাইপ দিয়ে বসানো হয় যার ফলে, পরিষ্কার জলের বদলে ঘোলা লাল মাটি গুলো

জল আসে। এবং এই জল পান করেই আন্ত্রিক রোগ হচ্ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, সেই গণ্ডাছড়ার মত দুর্গম এলাকায় যক্ষা রোগ ছড়াচ্ছে। সেখানকার ডাক্তারের অভিমত, ৯৯ শতাংশ লোকের যক্ষা রোগ হচ্ছে। সেই রোগের চিগিৎসার কোন সুব্যবস্থা নেই। চক্ষু চিকিৎসার জন্য সেখানে কোন মেডিক্যাল টীম পাঠানো হয় না। আজকে সেখানকার চক্ষু রোগীরা অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তথাপি, চক্ষু চিকিৎসক পাঠান হবে না। কিন্তু আমরা বামফ্রন্টের কাছে সব সময়ই শুনি, দীর্ঘ ৩০ বছর কংগ্রেস যা করেনি আমরা ৭ বছরে তা করেছি। এই চিৎকার করলে, জনসাধারণের কাছ থেকে ভোট পাওয়া যাবে না। ওরা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় গিয়ে বলছে, স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের জন্য টাকা এনেছি আপনারা আমাদের ভোট দিন। মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই কথায় উপজাতিরা বিচলিত হবে না। মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে ফ্লাডের জন্য লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা আসছে। ভোটের জন্য নির্বাচনের কাজে লাগিয়ে ভোট কেনার ভাওতা। এটা জনসাধারণ বুঝে গেছে। বামফ্রন্ট দল আপনারা ১৪ দলই করুন কিংবা ৫/৬ দলই করুন কোন কথাতেই কিছু হবে না। কাকা, ভাতিজা, মামা এনে কিছু হবে না। ৪ ফ্রন্ট ছিল এখন ৫ ফ্রন্ট হয়েছে। কিন্তু, কোন ফ্রন্টই টিকবে না। বর্ষার জলে ৫ ফ্রন্ট ভেসে যাবে। গত মে মাসের ১৭ তারিখে অমরপুরের কোথায় আইন অমান্য আন্দোলন হল? আমি তো জানতাম না, দীর্ঘ ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে অমরপুরে টিকিট পাওয়া যায়নি, খাম পাওয়া যায় নি, কার্ড পাওয়া যায় নি। এটা তো আমাদের জানা ছিল না? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, পোষ্ট অফিস চাচ্ছেন। জনসাধারণকে বোকা বানিয়ে পোষ্ট অফিস চাচ্ছেন। পাতলা পর্দা দিয়ে ঢেকে জনসাধারণকে বুঝানোর চেষ্টা করা হল। জনসাধারণ বুঝতে পারছে, বামফ্রন্ট সরকারের আসল চেহারা কি। মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এখানে কো-অপারেটিভের কথা কি বলব। ল্যাম্পস্ গুলি আজকে ল্যাম্প হয়ে গেছে, এবং তার তেলও ফুরিয়ে গেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলুন তো, ল্যাম্পস্ প্যাক্সগুলি কত লক্ষ টাকা লাভ করেছে? বলতে পারবেন পবিত্র মনে? আমি জানি, তা বলতে পারবেনা না। কেন না, ঐ ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্গুলিতে চুরি করা শেখানো হচ্ছে। এগুলি চুরির আঁখরা হয়ে গেছে। কিভাবে চুরি করতে হয়, তা শেখানো হচ্ছে। জনসাধারণ বামফ্রন্টের প্রতিটি কাজ বুঝতে পারছে। মিঃ স্পীকার স্যার, তার জন্যই এই সমস্ত কাট মোশান সমর্থন করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এবং ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যবৃন্দের কাছে অনুরোধ রাখব, বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে সেগুলি সমর্থন করার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার : – মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কাট মোশান ডিমাণ্ড নং ৫, মেজর হেড — ৩০৪, "That the amount of the Demard be reduced to Rs- 1/- to represent disapproval of the policy vize.—

Disapproval of Govt, policy on regulation of weaghts and measures".

মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের ছাটাই প্রস্তাবগুলি সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। এই যে দপ্তর, এই দপ্তরের কাজ কি তা আমরা কিছুতেই বুঝতে পারি না। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের হাট বাজারগুলির দিকে যদি দেখি, তাহলে দেখব, মেজারমেন্ট দপ্তরের যে বাট খাড়াগুলি আছে তাতে সীসা দিয়ে বাধা হয়। কিন্তু সেই সীসা মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা খোঁজ করলে পাওয়া যায় না। ফলে, এই যে ওজন কম দেওয়ার প্রবণতা সেটা প্রতিটি ব্যবসায়ীকে পেয়ে বসেছে। তার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ ডিপ্রাইভ হচ্ছে ন্যায্য ওজনে জিনিষ পাওয়া থেকে। কিন্তু এই যে দপ্তর সে কোথায় গিয়ে পরীক্ষা করে দেখবে ব্যবসায়ীরা ওজন ঠিকমত দিচ্ছে কি না, তা না করে দপ্তরেই বসে থাকে। আসল কথা হচ্ছে ওজন যে কমছে তা কি শুধু বাটখাড়ার ওজনই কমছে? মাননীয় স্পীকার স্যার, মানুষগুলোরও ওজন কমেছে। লক্ষ করলে এও দেখা যাবে যে বামফ্রন্ট সরকারেরও ওজন কমে গেছে। গত নির্বাচনে এটা দেখা গেছে। এর মূল কোথায়? মূল কথা হচ্ছে, ক্যান্সার। দপ্তরগুলিতে ক্যান্সার রোগ ধরেছে। মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ক্যান্সার হাসপাতাল উদ্বোধন করেছেন। আমরা দেখেছি, খাদ্য দপ্তর — এখানে রেশনিং ব্যবস্থা পর্যুদস্ত, যান-বাহন ব্যবস্থা পর্যুদস্ত, প্রশাসন পর্যুদস্ত, কো-অপারেটিভে কোন হিসাব-পত্রই নেই, এই যে একটা অবস্থা বিভিন্ন দপ্তরগুলিতে চলেছে সেই দপ্তরগুলির জন্য এক একটা ক্যান্সার হাসপাতাল তৈরী করলে এবং চিকিৎসা করলেই মানুষ বাঁচবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা কি উপলব্ধি দিয়ে বুঝার বস্তু নয়? এই যে বিধ্বংসী অগ্নি-কাণ্ড হয়ে গেল সোনামুড়া বাজারে, তাতে কোন সমাজ বিরোধীর হাত আছে কিনা তা কি তদন্ত করে দেখা হবে? এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে বহু দোকানদারের প্রচুর জিনিস-পত্র নষ্ট হয়েছে। আমরা দেখেছি কিছু লোক মামলা করে ফিরছিল। বাধারঘাট দিয়ে যাবার সময় তাদের গাড়ীর মধ্যে আক্রমণ করে মাথা ফাটিয়ে বিভিন্ন ভাবে অস্ত্রের আঘাত করে। ওরা এখন হাসপাতালে আছে। এমনি ধরণের বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার বিধানসভার সময়ও কম। এটাও কমিয়ে দিলেন? যাতে এই ধরণের মানুষের কথা এখানে আলোচনা করতে না পারি, জনসাধারণের স্বার্থে যাতে কোন দাবী করতে না পারি। মাননীয় স্পীকার স্যার, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যে বাজেট অধিবেশনে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কথা বলব,

সেখানে প্রতিটি বাজেট অধিবেশনে সময় সঙ্কোচনের যে প্রবণতা দেখা দিচ্ছে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, বিরোধী দলকে রক্ষা করুন, বিরোধী দলকে মতামত ব্যক্ত করার কিছু সুযোগ সুবিধা দেবেন এই আবেদন রাখছি এবং প্রতিবাদ করছি যাতে কোন অবস্থাতে ভবিষ্যতে বিধানসভার সময় কমানো না হয়। যে সময় আমরা পাই, তাতে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার কথা আমি শুনেছি। এটা এ্যাডভাইসারী কমিটি মিটিং-এ ঠিক হয়েছে। ভবিষ্যতে আপনার বক্তব্য সম্পর্কে নিশ্চয়ই চিন্তা করে দেখা হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— স্যার, আমার বিলোনীয়ার কথা বলছি, সেখানে চারটা চাউলের গুদাম আছে, কিন্তু একটাতেও চাউল নেই। কাজেই আজকে রেশনিং ব্যবস্থা পর্যুদস্ত, এ সম্পর্কে এখানে আলোচনা হওয়া দরকার, এ সম্পর্কে সমীক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে। সে কারণে আপনার কাছে আমি দাবী করছি ভবিষ্যতে এই আমাদের কথাগুলি বিধানসভার মধ্যে বলার সুযোগ আপনি দেবেন কিনা, আমরা সঠিকভাবে জানতে চাই।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, আপনাদের কথা আমি শুনেছি। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আপনাদের কথা চিন্তা করে দেখা হবে।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবসিত আলী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

সৈয়দ বসিত আলী :— আজকে হাউসে যে কাট মোশান উপস্থিত করা হয়েছে, সেখানে ডিমাণ্ড নং ৩৬ এর উপর আমার একটা কাটমোশান আছে।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ হাউসের কাজকর্মে বাধা দানের অধিকার আপনাদের কে দিলো ? আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারা আপনাদের নিজের জায়গায় গিয়ে বসুন। যেটুকু সময় আপনাদের জন্য বরাদ্ধ ছিল, তা আপনাদের দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য সৈয়দ বসিত আলী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

(ইন্টারাপশান)

সৈয়দ বসিত আলী :—স্যার, এত গণ্ডগোলের মধ্যে বক্তব্য রাখা সম্ভব নয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, এখানে ২৬টা মেজর হেড আছে। সবগুলি সম্পর্কে ১ মিনিট করে বলতে গেলে তো ২৬ মিনিট লাগবে। সুতরাং ৫ মিনিটে সব বক্তব্য রাখাতো সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্যগন, আমিও এক সময় বিরোধী দলে ছিলাম, আমিও ৫ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য রেখেছি। আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারা আপনাদের নিজের জায়গায় গিয়ে বসুন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—স্যার, আমি জানতে চাই, অধিবেশনের সময়সীমা বাড়ানো হবে কিনা ?

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যগন এটা এখন আর সম্ভব নয়, কারণ বিজনেস এডভাইসরী কমিটিতে সময় সীমা নির্দ্ধারিত হয়েছে। আমি আপনাদের বক্তব্য শুনেছি। ভবিষ্যতে আপনাদের কথা ভেবে দেখা হবে। আপনারা আপনাদের জায়গায় গিয়ে বসুন। মাননীয় সদস্য বাশীত আলী আপনার বক্তব্য শুরু করুন।

(At this stage the TUJS Group and 2 Independent Members *en bloc* staged a walk-out)

সৈয়দ বশিরুল আলী ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার আমি ডিমাণ্ড নং ৩৬, মেজর হেড ৩১০, এ্যানিমেল হাসবেণ্ড্রি, উপর একটা কাটমোশান এনেছি। আমি আমার কাটমোশনের সমর্থনে বক্তব্য রাখছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট বক্তব্য রেখেছেন, তা বাস্তবের সাথে কোন মিল নেই।

কেন না আজকে গ্রামে গঞ্জে মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন। জনসাধারন নিজস্ব উদ্যোগে যার স্বার্থে তারা হাঁস, মুরগী এবং ছাগল ইত্যাদি প্রতিপালন করেন, কিন্তু দেখা যায় আজকে বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগে মানুষের এই অমূল্য সম্পদটুকু বিনষ্ট হতে চলেছে, অথচ এই দপ্তরের কর্তৃপক্ষ বা এই দপ্তরের যারা কর্মচারীবৃন্দ আছেন তারা সম্পূর্ণ উদাসীন এবং গ্রামে গঞ্জে গিয়ে মানুষের দুঃখ দারিদ্রতা দূর করে অমূল্য সম্পদ রক্ষার্থে কিছু মাত্র উদ্যোগ বা উদ্দীপনা নিচ্ছেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি লক্ষ্য করেছি যে, কৈলাশহরে একটা পলট্রি ফার্ম ছিল দীর্ঘ দিন যাবৎ, প্রথম অবস্থায় তারা ভাল রকমের বিভিন্ন জাতের হাঁস, মুরগী তারা এখানে প্রতিপালন করেছেন এবং জনসাধারনের মধ্যে বিতরণ করেছেন, তখন জনসাধারনের মধ্যে এই সব ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল এবং এটা আমরা অত্যন্ত আশার সহিত লক্ষ্য করেছিলাম। গত সেশানে এবং এই সেশানেও আমি প্রশ্ন রেখেছি, প্রশ্নোত্তর দিতে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে, কৈলাশহরের কর্মচারীবৃন্দ এখানে শুধু বেতন পাচ্ছেন, কোন কাজ এখানে নেই, অথচ জনসাধারন এবং আমি নিজে দেখেছি সেখানে শুধু ঘরগুলি পড়ে আছে সেই ঘরগুলি কর্মচারীবৃন্দ পাহারা দিচ্ছেন এবং এই দপ্তরের কর্মচারীরা জনসাধারনকে কোন রকম সাহায্য করেন না তার ফলে সেখানকার জনসাধারন অত্যন্ত দারিদ্রতার সম্মুখীন হয়েছে, অত্যন্ত কষ্ট করে শিশু এবং নিজেদের জীবন প্রতিপালন করার জন্য হাঁস, মুরগী দিয়ে ছোট ছোট পলট্রি ফার্ম

বাড়ীতে করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই সব কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা এবং কর্তৃপক্ষের যে দুর্নীতি সেটা তুলে ধরছি। ১৯৮৩-৮৪ সালে কৈলাশহরে বন্যা হয়েছে, বন্যায় জনসাধারনের অনেক হাঁস, মুরগী, গাভী এবং হালের বলদ ইত্যাদি ভেসে গেছে যার ফলে এই সব ক্ষতিপূরণ আর্থিক সাহায্য দান হিসাবে সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা এই দপ্তরের কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পন করেছেন। কিন্তু আজকে প্রায় দুই বছর, তিন বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু এই সব সাহায্য তাদের দেওয়া হয় নাই। আমি গ্রামে গঞ্জে গিয়েছি, তারা এই সব বলছেন যে আমরা তো দরখাস্ত দিয়েছিলাম আমাদের গরু মহিষ ইত্যাদি ভেসে গেছে, তার জন্য আর্থিক সাহায্য দেবার জন্য, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমরা কোন সাহায্য সহায়তা পাই নাই। এই সব ব্যাপারে আজকে লক্ষ করুন। আমি যে সমস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি এবং শেষ পর্যান্ত জানলাম ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা সরকারের তরফ থেকে ক্ষতিপূরণ এবং রিলিফের জন্য কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই টাকাটা আত্মসাতের পর্য্যায়ে পড়ে গিয়েছিল। এটা সত্য, যার ফলে শেষ পর্য্যন্ত কৈলাশহর বাসীর মানবতার স্বার্থে, আমরা বাঁচতে চাই এই লক্ষে জনমত নির্বিশেষে এক মত হওয়াতে আমরা প্রমান করেছি, যার ফলে কর্তৃপক্ষ এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, আমাদের হাতে ৩ লক্ষ, ৯৬ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা বিভিন্ন অসুবিধায় দিতে পারি নাই, এইসব অজুহাত দেখিয়েছেন। যার ফলে শেষ পর্যান্ত কিছু দিন আগে আমি এসেম্বলীতে আসার আগে খবর পেয়েছি যে, কয়েকটিতে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এখনও আত্মসাতের ধান-ধায় আছেন, বাকী টাকাগুলি কি হবে আমি জানি না। কারণ এনকোয়ারি করার মতো ক্ষমতা আমার নেই, মন্ত্রী মহাশয়ের কাজে জানাবার একমাত্র অধিকার আছে এবং এটাই জনসাধারনের পক্ষে সহায়ক হবে বলে মনে করি। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, গরীব দুঃখী মানুষকে আর্থিক সহায়তা করার জন্য ঐ দপ্তরের কর্তৃপক্ষের হাতে টাকা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেই টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। তাই বলছি, বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে তা থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করবেন এই টাকা অনতিবিলম্বে জনসাধারণের হাতে তুলে দিয়ে। এখানে বিরোধী বেঞ্চের পক্ষ থেকে এবং ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে এখানে বিভিন্ন বক্তব্য রাখা হয়েছে, কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে আমরা ত্রিপুরাবাসী মানুষ হিসাবে বাঁচতে চাই, কিন্তু এখানে গরীব জনসাধারণ বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের লোকেরা তারা স্বনির্ভরশীল হবার জন্য নিজস্ব উদ্দীপনায় যে ছোট ছোট ফার্ম গড়ে তুলেছেন সেই ফার্মের পশুগুলি যাতে দুরারোগ্য রোগ থেকে বাঁচতে পারে তার জন্য সরকারকে আরও সক্রিয় হবার জন্য আমি দাবী রাখছি। আমি আরও একটি পরামর্শ দিচ্ছি যে, প্রতি গাঁও সভায় যেন একটা মিনি ফার্ম গঠন করা হয় এবং এখানে

হাঁস, মুরগী, উন্নত মানের গরু, ছাগল এই সব প্রতিপালন করে এবং জনসাধারণ যাতে ফার্ম থেকে এইগুলি কিনে নিতে পারে তার জন্য একটা ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি।

(রেড লাইট)

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে আরও এক মিনিট সময় দিন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি বলতে চাই যে, নর্থডিষ্ট্রিক এনিমেল হাজবেণ্ডারির ডেপুটি ডিরেকটার এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে, আমি সহযোগিতা করতে চাই বার বার বলেছি, তাঁরা সেই মনোভাব দেখিয়েছেন কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা নিতে আমি দেখছি না। তবে যারা এই ছোট ছোট ফার্ম নিজস্ব উদ্যোগে গড়ে তুলতে চান সেই দিক থেকে সরকার লোন বা আর্থিক ঋণ দিয়ে ফার্ম থেকে সুবিধা মতো হাঁস, মুরগী উন্নতমানের দুগ্ধবতী গাভী তাদের মধ্যে বিতরণ করে দেবার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি এই অনুরোধ রেখে আজকে মাননীয় বিরোধী বেঞ্চের সদস্যরা যে সব কাট মোশান এনেছেন বিরোধীতার জন্য নয় জনসাধারনের স্বার্থেই। বাস্তবে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সরকারের যে পরিকল্পনা বা এই সব লক্ষ্যে যে অর্থ বরাদ্ধ করেছেন সেই অর্থ যে কিছু কাজে লাগছে না তার জন্য আমরা এখানে কাট মোশান এনেছি এবং এই আশা রাখি যে, এখানে ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা এই কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করে সরকারের প্রতি আরও সতর্কতামূলক দৃষ্টি আকর্ষনে সহায়তা করবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় :— মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী শ্রীরাম কুমার নাথ।

শ্রীরামকুমার নাথ :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বিরোধী দলের কাটমোশানগুলিকে বিরোধীতা করে আমাদের মূখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। যারা এই বাজেটের বিরোধীতা করছেন তারা এইরকম বাজেট আর কোন দিন দেখতে পায় নাই। বামফ্রন্ট সরকারের এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে তিনি এই করহীন বাজেট পেশ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের চাপে দরিদ্র মানুষের নাভিশ্বাস হয়ে উঠেছে। তাদের এই বাজেট পছন্দ হবে না, কারণ এতে কর বসানো হয়নি। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরে যে কাজগুলি হয়েছে তারা ৩০ বৎসরে কি করেছে? তারা খাদ্য দপ্তরের উপরেও কাটমোশান এনেছেন। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দরিদ্র মানুষের জন্য পরিকল্পনা রচনা করেছেন। ত্রিপুরার শতকরা ৮০ থেকে ৮১ ভাগ লোক দারিদ্র সীমারেখার নীচে বাস করে। ভারতবর্ষে এমন কোন দ্বিতীয় রাজ্য নেই এমন দরিদ্র এই রাজ্যে আছে। এই রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা। তারা ধনিক

গোষ্ঠীকে আরও ধনী করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। আমরা আসার আগে ৬০৯টি রেশন শপ ছিল, এর মধ্যে আমরা ৯৬১টি রেশনশপ করেছি। যাতে করে গ্রামে যারা দরিদ্র আছে তারা সঠিকভাবে রেশন পেতে পারে। আমরা অনেক ভিতরেও যেমন জম্পুই হিলের ভিতরেও আমরা চাল স্টক করেছি। ঐ অমলে ১ দিনও চাউল যেত না। আমরা এত ভিতরেও চাউলষ্টক করে তাদেরকে বিতরণ করছি। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে অনাহারে আর মৃত্যু হয়নি। এই যে জুন মাসে কংগ্রেস আমলে মৃত্যুর মিছিল বের হত। বিশেষ করে উপজাতি অংশের লোকেদের মধ্যে। কিন্তু এখন আর সেইটা দেখা যাচ্ছে না। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর অনাহার মৃত্যু বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু বিরোধীরা তারা এইটা সহ্য করতে পারছেন না। তারা চান আবার অনাহারে মৃত্যুর মিছিল আমাদের এখানে নেমে আসুক। ২জন সদস্য কংগ্রেসের কাটমোশান এনেছেন ফুড দপ্তরের ডিমাণ্ডের উপর। আমরা লবনের উপর সাবসিডি দেই। কারণ গরীব মানুষের জন্য আমরা এইটা করেছি। লবন আমাদের পশ্চিম উপকূল থেকে আনতে হয়। এই লবনের উপর যে সাবসিডি দেওয়া হয় এটা তারা চাননা। এই লবনের জন্য সাবসিডি দেওয়ার প্রয়োজন আছে। গরীব মানুষের জন্য এইটা করতে হয়েছে। আরও অন্যান্য জিনিসের উপর সাবসিডি দেওয়ার প্রয়োজন আছে, কিন্তু এটা আর এখন সম্ভব হয়ে উঠছেনা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তারা এই জিনিসটাকে বিরোধীতা করছেন। আপনারা এই কাটমোশানগুলি কি করে আনেন? আপনাদের এই কাটমোশানগুলির বিরুদ্ধে ২২ লক্ষ মানুষ ধিক্কার দেবে। তারপর আর একটি কাটমোশান এনেছেন কাশীরাম রিয়াং। আমরা কৃষকদের কথা চিন্তা করে, এইটা রাখা হয়েছে। যাতে গরীব কৃষকরা ২ বেলা ২ মুঠো খেতে পারে। যারা ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ছিল তাদেরকে ভূমি দেওয়া হয়েছে। আগেত কৃষকদের কাছ থেকে লেভি আদায় করা হত। পুলিশ পাঠিয়ে দেওয়া হত। বন্দুক ধরে তাদের কাছ থেকে লেভী আদায় করা হত। এখন আর এইসব নাই। আজকে ত্রিপুরাতে ৮০ থেকে ৮২ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। তাদের কথা চিন্তা করে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার পরিকল্পনা রচনা করেছেন। সুতরাং বিরোধী দলের যে কাটমোশানগুলি আনা হয়েছে এগুলির কোন যৌক্তিকতা নাই। এগুলির বিরোধীতা করে বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার :-- মাননীয় সমবায় মন্ত্রী।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজকে বিধানসভায় বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যেসব কাটমোশান উপস্থিত করা হয়েছে সেগুলি বিরোধীতা করছি এবং আমার যে ডিমাণ্ডগুলি সেগুলি সমর্থন করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং--১৩ এবং ৩৬ এইখানে বিরোধীতা করা হয়েছে, অনেক সমালোচনা করা

হয়েছে। তারা কাটমোশানগুলির উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনেকগুলি অভিযোগ উপস্থিত করা হয়েছে।

সেগুলি নিশ্চয়ই আমরা বিবেচনা করব যাতে এই অভিযোগ গুলি কাটিয়ে উঠে এই দুর্বলতাগুলিকে কাটিয়ে উঠে সমবায় সমিতিগুলিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সমবায় সমিতিগুলি সম্পর্কে বিশেষ করে বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে অনেক চিৎকার উঠেছে যে, এইগুলি না কি দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে, লুটপাট ও ভাগ বাটোয়ারা করে খাচ্ছে, এখানে একটা লুটপাটের কারখানা তৈরী করে ফেলেছে। এক পক্ষে এই কথাটা ঠিক, কারণ এই সরকার ক্ষমতায় আসার আগে ১৯৭৮ সালের আগে পর্যন্ত সমবায় সমিতিগুলি একটা লুটপাটের কারখানাই ছিল এবং এইটা এই দুর্নীর বাবুদেরই তৈরী করা ছিল। আমরা আসার পর এইটাকে মেরামত করে সেখানে প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করেছি এবং এই সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে আমরা দরীদ্র জনগণের কাছে সাহায্য দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমি এখানে একটা তথ্য উপস্থিত করলে বিশেষ করে বিরোধী দলের সদস্যরা বুঝতে পারবেন যেমন, ১৯৭৮ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এই রাজ্যের ল্যাম্পস্-এর সংখ্যা ছিল ৩৯টা, আমরা আসার পরে আজ পর্য্যন্ত তার সংখ্যা হয়েছে ৫৫টা। তারপর সেই ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এতে উপজাতিদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১০ হাজার, আর এখন তা বেড়ে হয়েছে ৭১ হাজার। এস, সি, দের সদস্য সংখ্যা ছিল ১ হাজার, আর এখন তা বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার। এ ছাড়া অন্যান্যদের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার এখন তা বেড়ে হয়েছে ১০ হাজার। কংগ্রেস রাজত্ব পর্য্যন্ত এই ল্যাম্পসের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৪ হাজার আর বামফ্রন্ট সরকার এইটাকে গত সাড়ে সাত বৎসরে তা বাড়িয়ে করেছে ৮৫ হাজার। তার মানে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের শতকরা ৯৫ জন মানুষকে আমরা এই সমবায় সমিতির আওতার মধ্যে আনতে পেরেছি এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে শতকরা ৪৫ জন মানুষকে সমবায় আন্দোলনের মধ্যে আনা সম্ভব হয়েছে। তার মধ্যে টোটেল করলে দেখা যায় যে শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ এখন সমবায় আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত, কাজেই কংগ্রেস রাজত্বে এই সাধারণ গরীব মানুষ যারা ভূমিহীন, যারা জুমিয়া, যারা সাধারন কৃষক, যারা ছোট ব্যবসায়ী তারা এই সমবায় এর আওতার মধ্যে আসতে পারে এই ধারণা তাদের ছিল না। আমরা এই সমবায় সমিতি করে এই সব গরীব মানুষগুলিকে এর মধ্যে এনেছি এবং তাদেরকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি, এই রাজ্যের মধ্যে আমরা শুধু এ, গ্র, ঋণ চাষ ঋণই দিচ্ছি না, এই রাজ্যের মধ্যে আমরা রেশনশপগুলিও পরিচালনা করছি তার সংখ্যা হলো-২৬৭ এবং সেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আমরা গ্রামাঞ্চল যেমন জম্পুই পাহাড়, খোয়াই ও দামছড়া থেকে শুরু করে আগরতলার শহর পর্য্যন্ত যোগান দিচ্ছি ২৬৭টা দোকানের মাধ্যমে। গত এক বছর আমরা এই সমস্ত দোকানে নিত্য

প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র সাধারণ মানুষকে যোগান দিয়েছি ৩কোটি ৯২ লক্ষ টাকায়। এইটা ভাবতে পারেন আপনারা? যে সব ব্যবসায়ীদের এতদিনের বেশী বেশী মুনাফা লুটবার অভ্যাস ছিল আজ তাদের চোখ ছানাভরা, কারণ আমরা এই সমবায়ের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ন্যায্য মূল্যে মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। এতে বিরোধী সদস্যগণ বিশেষ করে কংগ্রেস সদস্য বন্ধুরা একটু তো চটবেনই, আর উপজাতি যুব সমিতির সদস্য বন্ধুরাতো তাদেরই চামচাগিরি করছেন, কাজেই তারাও একটু চটবেন। কারণ সুদখোর ব্যবসায়ীদের শোষনের যে স্বর্গরাজ্য এখানে রচিত হয়েছিল, আজ এই সমবায় সমিতি তাকে বন্ধ করে দিচ্ছে। আজকে দাদন পর্য্যন্ত গ্রামে নাই বললেই চলে আমরা এই কথা বলছি না যে, সব শেষ করে ফেলেছি বা বন্ধ করে ফেলেছি কিন্তু আজকে মহাজনকে দাদন বথুলু কিয়ে চুপিয়ে দিতে হয়। কাজেই বিরোধী সদস্যগন চটবেন না তো কি করবেন, তাদের শ্রেণীক স্বার্থের উপর তাদের দলের মানুষের উপর এই আঘাত কি ওরা সহ্য করতে পারেন? আমাদের এই সমিতিগুলি সাপুর্ট প্রাইজ দিয়ে আলু, কমলা, আদা, আনারস প্রভৃতি কিনে গরীব কৃষকদের হাতে তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য তুলে দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয় আমরা এখানকার সমবায় সমিতিরগুলির হাতে পাওয়ার টেইলার তুলে দিচ্ছি, যাতে বর্ডার এলাকার বিশেষ করে যে সব জায়গা থেকে প্রতি দিন গরু চুরি হয় এবং যার জন্য কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হন, কারণ তারা সহজে আর গরু জোগার করতে পারে না। ফলে জমি সময় মত চাষ করতে পারেন না, তার জন্য এই সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে যদি আমরা পাওয়ার টেইলার দিতে পারি তাহলে এই সমস্ত কৃষকরা তার সময় মত জমি চাষ করার সুযোগ পাবেন। তাই এই ব্যাপারে আমরা ১৬টা সোসাইটিকে ৩২টা পাওয়ার টেইলার দিয়েছি আগামী এক বছরের মধ্যে ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে আমরা ২৪ টা সোসাইটিকে পাওয়ার টেইলারদের এবং তার জন্য আমরা ২৫ লক্ষ টাকা এই বাজেটের মধ্যে বরাদ্দ রেখেছি, যাতে প্রতি বছর কৃষকদের হাতে এই পাওয়ার টেইলার দিতে পারি, শুধু তাই নয় আমরা চাই কৃষকরা সময় মতে এই সার সংগ্রহ করতে পারেন এবং তার জন্য আমরা ১৫টা সোসাইটিকে বাছাই করে নিয়েছি। এবং তাদের হাতে ৩০ হাজার টাকা করে মূলধন তুলে দিয়েছি তারা যাতে সার আনতে পারেন এবং কৃষকরা সময় মত তাদের ফসল উৎপাদন করতে পারেন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই সার যাতে ব্যবহার করতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমাদের রাজ্যে একটা হিমঘর নাই। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম এই সমবায় সমিতি ২ হাজার মেট্রিক টন-এর এক একটা হিমঘর-এর কাজ শুরু করেছে, সামান্য কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপার বাকী আছে সেটা হয়ে গেলেই এখানে কৃষকদের আমরা তার উৎপাদিত আলু ইত্যাদি রাখার সুযোগ দিতে পারব। কাজেই সমবায় সমিতির মাধ্যমে আজকে কৃষকদেরকে যেমন বীজ দেওয়া হচ্ছে, যেমন ঋণ দেওয়া হচ্ছে, তার নিত্য

প্রয়োজনীয় জিনিষ যোগান দেওয়া হচ্ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন ফসল যাতে ন্যায্য মূল্য পেতে পারে তার জন্যও ব্যবস্থা করা হচ্ছে আলু প্রভৃতি ফসল যাতে হিমঘরে রেখে তারা ন্যায্য মূল্য পেতে পারে তার জন্যও ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং এই ভাবে সামগ্রিকভাবে কৃষক ও গরীব মানুষের স্বার্থে এই সমবায় সমিতিগুলিকে পরিচালিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এই চেষ্টা সত্বেও উদ্দেশ্য-মূলক ভাবে এই ল্যাম্পস্ প্যাকস্গুলির উপর আক্রমণ করা হচ্ছে, দোকানগুলিকে লুট-পাট করা হচ্ছে, অগ্নি সংযোগ করা হচ্ছে, ঋণ আদায় করতে গেলে এই বিরোধীদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, এইটা কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা, এই বামফ্রন্ট সরকার বিলি করছে, কাজেই ওদেরকে তোমরা টাকা ফেরত দিও না। এই ভাবে অপ-প্রচার সৃষ্টি করা হচ্ছে যাতে টাকা আদায় না হয় সেই জন্য, তারপর এই সমবায় সমিতির দোকানগুলি যাতে ঠিক ভাবে চলতে না পারে, সেগুলি যাতে নষ্ট হয়ে যায় এবং সেখানকার মহাজন ব্যবসায়ীরা যাতে আবার জনগণের উপর শোষণ চালাতে পারে তারজন্য চক্রান্ত করা হচ্ছে। চুরি লুট-পাট ও অগ্নি সংযোগের মধ্য দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যকে বানচাল করার জন্য তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, তারপর হচ্ছে— ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৬, এনিমেল হাজবেন-ডরী সম্পর্কে, ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে উন্নত ধরণের গাভী উৎপন্ন করা যায় তার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। তারপর পশু চিকিৎসায় ক্ষেত্রেও আমরা সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। তাতে গত বছর ১ লক্ষ ৭৫ হাজার পর্যান্ত চিকিৎসা করা হয়েছে। গরু, ছাগল, মোরগ, হাঁস প্রভৃতি সমস্ত রকমের পশু ও পাখীকে চিকিৎসা করা হয়েছে। আমাদের টারগেট আমরা ২ লক্ষ পশুকে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করব। ভেক্সিং দেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ ২০ হাজার। এছাড়া মোবাইল ইউনিট কোন জায়গায় মরক বা জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে যাবে। এছাড়াও গোটা রাজ্যের মধ্যে এটি কাজ করবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের ষ্ট্যাট পোল্ট্রী ফার্মে ১৯৮৪-৮৫ সনে ৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ডিম উৎপন্ন হয়েছে। গত ৩০ বছরে কংগ্রেস শাসন করে গেছেন তখন এই রকম হিসাব ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ পায় নাই। তারা পেয়েছিল কে কত খাকী খেয়েছে তার হিসাব। ৫ লক্ষ ডিমের মধ্যে ৩৩ হাজার ডিমের বাচ্চা উৎপন্ন হয়েছে। হাসপাতাল, বিভিন্ন সম্মেলন, উৎসব প্রভৃতির জন্যও ডিম সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা এই বছর ৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ডিম উৎপন্ন করব। আইতরমার সামনে ডিম বিক্রী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডাকারি ফার্মে আমাদের টারগেট হচ্ছে ২ লক্ষ কিন্তু ডিমের বাচ্চা হয়েছে ২ লক্ষ ৩৪। আমাদের টার্গেট বাড়ছে। হাঁসের লক্ষ্য হচ্ছে ২ লক্ষ ৭০। গিজোবামে আমরা ২ লক্ষ ৭০ হাজার ডিম পাঠিয়েছি। অন্যান্য ষ্টেটও চাইলে আমরা দিই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বসিত আলী বলেছেন প্রত্যেক গাঁও সভার মধ্যে একটি করে মিনি ফার্ম করা

যায় কিনা। শহর এবং শহরতলীতে কেউ যদি ডাকারী, পোল্ট্রী করতে চায় তাতে যেমন এখানকার বেকার যুবকরা সরকারী সাহায্য পায় তেমনি গ্রামাঞ্চলে যদি কেউ উৎসাহী হয়ে এগিয়ে আসে তাহলে তাদেরকেও সাহায্য করা হবে। সাহায্য করার কোন প্রভিশন যদি না থাকে তাহলে পরেও আমরা চেষ্টা করব কিভাবে সাহায্য করা যায়। তবে সে ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের উদ্যোগ থাকতে হবে সরকার সেখানে শুধু তাদেরকে সাহায্য করার ব্যবস্থা করবে। বিভিন্ন রকমের সাহায্য দেওয়া হয় যাতে করে তারা উৎসাহিত হতে পারে। আমাদের এই রাজ্যের মধ্যে পশু পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ফুড-সাপ্লিমেন্ট ধর্মাগোলে করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেখানে কৃত্রিম প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করা হবে। এখানে একটা ডেক্ সং কেন্দ্র করার চেষ্টা আছে তবে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করলে হবে। পশু রক্ষণাবেক্ষণ যাতে আমরা করতে পারি, যাতে জনসাধারণকে এই সরকার সাহায্য করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে এবারের বাজেট করা হয়েছে। তাই সমস্ত ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে বিরোধীদের সমস্ত ছাটাই প্রস্তাবগুলিকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী শ্রী খগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস : — মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যেসব ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন সেগুলিকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। সে সঙ্গে আমি ডিমাণ্ডগুলিকেও সমর্থন করে যাচ্ছি। এখানে আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদেরকে বলছি যে, যদি কোন সংশোধনের প্রয়োজন থাকে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই দেখব। গরীব ভূমিহীন যারা আছেন তাদের জন্য আমাদের সরকার থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৫ পর্য্যন্ত ২১ হাজার ৬ শত ৯৩ এবং পরে ৪৬ হাজার ৭ শত ৮১ একর জমি আমরা বটন করেছি। ৩১০ হাজার ৮০ জন গৃহহীনদের মধ্যে ১৭০০৯ ২৩১ একর জমি আমরা বটন করেছি। ভূমিহীন ও গৃহহীনের সংখ্যা ২৬ হাজার ৬ শত ৩৮ জন। আর জমির পরিমাণ হল ৯৪ হাজার ১ শত ৩৭.২১ একর ভূমিহীনদের আর গৃহহীনদের হল ২৬ হাজার ৬ শত ৩৮ একর এই পরিমান জমি আমরা বটন করেছি।

শ্রীখগেন দাস :— ১৯৮৫ ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত আমরা ৩১৪৪ জন বর্গাদারের নাম রেজিষ্ট্রি করেছি এবং তাদের অনেককেই জমির সত্ব দিয়েছি। এরমধ্যে যে সমস্ত বর্গাদারের বিরুদ্ধে জোতদারেরা আদালতে মামলা করেছেন তাঁদের মামলা পরিচালনা করবার জন্য আমরা আর্থিক সাহায্যও দিচ্ছি। তাছাড়া বেআইনীভাবে দখলীকৃত জমিও আমরা হস্তান্তর করে চলেছি। এ পর্য্যন্ত ৩৫৪ জনের উপর নোটিশ জারি করা হয়েছে এবং এতে জমির পরিমাণ হবে ৪৪৬২ ১১ একর। তারমধ্যে ২১২০ জন উপজাতিকে তাদের জমি ফেরত দেওয়া হয়েছে। সে জমির পরিমান হবে ২৯০৩ ০৩ একর। আবার এই

বে-আইনী জমি হস্তান্তরিত করিবার ফলে যারা ভূমিহীন হয়ে পড়েছেন তাদের প্রতিটি পরিবারকে ৪৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে মোট ১৫৪৯ টি পরিবারকে এবং এই অর্থের মোট পরিমাণ হচ্ছে ৭৮, ৪০, ৭২০ টাকা।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনাকে বলতে চাই যে কেন্দ্রের অর্থ দপ্তর আমাদের বলেছিলেন যে, আমরা যেন এই রাজ্যে ৩৩ পারসেন্ট কর বসাই, কিন্তু আমরা সে প্রস্তাবে রাজি হইনি। কারণ গরীব মানুষ যে সমস্ত দ্রব্য নিত্য ব্যবহার করে সে সকল দ্রব্যের উপর কর বসানোর আমরা ঘোর বিরোধী। আজকে আমরা দেখতে পাই যে, কিছুদিন আগে পার্লামেন্টে ভারতের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তার ফলে সেই বাজেট পাশ হবার কিছুদিনের মধ্যেই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। পণ্য মূল্য শতকরা ৩৩ ভাগ বেড়ে গেছে। স্বাধীনতার পর এ রকম ভাবে আর বাজেটও পাশ হয়নি আর জিনিসপত্রের দামও এভাবে অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় নি। আজকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এই বাজেটের উপরে যে আলাপ আলোচনা প্রকাশ হয় তাতে আমরা পরিস্কার দেখতে পাই যে, এই ভারতবর্ষের কেন্দ্রে কংগ্রেস (আই) এর শ্রীরাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে একটা যে সরকার চলছে তার পাশা পাশি আরেকটা তুঘলকী সরকার চলছে সে সরকার হলো টাটা এবং বিড়লা। তার কারণ স্বরূপ একটা হিসাব দিলেই আপনারা সেটা বুঝতে পারবেন। ১৯৫৩ ৫৪ সালে সারা ভারতবর্ষে কালো টাকার পরিমাণ ছিল (প্রয়াত অর্থনীতিবিদ কালোডরের রিপোর্ট অনুযায়ী)—

১৯৫৩ ৫৪ সালে কালো টাকার পরিমাণ ছিল—৬০০ কোটি টাকা। তখন জাতীয় উৎপাদন ছিল মাত্র ৬ শতাংশ। ১৯৬৮-৬৯ সময়ে ওয়াংচু কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী কালো টাকার পরিমাণ ছিল ৮৪০০ কোটি টাকা। কমিশনের অন্যতম সদস্য শ্রীরঙ্গেকার-এর মতে এই কালো টাকার পরিমান ১৯৭৫ ৭৬ সনে ১৪, ৫১৮ কোটি টাকা। এবং ১৯৭৭-৭৮ সালে কালো টাকার পরিমান ছিল ৩০, ০১৫ কোটি টাকা। ১৯৮১-৮২ ইং সালে সে কালো টাকার পরিমান ছিল ৭০, ০০০ কোটি টাকা। এই সম্পর্কে আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থার পক্ষ থেকে জানা গেছে যে এই কালো টাকার পরিমাণ বর্তমানে সারা ভারতবর্ষে, ৭২,০০০ কোটি টাকা।

এই অবস্থার মধ্যেও আমরা সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য যতটুকু পারি কাজ করে যাচ্ছি। মিঃ স্পীকার স্যার যে কয়েকটি দাবী স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি এই হাউসকে জানাতে চাই যে, সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে থেকে আমরা ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের অভাব কিছুটা পূরণ করতে চেষ্টা করছি। এবং আমরা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে কি করতে পেরেছি তার একটা হিসাব দিচ্ছি। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও স্বাস্থ্য কেন্দ্র খুলতে

চাই। আমি হিসেব দিয়ে বলছি, ১৯৭৭ ইং সনে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যে সাবসেন্টার ডিসপেন্সারী ছিল ১০৯ টি। ১৯৮৫ সালের মে মাস পর্য্যন্ত সে সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয়েছে ২৩০ টি। আয়ুর্বেদিক ডিসপেনসারী ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ছিল—২ টি, কিন্তু ১৯৮৫ সালের মে মাস পর্য্যন্ত সেটা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪ টি। হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারী ছিল আগে ৭ টি আর এখন সেটা বাড়িয়ে করা হয়েছে-১১ টি। প্রইমারী হেল্থ সেন্টার ছিল ২৭ টি আর এখন সেটা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩৮ টিতে। এরমধ্যে তিনটিকে ৩০টি শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে রুপান্তরিত করা হয়েছে। সাব ডিভিসনের হাসপাতাল ছিল ৯টি, তারমধ্যে ২ টিকে ডিষ্ট্রিক্ট্ হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়েছে। রাজ্য স্তরে হাসপাতাল ছিল তিনটি, তারমধ্যে ক্যানসার হসপিটাল করা হয়েছে একটি। আগে ব্লাড ব্যংক ছিল ১টি, কিন্তু আমরা সে সংখ্যাকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪টিতে। তারপর এখানে একটি রিজিওন্যাল ফারমাসিউটিক্যাল স্কুল খোলা হয়েছে। তারপর প্রমোশন্যাল ট্রেইনিং কোর্স চালু করা হয়েছে। আগে আমাদের এখানে লেবরেটরী টেকনিসিয়ানদের অভাব ছিল, কিন্তু আমরা সে অভাব পূরণ করেছি। শিশুর এবং মায়ের মৃত্যুর হার কমাবার জন্য ইউনিসেফের সাহায্যে একটা পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে এবং তারজন্য একটি টাস্ক ফোর্স চালু করা হচ্ছে। এসব করার জন্য আমাদের যে পরিমাণ টাকা প্রয়োজন আমরা সে পরিমাণ টাকা পাইনা। ১৯৮৫ ৮৬ ইং আর্থিক বছরের জন্য আমরা ৫২৬. ৭৫ লক্ষ টাকা চেয়েছিলাম, সেখানে আমরা পেয়েছি মাত্র ২৫০, ১ লক্ষ টাকা. আর্দ্ধেকেরও কম। ১৯৮৩ ৮৪ সনে আমরা যে অর্থ দাবী করেছিলাম তার মাত্র ২৪ ভাগ পেয়েছি। আগামী ৭ম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনায় টাকা এবং টেকনিকাল পারসনস্ যদি পাওয়া যায় তাহলে আমরা আরো ৩০০ টি সাব সেন্টার খোলার প্রস্তাব করেছি কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, যদিও ওয়ার্কিং গ্রোপ সেটা অনুমোদন করেছেন কিন্তু কেন্দ্রিয় সরকার সেটা অনুমোদন করেন নি। আমরা বিষয়টি আবার কেন্দ্রিয় সরকারের দৃষ্টি গোচরে আনব। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র যেগুলি রয়েছে সেগুলিকে আমরা আগামী দু-চার বৎসরের মধ্যে ৪ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পরিণত করতে চেষ্টা করছি। আর যেসব হাসপাতালে ৪ শয্যা বিশিষ্ট সেগুলিকে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট করবার প্রস্তাব নিয়েছি। আবার ভি, এম. এবং জি বি, হাসপাতালেরও অনেক উন্নতি করবার প্রস্তাব রয়েছে। এই হাসপাতালগুলিতে অনেকগুলি উয়িং রয়েছে যেমন কারডিওলোজি. সার্জারী. প্লাস্টিক সার্জারী, নিউরোলজি ইত্যাদি। আমরা আরো নতুন উয়িং খোলার প্রস্তাব করেছি, যদি টাকা এবং টেকনিকাল পারসনস্ পাওয়া যায়। আগামী ৭ ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়. আমরা ত্রিপুরার জনগণকে আশ্বাস দিতে পারি যে ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলেও আমরা স্বাস্থ্যের সুযোগকে আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে নিয়ে যাব। কাজেই এই স্বাস্থ্য দপ্তরের এবং রাজস্ব দপ্তরের উপর যে দাবী করা হয়েছে তার

উপর যে কাট মোশান এসেছে সেগুলির আমি বিরোধীতা করছি এবং এই দপ্তর থেকে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে সে ডিমাণ্ডগুলিকে এই হাউস সমর্থন করবেন, এই আশা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

Mr. Speaker :—The debate on Demands scheduled for to-day is over. Now I am putting the Demands to vote seperately, one after another, of Course, I shall first put to vote the Cut Motions relating to the respective demands.

Demand No. 13. There are two Cut Motions on this Demand, moved by the Hon' ble Member Shri Rasik Lal Roy. (Major Head 298) "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/-to represent the economy that can be effected on the particular Matter viz – Failure to control and eliminate wasteful expenditure in other charges. "

(The Cut Motion was put and lost by voice vote).

Mr. Speaker :— There is another Cut Motion on Demand No. 13 Major Head 298 moved by the Hon' ble Member Shri Rasik Lal Roy. " that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/ —to represent the economy that can be effected in the particular matter viz —

Failure to control and eliminate wasteful expenditure in Grants in general creidt co-operative institutions".

(The Cut Motion was put and LOST by voice vote)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that the Demand No. 13 moved by the Hon' ble Minister in-charge-of the Department that a sum not exceeding Rs. 4, 13, 05, 000/ — (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No, 13 under the following major Heads:—

298—Co-operation	Rs.1 72, 05, 000/ —
498—Capital outlay on Co-operation	59, 00, 000/ —
698—Loans for Co-operative Societies.	Rs.1, 82, 00, 000/ —
Total -	Rs.4, 13, 05, 000/ —

(The Demand was put and PASSED by voice vote)

Mr. Speaker :— Now, Demand No. 36. There is one Cut Motion on this Demand moved by the Hon' ble Member Shri Jawhar Shaha (Major Head 310) "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/—to ventilate the specific grievance that :—

Need to operate breeding operation in rural areas."

(The Cut Motion was put and LOST by voice vote),

Mr. Speaker : - Now, the question before the House is that the Demand for Grant No. 36 moved by the Hon' ble Minister in-charge of the Department that a sum not exceeding Rs, 4 70, 71, 000/— (Inclusive of the sum specified in column—3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 36 under the following major heads :—

299—Special and Backward Areas	Rs. 20, 27, 000/—
310—Animal Husbandry	Rs. 3, 86, 44, 000/—
311—Dairy Development.	64, 00, 000/—
Total	Rs. 4, 70, 71, 000 -

(The Demand was put and PASSED by voice vote).

Mr. Speaker :— Now, Demand No. 4. There is no Cut Motion on this Demand. Now, the question before the House is that the motion moveb by the Hon' ble Minister in charge of the Department on the Demand for Grant No. 4 that a sum not exceeding Rs 2, 05, 99, 000/—(inclusive of the sum specified in Column—3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted

to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 4 under the following Major Heads :—

220—Collection of Taxes on Income and expenditure.	Rs.	1, 87, 000/—
229—Land Revenue	Rs.	1, 66, 24 000/—
230—Stamps and Registration	Rs.	14, 90, 000/—
239—State Excise	Rs.	6, 42, 000/—
240—Sale Tax	Rs.	16, 56, 000/—
Total	Rs.	2, 05, 99, 000—

(The Demand was put and PASSED by voice vote)

Mr. Speaker :— Now, Demand No. 5. There are 3 Cut Motions on this Demand.

Now, question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Jawahar Shaha on Demand No. 5, Major Head 289 "that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/— to represent the disapproval of policy viz. —

Disapproval of Govt. policy on Cash dools."

(The Motion was and LOST by voice vote).

Mr. Speaker :— Now the Question before the House is that the Cut Motion moved by Shri Jawahar Shaha on Demand No. 5, Major Head 295 "That the amount of the demand be reduced to Re. 1/—to represent the disapproval of the policy viz. —

Disapproval of Govt. Policy on contribution towards up-keeping of public places of worship".

(The Motion was put and LOST by voice vote).

Mr. Speaker :— Now the Cut Motion moved by Shri Monoranjan Majumder on Demand No. 5 Major Head 304 "that the amount of demand be reduced to Re. 1/— to represent disapproval of the policy viz, —

Disapproval of Govt. policy on regulation of weights and measures."

(The Demand was put ond LOST by voice vote).

Mr. Speaker :-- Now the question before the House is that the Demand moved by the Hon' ble Minister in charge of the department, that a sum not exceeding Rs. 1, 96, 79, 000/–(inclusive of the sum specified In column—3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985, be granted to defray the charges which will come In course of payment during year ending on the 31st March, 1986 In respect of Demand No. 5 unber the following Major Heads :—

288—Social Security and Welfare	Rs,	4, 20, 000/ –
289—Relief on Account of Natnral Calamities.	Rs.	75, 00' 000/—
295—Other Social and Community Services.	Rs.	5, 79, 000/—
304—Other General Economic Services,	Rs.	1, 11, 80, 000/—
Total	Rs.	1, 96, 79, 00C/—

(The Demand was put and PASSED by voice vote).

Mr, speaker :— Now, Demand No, 6. There is one Cut Motion on this Demand. Now, the question is that the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Jawahar Lal shaha on Demand No. 6 Major Head 253 "that the amout of the Demand be reduced to Re. 1/— to represent disapproval of the policy viz. —

Disapproval of govt. Policy on Sub-Divisional establishment (South Tripura Distrct)."

(The Cut Motion was put and LOST by voice vote),

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand to vote. The question before the House that the Demand for Grant No. 6 moved by the Hon' ble Minister in-charge of the Department that a sum not exceeding Rs. 1, 55, 63, 000/— exclusive of charged expenditure of

Rs, 1, 31, 000/— (Inclusive of the sum specified in column 3 of the schebule to the Appropriation (Vote on Accunt) Bill, 1985 be granteb to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Damand No. 6 under the following Major Heads :—

253—District Administration	Rs. 1, 27, 24, 000/—
254—Treasury and Accounts Administration	Rs. 28, 39, 000/—
Total -	Rs. 1, 55, 63, 000/—

(The Demand was put and PASSED by voice vote).

Mr. Speaker :— Now, Demand No. 22. There is noe Cut Motion on this Demand. Now, the question is that the Cut Motion moved by Shri Nagendra Jamatia on Demand No 22 Major Head 280 "that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/— to ventilate the specific grievance that :—

Need to establish Primary Health Centre at Raishya Bari of Amarpur".

(The Cut Motion was put and LOST by voice vote.)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is that the Demand for grant No, 22 moved by the Hon' ble Minister In-charge of the Department that a sum not exceeding Rs. 10, 39, 04, 000/— (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1986 in respect of Demand No. 22 under the following major Heads :—

265—Other Administrative Services	Rs. 3, 00, 000/—
280—Medical	Rs. 7, 99, 72, 000/—
282—Public Health Sanitation and Water Supply.	Rs. 2, 20, 00, 000/—
295—Other Social and Community Services.	Rs. 2, 000/—
299—Special and Backward Areas	Rs. 16, 30, 000/—
Total—	Rs. 10, 39, 04, 000/—

(The Demand was put and PASSED by voice vote)

Mr. Speaker :— Now, Demand No. 23. There is no Cut Motion on this Demand. Therefore, I am putting the Demand to vote.

Now, the question before the House is that the Demand for Grant No. 23 moved by the Hon' ble Minister in-charge of the Department that a sum not exceeding Rs. 1, 52, 47, 000/— (inclusive of the sum specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1985 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 23 under the following Major Heads :—

281—Family Welfare	Rs. 1, 52, 47, 000/--

(The Demdnd was put and PASSED by voice vote).

Mr. Speaker :— Now, Demand No. 28. There is no Cut Motion on this Demand. The question before the House is that the Demand for Grant No. 28 moved by the Hon' ble Minister in-charge of the Department that a sum not exceeding Rs. 37, 59, 80, 000/—(inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 28 under the following Major Heads :—

288—Social Security and Welfare	Rs.	14, 56, 000/—
309—Food and Nutrition	Rs.	89, 24, 000/—
509—Capital outlay on Food and Nutrition.	Rs.	36, 56, 00. 000/—
Total=	Rs.	37, 59, 80, 000/—

(The Demand was put and PASSED by voice vote).

INTRODUCTION, CONSIDERATION & PASSING OF THE TRIPURA APPROPRIATION BILL, 1985 (TRIPURA BILL NO. 4 OF 1985).

Mr. Speaker :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল "The Tripura Appropriation Bill, 1985 (Tripura Bill No. 4 of 1985)" উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "The Tripura Appropriation Bill, 1985 (Tripura Bill No. 4 of 1985) "এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার— এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল "The Tripura Appropriation Bill, 1985 (Tripura Bill No. 4 of 1985) "এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে সভায় উত্থাপিত হয়)।

সভায় পরবর্তী কার্য্যসূচী হল "The Tripura Appropriation Bill, 1985 (Tripura Bill No. 4 of 1985) "এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে "The Tripura Appropriation Bill, 1985 (Tripura Bill No. 4 of 1985)" বিবেচনা করা হউক।"

মিঃ স্পীকার :— বিলের কপি মাননীয় সদস্যদের কাছে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এই সভায় Tripura Appropriation Bill. 1985 (Tripura Bill No. 4 of 1985) বিবেচনার জন্য পেশ করেছেন, আমি এই বিলকে বিরোধীতা করছি এবং আমি আমাদের বিভিন্ন জেনারেল ডিসকাশানে এবং বাজেটের আইটেম-ওয়াইজ ডিসকাশানে আমরা আমাদের বক্তব্য রেখেছি। এই বিলটাকে নাম দেওয়া হয়েছে এপ্রোপ্রিয়েশান বিল। আমি মনে করছি এটাকে এপ্রাপ্রিয়েশান নাম না দিয়ে এটাকে মিস-এপ্রোপ্রিয়েশান বিল নাম দেওয়া উচিত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি—ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাটিব হল "The Tripura Appropriation Bill 1985 (Tripura Bill No. 4 of 1985) ' বিবেচনা করা হউক

(প্রস্তাবটি সভা কর্ত্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং ও ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়)

আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সীডিউল) ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সীডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(উক্ত অনুসূচীটি (সীডিউল) এই বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল— "বিলের শিরোনামাটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়।)

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল— "The Tripura Appropriation Bill, 1985 (Tripura Bill No. 4 of 1985) " পাশ করার জন্য উত্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation Bill, 1985 (Tripura Bill No. 4 of 1985) be passed.

Mr. Speaker :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল— "The Tripura Appropriation Bill, 1985 (Tripura Bill, No. 4 of 1985) "পাশ করা হউক।)

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্ত্তৃক ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)।

ঃ — প্রাইভেট মেম্বার্স রিজোলিউশান :—

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল প্রাইভেট মেম্বার্স রিজোলিউশান। চলতি অধিবেশনের গত ২৪শে মে, শুক্রবার, ১৯৮৫ইং সভার সর্বশেষ আলোচ্য বিষয়টি ছিল মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত একটি প্রাইভেট মেম্বার্স রিজোলিউশান। এখন রিজোলিউশানটির উপর অসমাপ্ত আলোচনা আরম্ভ হবে। রিজোলিউশানটির বিষয় বস্তু হল— 'ত্রিপুরা বিধান সভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে বাংলাদেশ সীমানতে প্রয়োজনীয় বি. এস. এফ. না থাকার ফলে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে

বাংলাদেশী নাগরিকরা অনুপ্রবেশ করে খুন সমেত ডাকাতি গরু বাছুর অপহরণ, বনজ সম্পদ লুট প্রভৃতি জঘন্যতম অপরাধ সংগঠিত করছে।

বিধানসভা আরও দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে উগ্রপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী, সন্ত্রাসবাদীদের আরও কঠোরভাবে দমনের জন্য অতিরিক্ত সশস্ত্র আধা-মিলিটারী বাহিনী পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করার পরও কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে এখনও কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না।

বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে তারা যেন অবিলম্বে বাংলাদেশ ত্রিপুরা সীমানতের রাস্তা ঘাটের উন্নতি প্রতি ৫ কি. মি. একটি করে বি এস এফ. এবং আউট পোষ্টের ব্যবস্থা করেন এবং উগ্রন্থীদের মোকাবিলা ও সাম্প্রদায়িক শক্তি সমূহের উস্কানীমূলক কাজকর্ম মোকাবিলার জন্য আরও দুই বেটেলিয়ান আধা-সামরিক সশস্ত্র বাহিনী অবিলম্বে প্রেরণ করেন '

আমার কাছে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোন দেওয়া হয় নাই। যদি এখন নাম দিতে চান তাহলে দিতে পারেন। মাননীয় সদস্য শ্রী কালীকুমার দেববর্মা।

কক্‌বরক

শ্রী কালিকুমার দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মানিক সরকার ই হাউস' যে কক সামানি আবন' সমর্থন খীলাই আং বক্তৃতা খীলাইনা নাইঅ। কক আংখা অমসে বিভিন্ন দিকে বাংলাদেশ গুরিঅই ত্রিপুরা রাজ্যানি সীমানা নাংলাই তংগ। অ জাগা-অ যদিন' তেইব' আধা সামরিক বাহিনী রহরয়াখে ত্রিপুরা রাজ্যনি সীমানা রক্ষা খীলাইনানি কঠিন আংগানু। বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন খানে ডাকাতি সিথক, মাংথক উংচ্ছৃখল খীলাই তংগ। আবনি বাগীই ন চাং কেন্দ্রীয় সরকার ন, অনুরোধ খীলাইঅ তাইব' দুই বেটালিয়ান আধা সামরিক বাহিনী রহরনা বাগীই। নাই দি, আধা সামরিক বাহিনী রহনা হীনীই কেন্দ্রীয় সরকার গসেফান তাবুক পর্য্যন্ত রহরয়া আব' খুব দুঃখুনি কক। অবনি বাগীইন, তিনি সারা ভারতবর্ষ অ উগ্রপন্থী উত্তেজনা বারিই তংমা হাই চিনি ত্রিপুরাঅ-ব উগ্রপন্থী উত্তেজনা বারিরীনা বাগীই উচ্ছৃংখল খীলাইনা চেষ্টা খীলাই তংগ কেন্দ্রীয় সরকার। উপজাতি যুব সমিতিনি ইন্ধনে এইযে TNV উগ্রপন্থী বাংলাদেশ' ট্রেনিং রীঅ। ট্রেনিং রীখে গ্রামে গ্রামে বেশীরভাগ উপজাতি এলাকাঅ খুন-খারাপী খীলাইঅ। চাঁদা নাঅ, শুধু চাঁদা সিমিয়া এমন কি চানানি নীংনানি মাইরুং থেকে সমস্ত কিছু বাদ রীয়া। যেখানে দুর্গম এলাকা পুলিশ, C, R, P থাং মানয়া আবতীই জাগারগ বরক তাম খীলাই, এমন কি সালনীই সালথাম থুই চাঅ, অনেক হাময়া হাময়া কক সাঅ। শুধু আবয়া স্যার, আ

জাগাঅ এমন খালাইঅ বরকন' কিসা কিসা পুইসা রাঅই এই উগ্রপন্থীরগ চিনি পাটিনি খেঁাজ খবর নাঅ, অর, কম্যুনিষ্ট পাটিদা খীলাই আবতাই খেঁাজ নাঅ, শুধু তাইয়া বারাই সিকালা কাহামবাই মুথুয়াখে হাময়া আংনাই অবতাই নজীরব তংগ চিনিরিয়াং বস্তিঅ। আবনি বাগাই তাবুক কেন্দ্রীয় সরকার আধা সামরিক বাহিনী রহরনানি তাল বাহানা খীলাই তংগ হীনাই আং মনে খীলই অ। বিরোধী দলনি সদস্যরগ এই সীমানা বন' রক্ষা খীলাইনা বাগাই ত্রিপুরা রাজ্যন' ভেইব শৃংখলা খীলাইনা বাগাই বরক নিশ্চয়ই অমন' সমর্থন খীলাইনাই হীনাই আং ভাবিঅ। শুধু তাইয়া স্যার, এই যে উগ্রপন্থীরগ ট্রেনিং রাঅই গাড়ীরগ কাস্থঅ বরক বাথার' কিছু কিছু C, R, P বা পুলিশ অফিসারগন, বাথার থা তাবুক ৬ষ্ট তপশীল মোতাবেক নির্বাচননি আগেন, জেল পরিষদ নির্বাচননি আগেন দুই ব্যাটালিয়ান C, R, P রহয়াখে ত্রিপুরানি অবস্থা খুব কাহিল আংনাই। আবনি বাগাই কেন্দ্রীয় সরকার আধা সামরিক বাহিনী রহনা বাগাই কইজাঅ। বিরোধী দলনি অর্থাৎ Congreess (I), TUJS, তাই নিদল তংনাই সদস্যরগ বরক আধা সামরিক বাহিনা রহনা বাগাই কেন্দ্রীয় সরকারন দাবী খীলাইয়ুন অ আশা খীলাই আনি কক পাইরাখা। ধন্যবাদ।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

শ্রীকালিকুমার দেববর্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য মানিক সরকার এই হাউসে যে, প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন করে, আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। কথা হল এটা ত্রিপুরার বিভিন্ন দিকেই বাংলাদেশের সীমানা। এমতাবস্থায় আরো অধিক আধা সামরিক বাহিনী এখানে না দিলে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা রক্ষা করাটাই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। নানা জায়গায় বিভিন্ন ভাবে চুরি, ডাকাতি হচ্ছে উচ্ছৃংখলতা তৈরী হচ্ছে। এর জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আরও দুই ব্যাটিলিয়ান আধা সামরিক বাহিনী পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। দেখুন আধা সামরিক বাহিনী পাঠাতে কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃত হবার পরে ও এখনো পাঠানো হয়নি। এটা খুবই দুঃখজনক। এরজন্য সারা ভারতবর্ষে যেভাবে উগ্রপন্থী তৎপরতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, সেরকমভাবে ত্রিপুরাতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। সে কারনেই আধা সামরিক বাহিনী পাঠাতে দেরী করছে। ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির ইন্ধনে এই যে, TNV উগ্রপন্থী ওরা বাংলাদেশে প্রশিক্ষন নেয়। ট্রেনিং নেওয়ার পরে গ্রামে গ্রামে বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সন্ত্রাস চালায়। খুন-খারাপী করে, চাঁদা নেয়। শুধু চাঁদা নয় খাদ্য-রসদ থেকে শুরু করে সব কিছু তারা নিয়ে নেয়। যেখানে দূর্গম এলাকা পুলিশ, C.R P এই সব জায়গায় যেতে পারেনা ঐসব জায়গায় তাঁরা কখনো বখনো দু-তিন দিন পর্যন্ত কাটায়। অনেক

খারাপ কথা বার্তা বলে। শুধু তাই নয় স্যার, অনেক ক্ষেত্রে এমনও করে কিছু কিছু টাকা পয়সা দিয়ে তারা আমাদের দলের খোঁজ খবর নেয়। এখানে কে কম্যুনিষ্ট পার্টি করে এসব খোঁজ খবর নেয়। শুধু তা নয়, সুন্দরী যুবতীদের শয্যা সঙ্গিনী হতে না দিলে খারাপ হবে এমন জবর দস্তির নজীরও আমাদের রিয়াং অঞ্চলে রয়েছে। এ কারনেই কেন্দ্রীয় সরকার আধা সামরিক বাহিনী পাঠাতে তালবাহানা করছে বলে আমি মনে করি। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যগণ ও ত্রিপুরার এই সীমানা রক্ষা করতে, ত্রিপুরাকে সুশৃংখল করতে তারা নিশ্চয় এটাকে সমর্থন করবেন বলে আমি মনে করি। শুধু তাই নয় স্যার, এই যে উগ্রপন্থিরা গাড়ী আটকিয়ে হত্যা করছে কিছু কিছু C,R P. বা পুলিশকে হত্যা করছে। এখন ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক নির্বাচনের আগেই দুই ব্যাটালিয়ান আধা সামরিক বাহিনী না পাঠালে ত্রিপুরার অবস্থা কাহিল হবে। এ কারনেই কেন্দ্রীয় সরকারকে আধা সামরিক বাহিনী পাঠানোর অনুরোধ করছি। বিরোধী দলের কংগ্রেস (ই), যুব সমিতি এবং নির্দল সকল সদস্যগণ তারাও আধা সামরিক বাহিনী পাঠাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে দাবী করবেন বলে আশা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীকালী কুমার দেববর্মা ঃ— উনি কক্‌বরক ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও সি আর, পি, বি এস, এফ, আধা সামরিক বাহিনী দিতে হবে, আরও ক্যাম্প করতে হবে সেটার বিরোধীতা করছি। বিরোধীতার অর্থ এই নয় যে, এই সমস্যাগুলি এই ত্রিপুরাতে নেই, এই সমস্যাগুলি রয়েছে। কিন্তু এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে এই সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন এবং রাজ্যের সাধারণ মানুষ এই সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে। চারিদিকে মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। ওদের পায়ের তলার মাটি আজকে সরে যাচ্ছে। এই সরকার এই সমস্যা-গুলি সমাধান করতে যে ব্যর্থ হয়েছে তার পরিষ্কার চিত্র প্রস্তাবকের প্রস্তাবে ফুটে উঠেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি বর্ডার সমস্যা, এই সমস্যা আগে ছিল না, বামফ্রন্ট সরকারের আগে এই সমস্যা এমন বিকট আকার ধারণ করে নি। আমরা দেখেছি গত সাত বছরে বর্ডারে যে অপরাধগুলি ঘটছে সেগুলি এখানকার সমাজ বিরোধীদের যোগসাজসেই হচ্ছে এবং এই সমস্ত সমাজবিরোধী তারা তাদের দলেরই লোক। আমরা দেখেছি কিছুদিন আগে এখানে আগরতলার আশেপাশে ডাকাতি হচ্ছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তখন রাজ্যে ছিলেন না। চারিদিকে ডাকাতি হচ্ছে। কিন্তু সরকার এবং তার পুলিশ নিজেরা উদ্যোগী হয়ে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এই অবস্থায় জনসাধারণ নিজেরা উদ্যোগী হয়ে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করল। তখন

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এসে বললেন যে এসবের দরকার নাই। ডাকাতি আর হবে না। ডাকাতি বন্ধ হয়ে গেল। তাই বলছি, এই যে অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে সেগুলি তাদের লোকেরাই করছে। আরও সি. আর পি. বি. এস এফ দিয়ে এই অপরাধীদেরকে ধরা যাবে না। ওরা বি. এস. এফ, সি. আর. পি আনছে বিরোধীদেরকে দমন করার জন্য এবং সন্ত্রাস চালানোর জন্য। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য। এই কারনেই কেন্দ্র বাহিনী দিচ্ছে না। মাছের দাম বাড়ছে তার জন্য কেন্দ্র দায়ী। আমরা বলছি, এই বাহিনী দিয়ে কিছু হবে না। এই রাজ্যকে উপদ্রুত এলাকা বলে ঘোষণা করতে হবে। এই সমস্যার সমাধান ওরা চান না সমস্যা জিইয়ে রাখতে চান। বিচ্ছিন্নতা-বাদীদেরকে উস্কানী দিচ্ছে এই সরকার। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মানুষকে লেলিয়ে দিয়ে নিজেদের দোষকে ঢাকবার চেষ্টা হচ্ছে। বিরাট ষড়যন্ত্র করছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন যে বাংলাদেশ থেকে লোকেরা এই রাজ্যে প্রবেশ করে চুরি ডাকাতি হচ্ছে এবং খুন খারাপি সব কিছু ত্রিপুরা রাজ্যে হচ্ছে। কিন্তু এগুলি আগে ছিল না এই সরকারের আমলে হচ্ছে।

তবে আমরা এর আগেও বলেছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যে যা কিছু ঘটনা ঘটেছে তা এই সরকারের আমলেই হচ্ছে। যদিও আমরা আগেই অভিযোগ করেছিলাম নানা সময়ে, অমুক জায়গায় খুন হচ্ছে, অমুক জায়গায় ডাকাতি হচ্ছে, তথাপি সরকার সেই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেননি। একটা খুনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার উত্তর দিয়ে-ছেন, পাঞ্জাবে কি হয়েছে, বিহারে কি হয়েছে। নানাহ জায়গার কথা উপমা দিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার বলে থাকেন। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে আসার পরে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে ঢাকা দেবার একটা প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। তবে আমার বক্তব্য এখানে, বাইরে যা কিছুই হয় একটা খুন একটা সন্ত্রাস অ্যাক্সিডেন্টলি যেটা হয়ে যায়, সেটার জন্য নিশ্চয়ই সে দেশের সরকার ব্যবস্থা নেন। পাঞ্জাবে হয়েছে মোকাবিলা করেছেন। নানাহ জায়গায় হচ্ছে, মোকাবিলা করছেন। তার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের এই বামফ্রন্ট সরকারের মত প্রশ্রয় দিয়ে কথা বলেন নি। আমরা লক্ষ্য করেছি, ৭/৮ বছর আগে র‍্যাক হতো না তা নয়, কিন্তু আমি দেখেছি সংগোপনে চেষ্টা করতো রাত্রে কয়টায় তারা র‍্যাক করতে পারবে। পুলিশের ভয় ছিল। তখন আমাদের বি. এস এফ —এর প্রয়োজন ছিল না। পুলিশের ভয়ে রাত্রি ১/২/৩টায় চেষ্টা করত র‍্যাক করা যায় কিনা। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে বেলা ১২টার সময়ে ট্রাকে ট্রাকে মাল পাচার হচ্ছে। এই সন্ত্রাস, এই ভূমিকা ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার প্রতিরোধ

করতে পারবেন না। যতই আধা সামরিক বাহিনী দেন না কেন, কিংবা সি. আর পি. যতই দেওয়া হউক না কেন, পথ প্রদর্শক উনারাই। এখানে সি. আর পি. মারা যায়। কারণ. যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, কিংবা যেখানে সন্ত্রাস হয়েছে সেইখানে এই সরকার পথ দেখাবেন না। তবে আমার সরকার ভারত সরকার এই বামফ্রন্ট সরকারকে যতই আধা সামরিক বাহিনী দিন না কেন, কিংবা মিলিটারী দিন না কেন উনারা যেখানে পথ প্রদর্শক হয়ে কাজ করবেন, সেখানে কোন কিছুতেই কাজ হবে না। এই জন্যেই আমরা চিৎকার করেছিলাম, রাজ্যে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করার বিশেষ প্রয়োজন। শুধু এটা ত্রিপুরা সরকারের স্বার্থে নয় ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে, ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে এই উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করার প্রয়োজন ছিল। মিঃ স্পীকার স্যার আমরা দাবী করেছিলাম, কিন্তু এই সরকার তা বিরোধীতা করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে অনর্গল উগ্রপন্থীরা সন্ত্রাস চালাচ্ছে, বাংলাদেশে যাচ্ছে—এর মোকাবিলা অতিরিক্ত বাহিনী দিয়েও হবে না যদি সরকার নিজে সচেষ্ট না হন। আমাদের পরিষ্কার দাবী ট্রেজারী পক্ষের কাছে, ত্রিপুরা রাজ্যে যে সন্ত্রাস চলছে তার সমাধান আপনাদের দ্বারা সম্ভব হবে না। এই অনুরোধ রেখে আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : শ্রীরসিরাম দেববর্মা।

শ্রীরসিরাম দেববর্মা : - মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আরও ২ ব্যাটেলিয়ন আধা সামরিক সশস্ত্র বাহিনী পাঠানোর এবং অন্যান্য দাবী করে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সে প্রস্তাবকে সমর্থন করি। কারণ, আমরা দেখেছি, ত্রিপুরা রাজ্যের তিন দিকে বাংলাদেশ. এবং এই রাজ্যে খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, গরু চুরি অনবরতই হচ্ছে। এই সব যদি বন্ধ করতে হয়, এবং সাথে সাথে উগ্রপন্থী কার্য্য-কলাপ যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে তার জন্য আধা সামরিক বাহিনী দরকার। ত্রিপুরার বাস্তব পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে বামফ্রন্ট সরকার বার বার প্রস্তাব করলেও কেন্দ্রীয় সরকার এখনও সেই কার্য্যকরী ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। কারণ, আমি জানি, এখানকার উগ্রপন্থীরা বাংলাদেশে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে এখানকার মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী এবং সমর্থকদের খুন করছে। জুন মাসে এখানে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের যে নির্বাচন হবে সে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উপজাতি যুব সমিতি খুন খারাপি চালাচ্ছে এবং এই নির্বাচনের নাম করে সমস্ত এলাকায় জোর জবরদস্তি করে চাঁদা আদায় করছে। সাথে সাথে এলাকার গ্রামবাসীদের বাধ্য করছে, বামফ্রন্টকে সমর্থন না করার জন্য। এই জন্য ভয় দেখাচ্ছে। এ ব্যাপারে কোন প্রতিকারই হচ্ছে না। উগ্রপন্থীরা এখানে সন্ত্রাস চালিয়েই বাংলাদেশ চলে যায়। তাছাড়া, বর্ডারের পাশে থাকা কৃষকরা তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত থাকে বলে ঠিক মত ফসল উৎপাদন করতে পারে না। এই সীমানা রক্ষা

করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। কাজেই এই বর্ডারগুলি সীল করে না দিলে, অনবরতই খুন গরু চুরি, রাহজানি চলবে। সেই জন্যই, এই বিধানসভায় বামফ্রন্ট সরকার বার বার সর্ব সম্মতি-ক্রমে প্রস্তাব পাশ করিয়ে আধা- সামরিক বাহিনী পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বার বার তা লঙ্ঘন করছেন। আমি আশা রাখি, মাননীয় বিধায়ক শ্রীমানিক সরকার এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : - শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ। মাননীয় সদস্য আমাদের সময় খুবই কম। সে জন্য আপনার কাছে অনুরোধ খুব তাড়াতাড়ি বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ : মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে তা সমর্থন করা যায়। কিন্তু সমর্থন করার আগে মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরাতো আগেই চেয়েছিলাম যে, আধা সামরিক বা আর্মি দিলে কিংবা ত্রিপুরায় উপদ্রুত আইন ঘোষণা করলে ভাল হয়। যে জায়গায় আজকে আমাদের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন, আধা-মিলিটারী দরকার ত্রিপুরাকে রক্ষা করার জন্য, খুন সন্ত্রাস বা যারা বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করে তাদের রক্ষা করার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কেন্দ্রীয় সরকার কত মিলিটারী কত সি, আর, পি, কত বি এস, এফ দিয়েছেন সেই হিসাব রাখেন কি? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট সে তথ্য আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আধা মিলিটারী দিলেও এই সরকারের আমলে আমার মনে হয়, ত্রিপুরা রাজ্যকে রক্ষা করা যাবে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেও তা বুঝতে পারছেন কিংবা বুঝে না বুঝার চেষ্টা করছেন। প্রতিদিন পত্রিকা খুললেই আমরা দেখতে পাই, নারী নির্যাতন নারীধর্ষণ খুন, ডাকাতি একটা না একটা অপরাধ হচ্ছে।

বামফ্রন্ট সরকারের সাত বৎসর রাজত্বকালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রচুর সি, আর, পি, এ রাজ্যে পাঠিয়েছেন এবং বামফ্রন্ট সরকারও অনেক পুলিশ নিয়োগ করেছেন, তারপরও তাঁরা এ রাজ্যকে রক্ষা করতে পারছেন না, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। রাজ্য সরকার উগ্রপন্থী দমন করার জন্য যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তা অত্যন্ত দুঃখজনক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেও জানেন, এ রাজ্যে উগ্রপন্থীদের হাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কতজন সি, আর, পি বা বি, এস, এফ মারা গেছেন। শুধু রাইফেল থাকলেইতো হয় না, তাদের অস্ত্র পরিচালনার অনুমতি দেয় কে? আজকে বামফ্রন্ট সরকার উগ্রপন্থী দমনের জন্য যে আধা সামরিক বাহিনী চাইছেন, সেটা শুধু ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষকে দেখানোর জন্য, আসলে উগ্রপন্থী দমন করার যে উদ্দেশ্য সে উদ্দেশ্য বামফ্রন্ট সরকারের নেই। কারণ উগ্রপন্থী

সৃষ্টির নায়ক কে আমরা জানি। ১৯৭৭ ইং সালে নির্বাচনের পর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর উগ্রপন্থী সৃষ্টি হয়েছে এ রাজ্যে। আমরা কিছু দিন আগে শুনেছিলাম যে, উগ্রপন্থী দমনের জন্য বামফ্রন্ট সরকারের শান্তি সেনা নামাবেন, শুনে আমার হাসি পায়। স্যার আজকে দুঃখের ব্যাপার বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর এ রাজ্যে প্রচুর ধর্ষন, খুন, চুরি-ডাকাতি হয়েছে। স্যার আজকে বামফ্রন্ট সরকার যে আরও আধা-সামরিক বাহিনী চাইছেন সে আধা সামরিক বাহিনী যেন সত্যি সত্যি উগ্রপন্থী দমনের কাজে লাগে চুরি, ডাকাতি,—খুন ধর্ষন প্রভৃতি প্রতিরোধাত্মক কাজে লাগে এবং ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ যেন একটু শান্তি পান সেই দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি সত্যি স্তম্ভিত, আমি আশা করি নি যে বিরোধী দলের কোন সদস্য এই প্রস্তাবটিকে এ রকম ভাবে রাজনৈতিক রূপ দেবেন এবং প্রস্তাবটির বিরোধীতা করবেন। এটা অপ্রত্যাশিত। এক জন বিরোধী সদস্য এখানে বলেছে যে বামফ্রন্ট সরকারের সাত বছরের রাজত্বে যা দেখেছি, তা আমরা আগের ৩০ বছরে কোন দিন দেখি নি। সেই সদস্যকে আমি জিজ্ঞাসা করছি, ৩০ বছরে কোন প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিজের বাড়ীতে তাঁর নিজের লোকের হাতে খুন হননি। ৩০ বছরে তো ২ হাজার শিখ খুন হয়নি, ৩০ বছরে তো এত দাঙ্গা হয় নি, কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কি বিভিন্ন গোষ্ঠী দাঙ্গা। উনারা সাড়ে সাত বছরের কথা বলেছেন— দেশটাকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার পর সমাজবিরোধীদের দেখবেন না, দেশের মধ্যে প্রতিক্রীয়াশীলদের দেখবেন না, বিচ্ছিন্নতা-বাদীদেরকে চিহ্নিত করবেন না, এখানে এসে বোকা সেজে বসে আছেন। একটু লজ্জিত হওয়া দরকার। গত কয়েকদিন ধরে কি ঘটছে এখানে? যারা এখানকার খালিস্তানী, যারা ত্রিপুরাকে ধ্বংস করতে চায় তাদের সঙ্গে হাত মেলানো হচ্ছে একটা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এর নির্বাচনকে উপলক্ষ করে। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ দেখতে পাচ্ছে কারা গণতন্ত্রের পক্ষে, আর কারা বিচ্ছিন্নতাবাদের পক্ষে। স্যার, এই যে টি, ইউ, জে, এস এবং কংগ্রেস (আই) মিতালী হচ্ছে এতে কারা খুশী হচ্ছে? যারা এন্টি সোসিয়েল তারা। একখানা "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় বিধায় শ্যামাচরণ ত্রিপুরার বক্তব্য হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে— "আমরা আমাদের শ্লোগান সব ছেড়ে দিয়েছি। রায়টের আগে আমরা শ্লোগান দিয়েছিলাম - বিদেশী বিতাড়ণ। এখন আমাদের আর সে সব শ্লোগান নেই। আমরা একটা রিজিওন্যাল পার্টি ছিলাম, এখন অল ইণ্ডিয়া পার্টি হয়ে গেলাম।" স্যার,

ওরা একা না, ৭টা রিজিওন্যাল পার্টি কংগ্রেস [আই]-এর সঙ্গে মিতালী করেছে তাদের শ্লোগান ছেড়ে দিয়ে না, বিচ্ছিন্নতাবাদকে ছেড়ে দিয়ে না, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ছেড়ে দিয়ে নয়। কংগ্রেস [আই] ছত্রছায়াতলে এখন তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে। বিচ্ছিন্নতাবাদের আওয়াজ তুলছে এবং তারই লক্ষণ আমরা দেখছি— কি মেঘালয়ে, কি মণিপুরে, নাগাল্যাণ্ডে, কি মিজোরামে। কার জন্য মিতালী করা হচ্ছে, দেশের মানুষের জন্য? দেশের ঐক্যের জন্য? কংগ্রেস [আই] ওদের সাহায্যে গদীতে বসার জন্য কি রকম গাঁটছড়া বাঁধছে। টি, এন, ভি কে বলছে— "আপনারা ট্রাইবেলের প্রতিনিধি, আমরা বাঙ্গালীর প্রতিনিধি। বাঙ্গালী সিটগুলি আপনারা ছেড়ে দিন, ট্রাইবেল সীটগুলি আমরা ছেড়ে দেই।" ওরা কার দল, ত্রিপুরা মানুষের দল? না, ওরা সাম্প্রদায়িক দল। এতদিন টি, ইউ, জে, এস, একটা সাম্প্রদায়িক দল ছিল, আজকে কংগ্রেস [আই] তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই সাম্প্রদায়িক দলের পতাকার নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। কাজেই খুশী হবে না কেন "আমরা বাঙ্গালী"? খুশী হবে না কেন টি, ইউ জে এস? আমরা দেখেছি আজকে ট্রাইবেল একদিকে চলে যাচ্ছে, আর বাঙ্গালী আরেক দিকে চলে যাচ্ছে। ওরা বলছে নারদ নারদ। প্রতিদিন এখন লড়াই চলবে। অপরদিকে টি, এন, ভি খুশী হবে। তাদের শক্তিটা বেড়েছে, পেছনে যদি রাজনৈতিক দলের মদত থাকে তাহলে তাদের সন্ত্রাস সৃষ্টি করার সুযোগ ও ক্ষমতা আবার বাড়বে। স্যার, এই যে ঘটনাগুলি ঘটছে এতে আমরা লক্ষ্য করছি, এখানে মার্কিন গোয়েন্দাদের যে চক্রগুলি আছে, তারা খুব খুশী। দিনের পর দিন তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে নানা অসত্য তথ্য পরিবেশন করার মধ্য দিয়ে। আর এখানে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন যাতে সন্ত্রাসবাদী তারা "আমরা বাঙ্গালীই" হোক, আর টি, এন ভি হোক, তাদের সন্ত্রাসমূলক কাজ চালিয়ে যেতে পারে। শহরে, বিভিন্ন বাঙ্গালী প্রধান এলাকাগুলিতে সমাজবিরোধীরা আজকে খুশী। সেখানে খুশীর আমেজে বোমা পটকা ফাটানো হচ্ছে। আরেক দিকে খুশী হচ্ছে টি, এন, ভি। তাদের পেস এখন অনেক বেড়ে যাবে।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই প্রস্তাব যিনি রেখেছেন, প্রস্তাবের পিছনে আমি লক্ষ্য করেছি যে, কোন নূতন কথা নেই। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গত ৪। ৫ মাস ধরে তাদেরই সিদ্ধান্ত সেটাকে কার্যকরী করার জন্য যে অনুরোধ সেই অনুরোধ আরও ২২ লক্ষ মানুষের কাছ থেকে যাচ্ছে, এর মধ্যে নূতন কথা নেই। আমি আশা করবো, এই প্রস্তাবকে এই হাউস একমত হয়ে সমর্থন করবেন। এবং আমরা অনেক বার এই কথা বলেছি যে সমস্যাটা রাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক ভাবে তার মোকাবিলা করতে হবে। সেই সমস্যাকে কংগ্রেস (আই), টি. ইউ. জি. এস জোট যদিও জটিল করার চেষ্টা করেন কিন্তু আমরা জানি যে, গণতন্ত্রের পক্ষে মানুষ আরও অনেক বেশী, সাম্প্রদায়িক ঐক্যের

পক্ষে শক্তি অনেক বেশী যদি তা না হতো তাহলে ৮০ সালের দাঙ্গা বন্ধ হতো না, যদি তা না হতো এত উস্কানি সত্ত্বেও ট্রাইবেল. বাঙ্গালীর ঐক্য আমরা রাখতে পারতাম না। কাজেই যতই ওরা অশোভন মিতালী করুন না কেন ওদের ভবিষ্যৎ নেই এবং জনগণ তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন আগামী দিনের স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শক্তিকে জয়যুক্ত করে সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল এবং খালিস্তানী, তাদের সঙ্গে কংগ্রেস (আই) -এর যে জোট সেই জোটকে আস্তাবলে ফেলে দিয়ে, ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়ে তারা জনসাধারনের ঐক্যকে সুরক্ষিত করবেন এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রস্তাব ক এখানে মাননীয় বিধায়ক এনেছেন যা আমরা চাই যে দিল্লীতে এই প্রস্তাবটা যায়।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার প্রস্তাবক আপনার রাইট অব্ রিপ্লাই আছে আপনি রিপ্লাই দিন।

শ্রীমানিক সরকার ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার. আমি আমার প্রস্তাব উত্থাপন করার সময়েই প্রস্তাবের স্বপক্ষে আমার বক্তব্য রেখেছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলার পর আমি আর নতুন করে বলার প্রয়োজন মনে করি না।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজলিউশ্যানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজলিউশ্যানটি হলো ঃ—

"ত্রিপুরা বিধান সভা গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করছে যে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রয়োজনীয় বি এস এফ না থাকার ফলে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে বাংলাদেশী নাগরিকরা অনুপ্রবেশ করে খুন সমেত ডাকাতি গরু-বাছুর অপহরণ, বনজ সম্পদ লুট প্রভৃতি জঘন্যতম অপরাধ সংগঠিত করছে।

বিধানসভা আরও দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে উগ্রপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী, সন্ত্রাসবাদীদের আরও কঠোরভাবে দমনের জন্য অতিরিক্ত সশস্ত্র আধা মিলিটারী বাহিনী পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করার পরও কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে এখনও কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না।

বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে তারা যেন অবিলম্বে ত্রিপুরা সীমান্তের রাস্তা-ঘাটের উন্নতি, প্রতি ৫ কিঃ মিঃ একটি করে বি. এস আউট পোষ্টের ব্যবস্থা করেন এবং উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা ও সাম্প্রদায়িক শক্তি সমূহের উস্কানীমূলক কাজকর্ম মোকাবিলার জন্য আরও দুই ব্যাটেলিয়ান আধা সামরিক সশস্ত্র বাহিনী অবিলম্বে প্রেরণ করেন'।

(রিজলিউশ্যানটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার ঃ — আমাদের কার্যসূচীগুলি শেষ হল।

সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এই সভা মুলতবী ঘোষণা করছি।

প্রশ্ন :—

১। ত্রিপুরায় বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার বিবরণ।

২। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষজ্ঞগন রাজ্যে কোন প্রকারের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাইয়াছিলেন কিনা ?

৩। চালাইয়া থকিলে তাহার বিবরণ।

৪। বাংলাদেশের বাঁধের ফলে ত্রিপুরার যে সকল এলাকায় (বিশেষভাবে শহরে) যেভাবে বন্যার প্রকোপ বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিষেধকের জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর :—

১। সরকার বন্যানিয়ন্ত্রনের জন্য প্রতি বৎসরই বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু ব্যবস্থা যথা, —বাঁধ, স্পার রিভেটমেন্ট ইত্যাদি করেন সংযোজনীতে যে সব কাজ করা হইয়াছে তাহার তালিকা দেওয়া হইল (সংযোজনী 'ক')

২। কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষজ্ঞগন এব্যাপারে কোন বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান নাই। তবে ১৯৭৬ সালের ভয়াবহ বন্যার পর কেন্দ্রীয় জল নিগমের সদস্য শ্রীত্রিপাঠী স্বল্প সময়ের জন্য ত্রিপুরা ভ্রমন করে বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য কিছু কিছু প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সংযোজনীতে এর তথ্য দেওয়া হইল— (সংযোজনী - 'খ')

৩। সংযোজনী—'খ' তে বিবরণ দেওয়া হইল।

৪। বাংলাদেশে বাঁধ নির্মানের ফলে বিশেষকরে কৈলাশহর এবং বিলোনীয়া শহরে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে এবং তা প্রতিরোধ করার জন্য সরকার যথারীতি বন্যা নিরোধক বাঁধ প্রভৃতি নির্মান করিতেছেন। ধর্মনগরের সাতসঙ্গম খোয়াই শহর ও তৎসংলগ্ন দুর্গানগর অঞ্চল, কমলপুরের মলয়া প্রভৃতি অঞ্চল ও বুড়ীমা নদীর কাম থানা অঞ্চলে বাংলাদেশের বাঁধের ফলে আমাদের অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। ঐ সকল স্থানে আমরা বন্যা নিরোধক বাঁধ তৈরী করেছি এবং প্রয়োজন বোধে বাঁধকে মজবুত ও সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থাও নিচ্ছি। যে সব স্থানে এখনও বাঁধ করা সম্ভবহয় নাই সে সব স্থানে বাঁধের কাজ হাতে নেওয়া হইবে।

সংযোজনী —'ক'।

কাজ শেষ হইয়াছে :—

(ক) বাঁধ নির্মান :—

১। হাওড়া বাঁধ নির্মান।

২। কাটাখাল „ „

Annexure 'A'

Admitted starred Question No. 188.
Name of Member : Syed Basit Ali.

৩ ।গজারিয়া বাঁধ ও স্লুইস নির্মান।
৪। খোয়াই রামাছড়া বাঁধ নির্মান।
৫। লালছড়া— " "
৬। কমলপুর— " "
৭। লক্ষীছড়ির উভয়তীরে " "
৮। রাঙ্গুটিয়া কৈলাসহর " "
৯। কৈলাসহর টাউন " "
১০। গৌরনগর কৈলাসহর " "
১১। সতর মিঞা হাওর " "
১২। কাউলিকুরা " "
১৩। তেগরী " "
১৪। শ্রীরামপুর " "
১৫। চণ্ডীপুর, " "
১৬। হুকয়া " "
১৭। ধর্মনগর " "
১৮। সাতসঙ্গম " "
১৯। পেচারথল " "
২০। সোনামুড়া দুর্গাপুর " "
২১। পদ্মটেপা " "
২২। শীলঘাটি " "
২৩। ডাকমাজলা " "
২৪। গঙ্গাছড়া " "
২৫। চনক্বাইছড়া " "
২৬। বিলোনীয়া টাউন " "
২৭। কাসারিয়াছড়া " "
২৮। বল্লামুখা " "
২৯। ববজকলোনী— " "
৩০। আমজাদনগর " "

৩১। বাবুগ্রাম বাঁধ নির্মান।
৩২। গোবিন্দমাঠ " "
৩৩। বিলোনীয়া বাঁধে রিভেটমেন্ট "
৩৪। উদয়পুর টাউনে " "
৩৫। কাটাখাল বাঁধে " "
৩৬। খোয়াই বাঁধে " "
৩৭। কৈলাশহর গোবিন্দপুর ও বাজারে বাঁধে রিভেটমেন্ট নির্মান।
৩৮। কুমারঘাট পাকা সেতুর নিকট " "
৩৯। আগরতলা হাওড়া বাঁধে রিভেটমেন্ট নির্মান।

হানা বা মান্দাক নির্মাণ

নদীর নাম	স্থানের নাম
দেও	১। দশদা
	২। সাতনালা
	৩। কাঞ্চনপুর
ময়নামাছড়া	৪। ময়নামা
মনু	৫। নিদেবী
	৬। পেচারদহর
	৭। হাওড়ের বাজার
	৮। শ্রীরামপুর
	৯। কীর্ত্তনতলী
	১০। বিদ্যানগর
	১১। বিমানঘাটি কৈলাশহর
	১২। কৈলাশহর টাউন
	১৩। রাঙ্গুটিয়া
	১৪। ফটিকরায়

নদীর নাম	স্থানের নাম
জুরী	১৫। কাশিমনগর
	১৬। তিলথৈ বাজার ও নিকটবর্ত্তী এলাকা।
	১৭। ইচ্ছাই কাশিমনগর,
	১৮। বলাকা সিনেমা হল (ধর্মনগর)
	১৯। ভাগাপুর
	২০। করুণাময় গোস্বামীর বাড়ির নিকটবর্ত্তী।
	২১। পুরাতন ধর্মনগর কৈলাশহর রাস্তার নিকটবর্ত্তী।
	২১। তরুয়া
	২৩। টংগীবাড়ী
	২৪। নবিরসী
	২৫। ইছাই সোনাপুর।
	২৬। রাজবাড়ী
	২৭। নয়াপাড়া
কাকড়ী	২৮। মণিপুরী বস্তী।
	২৯। সোনারবাসা গ্রাম।
	৩০। হালাম বস্তী।
	৩১। কাকড়ীর পাড়ে।
	৩২। ওয়েল ডিপোর নিকটবর্ত্তী স্থান।
দেওছড়া	৩৩। পদ্মপুর
	৩৪। দেওছড়া গ্রাম।
ধলাই	৩৫। সালেমা
	৩৬। মলয়া
	৩৭। ছনকাপ
	৩৮। হাতের গোলা।
	৩৯। লাটিয়া বিল।
	৪০। আভাঙ্গা

নদীর নাম	স্থানের নাম
কালাছড়া	৪১। কালাছড়া
ফুলছড়ী	৪২। ফুলছড়ী
প্রত্যেক্রায় ছড়া	৪৩। প্রত্যেকরায়
গোমতী	৪৪। দুর্গানগর
	৪৫। দেববাড়ী
	৪৬। খিলপাড়া
	৪৭। রাজারবাগ
	৪৮। ভুনবন
	৪৯। তেপানিয়া
	৫০। শালগড়া
হাওড়া	৫১। চাম্পামুড়া
	৫২। খয়েরপুর
বুড়ীমা	৫৩। বিশালগড়
খোয়াই	৫৪। ঘিলাতলী
	৫৫। পহরমুড়া
	৫৬। শান্তিনগর
	৫৭। বৃন্দাবনঘাট
পিত্রাছড়া	৫৮। পিত্রাছড়া
মহারাণীছড়া	৫৯। কৈহরণপাড়া
মুহুরী	৬০। বাথান বাড়ী
	৬১। কলসী
	৬২। মুহুরীপুর
	৬৩। দক্ষিণ ভারতচন্দ্র নগর।
মির্জাছড়া	৬৪। মির্জাবাজার
অম্পিছড়া	৬৫। অম্পি বাজার

সংযোজনী 'খ'—

ক্রমিক সংখ্যা	নদীর নাম	স্থানের নাম	কেন্দ্রীয় জল নিগমের সদস্য মিঃ জে ত্রিপাঠির প্রস্তাবিত ব্যবস্থাদি	রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি	মন্তব্য—
১	২	৩	৪	৫	৬
১	হাওড়া ও কাটাখাল	আগরতলা টাউন	ক) বন্যার সময় আসাম আগরতলা বা য়ার উপর দিয়ে প্রবাহিত জলকে নিয়ন্ত্রিত করে ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণ জল হাওড়া নদীতে প্রবাহিত করা। ইহাতে হাওড়া নদীর জল প্রবাহের ক্ষমতা বাড়বে। খ) বর্তমানে হাওড়া নদীতে প্রবাহিত দেবতা ছড়ার গতি পরিবর্তন করিয়া কাটাখাল প্রবাহিত করা। গ) হাওড়ার বাঁধের যেসব স্থানে বন্যার দরুণ ক্ষয় হইয়াছে সে সব স্থানে মান্দাক ও পেল সাইডিং দেওয়া। ঘ) বন্যার সময় তিতাস নদীর জল যাতে আখাউড়া ও কালাপানিয়া খালে প্রবাহিত না হয় তার ব্যবস্থা করা।	ক) এই কাজ এখনো হাতে নেওয়া হয় নাই। অনুসন্ধানের কাজও করা হয় নাই। খ) ঐ গ) এই সব কাজ করা হইয়াছে। ঘ) এই সম্বন্ধে এখনো কিছু করা সম্ভব হয় নাই।	বর্তমানে হাওড়া ও কাটাখাল বাঁধকে মজবুত করার কাজকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এবং এই বাঁধ মজবুত করার পর— ক) এবং খ) প্রস্তাব দুইটি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। গ) বিভিন্ন সময়ে প্রচুর পরিমানে মান্দাক পেলাসাইডিং ইত্যাদি করা হইয়াছে কিন্তু এইসব কাজ অস্থায়ী হওয়ায় বেশী করে রিভেটমেন্টের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। এই রিভেটমেন্ট

১	২	৩	৪	৫	৬
			ঙ) আগরতলা শহরে কিছু জায়গা হইতে স্থানীয় ভাবে কিছু জল হাওড়া ও কাটাখাল নদীতে পাম্পিং করিয়া ফেলা।	ঙ) ইহা আংশিকভাবে কার্য্যকর করা হইয়াছে। প্রয়োজন অনুসারে আরও বসানো হইবে।	দ্বারা অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ের জন্য বাঁধকে রক্ষা করা হইবে। ঘ) বর্ষার সময় আগরতলা শহরের জল নিকাশের ব্যাপারে বাংলাদেশের সাথে আলোচনা এখনো শেষ হয় নাই। বাংলাদেশের সাহায্য ছাড়া এই কাজ হয়ত করা যাবেনা।
২	লালছড়া	খোয়াই টাউন	ক) লালছড়ার ডান পাড়ে অবস্থিত বাঁধকে আরও উজানের দিকে সম্প্রসারণ করা যাতে এই ছড়ার জল বন্যার সময়ে খোয়াই সহরে ঢুকিতে না পারে। খ) খোয়াই সহরের দক্ষিন অংশকে রক্ষার জন্য লালছড়ার বাম তীরে বাঁধ নির্মান।	ক) এই কাজ করা হইয়াছে। খ) ইহা এখনও করা হয় নাই তবে অনুসন্ধানের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।	

১	২	৩	৪	৫	৬
৩	খোয়াই	খোয়াই টাউন	ক) খোয়াই সহরের বাঁধকে রামছড়া পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত করা। খ) খোয়াই সহর ও দুর্গানগর অঞ্চলকে বন্যার ক্ষয় হইতে রক্ষার জন্য মান্দাকার পেলাসাইডিং ইত্যাদি নির্মান করা।	ক) এই কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে এবং প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে। খ) এই সব অঞ্চলে নদীর অপর পাড়ে বাংলাদেশ হওয়ায় এখানে মান্দাকার করা যায় না। খোয়াই সহরের বেশ কিছু জায়গায় রিভেটমেন্ট করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন বোধে বাকী অংশেও করা হইবে। দুর্গানগর অঞ্চলে পেলাসাইডিং এর কাজ করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন বোধে এই অঞ্চলেও রিভেটমেন্ট বাঁধ করা হইবে।	

১	২	৩	৪	৫	৬
৪	ধলাই	কমলপুর টাউন	ক) শহরের বন্যার ক্ষয় রোধ করার জন্য অধিক পরিমানে মন্দাক নির্মান।	ক ইহা করা হইয়াছিল।	ক) অনেকগুলি মন্দাক রোধের জন্য করা হইয়াছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই তাই কমলপুর বাধের ক্ষয় রোধের জন্য বিভিন্ন স্থানে রিভেটমেন্টের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।
			খ কমলপুর সহরের জনবসতিকে ক্রমাণ্বয়ে নিকটবর্ত্তী উচু জায়গায় স্থানান্তরিত করা।	খ) ইহা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।	
			গ) ছোট ছোট বন্যার হাত হইতে কমলপুব সহরকে রক্ষার জন্য মার্জিনাল বাঁধ তৈরী।	গ) ইহা করা হইয়াছে	গ) এই বাঁধকে মজবুত করা এবং উচ্চতা বাড়ানোর কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে যাহাতে মাঝারী ও বড় বন্যার হাত থেকে কমলপুর সহরকে রক্ষা করা যায়।

১	২	৩	৪	৫	৬
					ব্যবস্থা স্থানীয় জনসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।
৬	মুহুরী	বিলনীয়া শহর	ক) বিলোনীয়া বাঁধে বিভেটমেন্ট করা।	ক) ইহা করা হইয়াছে	
৭	ফেণী	সাব্রুম শহর	ক) সাব্রুম শহর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ক্ষয় রোধের জন্য মন্দাক ও পেলাসাইডিং নির্মান করা।	ক) ইহা করা হইয়াছে। প্রয়োজন বোধে আরও করা হইবে।	ক গবিন্দমাঠ অঞ্চলকে বন্যার হাত হইতে রক্ষার জন্য বাঁধ নির্মান করা হইয়াছে।

ANNEXURE— "B"

Admitted Starred Question No. 30

Name of Member :— Sri Subodh Ch. Das

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কাঞ্চনপুর ব্লকের অন্তর্গত রাতুমছড়া বাজারটি জুরী নদীর ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়াছে ?

২। সত্য হলে তার প্রতিকারকল্পে সরকার কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, বাজারের কয়েকটি জায়গায় ভাঙ্গন দেখা দিয়াছে।

২। কয়েকটি মান্দাক নির্ম্মাণের দ্বারা নদীর পার ভাঙ্গনরোধের কাজ হাতে নেওয়া হইতেছে।

ANNEXURE "C"

Assembly un-starred Question (Admitted No. 58)
Name of the Member :- Shri Dhirendra Debnath, M. L. A.
Will the Hon' ble Minister-in-Charge of The Home Department be pleased to state :—

১। গত ৫ ইং এপ্রিল কমলপুরের শ্বেতরাইএ উগ্রপন্থী কর্তৃক কতজন পুলিশ নিহত হইয়াছে এবং কতজন আহত হইয়াছে;

২। যাহারা নিহত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেক পরিবারকে সরকারী-সাহায্য এবং সরকারী চাকুরী দেওয়া হইয়াছে কি না;

৩। চাকুরী দেওয়া হইলে তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব;

৪। উক্ত ঘটনার পর কোন উগ্রপন্থীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে কি না ?

ANSWER

১। মোট ৯ জন নিহত এবং ৩ জন আহত হন।

নিহতদের মধ্যে ৩ জন ত্রিপুরা পুলিশের সদস্য, ১ জন হোমগার্ড এবং ৫ জন সি, আর, পি, এফ—এর জোয়ান।

২নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর :—নিহত ৩ জন ত্রিপুরা পুলিশের সদস্যদের পরিবারের প্রত্যেককে আর্থিক অনুদান হিসাবে ২০,০০০, টাকা ও নিহত হোমগার্ডের পরিবারকে ১০,০০০, টাকা প্রদান করা হইয়াছে। তাহাছাড়া নিহত ত্রিপুরা পুলিশের প্রত্যেক পরিবারের একজনকে এবং হোমগার্ডের পরিবারের একজনকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করার ব্যবস্থা হইতেছে।

নিহত সি, আর, পি, এফ—এর জোয়ানদের প্রত্যেক পরিবারকে ত্রিপুরা পুলিশের ন্যায় অনুরূপ আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে।

৪। পুলিশ তদন্তকালীন বামনছড়া গ্রামের শ্রী ওয়াকী বাই দেববর্মা নামে উপজাতি যুবসমিতির একজন সমর্থক কে ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার করেন। সে বর্তমানে জেল হাজতে আছে।

Admitted Unstarred question No. 61

NAME OF MEMBER :- SYED BASIT ALI

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Political Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ক) গত পাঁচ বৎসরে কোন কোন এলাকায় কত একস সার্ভিস ম্যানকে রিসেটেলমেণ্ট দেওয়া হইয়াছে, তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

খ) ইহাদের প্রত্যেককে কত পরিমান জমি এবং অন্যান্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

গ) বর্তমান একস সার্ভিস ম্যানের রিসেটেলমেণ্টের কত আবেদন পত্র সরকারের বিবেচনাধীন আছে : এবং

ঘ) সরকার কোথায় কোথায় তাঁহাদের রিসেটেল করার পরিকল্পনা নিয়াছেন ?

ANSWER

১। (ক) ও (খ) — ১৯৮০ সন হইতে গত পাঁচ বৎসরে ৩৩ জন প্রাক্তন সৈনিককে জমি দেওয়া হয়েছে, মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া হল :—

সদর—	১২
খোয়াই—	৪
সোনামুড়া—	৩
কমলপুর—	৬
ধর্মনগর—	২
উদয়পুর—	৩
অমরপুর—	২
সাব্রুম—	১
	৩৩

১৯৮০ সালের আগে মোট ৭৬০ জন প্রাক্তন সৈনিককে জমি দেওয়া হইয়াছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া হইল :—

সদর—	৪১০ জন
খোয়াই—	২৫৫ „
উদয়পুর—	৫ „
বিলোনীয়া—	২৫ „
কৈলাশহর—	৩১ „
কমলপুর—	১০ „
ধর্মনগর—	১৪ „
	৭৬০ জন

প্রত্যেক প্রাক্তন সৈনিককে দুই ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর সরকারী খাস জমি দেওয়া হয়েছে।

গত পাঁচ বৎসরে মোট ১৫৮ জন প্রাক্তন সৈনিককে ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকার ও সরকারী সংস্থা সমূহে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এর পূর্বে ৫৪২ জন প্রাক্তন সৈনিককে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

গত পাঁচ বৎসরে ১০৮৪ জন প্রাক্তন সৈনিককে মাসিক ৪৫ টাকা হারে বার্দ্ধক্যজনিত পেন্সন দেওয়া হয়েছে।

গত পাঁচ বৎসরে ৩৫ জন প্রাক্তন সৈনিকের বিধবা পত্নীদের মাসিক ৫০ টাকা হারে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

গত পাঁচ বৎসরে ৩৪৮ জন প্রাক্তন সৈনিক বিধবা পত্নীকে মুরগ, হাঁস, ছাগল পালন প্রকল্পে ১,৫৬,০৯০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।

গত পাঁচ বৎসরে ৮ জন প্রাক্তন সৈনিকের বিধবা পত্নী এবং ২ জন প্রাক্তন সৈনিকের নির্ভরশীল ব্যক্তিকে স্বনির্ভরশীল প্রকল্পে ১টি করে সেলাই কল দেওয়া হয়েছে।

চাকুরীতে থাকাকালীন মৃত্যুর জন্য গত পাঁচ বৎসরে ১ জন প্রাক্তন সৈনিকের নির্ভরশীল ব্যক্তিকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

জমি বন্দোবস্তের জন্য প্রাক্তন সৈনিকদের ১০০টি আবেদনপত্র বর্তমানে বিবেচনাধীন আছে। এই আবেদনপত্রগুলি জমি বন্টনের বিষয়ে বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

২০০ জন প্রাক্তন সৈনিক চাকুরীর জন্য তাহাদের নাম রাজ্য সৈনিক বোর্ডে তালিকাভুক্ত করেছে। বিভিন্ন দপ্তর থেকে লোক নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার পর প্রাক্তন সৈনিকদের নাম রাজ্য সৈনিক বোর্ড থেকে তাহাদের কাছে পাঠানো হয়।

(খ) জমির অপ্রতুলতা হেতু এবং চাকুরী ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা হেতু প্রাক্তন সৈনিকদের জন্য স্বনির্ভরশীল প্রকল্পের উপর সরকার জোর দিয়েছেন। এ ব্যাপারে একটি পরিকল্পনা তৈরী করা হচ্ছে।

ANNEXURE "D"

POSTPONED UNSTARRED QUESTION NO. 78

Name of Member :– 1. Shri Monoranjan Majumder. Member.
2. Shrimati Gita Choudhury. Member.
3. Shri Kashiram Reang. Member.
4. Shri Dhirendra Deb Nath Member.

Will the Hon' ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৮০ ইং সাল হইতে ১৯৮৫ ইং সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্যে কতগুলি উগ্রপন্থী হামলা সংঘটিত হয়েছে ?

২। উক্ত হামলায় মোট কয়টি বাজার লুট ও অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটিয়েছে ও কত টাকার সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। কতজন সাধারণ মানুষ ও সরকারী কর্মচারী আহত নিহত হয়েছেন ?

৪। উক্ত নিহত ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারকে এবং বাজারের ক্ষতিগ্রস্থ দোকানদারদের মধ্যে কতজনকে কি কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে তার হিসাব ?

উত্তর

১। ১৭২ টি (১ ১ ৮০ ইং হইতে ৩১-১ ৮৫ ইং পর্য্যন্ত)

২। মোট ২৬টি বাজার লুট করা হয় এবং তার মধ্যে ৩টি বাজারে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

সদর—	৩টি বাজার
খোয়াই —	২টি বাজার
কমলপুর —	৭টি বাজার
কৈলাসহর —	৫টি বাজার
উদয়পুর —	৩টি বাজার
অমরপুর	৩টি বাজার
বিলোনীয়া -	৩টি বাজার
মোট :—	২৬টি বাজার।

সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতির বিভাগ ভিত্তিক হিসাবঃ—

সদর —	৪, ৩৫০, টাকা (আনুমানিক)
খোয়াই—	১৯, ২১৫, টাকা (আনুমানিক)
কমলপুর—	১, ২৩, ৭০০, টাকা (আনুমানিক)
কৈলাসহর—	৬৪, ৫৫৮, টাকা (আনুমানিক)
উদয়পুর—	৩, ৩৬০, টাকা (আনুমানিক)
অমরপুর —	৪৫, ০০০, টাকা (আনুমানিক)
বিলোনীয়া—	৫৮, ০০০, টাকা (আনুমানিক)

৩। মোট ১৪৪ জন নিহত ও ১৬৭ জন আহত হইয়াছেন।

আহত — ১৪৪ জনের মধ্যে

১০১ জন সাধারন মানুষ এবং ৪৩ জন সরকারী কর্মচারী।

আহত— ১৬৭ জনের মধ্যে

১৫১ জন সাধারণ মানুষ এবং ১৬ জন সরকারী কর্মচারী।

৪। সরকারী কর্মচারীর ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির পরিবারকে নগদে মং ১০, ০০০ টাকা গত ৩০।৬।৮৩ ইং তারিখ পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে, ঐ সাহায্যের পরিমান গত ১-৭-৮৩ ইং তারিখ হইতে বৃদ্ধি করিয়া মোট ২০, ০০০ টাকা করা হইয়াছে। পরিবারের উপযুক্ত ১ জনকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হইয়াছে। আহত সরকারী কর্মচারীর ক্ষেত্রে গুরুত্ব অনুসারে মং ৫০০ টাকা হইতে মং ৫০০০ টাকা পর্য্যন্ত সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

বেসরকারী ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে সর্ব্বোচ্চ ৫০০০, টাকা এবং আহত ব্যক্তিদের ৫০০, টাকা থেকে ১০০০, টাকা সরকারী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উগ্রপন্থী হামলায় নিহত বেসরকারী ব্যক্তিদের পরিবার বর্গকে দেওয়া আর্থিক সাহায্যের পরিমান বৃদ্ধি করিয়া ভবিষ্যতে ১০,০০০, টাকা করা হবে।

বাজার লুট ও আগুন ক্ষয়ক্ষতির দরুন ক্ষতির পরিমান বিবেচনা করিয়া দোকানদারগনকে ৫০, টাকা হইতে ২, ০০০, টাকা পর্য্যন্ত সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

বাজার অগ্নিসংযোগের ঘটনা উগ্রপন্থী হামলায় অথবা সমাজদ্রোহিদের দ্বারা যে ভাবেই ঘটুকনা কেন, সরকারী আর্থিক সাহায্য সমপর্য্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

Postponed Un-Starred Questien No. 81

Name of Members :— 1) Shri Gopal Chandra Das. M. L. A.
2) Shri Monoranjan Majumder. M. L. A.
3) Shri Jawhar Shaha M. L A.
4) Shri Samar Choudhury. M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :–

১। ১৯৮০ ইং থেকে ১৯৮৫ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্যে কতগুলি চুরি, ডাকাতি, খুন, ছিনতাই, ও নারী ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধ মূলক ঘটনা ঘটেছে (বছর ভিত্তিক প্রত্যেকটি ঘটনার পৃথক পৃথক হিসাব)

২। উক্ত ঘটনাগুলির জন্য কোন কোন থানায় কতগুলি কেইস নথিভুক্ত হয়েছে এবং এর মধ্যে কতগুলি কেইস তদন্তক্রমে কতটুকু সময়ের মধ্যে নিস্পত্তি করা হয়েছে (থানা ভিত্তিক কেইসের সময়ের হিসাব)

৩। ঐ সময়ে উক্ত ঘটনাগুলির সঙ্গে জড়িত কতজন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং এদের মধ্যে কতজনের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

৪। এই সমস্ত অপরাধ মূলক ঘটনায় কতজন আহত, নিহত ও নিখোঁজ হইয়াছে। এবং

৫। নিখোঁজ ব্যক্তিদের মধ্যে কতজনকে পুণরায় উদ্ধার করা হয়েছে।

ANSWER

NAME OF MEMBER :–SHRI NRIPEN CHAKRABORTY CHIEF MINISTER.

১ নং প্রশ্নের উত্তর

অপরাধমূলক ঘটনা	বৎসর					
	১৯৮০	১৯৮১	১৯৮২	১৯৮৩	১৯৮৪	জানুয়ারী ১৯৮৫
১। চুরি	১৯৪৬	২০৯৭	১৮৭৮	২১৩৩	১৯৭৯	১৬৪
২। ডাকাতি	১৪৭	১৫৪	১৯৭	২২৬	২৮১	২৭
৩। খুন	১৯৬	৯২	১১৫	১১৮	১২৩	১০
৪। ছিনতাই	১৩৩	১৪৮	১৭১	১৯৮	২৪৭	২৮
৫। নারী ধর্ষণ	২০	২০	১৭	২৬	২২	২
৬। অন্যান্য	৩৭৮৩	৩৭২০	৩১৪৯	৩৩২৬	৩৫৩৮	২৭১
মোট :—	৬২২৫	৬২৩১	৫৫২৭	৬০২৭	৬১৯০	৫০২

১ নং প্রশ্নের উত্তর

কতগুলি কেইস নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং কতটুকু সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে তাহা কেইসের সঙ্গে ব্যাকেটে দেওয়া হল।

থানার নাম	ঘটনা					
	চুরি	ডাকাতি	খুন	ছিনতাই	নারী ধর্ষণ	অন্যান্য
	১	২	৩	৪	৫	৬
১। পশ্চিম আগরতলা	১২৩০ (৫২৮টি ৩ মাসে, ৪১৬টি ৪ মাসে, ১৮৮টি ৫ মাসে, ১৮টির তদন্ত চলিতেছে)	১৭ (৫টি ১০ মাসে ৭টি ১১ মাসে ৫টি ১২ মাসে)	২৭ (২২টি ১২ মাসে ৪টি ১৮ মাসে ১টির তদন্ত চলিতেছে)	৪৭ (৬টি ৬ মাসে ৭টি ৮ মাসে ১০টি ৯ মাসে ২৩টি ১০ মাসে। ১টীর তদন্ত চলিতেছে)	১৩ (২টি ৮ মাসে ২টি ১০ মাসে ৬টি ১২ মাসে ৩টি ১৮ মাসে)	২১৬৭ (৩৫৮টি ১০ মাসে ১৪১৩টি ১২ মাসে ৩৭১টি ১৮ মাসে ২৫টীর তদন্ত চলিতেছে।)
২। পূর্ব আগরতলা	১০৩৫ ১০১৪টী ৩-৯ মাসে ২১টীর তদন্ত চলিতেছে)	৯ (টী ৬ মাসে. ১টী ১২ মাসে, ৩টীর তদন্ত চলিতেছে)	৬৩ (২৭টী ৬-৯ মাসে, ১৮টী ১২-১৮ মাসে ১৮টির তদন্ত চলিতেছে)	৪২ (১৪টী ৬ মাসে, ২৪টী ৬-১২ মাসে ৪টীর তদন্ত চলিতেছে)	১১ (৯টী ৬ মাসে, ২টি ১২ মাসে)	২৫১৯ (২২৫৬টী ৯-১২ মাসে, ২৬৩টীর তদন্ত চলিতেছে)
৩। কলমছড়া	১৬৩ (সবগুলি ১-১২ মাসে)	২২ (সবগুলি ১-১২ মাসে)	১ (১-১২ মাসে)	১২ (সবগুলি ১-১২ মাসে)	১ (১-১২ মাসে)	১৫৬ (১৫৬টী ১-১২ মাসে এবং ১টীর তদন্ত চলিতেছে

	১	২	৩	৪	৫	৬
৪। যাত্রাপুর	২১৬ (২১৫টী ২-৬ মাসে ১টীর তদন্ত চলিতেছে)	১৭ (৩টী ৬ মাসে, ৭টী ৬-৮ মাসে ২টী ৬-৯ মাসে, ৫টি ১৪ মাসে)	৫ (২টী ৬ মাসে, ২টী ৬-৯ মাসে, ১টী ১২ মাসে)	৬ (১টি ৪ মাসে ৫টী ৬ মাসে)	৬ (২টি ৬ মাসে ১টী ২-৬ মাসে)	১৪৪ (১৪০টি ২-৬ মাসে ৪টীর তদন্ত চলিতেছে)
৫। বোয়াই	৫১১ (১৫৮টী ২-৪ মাসে, ৩২৮টী ২-৬ মাসে ৮টির তদন্ত চলিতেছে)	৫৬ (৪১টী ৬-৯ মাসে, ১৪টী ৬-১২ মাসে, ১টীর তদন্ত চলিতেছে)	২৫ (সবগুলি ১২ মাসে)	২৫ (১৩টি ৪ মাসে, ৫টী ২-৬ মাসে ৭টী ৪-৬ মাসে)	২ (সবগুলি ২-৪ মাসে)	৪৫৭ (৪৫৩টী ২-৬ মাসে ৪টীর তদন্ত চলিতেছে)
৬। [illegible]লিয়াবুড়া	৩৯৩ (৩৮৭টী ২-৬ মাসে, ৬টির তদন্ত চলিতেছে)	১৬ (৫টী ৯ মাসে, ৮টি ৬-৯ মাসে, ৩টী ৯-১২ মাসে)	২৫ (সবগুলি ১২ মাসে)	১৫ (৩টি ২-৬ মাসে, ১২টি ৪-৬ মাসে)	২ (৪ মাসে)	৪৯৩ (৪৭৭টী ২-৬ মাসে ১৬টীর তদন্ত চলিতেছে)
৭। কল্যাণপুর	২২৯ (২২৫টী ২-৬ মাসে ৪টীর তদন্ত চলিতেছে)	৩৩ (৩২টী ৬-৯ মাসে, ১টির তদন্ত চলিতেছে)	৩০ (সবগুলি ১২ মাসে)	২৯ (১৮টি ২-৬ মাসে, ৪টী ৪-৮ মাসে ৬টী ৬-৯ মাসে, ১টির তদন্ত চলিতেছে)	২ (২-৬ মাসে)	৩০ (১৯৭টী ২-৬ মাসে, ৪টীর তদন্ত চলিতেছে)

	১	২	৩	৪	৫	৬
৮। সিধাই	৩৭৬ (১০১টী ৬ মাসে, ২৬৮টী ৩-৬ মাসে, ৮টীর তদন্ত চলিতেছে)	৬৮ (৩৬টি ৯-১২ মাসে, ২০টি ১২ মাসে, ৫টীর তদন্ত চলিতেছে)	৩৩ (২৫টী ১২ মাসে, ৮টির তদন্ত চলিতেছে)	৪৪ (২টী ২-৪ মাসে, ৩২টি ৬ মাসে, ৫টী ৬-৯ মাসে, ৫টী তদন্ত চলিতেছে)	২ (১টী ৬ মাসে, ১টীর তদন্ত চলিতেছে)	২৮০ (৪২টী ৩-৬ মাসে, ২১২টী ৯-১২ মাসে, ২৬টি তদন্ত চলিতেছে)
৯। সোনামুড়া	৬২৫ (৬১৯টী ২-৬ মাসে, ৬টির তদন্ত চলিতেছে)	৯৪ (৯৩টি ৬-৯ মাসে, ১টীর তদন্ত চলিতেছে)	২০ (১৯টী ১২ মাসে এবং ১টির তদন্ত চলিতেছে)	৫৭ (২০টী ৪ মাসে, ১৩টি ৪-৬ মাসে, ২৪টি ৬ মাসে)	৮ (সবগুলি ২-৬ মাসে)	৫৪৭ (৫৪৪টী ২-৬ মাসে ৩টি তদন্ত চলিতেছে)
১০। টাঁকারজলা	৬১ (১৬টি ২-৪ মাসে ৩৩টি ২-৬ মাসে ১২টি ৩-৬ মাসে)	২৭ (৬টি ৮-১২ মাসে, ১৫টি ৯-১২ মাসে, ৪টি ১২ মাসে, ১টি তদন্ত চলিতেছে)	১৮ (১৭টি ১২-১৮ মাসে, ১টির তদন্ত চলিতেছে)	১২ (২টি ৩-৪ মাসে, ৩টি ৪-৮ মাসে, ৪টি ৫-৮ মাসে, ৩টি ৬-৮ মাসে)	×	২৪০ (১০৯টি ২-৬ মাসে, ৯২টি ৩-৬ মাসে, ৩৫টি ৪-৬ মাসে, ৪টির তদন্ত চলিতেছে)
১১। আমতলী	২৭৩ (২৬৯টি ২-৪ মাসে, ৪টির তদন্ত চলিতেছে)	৩৬ (৫টি ৪-৬ মাসে, ৩০টি ৬-৮ মাসে, ১টির তদন্ত চলিতেছে)	৮ (২টি ৬-৮ মাসে, ৫টি ৬-৯ মাসে ১টি ১২ মাসে)	৬ (২টি ২-৪ মাসে, ৪টি ৪ মাসে)	×	৩০৩ (৫০টি ২-৬ মাসে, ২৪৪টি ২-৪ মাসে, ৯টির তদন্ত চলিতেছে)

	১	২	৩	৪	৫	৬
১২। জিরানিয়া	২৫৫৪ (১৬৮টি ২-৪মাসে, ৭৮টি ২-৬ মাসে ৮টির তদন্ত চলিতেছে)	৬৩ (৬১টি ৬-৯মাসে, ২টির তদন্ত চলিতেছে)	৫৭ (৫৫টি ১২মাসে, ২টি তদন্ত চলিতেছে)	২৪ (সবগুলি ৪-৬ মাসে)	৪ (সবগুলি ২-৬ মাসে)	৭৩৮ (২৭০টি ২-৪মাসে, ৪৪৩টি ২-৬ মাসে ২৫টির তদন্ত চলিতেছে)
১৩। বিশালগড়	২৭৯ (১১০টি ২-৪ মাসে, ৮৫টি ২-৬, মাসে, ৮০টি ৪-৯ মাসে, ৪টি তদন্ত চলিতেছে)	১০০ (১২টি ৪-৯ মাসে, ২৬টি ৮-১০ মাসে, ৬২টি ১২ মাসে)	৪৬ (সবগুলি ১২ মাসে)	৪৮ (১৭টি ২-৬ মাসে, ১টি ৪ মাসে, ৫টি ৪-৯ মাসে, ২২টি ৪-৬ মাসে, ৩টির তদন্ত চলিতেছে)	২ (২-৪ মাসে)	১০১৭ (২৬৫ টি ২-৪ মাসে, ৭২৬টি ৪-৬ মাসে, ২৬টি তদন্ত চলিতেছে)
১৪। এয়ারপোর্ট	১৯৭ (২৮টি ৩ মাসে, ৪৭টি ৫ মাসে, ৩৬টি ৬ মাসে, ৩৩টি ৭ মাসে, ৩টির তদন্ত চলিতেছে)	৯ (৩টি ৪মাসে ৪টি ৬ মাসে, ১টি ৭ মাসে, ১টি তদন্ত চলিতেছে)	৯ (১টি ৫ মাসে, ৩টি ৬ মাসে, ৩টি ৯ মাসে, ২টি ২৪ মাসে)	৬ (২টি ২ মাসে ১টি ৪ মাসে, ১টি ৫ মাসে) ১টি ৬ মাসে ১টি ১২ মাসে)	২ ১টি ৩ মাসে, ১টি ৫ মাসে)	৪৩৮ (৬টি ১ মাসে, ১৭৬টি ৫ মাসে, ৬৪টি ৬ মাসে, ৮০টি ১০ মাসে ১২১টি ১২ মাসে)

	১	২	৩	৪	৫	৬
১৫। গণ্ডাছড়া	৫৪ (১৯টি ৩-৬ মাসে, ৩০টি ৬-৯ মাসে, ৪টি ৬ মাসে, ১টির তদন্ত চলিতেছে)	১৫ (২টি ৯ মাসে, ৮টি ৯-১২ মাসে, ৩টি ১২ মাসে, ২টির তদন্ত চলিতেছে)	৬ (১টি ১২ মাসে, ৮টি ৯-১২ মাসে, ২টির তদন্ত চলিতেছে)	৬ (সবগুলি ৯ মাসে)	২ (১২ মাসে)	৮৫ (৪৯টি ৬-১২ মাসে, ৩৫টি ৯-১২ মাসে, ১টির তদন্ত চলিতেছে)
১৬। নূতন বাজার	১৬১ [২৭টি ৩ মাসে, ৯২টি ৩-৬ মাসে, ৩৯টি ৪-৬ মাসে, ৩টির তদন্ত চলিতেছে]	১৫ [সবগুলি ১২ মাসে]	৮ [৩টি ১২ মাসে, ৩টি ২৪ মাসে, ২টি ১২-২৪ মাসে]	১৩ [১১টি ৯-১২ মাসে, ২টি ১২ মাসে]	৩ [সবগুলি ১২ মাসে]	২১৯ [১০১টি ৬-১২ মাসে, ১১৬টি ৯-১২ মাসে, ২টির তদন্ত চলিতেছে]
১৭। বীরগঞ্জ	২৪৪ [২৩৩টি ৩-৬ মাসে ১টির তদন্ত চলিতেছে]	৩২ [সবগুলি ১২ মাসে]	৩৩ [৪টি ১২ মাসে, ৩টি ২৪ মাসে, ১টি ১৮ মাসে, ২৫টি ২৪ মাসে]	৩৫ [১০টি ৯-১২ মাসে, ২৪টি ১২ মাসে, ১টির তদন্ত চলিতেছে]	১ [১ বৎসর]	৩০১ [২৪৪টি ৯-১২ মাসে, ৫৩টি ১২ মাসে, ৩টি ৩-৬ মাসে, ১টির তদন্ত চলিতেছে]

	১	২	৩	৪	৫	৬
১৮। অম্পি	৩০ [১টি ৫ মাসে, ১৩টি ৩-৬ মাসে, ১৩টি ৬-১২ মাসে, ৩টির তদন্ত চলিতেছে]	৮ [১টি ৩ মাসে, ১টি ৬ মাসে, ৬টির তদন্ত চলিতেছে]	৫ [৩টি ১২-২৪ মাসে, ১টি ২৪ মাসে, ১টির তদন্ত চলিতেছে]	১১ [৩টি ৩ মাসে, ৩টি ৩-৬ মাসে, ৫টির তদন্ত চলিতেছে]	১১ ×	৭৭ [২টি ৩ মাসে, ৩৭টি ১-৬ মাসে, ৩৪টি ৩-৯ মাসে, ৩টি ৩-১২ মাসে, ১টির তদন্ত চলিতেছে]
১৯। পুরান রাজবাড়ী	৮২ [১২টি ৩-১২ মাসে, ১৬টি ২-৩ মাসে, ৩৪টি ২-৬ মাসে, ১৮টি ৬-৮ মাসে, ২টির তদন্ত চলিতেছে]	১১ [১টি ১২ মাসে, ৩টি ৬-৮ মাসে, ৫টি ১২ মাসে, ২টি তদন্ত চলিতেছে]	৯ [১টি ৬ মাসে, ৩টি ৯-১২ মাসে, ৩টি ৯-১২ মাসে, [illegible]টি ১২-১৮ মাসে, ২টি ৩৬ মাসে]	১১ [৪টি ১ মাসে, ৪টি ৩-৪ মাসে, ১টি ৪ মাসে, ২টি তদন্ত চলিতেছে]	৯ [২ মাসে]	২৪১ [৩১টি ২-৬ মাসে, ৬০টি ৬-৯ মাসে, ৮৯টি ৬-১২ মাসে, ৫৭টি ৯-১২ মাসে, ৪টির তদন্ত চলিতেছে]
২০। বিলোনিয়া	২৪৮ [২৪৫টি ২-৬ মাসে, ৩টির তদন্ত চলিতেছে]	৩২ [৩০টি ৬-২৪ মাসে, ২টির তদন্ত চলিতেছে]	১৬ [১৭টি ৬-২৪ মাসে, ১টির তদন্ত চলিতেছে]	৫০ [৪৭টি ৬-১২ মাসে, ৩টির তদন্ত চলিতেছে]	৭ [সবগুলি ৬-১২ মাসে]	৯৭২ [৯৫৭টি ৩-১২ মাসে, ১৫টির তদন্ত চলিতেছে]

	১	২	৩	৪	৫	৬
২১। সাব্রুম	৩৩৪ (৭টি ২ মাসে, ৬৭টি ৩-৭ মাসে, ৪৭টি ৩ ৮ মাসে, ২১৩টি ২-৬ মাসে)	৪০ (৮টি ৬-১০ মাসে, ৭টি ১২ মাসে, ৬টি ১২-১৮ মাসে, ৪টি ২৪ মাসে ১৫টি তদন্ত চলিতেছে	১৭ (৬টি ১২-২৪ মাসে, ৬টি ২৪ মাসে, ৫টি তদন্ত চলিতেছে)	৪২ (১৪টি ৬ মাসে, ১৭ টি ১২ মাসে, ৯টি ৯-১২ মাসে, ২টি তদন্ত চলিতেছে)	২ (১টি ৬ মাসে, ১টি ১২ মাসে,)	৪১৮ (৩৩৯টি৯-১২ মাসে ৮৪টি ১২ মাসে, ৩টি ২ মাসে)
২২। বাইকোরা	২৪৯ (৬০টি ৪ মাসে, ৩৪টি ৩-৪ মাসে, ৩৭টি ৬ মাসে, ৬০টি ৩-৬ মাসে, ৫৪টি ৪ মাসে, ৩টি তদন্ত চলিতেছে)	২৪ (১টি ৩ মাসে, ১৫টি ১২ মাসে, ৮টির তদন্ত চলিতেছে)	৯ (৪টি ১২ মাসে, ১টি ২৪ মাসে, ৪টি তদন্ত চলিতেছে)	২৪ (৫টি ৩ মাসে, ১১টি৬ মাসে, ৮টির তদন্ত চলিতেছে)	২ ১টি ১২ মাসে ১টি তদন্ত চলিতেছে)	৩২৮ (১টি ১ মাসে, ১১১টি ৬ মাসে, ৫৮টি ৩ ৬ মাসে, ৬২টি ৪-১২ মাসে, ৭৯টি ৩-১২ মাসে, ১০টির তদন্ত চলিতেছে)
২৩। রাধাকিশোর পুর	৪৪২ (৪৩৮টি ৩-৬ মাসে, ৪টির তদন্ত চলিতেছে)	৩৬ (৩৫টি ৬-৯ ১টি তদন্ত চলিতেছে)	৩৭ (৩৬টি ১২ মাসে, ১টি তদন্ত চলিতেছে)	৫১ (৫০টি ৩-৬ মাসে, ১টি তদন্ত চলিতেছে)	১২ (১১টি ৬ মাসে, ১টি তদন্ত চলিতেছে)	১২৮৬ (১২৭২টি ৩-৬ মাসে, ১৪টির তদন্ত চলিতেছে)
২৪। কিল্লা	৪০ (১৫টি ৪ মাসে, ২৫টি ৫ মাসে)	১৯ (২টি ৩ মাসে, ৪টি ৬ মাসে, ১১টি ১২ মাসে, ২টি ২৪ মাসে,)	৬ (১টি ৮ মাসে, ৫টি ১২ মাসে,)	২১ (৫টি ২ মাসে ৪টি ৪ মাসে, ১০টি ৬ মাসে, ১টি সাত মাসে, ১টি তদন্ত চলিতেছে)	১ (১২ মাসে),	১১১ (১৭টি ৩ মাসে, ৩৬টি ৬ মাসে, ৩৫টি ৮ মাসে, ২২টি ১২ মাসে ১টি তদন্ত চলিতেছে)

	১	২	৩	৪	৫	৬
২৫। কাঞ্চনপুর	২১৫ (১টি ১ মাসের, ৫৩টি ৩ মাসে, ১১৩টি ৪ মাসে, ৪৫টি ৫ মাসে, ৩টির তদন্ত চলিতেছে)	৩৬ (৩টি ৭ মাসে, ৮টি ৮ মাসে, ১২টি ৯ মাসে, ১২টি ১২ মাসে ১১টির তদন্ত চলিতেছে)	২১ (৩টি ৬ মাসে, ১৮টি ১২ মাসে)	৩৭ (২টি ৩ মাসে ৪টি ৩ মাসে ২১টি ৬ মাসে, ৮টি ৭ মাসে ২টির তদন্ত চলিতেছে)	২ (১টি ৬ মাসে ১টি ১২ মাসে)	৩৭৫ (৮০টি ৪ মাসে, ২৪৪টি ৫ মাসে, ৪৯টি ৬ মাসে, ২টির তদন্ত চলিতেছে)
২৬। দামছড়া	৪৭ (৩৬টি ৪ মাসে, ১০টি ৫ মাসে, ১টি তদন্ত চলিতেছে)	৮ (১টি ৪ মাসে, ৬টি ৬ মাসে, ১টির তদন্ত চলিতেছে	২ (১টি ৫ মাসে, ১টি ১১ মাসে)	৮ (২টি ৪ মাসে, ২টি ৫ মাসে ৪টি ৬ মাসে)	×	৮০ (২৯টি ৪ মাসে, ৫৯টি ২ মাসে)
২৭। চোরাইবাড়ী	৭৫ (৭৩টি ২ মাসে, ২টি তদন্ত চলিতেছে)	১৫ (৫টি ৫ মাসে, ৬টি ৬ মাসে, ৩টি ৭ মাসে, ১টির তদন্ত চলিতেছে)	৭ (২টি ৮ মাসে, ২টি ১০ মাসে, ৩টি ১১ মাসে)	৯ (সবগুলি ৪ মাসে)	[illegible] (সবগুলি ৯ মাসে)	১৭৭ (৫১টি ২ মাসে ১২৩টি ৩ মাসে, ৩টির তদন্ত চলিতেছে)

	১	২	৩	৪	৫	৬
২৮। ধর্মনগর	৫৯৯ [৫৮৭টি ৬ মাসে ১২টি তদন্ত চলিতেছে]	৪৩ [৪২টি ৬ মাসে, ১টির তদন্ত চলিতেছে]	২২ [সবগুলি ৬ মাসে]	৬১ [৫৯টি ৬ মাসে, ২টির তদন্ত চলিতেছে]	১০ [৯টি ৬ মাসে, ১টির তদন্ত চলিতেছে]	৯৪০ [৯২৭টি ৩ মাসে ১৩টির তদন্ত চলিতেছে]
২৯। ভাংমুন	৭ [১টি ৩ মাসে, ৬টি ১২ মাসে]	৩ [২টি ৬ মাসে, ১টি১২ মাসে]	১ [১২ মাসে]	৪ [১টি ৬ মাসে, ৩টি ১২ মাসে]	×	১১ [১টি ৪ মাসে, ৩টি ৭ মাসে, ৫টি ১২ মাসে, ২টির তদন্ত চলিতেছে]
৩০। মনু	১১৪ [২৭টি ৩ মাসে, ৮৫টি ৪ মাসে, ২টির তদন্ত চলিতেছে]	২৩ [সবগুলি ১২ মাসে]	৮ [সবগুলি ১৮ মাসে]	২৮ [১টি ৪ মাসে, ২৬টি ৬ মাসে, ১টির তদন্ত চলিতেছে]	×	১৬৬ [১৬৩টি ৩ মাসে, ৩টির তদন্ত চলিতেছে]
৩১। কৈলাসহর	৭০৬ [২৭৫টি ৪ মাসে, ৪১৭টি ৫ মাসে, ১৪টির তদন্ত চলিতেছে]	৯ [১টি ৩ মাসে, ৭টি ৫ মাসে, ১টি ৬ মাসে]	১৮ [২টি ৫ মাসে, ১৫টি ১২ মাসে, ১টির তদন্ত চলিতেছে	৭২ [৭০টি ৬ মাসে, ২টির তদন্ত চলিতেছে]	৩ [২টি ১২ মাসে, ১টি ২৪ মাসে]	৯৯৫ [১৪টি ১২ মাসে ৯৮১টি ১২ মাসে]

	১	২	৩	৪	৫	৬
৩২। ফটীকরায়	২৩৮ [১২২টি ৪ মাসে, ৪৩টি ৫ মাসে, ৬০টি ৬ মাসে, ১০টি তদন্ত চলিতেছে]	২৯ [১৮টি ৯ মাসে, ৭টি ১০ মাসে, ৪টি ১২ মাসে]	১৭ [১১টি ১২ মাসে, ৬টি ১৮ মাসে]	৩৭ [২২টি ৬ মাসে ১৫টি ৮ মাসে]	৪ [১টি ৬ মাসে, ৩টি ১০ মাসে]	৪৫৯ [১২টি ২ মাসে, ৮৫টি ৪ মাসে, ১৭৭টি ৫ মাসে, ১৭৭টি ৬ মাসে]
৩৩। ছামনু	৩৩ [১১টি ২ মাসে, ১২টি ৩ মাসে, ৮টি ৫ মাসে, ২টি ৬ মাসে]	১৩ [৩টি ৬ মাসে, ৫টি ৮ মাসে, ৫টি ১০ মাসে]	৬ [৩টি ৬ মাসে, ২টি ১৩ মাসে, ১টি ১৫ মাসে]	৮ [১টি ১৫ মাসে, ১টি ৬ মাসে, ৬টি ৮মাসে]	×	৫৭ [২টি ১ মাসে, ১২টি ৩ মাসে, ১৮টি ৪ মাসে, ১৫টি ৫ মাসে, ১০টি ৬ মাসে]
৩৪। কমলপুর	২৮০ [৪টি ৩ মাসে, ৬১টি ৪ মাসে, ১২৯টি ৫ মাসে, ৯৩টি ৬ মাসে]	৩০ [৩টি ৬ মাসে, ২টি ১০ মাসে, ২২টি ২২ মাসে, ৩টির তদন্ত চলিতেছে]	২৭ [সবগুলি ১২ মাসে]	১৫ [১টি ৩ মাসে, ১১টি ৬ মাসে, ৩টি ১২ মাসে]	২ [১টি ৬ মাসে, ১টি ১২ মাসে]	২৭৪ [৫টি ৩ মাসে, ১৪৭টি ৫ মাসে, ১২২টি ৬ মাসে]

	১	২	৩	৪	৫	৬
৩৫। আম্বাসা	৮৬ [২৮টি ৬ মাসে, ২২টি ৭ মাসে, ২৩টী ১০ মাসে, ১২টী ১২ মাসে, ১টীর তদন্ত চলিতেছে]	২৪ ৮টি ১২ মাসে, ১৫টি ১৮ মাসে, ১টীর তদন্ত চলিতেছে]	১২ [১১টি ১২ মাসে, ১টি ২৪ মাসে]	৯ [৮টি ১২ মাসে, ১টির তদন্ত চলিতেছে]	×	৩২৭ [১৯৩টি ৬ মাসে, ৭৫টি ৮ মাসে, ৮৫টী ১২ মাসে, ১টীর তদন্ত চলিতেছে]

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

২২, ৬৬২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ১৮, ০২৭ জনের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থার জন্য আদালতে চার্জ শীট দেওয়া হইয়াছে।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

আহত	নিহত	নিখোঁজ হইয়াছেন
৬, ৮৮১	১,০৯০	৭৮

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

৭২ জন নিখোঁজ ব্যাক্তিকে উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে।